



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
June 2024

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সকলে হলে একে অপরের আত্মিক(রুহানী) ভাই-ভাই, তোমাদের মধ্যে আত্মিক প্রেম থাকা উচিত, আত্মার সঙ্গেই আত্মার প্রেম থাকবে, শরীরের সঙ্গে নয়"

*প্রশ্ন:- বাবা তাঁর নিজের ঘরের এমন কোন্ ওয়ান্ডারফুল কথা শুনিয়েছেন?

*উত্তর:- যেকোনো আত্মাই যখন আমার ঘরে আসে তখন তারা নিজের-নিজের সেকশনে নিজের নশ্বরের ক্রমানুসারে ফিক্সড হয়ে যায়। কখনো নড়াচড়া করে না। ওখানে সব ধর্মের আত্মারাই আমার নিকটে থাকে। ওখান থেকে নশ্বরের ক্রমানুযায়ী নিজের-নিজের সময়ানুসারে নিজের ভূমিকা পালন করতে আসে, এই ওয়ান্ডারফুল নলেজ সারা কল্পে এইসময় একবারই তোমরা পাও। অন্য কেউ এই নলেজ দিতে পারে না।

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। বাচ্চারা জানে যে, আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের তো বাবা বোঝান আর বাবা নিজেকে আত্মাদের পিতা মনে করেন। এমন কেউ মনে করে না আর না কেউ এমনভাবে বোঝায় যে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। একমাত্র বাবা-ই বসে আত্মাদেরকে এমনভাবে বোঝান। এই জ্ঞানের প্রালঙ্ক (ফুল) তোমরা নতুন দুনিয়ায় গিয়ে নিজের পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে নেবে। একথাও সকলের স্মরণে থাকে না যে, এই দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে যাবে আর সেই পরিবর্তন আনবেন বাবা। এখানে তো সম্মুখে বসে রয়েছে, যখন ঘরে যায় তখন সারাদিন নিজস্ব কাজ-কর্ম ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাবার শ্রীমং হলো - বাচ্চারা, যেখানেই থাকো আমাকে স্মরণ করো। যেমন কন্যা হলে তো সে জানতে পারে না যে, কে আমার স্বামী হবে, কিন্তু চিত্র দেখলে তখন স্মরণে(স্মৃতিতে) বসে যায়। যেখানেই থাকুক পরস্পর-পরস্পরকে স্মরণ করে, একে বলা হয় দৈহিক(স্থূল) প্রেম। আর এ হলো আত্মিক প্রেম। এই প্রেম কার সঙ্গে? বাচ্চাদের সঙ্গে তাদের আত্মিক পিতার আর বাচ্চাদের সঙ্গে বাচ্চাদের। বাচ্চারা, তোমাদের পরস্পরের প্রতিও অত্যন্ত ভালবাসা থাকা উচিত অর্থাৎ আত্মাদের সঙ্গে আত্মাদেরও প্রেম থাকা উচিত। বাচ্চারা, এই শিক্ষাও তোমরা এখনই পাও। দুনিয়ার মানুষের তো একথা কিছুই জানা নেই। তোমরা সকলে হলে ভাই-ভাই, তাই পরস্পরের প্রতি অবশ্যই স্নেহ-প্রেম থাকা উচিত। কারণ বাচ্চারা তো সকলেই এক পিতার-ই (সন্তান), তাই না। একেই বলে আত্মিক প্রেম। ড্রামার নিয়মানুযায়ী শুধুমাত্র এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই আত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের সম্মুখে এসে বোঝান। আর বাচ্চারা জানে যে, বাবা এখানে এসেছেন। আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের খুব সুন্দর ফুল (গুল-গুল), পবিত্র অর্থাৎ পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। এমন নয় যে, কেউ হাত ধরে নিয়ে যাবে। প্রত্যেক আত্মারা এমনভাবে উড়বে ঠিক যেমনভাবে পঙ্গপালের দল উড়ে যায়। তাদেরও তো কেউ গাইড থাকে। গাইডের সঙ্গে আরও গাইডস্ থাকে যারা সম্মুখে থাকে। সমগ্র দল যখন একসঙ্গে যায় তখন খুব আওয়াজ হয়। সূর্যের আলোকেও ঢেকে দেয়, এতবড় দল থাকে। তোমাদের আত্মাদেরও তো কত বড় অগণিত দল থাকে, কখনও গুণতি করতে পারবে না। এখানেও মানুষের গুণতি করতে পারা যায় না। যদিও জনগণনা করা হয়, তাও তা অ্যাকুরেট গণনা করা যায় না। আত্মারাও তো কত, সেই হিসাব কখনও গণনা করা যায় না। আন্দাজ করা হয় যে সত্যযুগে কত মানুষ হবে কারণ শুধু ভারতই রয়ে যায়। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, আমরা বিশ্বের মালিক হচ্ছি। আত্মা যখন শরীরে থাকে তখন তাকে জীবাত্মা বলা হয়, তখন দুই-ই একত্রে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। এমন অনেক লোক রয়েছে যারা মনে করে আত্মাই পরমাত্মা, তাই সে(আত্মা) কখনো দুঃখভোগ করে না, (আত্মা) অলিপ্ত। অনেক বাচ্চারা এই কথাতেও মুষড়ে পড়ে যে, আমরা নিজেকে তো আত্মা বলে মনে করি। কিন্তু বাবাকে কতক্ষণ স্মরণ করি? একথা জানি যে, বাবা পরমধাম নিবাসী। বাবা নিজের পরিচয় দিয়েছেন। চলতে-ফিরতে যেকোনওখানে বাবাকে স্মরণ কর। বাবা থাকেন পরমধামে। তোমাদের আত্মাও ওখানেই থাকে, পুনরায় এখানে পার্ট প্লে করতে আসে। এই জ্ঞানও এখনই পেয়েছো।

যখন তোমরা দেবতা হয়ে যাও তখন ওখানে তোমাদের এই জ্ঞান স্মরণে থাকে না যে, অমুক-অমুক ধর্মের আত্মারা উপরে রয়েছে। উপর থেকে এসে এখানে শরীর ধারণ করে নিজের পার্ট প্লে করে, এই চিন্তন ওখানে থাকবে না। পূর্বে একথা জানা ছিল না যে, বাবাও পরমধামে থাকেন, ওখান থেকে এসে শরীরে প্রবেশ করেন। তিনি এখন কোনো শরীরে আসবেন, তিনি তাঁর ঠিকানা বলে দেন। তোমরা যদি এখন লেখো যে, শিববাবা কেয়ার অফ পরমধাম, কিন্তু পরমধামে তো চিঠি যেতে পারে না, তাই এমনভাবে লেখো যে, শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা, তারপর আবার এখানকার ঠিকানা দিয়ে দাও, কারণ

তোমরা জানো যে, বাবা এখানেই আসেন, এই রথে(ব্রহ্মা) প্রবেশ করেন। এমনতে তো আত্মারা উপরেই থাকে। তোমরা হলে ভাই-ভাই। সর্বদা এটাই মনে করো যে, এ হলো আত্মা, এর নাম অমুক। আত্মাকে এখানেই দেখতে হবে কিন্তু দেহ-অভিমান চলে আসে। বাবা দেহী-অভিমानी বানান। বাবা বলেন, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে কর আর তারপর আমাকে স্মরণ কর। এইসময় বাবা বোঝান যে, যখন আমি আসি, তখন এসে বাচ্চাদের জ্ঞান প্রদান করি। পুরানো অরগ্যান্স (কর্মেন্দ্রিয়) নিই, যার মধ্যে প্রধান হলো মুখ। চোখও রয়েছে, কিন্তু জ্ঞান-অমৃত পাওয়া যায় মুখ দ্বারা। গো-মুখ বলা হয়, তাই না, অর্থাৎ এ হলো মায়ের মুখ। বড় মাম্মার দ্বারা তোমাদের অ্যাডপ্ট করেন, কে? শিববাবা। তিনি তো এখানে, তাই না। এই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিতে থাকা উচিত। আমি তোমাদের প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা দত্তক নিই। তাহলে ইনি মাতা হয়ে গেলেন। গাওয়াও হয় যে, তুমি মাতা-পিতা, আমরা বালক তোমার..... তাহলে তিনি (শিববাবা) হলেন সকল আত্মাদের পিতা। ওঁনাকে মাতা বলা যাবে না। তিনি তো হলেন পিতা। পিতার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, তারপর মাতা চাই। উনি (ঈশ্বর) এখানে আসেন। এখনই তোমরা জানতে পেরেছ যে, বাবা উপরে থাকেন। আমরা আত্মারাও উপরে থাকি। পুনরায় এখানে আমি নিজ ভূমিকা পালন করতে, দুনিয়া তো এইসব বিষয়ের কোনো কিছুই জানে না। ওরা তো নুড়ি-পাথরেও পরমাত্মা রয়েছে বলে দেয়, তাহলে তো তিনি অগণিত (অসংখ্য) হয়ে যান। একেই বলে ঘোর অন্ধকার। গাওয়াও হয় যে, জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছে, অজ্ঞানতার অন্ধকার বিনাশের জন্য। এইসময় তোমাদের এই জ্ঞান রয়েছে যে - এ হলো রাবণ-রাজ্য, যে কারণে অন্ধকার রয়েছে। ওখানে তো রাবণ-রাজ্য থাকে না, তাই কোনো বিকার থাকে না। দেহ-অভিমানও থাকে না। ওখানে (সবাই) আত্ম-অভিমानी থাকে। আত্মাতে এই জ্ঞান থাকে - এখন ছোট বাচ্চা, এখন যৌবনে পদার্পণ করেছে, আর এখন শরীর বৃদ্ধ হয়েছে, তাই এখন এই শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নিতে হবে। ওখানে এমন বলা হয় না যে, অমুকে মারা গেছে। ওটা হলো অমরলোক। আনন্দের সঙ্গে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নেয়। এখন আয়ু পূর্ণ হয়েছে, এই শরীর ত্যাগ করে নতুন নিতে হবে। তাই সন্ধ্যাসীরা সর্পের উদাহরণ দেয়। বাস্তুবে উদাহরণ তো বাবা-ই দিয়েছেন। সেটাই সন্ধ্যাসীরা আবার তুলে নিয়েছে। তবেই তো বাবা বলেন যে, এই জ্ঞান যা আমি তোমাদেরকে দিই তা প্রায়ঃলুপ্ত হয়ে যায়। বাবার অক্ষরও (কথা) রয়েছে, তো চিত্রও রয়েছে কিন্তু তা যেন আটায় লবণের পরিমাণ সম। তাই বাবা বসে অর্থ বোঝান - যেমন সর্প তার পুরানো খোলস ছেড়ে দেয় আর নতুন খোলস পুনরায় তৈরী হয়ে যায়। ওদের (সর্পের) ক্ষেত্রে এমন বলা হবে না যে, এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে প্রবেশ করে। না। একমাত্র সর্পের ক্ষেত্রেই খোলস বদলানোর উদাহরণ দেওয়া হয়। তাদের সেই খোলস দেখতেও পাওয়া যায়। যেমন, বস্ত্র পরিত্যাগ করা হয় তেমন-ই সর্পও খোলস পরিত্যাগ করে, অন্য ধারণ করে। সর্প তো জীবিতই থাকে, কিন্তু এমনও নয় যে সদা অমর থাকে। ২-৩ বার খোলস বদল করে তারপর মারা যায়। ওখানেও তোমরা তেমনই সময়ানুসারে এক খোলস পরিত্যাগ করে অন্যটা নাও। জানো যে, এখন আমাদের গর্ভে যেতে হবে। ওখানে সবই হলো যোগবলের বিষয়। যোগবলের দ্বারাই তোমাদের জন্ম হয় তাই অমর বলা হয়। আত্মা বলে, এখন আমি বৃদ্ধ হয়েছি, শরীর পুরানো হয়ে গেছে। সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। এখন আমি গিয়ে ছোট বাচ্চা হব। আত্মা স্বয়ং শরীর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে ছোট বাচ্চার শরীরে প্রবেশ করে, ওই গর্ভকে জেল নয়, মহল (গর্ভমহল) বলা হয়। কোনো পাপ তো হয় না যে ভুগতে হবে। গর্ভ-মহলে আরাম করে থাকে, দুঃখের কোনো কথাই নেই। না কোনো খারাপ খাবার খাওয়ানো হয় যাতে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

বাবা এখন বলেন - বাচ্চারা, তোমাদের নির্বাণধামে যেতে হবে, এই দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে যাবে। পুরানো থেকে পুনরায় নতুন হবে। প্রত্যেকটি জিনিসই বদলায়। বৃক্ষ থেকে বীজ বের হয়, আবার বীজ লাগালে কত ফল পাওয়া যায়। একটি বীজ থেকে কত দানা বেরোয়। সত্যযুগে যোগবলের দ্বারা একটি করে বাচ্চার-ই জন্ম হয়। এখানে তো বিকারের দ্বারা ৪-৫টি করে বাচ্চারও জন্ম দেয়। সত্যযুগ আর কলিযুগের মধ্যে অনেক পার্থক্য, যা বাবা বলে থাকেন। নতুন দুনিয়া পুনরায় পুরানো কিভাবে হয়, তারমধ্যে আত্মা কিভাবে ৮৪ জন্ম নেয় - এও বুঝিয়েছেন। প্রত্যেকটি আত্মা নিজের নিজের পার্ট প্লে করে যখন আবার যাবে তখন স্ব-স্ব স্থানে গিয়ে স্থির হয়ে যাবে। স্থান বদল হয় না। নিজের-নিজের ধর্মে স্ব-স্থানে গিয়ে নশ্বরের ক্রমানুসারে দাঁড়িয়ে পড়বে, পুনরায় নশ্বরের ক্রমানুসারেই নীচে আসতে হবে তাই অব্যক্ত লোকের (মূলবতন) ছোট-ছোট মডেল বানিয়ে রাখে। সব ধর্মের আলাদা-আলাদা সেকশন রয়েছে। দেবী-দেবতা হলো প্রথম ধর্ম, তারপরে নশ্বরের ক্রমানুসারে আসবে। আবার নশ্বরের ক্রমানুসারেই (সেখানে) যাবে। তোমরাও নশ্বরের ক্রমানুসারেই উত্তীর্ণ হও, আর সেই নশ্বরের হিসাবেই স্থান পাও। বাবা-র এই পড়াশোনা সমগ্র কল্পে একবারই হয়। তোমাদের আত্মাদের দল কত ছোট হয়। যেখান তোমাদের বৃক্ষ এতবড়। বাচ্চারা, তোমরা দিব্য-দৃষ্টির দ্বারা দেখে পুনরায় এখানে বসে চিত্র ইত্যাদি তৈরী করেছে। আত্মা কত ছোট, শরীর কত বড়। সব আত্মারাই ওখানে গিয়ে বসবে। অতি অল্প জায়গার মধ্যে সব কাছাকাছি থাকে। মনুষ্যদের বৃক্ষ তো কত বড় হয়। মানুষের তো জায়গা চাই, তাই না -- চলতে, ফিরতে, খেলতে, পড়তে, কাজ-কর্ম করার জন্য। সবকিছু করার জন্য জায়গা চাই। নিরাকার দুনিয়ায় আত্মাদের থাকার জায়গা ছোট,

তাই এই চিত্রতেও এমন দেখান হয়। নাটক পূর্ব-নির্ধারিত, শরীর ছেড়ে আত্মাদের ওখানেই যেতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, আমরা ওখানে কিভাবে থাকি আর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কিভাবে থাকে। পুনরায় কিভাবে নশ্বরের ক্রমানুসারে আলাদা-আলাদা হয়। এইসব কথা বাবা সমগ্র কল্পে একবারই এসে শোনান। তাছাড়া আর সবই তো হলো দৈহিক(শূল) পঠন-পাঠন। ওইসমস্ত পড়াকে আধ্যাত্মিক পড়াশোনা বলতে পারো না। এখন তোমরা জানো যে, আমরা হলাম আত্মা। আই অর্থাৎ আমি আত্মা, মাই (my) অর্থাৎ আমার এই শরীর। মানুষ একথা জানে না। ওদের তো সর্বদা দৈহিক সম্বন্ধ থাকে। সত্যযুগেও দৈহিক(শূল) সম্বন্ধ থাকবে। কিন্তু ওখানে তোমরা আত্ম-অভিমानी হয়ে থাকো। একথা জানতে পারো যে, আমরা হলাম আত্মা, আমাদের শরীর বৃদ্ধ হয়েছে, তাই আমরা আত্মারা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নিই। এতে মুষড়ে পড়ার কোন ব্যাপার নেই। বাচ্চারা, তোমাদের তো বাবার কাছ থেকে রাজস্ব নিতে হবে। অবশ্যই তিনি অসীম জগতের পিতা, তাই না। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে না বুঝবে ততক্ষণ পর্যন্ত অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। জ্ঞান হলো তোমাদের ব্রাহ্মণদের জন্য। বাস্তবে তোমাদের ব্রাহ্মণদের মন্দির তো আজমীরে রয়েছে। এক হয় পুষ্করনী ব্রাহ্মণ, অপরটি হলো সারসিদ্ধ। আজমীরে ব্রহ্মার মন্দির দেখতে যায়। ব্রহ্মা বসে আছেন, ব্রহ্মার দাড়ী (বৃদ্ধাবস্থা) দেখানো হয়েছে। তাঁকে মনুষ্যরূপে দেখানো হয়েছে। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরাও মনুষ্যরূপে রয়েছে। ব্রাহ্মণদের কখনো দেবতা বলা হয় না। সত্যিকারের ব্রাহ্মণ তো তোমরা, ব্রহ্মার সন্তান। ওরা কেউ ব্রহ্মার সন্তান নয়, পরে যারা আসে তারা জানে না। তোমাদের এ হলো বিরাট-রূপ। একথা বুদ্ধি দ্বারা স্মরণে রাখা উচিত। সম্পূর্ণ এই নলেজ যা একমাত্র তোমরাই কাউকে ভালোভাবে বোঝাতে পারো। আমরা আত্মা, বাবার সন্তান - একথা সঠিকভাবে বোঝো, বিশ্বাস দৃঢ় বা পরিপক্ব হওয়া উচিত। এ তো যথার্থ কথা, সকল আত্মাদের পিতা হলেন এক পরমাত্মা। সকলেই তাঁকে স্মরণ করে। 'হে ভগবান' - অবশ্যই মানুষের মুখ থেকে নির্গত হয়। পরমাত্মা কে - একথা কেউ-ই জানে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাবা এসে বোঝান। বাবা বোঝান, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ যাঁরা বিশ্বের মালিক ছিলেন, তাঁরাই যখন জানতেন না তখন ঋষি-মুনিরা কিভাবে জানবে! এখন তোমরা বাবার কাছ থেকে জেনেছ। তোমরা হলে আস্থিক, কারণ তোমরা রচয়িতা আর রচনার আদি, মধ্য, অন্তকে জানো। কেউ সঠিকভাবে জানে, আবার কেউ কম। বাবা সম্মুখে এসে পড়ান, কেউ আবার ভালোভাবে ধারণ করে, কেউ কম ধারণ করে। এই পড়া একদম সহজও, আবার উচ্চও। বাবার কাছে এত জ্ঞান রয়েছে যে সাগরকে কালি বানিয়ে নিলেও এর শেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাবা অতি সহজ করে বোঝান। বাবা-কে জানতে হবে, স্ব-দর্শন চক্রধারী হতে হবে। ব্যস! আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) স্মরণ যেন সদা সহজসাধ্য হয় তারজন্য চলতে-ফিরতে এই চিন্তা করা উচিত যে, আমরা হলাম আত্মা, পরমধাম নিবাসী আত্মা এখানে (সাকারলোকে) নিজের পাট প্লে করতে এসেছি। বাবাও পরমধামে থাকেন। তিনি ব্রহ্মার শরীরে এসেছেন।

২) যেমন আস্থিক পিতার প্রতি আত্মার স্নেহ-ভালবাসা রয়েছে, ঠিক তেমনই পরম্পরের সঙ্গেও আস্থিক প্রেমপূর্ণভাবে থাকতে হবে। আত্মার যেন আত্মার সঙ্গে প্রেম থাকে, শরীরের সঙ্গে নয়। সম্পূর্ণরূপে আত্ম-অভিমानी হয়ে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- পার্থিব জগতের কামনাগুলির থেকে মুক্ত থেকে সকল প্রশ্ন থেকে উদ্ধার থাকা সদা প্রসন্নচিত্ত ভব
যে বাচ্চারা পার্থিব জগতের কামনাগুলির থেকে মুক্ত থাকে, তাদের চেহারা প্রসন্নতার ঝলক দেখা যায়। প্রসন্নচিত্ত আত্মা কোনও কথাতে প্রশ্ন-চিত্ত হয় না। তারা সদা নিঃস্বার্থী আর সদা সবাইকে নির্দোষ অনুভব করে। কারোর প্রতি দোষারোপ করে না। যেরকম পরিস্থিতিই আসুক, যদি কোনও আত্মা হিসেব-নিকেশ পরিশোধ করার জন্য সামনে আসে কিংবা শরীরের কর্মভোগও সামনে আসে কিন্তু সন্তুষ্টতার কারণে তারা সদা প্রসন্নচিত্ত থাকবে।

স্লোগানঃ:- ব্যর্থের চেকিং অ্যাটেনশন দিয়ে করো, অমনোযোগী রূপে নয়।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ব্রহ্মাবাবার সমান ত্যাগ, তপস্যা আর সেবার ভাইরেশন সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দাও"

আজ সমর্থ বাপদাদা নিজের সমর্থ বাচ্চাদের দেখছেন। আজকের দিন স্মৃতি দিবস তথা সমর্থ দিবস। আজকের দিন বাচ্চাদেরকে সর্বশক্তি উইল করে দেওয়ার দিবস। দুনিয়ায় অনেক রকমের উইল হয়, কিন্তু ব্রহ্মাবাবা বাবার থেকে প্রাপ্ত হওয়া সর্বশক্তির উইল বাচ্চাদের করেছেন। এমন অলৌকিক উইল অন্য কেউই করতে পারে না। বাবা ব্রহ্মাবাবাকে সাকারে নিমিত্ত বানিয়েছেন এবং ব্রহ্মাবাবা বাচ্চাদের “নিমিত্ত ভব”-র বরদান দিয়ে উইল করেছেন। এই উইল বাচ্চাদের মধ্যে পাওয়ার্সের (শক্তির) সহজ অনুভূতি করাতে থাকে। এক হলো নিজের পুরুষার্থের পাওয়ার্স আর এ' হলো পরমাত্ম-উইল দ্বারা পাওয়ার্সের প্রাপ্তি। এ' হলো প্রভু প্রদত্ত, প্রভু বরদান। এই প্রভু বরদান চালনা করছে। বরদানে পুরুষার্থের পরিশ্রম নেই, বরং সহজভাবে আর আপনা থেকেই নিমিত্ত বানিয়ে চালনা করতে থাকে। সেই সময় বাবার সামনে স্বল্প সংখ্যক ছিল। কিন্তু বাপদাদার দ্বারা, বিশেষ ব্রহ্মাবাবার দ্বারা বিশেষ বাচ্চাদের এই উইল প্রাপ্ত হয়েছে এবং বাপদাদাও দেখেছেন যে, যে বাচ্চাদেরকে বাবা উইল করেছেন সেই সব বাচ্চারা (আদি রত্নসমূহ এবং সেবার নিমিত্ত বাচ্চারা) সেই প্রাপ্ত উইল খুব ভালো ভাবে কার্যে প্রয়োগ করেছে। তাছাড়া, সেই উইলের কারণে আজ এই ব্রাহ্মণ পরিবার দিন দিন বাড়তেই থাকছে। বাচ্চাদের বিশেষত্বের কারণে এই বৃদ্ধি হওয়ারই ছিল আর হচ্ছেও।

বাপদাদা দেখেছেন যে নিমিত্ত হওয়া আর সাথ দেওয়া দু'রকমের বাচ্চাদের দুটো বিশেষত্ব খুব ভালো ছিল। প্রথম বিশেষত্ব - হয় তারা স্থাপনের আদি রত্ন অথবা সেবার রত্ন উভয়ের মধ্যে সংগঠনের ইউনিটি খুব খুব ভালো ছিল। কারও মধ্যে কেন, কী, কীভাবে... এই সংকল্প মাত্রও ছিল না। দ্বিতীয় বিশেষত্ব - একজন বলেছে অন্যজনে মেনেছে। এই একস্ট্রা পাওয়ার্সের উইলের বায়ুমন্ডলে বিশেষত্ব ছিল। সেই সর্ব নিমিত্ত হওয়া আত্মারা সর্বত্র বাবা বাবাই দেখতে পায়।

বাপদাদা এইরকম সময় মতো নিমিত্ত হওয়া বাচ্চাদের হৃদয় থেকে ভালোবাসা দিচ্ছেন। বাবার চমৎকার তো আছেই, কিন্তু বাচ্চাদের চমৎকারিত্বও কম নয়। আর সেই সময়ের সংগঠন, ইউনিটি - আমরা সবাই এক, এটাই আজও সেবাকে বর্ধিত করছে। কেন? নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের ফাউন্ডেশন মজবুত ছিল। তাইতো বাপদাদাও আজকের দিনে বাচ্চাদের চমৎকারিত্ব গাইছিলেন। বাচ্চারা চতুর্দিক থেকে ভালোবাসার মালা পরিয়েছে আর বাচ্চাদের চমৎকারিত্বের গুণগান

করেছেন। তোমরা ভেবেছিলে এতদিন ধরে চলবে? কত সময় হয়ে গেছে? সবার মুখ থেকে, হৃদয় থেকে এটাই নির্গত হয়েছে এখন ফিরে যেতে হবে, এখন ফিরে যেতে হবে... কিন্তু বাপদাদা জানতেন যে এখন অব্যক্ত রূপের সেবা এখনও হওয়ার আছে। সাকারে থাকাকালীন এত বড় হল বানিয়েছিলে? বাবার অতি প্রিয় ডবল বিদেশি সেই সময় এসেছিল? তো বিশেষভাবে ডবল বিদেশিদের অব্যক্ত পালনার দ্বারা অলৌকিক জন্ম হওয়ারই ছিল, এত সব বাচ্চা আসারই ছিল। সেইজন্য ব্রহ্মাবাবার সাকার শরীরও ছাড়তে হয়েছে। ডবল বিদেশিদের নেশা আছে যে আমরা অব্যক্ত পালনার পাত্র (যোগ্য)।

ব্রহ্মাবাবার ত্যাগ ড্রামাতে বিশেষভাবে নির্ধারিত আছে। আদি থেকে ব্রহ্মাবাবার ত্যাগ আর তোমরা সব বাচ্চার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে আছে। সর্বাপেক্ষা নম্বর ওয়ান ত্যাগের একজাম্পল ব্রহ্মাবাবা হয়েছেন। ত্যাগ তাকেই বলা হয়ে থাকে - সবকিছু প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যে ত্যাগ করে। সময় অনুসারে, সমস্যা অনুসারে ত্যাগ - শ্রেষ্ঠ ত্যাগ নয়। শুরু থেকেই দেখ তন, মন, ধন, সম্বন্ধ, সর্বপ্রাপ্তি হওয়া সত্ত্বেও ত্যাগ করেছেন। শরীরেরও ত্যাগ করেছেন, সব সাধন থাকা সত্ত্বেও স্বয়ং পুরানোতেই থেকেছেন। চারদিক থেকে সমস্ত সাধন আসতে শুরু করেছিল। তৎসত্ত্বেও সাধনায় অনড় থেকেছেন। ব্রহ্মার এই তপস্যা তোমরা সব বাচ্চার ভাগ্য বানিয়ে গেছে। ড্রামা অনুসারে এমন ত্যাগের একজাম্পল রূপ ব্রহ্মাই হয়েছেন এবং এই ত্যাগ সঙ্কল্প শক্তির দ্বারা সেবায় তাঁর বিশেষ পার্ট তৈরি করেছে। এই কারণে নতুন নতুন বাচ্চারা সংকল্প শক্তির দ্বারা বৃদ্ধি ফাস্ট প্রাপ্ত করছে। তো শুনলে ব্রহ্মার ত্যাগের কাহিনী!

ব্রহ্মার তপস্যার ফল তোমরা সব বাচ্চার প্রাপ্ত হচ্ছে। তপস্যার প্রভাব এই মধুবন ভূমিতে সমাহিত হয়ে আছে। বাচ্চারাও যারা তাঁর সাথে আছে, তো সেই বাচ্চাদেরও তপস্যা আছে, যতই হোক, নিমিত্ত তো ব্রহ্মাবাবাকেই বলা হবে। ব্রাহ্মণ

বাচ্চারা, এমনকি যারাই মধুবনের তপস্বী ভূমিতে আসে তারা অনুভব করে এখানের বায়ুমন্ডল, এখানের ভাইব্রেশন সহজ যোগী বানিয়ে দেয়। যোগ লাগানোর পরিশ্রম নেই, সহজেই লেগে যায় এবং যে কোনও আত্মাই আসে, সে কিছু না কিছু অনুভব করেই যায়। জ্ঞান যদি বা নাও বোঝে কিন্তু অলৌকিক ভালোবাসা আর শান্তির অনুভব করেই যায়। কিছু না কিছু পরিবর্তন করার সক্ষম করেই যায়। এ' হলো ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের তপস্যার প্রভাব। সেইসঙ্গে সেবার বিধি - ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সেবা বাচ্চাদের দ্বারা প্র্যাকটিক্যালি করিয়ে দেখিয়েছেন। সেই বিধিগুলো এখন তোমরা অনেক বেশি ব্যবহারে নিয়ে আসছ। তো যেভাবে ব্রহ্মাবাবার ত্যাগ, তপস্যা, সেবার ফল তোমরা সব বাচ্চার প্রাপ্ত হচ্ছে, ঠিক সেভাবেই প্রত্যেক বাচ্চা নিজের ত্যাগ, তপস্যা আর সেবার ভাইব্রেশন বিশ্বে ছড়িয়ে দাও। যেমন সায়েন্সের বল নিজস্ব প্রভাব প্রত্যক্ষ রূপে দেখাচ্ছে, তেমনভাবে সায়েন্সেরও রচনাকার সাইলেন্স হলো বল। সাইলেন্স-বলকে এখন প্রত্যক্ষভাবে দেখানোর সময়।

সাইলেন্স-বলের ভাইব্রেশন তীব্রগতিতে ছড়িয়ে দেওয়ার সাধন হলো, মন-বুদ্ধির একাগ্রতা। এই একাগ্রতার অভ্যাস বর্ধিত হওয়া প্রয়োজন। একাগ্রতার শক্তি দ্বারাই তোমরা বায়ুমন্ডল বানাতে পারো। অস্থিরতার কারণে পাওয়ারফুল ভাইব্রেশন তৈরি হতে পারে না।

বাপদাদা আজ দেখছিলেন যে একাগ্রতার শক্তি এখন অধিক প্রয়োজন। সব বাচ্চার একটাই দৃঢ় সঙ্কল্প হোক যে এখন ভাই-বোনেদের দুঃখের ঘটনা যেন পরিবর্তন হয়ে যায়। হৃদয় থেকে করুণা ইমার্জ হতে হবে। যখন সায়েন্সের শক্তি চাঞ্চল্যের সূচনা করতে পারে তাহলে এত সব ব্রাহ্মণের সাইলেন্সের শক্তি, উদারচিত্ত ভাবনা দ্বারা বা সংকল্প দ্বারা চাঞ্চল্যের পরিবর্তন করতে পারবে না! যখন করতেই হবে, হতেই হবে তখন সেই বিষয়ে অ্যাটেনশন দাও। যখন তোমরা গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের বাচ্চা, সবাই তোমাদেরই ভাই ভাই, শাখা, পরিবার, তোমরাই ভক্তদের ইস্ট দেব, তো এই নেশা আছে তোমাদের যে আমরাই ইস্ট দেব? ভক্তরা চিৎকার করছে, শুনতে পাচ্ছ তোমরা? তারা আতর্নাদ করছে - হে ইস্ট দেব! তোমরা শুধু শুনছ, তাদেরকে রেসপন্ড করছ না? তো বাপদাদা বলেন, হে, ভক্তদের ইস্ট দেব! এখন তাদের মানসিক আর্তি শোনো, রেসপন্স করো, শুধু শুনো না। কী রেসপন্স দেবে? পরিবর্তনের বায়ুমন্ডল বানাও। তোমাদের রেসপন্স তারা যদি না পায় তবে তারাও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আর্ত চিৎকার করে আবার চুপ হয়ে যায়।

ব্রহ্মা বাবার প্রতিটি কার্যের উৎসাহ তো দেখেছোই। শুরুতে যেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল - চাবি দরকার। এখনও ব্রহ্মাবাবা শিব বাবাকে এটাই বলেন, এখন ঘরের দরজার চাবি দিন। কিন্তু যারা সাথে যাবে তাদের তো প্রস্তুত হতে হবে। একলা কী করবেন! তোমরা এখন সাথে যাবে তো না, নাকি পিছনে পিছনে যাবে? সাথে যাবে, তাই না? তাইতো ব্রহ্মা বাবা বাবাকে বলেন, বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করুন, বাবা যদি চাবি দিয়ে দেন তো তোমরা এভাররেডি আছ? এভাররেডি আছ নাকি রেডি আছ? শুধু রেডি নয় - এভাররেডি ত্যাগ, তপস্যা, সেবা এই তিন পেপারেই প্রস্তুত হয়ে গেছ? ব্রহ্মা বাবা মৃদু মৃদু হাসেন, ভালোবাসার অশ্রু অনেক বইয়ে দেয় আর ব্রহ্মা বাবা সেই অশ্রু মুক্তোর মতো তাঁর হৃদয়ে সমাহিত করে নেন কিন্তু এক সঙ্কল্প অবশ্যই চলে যে, সবাই কবে এভাররেডি হবে! তোমাদের ডেট জানিয়ে দিই? তোমরা কেউ কী বলবে যে আমি তো এভাররেডি, কিন্তু তোমাদের যারা সার্থী রয়েছে তাদেরকেও তো প্রস্তুত করো, নাকি তাদেরকে ছেড়েই চলে যাবে? তোমরা বলবে, ব্রহ্মাবাবাও চলে গেছেন তো না! কিন্তু তাঁর তো এই রচনা রচরই ছিল। ফাস্ট বুদ্ধির দায়িত্ব ছিল। সবাই এভাররেডি, একজন নয়? সবাইকে সাথে নিয়ে যেতে হবে, তাই না? নাকি একলা একলাই যাবে? তো সবাই তোমরা এভাররেডি, নাকি হয়ে যাবে? বলো। কমপক্ষে ৯ লক্ষ তো সাথে যাবে! নয়তো কা'দের উপরে রাজস্ব করবে? নিজের উপরে রাজস্ব করবে? তাইতো, ব্রহ্মাবাবার সব বাচ্চার জন্য এই শুভ কামনা আছে যে, এভাররেডি হও আর এভাররেডি বানাও।

আজ বতনেও সব বিশেষ আদি রত্ন এবং সেবার আদি রত্ন ইমার্জ হয়েছে। অ্যাডভান্স পার্টি বলে আমরা তো তৈরি আছি। কোন্ ব্যাপারে তারা তৈরি আছে? তারা বলে, প্রত্যক্ষতার কাড়ানাকাড়া যদি বাজে তো আমরা সবাই প্রত্যক্ষ হয়ে নতুন সৃষ্টির রচনার নিমিত্ত হবো। আমরা তো আহ্বান করছি নতুন সৃষ্টির রচনাকারকে যেন তিনি আসেন। এখন সম্পূর্ণ কাজ তোমাদের উপর নির্ভরশীল। কাড়া-নাকাড়া বাজাও। "তিনি এসে গেছেন, তিনি এসে গেছেন".... এর নাকাড়া বাজাও। নাকাড়া কীভাবে বাজাতে হয় জানো তোমরা? বাজাতে তো হবে, হবে তো না! এখন ব্রহ্মাবাবা তোমাদের বলছেন ডেট নিয়ে এসো। তোমরাও বলো তো না যে বিনা ডেট-এ কাজ হয় না। তো এটারও ডেট বানাও। ডেট বানাতে পারো তোমরা? বাবা তো বলেন তোমরা বানাও। বাবা বলেন, আজই বানাও। কনফারেন্সের ডেট ফিক্স করেছ? আর এটা, এটারও কনফারেন্স করো তো না! বিদেশি কী মনে করছে, ডেট ফিক্স হতে পারে? ডেট ফিক্স করবো? হ্যাঁ নাকি না? আচ্ছা

- দাদি জানকির সাথে পরামর্শ করে ফিঙ্গ করো। আচ্ছা।

দেশ বিদেশের চতুর্দিকের, বাপদাদার অতি কাছে, অতি প্রিয় অথচ স্বতন্ত্র, বাপদাদা দেখছেন যে বাচ্চারা

সবাই একাগ্রতায় মগ্ন হয়ে লাভলীন স্বরূপে বসে আছে। শুনছে আর মিলনের দোলায় দুলছে। দূরে নয়, কিন্তু নয়নের সামনেও নয়, সমাহিত হয়ে আছে। তো যারা এইরকম সমুখ মিলন উদযাপন করে এবং অব্যক্ত রূপে থাকা লভলীন বাচ্চাদের, সদা বাবা সমান ত্যাগ, তপস্যা আর সেবার প্রমাণ দেওয়া সুযোগ্য বাচ্চাদের, সদা একাগ্রতার শক্তি দ্বারা বিশ্বের পরিবর্তনকারী বিশ্ব পরিবর্তক বাচ্চাদের, সদা বাবা সমান তীর পুরুষার্থ দ্বারা উড়ে চলা ডবল লাইট বাচ্চাদের বাপদাদার অনেক অনেক অনেক স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

রাজস্থানের সেবাধারী : - খুব ভালো সেবার চাক্স প্রাপ্ত হয়েছে রাজস্থানের। তোমাদের স্থানের নাম 'রাজস্থান', তো রাজস্থান থেকে রাজা কোয়ালিটির বের করো। প্রজা নয়, রাজ-ঘরানার রাজাদের বের করো। যেমন নাম রাজস্থান, তেমনই নামের মতো কোয়ালিটি বের হবে, যখন তোমরা সেরকম সেবা করবে। আছে কোনো লুকানো রাজ-ব্যক্তিত্ব নাকি এখানো মেঘের আড়ালে আছে? এভাবেই যারা বিজনেসম্যান আছে তাদের সেবার প্রতি বিশেষ অ্যাটেনশন দাও। এই মিনিষ্টার আর সেক্রেটারি তো বদলাতেই থাকে, কিন্তু বিজনেসম্যান বাবার সাথেও এই বিজনেস করার ক্ষেত্রে কদম বাড়তে পারে। আর বিজনেসম্যানের সেবা করার ফলে তাদের পরিবারের মাতারাও সহজে চলে আসতে পারে। মাতারা একলা আসতে পারে না কিন্তু যদি ঘরের স্তম্ভ এসে যায় তো পরিবার আপনা থেকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে, সেইজন্য রাজস্থানের উচিত রাজা কোয়ালিটির বের করা। সেরকম কেউ নেই, এমন বোলো না। একটু খুঁজতে হবে কিন্তু তারা আছে। তাদের জন্য একটুখানি সময় দিতে হয়। বিজি থাকে তো না! এমন কোনো বিধি বানাতে হবে যাতে তারা কাছে আসে। বাকি ভালোই, সেবার চাক্স নিয়েছ, প্রত্যেক জোন নেয় এটা খুব ভালো - কাছে আসার এবং আশীষ নেওয়ার সাধন। হতে পারে তোমাদের সবাই দেখবে অথবা দেখবে না, জানবে কিংবা জানবে না, কিন্তু তোমরা যখন ভালো সেবা করো তখন আশীর্বাদ আপনা থেকেই বের হয় আর সেই আশীর্বাদ খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছায়। বাপদাদা তো বলেন, সবচাইতে সহজ পুরুষার্থ হলো আশীর্বাদ দাও আর আশীর্বাদ নাও। আশীর্বাদে যখন খাতা ভরে যাবে তখন পূর্ণ খাতায় মায়াও ডিস্টার্ব করবে না। জমার বল প্রাপ্ত হয়। সন্তুষ্ট থাকো আর সবাইকে সন্তুষ্ট করো। প্রত্যেকের স্বভাবের রহস্য জেনে সন্তুষ্ট করো। এরকম বোলো না এ' তো আছেই নারাজ। তোমরা নিজেরা রহস্যকে জেনে নাও, তাদের নাড়িকে জানো, তারপরে আশীর্বাদের ওষুধ দাও। তাহলে সহজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে তো না রাজস্থান! রাজস্থানের টিচার্স ওঠো। সেবার অভিনন্দন। তো সহজ পুরুষার্থ করো, নিরন্তর আশীষ দিয়ে যাও। নেওয়ার সংকল্প ক'রো না, নিরন্তর দিয়ে যাও, তবে পেতেও থাকবে। দেওয়াই নেওয়া। ঠিক তো না! এরকমই তো, তাই না! তোমরা দাতার বাচ্চা তো না! কেউ দিলে তবে দেবে! না, দাতা হয়ে দিতে থাকো তো আপনা থেকেই প্রাপ্ত হবে। আচ্ছা।

যারা এই কল্পে প্রথম বার এসেছো তারা হাত তোলো। অর্ধেক আসে যারা প্রথমদিকের, অর্ধেক আসে যারা নতুন। আচ্ছা - পিছনের যারা কিনারে বসে আছো, সবাই তোমরা সহযোগী? সহজ যোগী যদি হও তো হাত তোলো। আচ্ছা।

বিদায়কালে – (বাপদাদাকে রথ যাত্রার সমাচার শুনিয়েছেন) চতুর্দিক থেকে যাত্রার সমাচার সময় সময়তে বাপদাদার কাছে আসতে থাকে। এটা ভালো, সবাই উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সেবার পার্ট প্লে করছে। ভক্তদের অশীর্বাদ প্রাপ্ত হচ্ছে আর যে ভক্তদের ভক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে, বাবার পরিচয় তারা পেয়ে যাবে এবং যারা পরিচয় পাবে তাদের মধ্যে যারা বাচ্চা হবে তারাও দেখা দিতে থাকবে। বাকি সেবা ভালোভাবে চলছে আর যে সাধনই বানানো হয়েছে সেই সাধন সবাইকে ভালোই আকর্ষণ করছে। এখন রেজাল্ট কে কে কোন্ ক্যাটাগরিতে বের হবে তা' জানা হয়ে যাবে। কিন্তু ভক্তরাও তোমাদের সকলের নজর-দৃষ্টি পেয়েছে, পরিচয় পেয়েছে - এটাও ভালো সাধন। এখন অগ্রচালিত হয়ে এদের সেবা ক'রে অগ্রচালিত করতে থাকো। যারাই রথযাত্রায় সেবা করছে, ক্লাস্তহীন হয়ে সেবা করছে, তাদের সবাইকে স্মরণ-স্নেহ। ব্যাপদাদা সবাইকে দেখতে থাকেন, অধিকন্তু সফলতা তো তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। আচ্ছা।

মরিশাসে নিজেদের ঐশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের ন্যাশনাল ইউনিটি অ্যাওয়ার্ড প্রাইম মিনিষ্টারের দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে। মরিশাস তাদের ভি. আই. পি.দের সাথে খুব ভালোভাবে কানেকটেড ছিল আর তাদের উপরে তোমাদের প্রভাবও ভালো ছিল। সেইজন্য গুপ্ত সেবার ফল প্রাপ্ত হয়েছে, তো সবাইকে বিশেষ অভিনন্দন।

- *বরদান:-* শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্সের দ্বারা ব্লেসিং প্রাপ্ত করে সদা প্রসন্নচিত্ত ভব
যেভাবে অ্যাটেনশন রাখো তোমরা যে, স্মরণের লিঙ্ক যাতে জুড়ে থাকে, ঠিক সেইভাবেই সেবাতেও সদা
লিঙ্ক যেন জুড়ে থাকে। শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ এবং শ্বাসে শ্বাসে সেবা হতে হবে - একেই বলা হয় ব্যালেন্স, এই
ব্যালেন্সের সাথে সদা ব্লেসিংয়ের অনুভব করতে থাকবে। আর এই আওয়াজ হৃদয় থেকে নির্গত হবে যে,
আশীর্বাদের সাথে প্রতিপালিত হচ্ছে। পরিশ্রম থেকে, যুদ্ধ থেকে নিস্তার পেয়ে যাবে। কী, কেন, কীভাবে এই
সব প্রশ্ন থেকে মুক্ত হয়ে সদা প্রসন্নচিত্ত থাকবে। তারপরে সফলতা জন্মসিদ্ধ অধিকার রূপে অনুভব হবে।
- *স্লোগান:-* বাবার থেকে পুরস্কার যদি নিতে চাও তবে নিজের সাথে এবং সাথীদের সাথে নির্বিঘ্ন থাকার সার্টিফিকেট
সঙ্গে থাকতে হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid
2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent
1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent
1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid
2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent
1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1
Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List
Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid
1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent
3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent
4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful
Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light
Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2
Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful
Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light
Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2
Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful
Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিশ্বের মালিক যিনি বানান সেই বাবাকে অত্যন্ত প্রেমের সাথে (আগ্রহের সাথে) স্মরণ করো, স্মরণের দ্বারাই তোমরা সত্যপ্রধান হবে"

*প্রশ্নঃ - এমন কোন বিষয়টির প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হলে তবেই বুদ্ধির কপাট (দরজা) খুলে যাবে?

*উত্তরঃ - পড়ার প্রতি । ভগবান পড়ান তাই কখনো পড়া মিস করা উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত অমৃত পান করতে হবে। পড়ায় মনোযোগ দিতে হবে, অ্যাবসেন্ট করবে না। এখান-ওখান থেকে খুঁজেও মুরলী অবশ্যই পড়তে হবে। মুরলীতে রোজ নতুন-নতুন পয়েন্টস্ আসতে থাকে, যার দ্বারা তোমাদের বুদ্ধির কপাট খুলে যাবে।

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ শালগ্রামেদের উদ্দেশ্যে। এ তো সমগ্র কল্পে একবারই হয়, একথাও তোমরাই জানো আর কেউ-ই জানতে পারে না। মানুষ তো এই রচয়িতা আর রচনার আদি, মধ্য, অন্তকে একেবারেই জানে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, স্থাপনার কার্যে বিঘ্ন তো পড়বেই, একেই বলে জ্ঞান যজ্ঞ। বাবা বোঝান, এই পুরানো দুনিয়ায় তোমরা যা কিছুই দেখ, সেই সবকিছুই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তাই এতে মোহ রাখা উচিত নয়। বাবা এসে পড়ান নতুন দুনিয়ার জন্য। এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এ হলো বিকারী আর নির্বিকারীর সঙ্গম, যা চেজ হয়ে যাবে। নতুন দুনিয়াকে বলা হয় নির্বিকারী দুনিয়া। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই ছিল। এ তো বাচ্চারা জানে যে, পয়েন্টস্ বুঝতে হবে। বাবা রাত-দিন বলতে থাকেন - বাচ্চারা, তোমাদেরকে অতি রহস্যময় কথা শোনাই। যতক্ষণ পর্যন্ত বাবা রয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত পড়াশোনা চলতেই থাকবে। তারপর পড়া বন্ধ হয়ে যাবে, এই কথা তোমরা ব্যতীত আর কেউই জানে না। তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসারে রয়েছে যা আবার বাপদাদাই জানেন। কতজনের পতন হয়, কত কষ্ট হয়। এমনও নয় যে, সকলে সদাই পবিত্র হয়ে থাকতে পারে। পবিত্র না থাকলে আবার সাজা ভোগ করতে হয়। মালার দানারাই পাস উইথ অনার্স হয়। আবার প্রজাও হয়। এ হলো খুব ভালো ভাবে বোঝার মতন বিষয়। তোমরা যদি কাউকে বোঝাও তখন কি সে বুঝতে পারবে? না পারবে না। সময় লাগে। তাও আবার বাবা যতখানি বোঝাতে পারেন, তোমরা ততখানি পারো না। রিপোর্টস্ ইত্যাদি যা আসে, সেসব তো বাবা-ই জানেন যে - অমুকে বিকারে পতিত হয়েছে, এই হয়েছে...। নাম তো বলতে পারবেন না। নাম বলে দিলে তো আবার তার সঙ্গে কেউ কথা বলতে পছন্দ করবে না। সকলে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে, সকলের হৃদয় থেকে সরে যাবে। সারা উপার্জনই (কামাই) নষ্ট করে দেয়। এ তো যে ধাক্কা খেয়েছে সে জানে আর বাবা জানে। এ হলো অতি গুপ্ত কথা।

তোমরা বলো যে, অমুকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ওনাকে খুব ভাল করে বুঝিয়েছি, উনি সেবায় সহায়তা করতে পারেন। কিন্তু সে তো তখনই সম্ভব, যখন সে সম্মুখে হাজির হবে, তাই না। মনে করো, তোমরা গভর্নরকে খুব ভাল করে বোঝালে কিন্তু তিনি কাউকে বোঝাতে পারবেন? না পারবেন না। যদি তিনি কাউকে বোঝাতে পারেন তবেই বিশ্বাস হবে, তাই না। যার বোঝার হবে সে অবশ্যই বুঝবে। অন্যকে কি বোঝাতে পারবে? না পারবে না। বাচ্চারা, তোমরা তো বোঝাও যে, এ হলো কাঁটার জঙ্গল, এরই আমরা মঙ্গল (কল্যাণ) করি। মঙ্গলম্ ভগবান বিষ্ণু বলা হয়, তাই না। এই শ্লোক ইত্যাদি সব ভক্তিমার্গের। মঙ্গল তখন হয় যখন বিষ্ণুর রাজ্য থাকে। বিষ্ণুর অবতরণও দেখান হয়। বাবা তো সবকিছুই দেখেছেন। তিনি তো অনুভবী, তাই না। সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের-ই ভালভাবে জানেন। বাবা যাঁর শরীরে আসবেন, তাঁর পার্সোনালিটি তো বিশেষ হওয়া চাই, তাই না। তবেই বলা হয় যে, অনেক জন্মের অস্তিত্বে, যখন ইনি এখানকার (সাকারলোক) সর্বাপেক্ষা অধিক অনুভবী হন, তখন আমি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করি। তিনিও সাধারণ, ব্যক্তিত্বের অর্থ এই নয় যে, রাজ-রাজস্ব রয়েছে। না, এঁনার অনুভব তো অসীম। অনেক জন্মের অস্তিত্ব লগ্নে এঁনার রথেই (শরীর) আসি।

তোমাদের বোঝাতে হবে যে, এখন রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। মালা তৈরী হয়। এই রাজধানী কীভাবে তৈরী হচ্ছে, কেউ রাজা-রানী, কেউ আবার কি-কি হচ্ছে। এসব কথা তো একদিনেই কেউ বুঝতে পারবে না। অসীম জগতের পিতাই অসীম জগতের উত্তরাধিকার দেন। ভগবান এসে বোঝান, তাও কি সবাই পবিত্র হবে, না হবে না। অতি কষ্টে কেউ কেউ হবে। একথা বুঝতেও তো সময় চাই। কত সাজাভোগ করে। শাস্তিভোগ করে প্রজা হয়। বাবা বোঝান, বাচ্চারা, তোমাদের অতি মিষ্টি হতে হবে। কাউকে দুঃখ দেবে না। বাবা আসেনই সকলকে সুখের রাস্তা বলে দিতে, দুঃখ থেকে মুক্ত করতে।

তাহলে আবার অন্য কাউকে কীভাবে দুঃখ দেবে। বাচ্চারা, একথা কেবল তোমরাই জানো। বাইরের লোকেরা সহজে একথা বোঝে না।

যা কিছু সম্পর্ক ইত্যাদি রয়েছে, সেইসবের থেকে মায়া কাটিয়ে উঠতে হবে। ঘরে থাকতে হবে, কিন্তু নিমিত্ত মাত্র হয়ে। একথাও যেন বুদ্ধিতে থাকে যে, এই সমগ্র দুনিয়াই সমাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এই খেয়ালও কারোর থাকে না। যে বাচ্চারা অনন্য হয়, তারা বোঝে, তারাও এখনই তা শেখার পুরুষার্থ করতে থাকে। অনেকে ফেলও করে যায়। মায়ার চক্রর অনেক চলে। সেও (মায়া) অতি বলবান। কিন্তু এই কথা কি আর কাউকে বোঝাতে পারবে? না বোঝাতে পারবে না। তোমাদের কাছে আসে, বুঝতে চায় - এখানে কি হয়, এত রিপোর্টস ইত্যাদি কেন আসে? এইসব লোকদের আবার বদলী হতে থাকে তখন আবার এক-একজনকে বসে বোঝাতে হয়। তখন তারা আবার বলে, এ তো অত্যন্ত ভালো সংস্থা। রাজধানী স্থাপনার বিষয় অত্যন্ত গুহ্য, গোপনীয়। বাচ্চারা, অসীম জগতের পিতাকে পেয়েছে, তাই তাদের কত উৎফুল্ল থাকা উচিত। আমরা বিশ্বের মালিক অর্থাৎ দেবতা হতে চলেছি। তাই আমাদের মধ্যে অবশ্যই দৈবী-গুণ থাকা উচিত। এইম অবজেক্ট (লক্ষ্যবস্তু) তো সম্মুখেই রয়েছে। এঁনারা হলেন নতুন দুনিয়ার মালিক। একথা তোমরাই বোঝো। আমরা পড়ি, অসীম জগতের বাবা যিনি নলেজফুল, তিনি আমাদের পড়ান, আমরা এই নলেজ পাই অমরপুরী বা হেভেনে যাওয়ার জন্য। আসবে তারাই, যারা প্রতি কল্পে রাজত্ব নিয়েছে। পূর্ব-কল্পের মতোই আমরা আমাদের রাজধানী স্থাপন করছি। এই মালা তৈরী হচ্ছে, নশ্বরের ক্রমানুসারে। যেমন স্কুলেও যারা ভালোমতন পড়াশুনা তারা স্কলারশিপ পায়, তাই না! ওসব হলো পার্থিব জগতের কথা আর তোমাদের কথা হলো অসীম জগতের। তোমরা যারা বাবার সহায়তাকারী হও, তারাই উচ্চপদ লাভ করো। বাস্তবে তো সহায়তা নিজেকেই করতে হবে। পবিত্র হতে হবে, সত্যপ্রধান ছিলে, পুনরায় অবশ্যই তা হতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। উঠতে, বসতে, চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করতে পারো। যে পিতা আমাদের বিশ্বের মালিক বানান, তাঁকে অতি প্রেমপূর্ণভাবে (অত্যন্ত আগ্রহের সাথে) স্মরণ করতে হবে। কিন্তু মায়া ছাড়ে না। অনেক প্রকারের ভিন্ন-ভিন্ন রকমের রিপোর্টস লেখে - বাবা, আমাদের মায়ার বিকল্প (বিকারী সঙ্কল্প) অনেক আসে। বাবা বলেন, এটা তো যুদ্ধের ময়দান, তাই না। ৫ বিকারের উপরে বিজয়লাভ করতে হবে। তোমরাও বোঝো যে, বাবাকে স্মরণ করেই আমরা সত্যপ্রধান হই। বাবা এসে বোঝান, কিন্তু ভক্তিমার্গের লোকেরা কেউ-ই জানে না। এ হলো পড়া। বাবা বলেন, তোমরা পবিত্র কীভাবে হবে! তোমরা পবিত্র ছিলে, আবার হতে হবে। দেবতারা তো পবিত্র, তাই না। বাচ্চারা তো জানে, আমরা হলাম স্টুডেন্ট, এখন পড়ছি। ভবিষ্যতে আবার সূর্যবংশীয় রাজত্ব আসবে। তারজন্য পুরুষার্থও ভালোভাবে করতে হবে। সবকিছু মার্কসের উপরেই নির্ভর করে। যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত হলে চন্দ্রবংশীতে চলে যাবে। ওরা আবার যুদ্ধের কথা শুনে তীর-ধনুক ইত্যাদি দিয়ে দিয়েছে। ওখানে কি বাহুবলের লড়াই ছিল যে তারা তীর-কামান ইত্যাদি প্রয়োগ করেছিল! এমন কোনো কিছু নেই। পূর্বে তির ধনুক নিয়ে লড়াই চলত। এইসময় পর্যন্তও তার চিহ্ন রয়েছে। কেউ-কেউ তো তির চালনায় অতি দক্ষ। এখন এই জ্ঞানে তো লড়াই ইত্যাদির কোনো কথা নেই।

তোমরা জানো যে, শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, যার কাছ থেকে আমরা এই পদপ্রাপ্ত করি। এখন বাবা বলছেন যে, দেহ-সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধগুলির থেকে মোহ সরিয়ে দাও। এসবই হলো পুরানো। নতুন দুনিয়ায় ছিল সূর্যবংশী (গোল্ডেন এজড) ভারত। (ভারতের) নামের কত খ্যাতি ছিল। প্রাচীন যোগ কবে আর কে শিখিয়েছে? একথা কারোরই জানা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বয়ং ঈশ্বর এসে বোঝান। এ হলো নতুন জিনিস। প্রতি কল্পে যা হয়ে এসেছে, তাই-ই পুনরায় রিপীট হবে। এর কোনো তফাৎ হতে পারে না। বাবা বলেন, এখন এই অন্তিম জন্ম পবিত্র থাকলে পরে ২১ জন্ম পর্যন্ত তোমরা কখনো অপবিত্র হবে না। বাবা কত ভালোভাবে বোঝান, তাও সকলেই কি একরস হয়ে পড়া করে? না পড়ে না। রাত-দিনের পার্থক্য। আসে পড়ার জন্য কিন্তু একটু পড়েই পালিয়ে যায়। যারা ভালোমতন পড়ে তারা নিজের অনুভবও শোনা - কীভাবে আমরা এসেছি, তারপর কীভাবে আমরা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করেছি। বাবা বলেন, পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে পুনরায় যদি একবারের জন্যও পতিত হও তবে সব উপার্জন নষ্ট হয়ে যাবে। ভিতরে-ভিতরে তা আবার (নিজেকে) দংশন করবে। কাউকে বলতে পারবে না যে, বাবা-কে স্মরণ করো। বিকারের জন্যই তো জিজ্ঞাসা করে, এটাই তো মুখ্য বিষয়। বাচ্চারা, তোমাদের এই পড়াশুনা নিয়মিত করতে হবে। বাবা বলেন, আমি তোমাদের নতুন-নতুন কথা শোনাই। তোমরা হলে স্টুডেন্ট, তোমাদের ভগবান পড়ান! তোমরা হলে ভগবানের স্টুডেন্ট! এমন উচ্চ থেকেও উচ্চ পড়াকে তো একদিনও মিস করা উচিত নয়। একদিন যদি মুরলী না শোনো তবে অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে। ভালো-ভালো মহারথীরাও মুরলী মিস করে। তারা মনে করে যে, আমরা তো সব জানি। মুরলী না পড়ি তো কি হয়েছে! আরে, অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে, ফেল করে যাবে। স্বয়ং বাবা বলেন, রোজ এমন ভালো-ভালো পয়েন্টস শোনাই যা সময় মতো বোঝালে অনেক কাজে আসবে। যদি না শোনো তখন তা কার্যে কীভাবে আনবে। যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবে, অমৃত পান করতে হবে, শিক্ষাকে ধারণ করতে

হবে। অ্যাবসেন্ট কখনই হওয়া উচিত নয়। এখান-ওখান থেকে খুঁজে, কারোর কাছ থেকে নিয়ে মুরলী পড়া উচিত। অহংকার থাকা উচিত নয়। আরে, ভগবান পড়ান, তাই তো একদিনও মিস করা উচিত নয়। এমন-এমন পয়েন্টস্ বের করো যাতে তোমাদের বা অন্য কারোর (বুদ্ধির) দ্বার খুলে যেতে পারে। আত্মা কি, পরমাত্মা কি, কিভাবে পাট পালন করে, এসব বোঝার জন্য সময় চাই। শেষে শুধু এটাই স্মরণে থাকবে যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। কিন্তু এখন বোঝাতে হয়। শেষে এই অবস্থাই হবে, বাবাকে স্মরণ করতে-করতে চলে যেতে হবে। স্মরণের দ্বারাই তোমরা পবিত্র হয়ে যাও। কতটা (পবিত্র) হয়েছ তা তো তোমরাই বুঝতে পারো। অপবিত্রের শক্তি অবশ্যই কম হবে। মুখ্য হলো অষ্ট-রত্ন, যারা পাস-উইথ-অনার হবে, তারা কোনো সাজা ভোগ করে না। এ হলো অতি সূক্ষ্ম বিষয়(কথা)। এই পড়া কত উচ্চ। কখনো এ স্বপ্নেও ছিল না যে, আমরা দেবতা হতে পারি। বাবাকে স্মরণ করেই তোমরা পদমণ্ডল সৌভাগ্যশালী হয়ে যাও। এর কাছে তো এইসব কাজ-কর্ম ইত্যাদি কোনো কিছুই কোনো কাজের নয়। কোনও জিনিসই কার্যে আসবে না। তবুও তো করতেই হবে। একথা কখনোই খেয়ালে আসা উচিত নয় যে, আমরা শিববাবাকে দিই। আরে, তোমরা তো পদ্মাপদমপতি হও। দেওয়ার কথা স্মরণে এলে তখন তার শক্তি কম হয়ে যায়। মানুষ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান-পুণ্য করে, নেওয়ার জন্য। একে কি দেওয়া বলে, না বলে না। ভগবান তো দাতা, তাই না। পরজন্মে কত দেয়। এও ড্রামায় ফিক্সড হয়ে রয়েছে। ভক্তিমার্গে তো সুখ অল্পকালের জন্য, তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকার পাও। আত্মা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবে অমৃত পান করতে হবে, শিক্ষাগুলিকে ধারণ করতে হবে। ভগবান পড়ান, তাই মুরলী একদিনও মিস করবে না।

২) পদমণ্ডল উপার্জন করতে হলে ঘরে নিমিত্ত হয়ে থেকে, কাজ-কর্ম করেও এক পিতার স্মরণে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- প্রসন্নতার আধ্যাত্মিক (কহানী) পার্সোনালিটি দ্বারা সবাইকে অধিকারী বানানো গায়ন আর পূজার যোগ্য ভব

যে সকলের থেকে সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেট নেয় সে সর্বদা প্রসন্ন থাকে আর এই প্রসন্নতার আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটির কারণে সুনামধন্য অর্থাৎ গায়ন আর পূজার যোগ্য হয়ে যায়। তোমাদের অর্থাৎ শুভচিন্তক, প্রসন্নচিত্ত আত্মাদের দ্বারা সকলের যে খুশীর, আশ্রয়ের, সাহসের ডানার, উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রাপ্তি হয় - এই প্রাপ্তি কাউকে অধিকারী বানিয়ে দেয়, কেউ ভক্ত হয়ে যায়।

স্নোগানঃ:- বাবার থেকে বরদান প্রাপ্ত করার সহজ সাধন হলো - হৃদয়ের স্নেহ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এবারে এই ছিঃ ছিঃ কলুষিত দুনিয়ায় আগুন লাগবে, তাই দেহ সহ যা কিছু তোমরা আমার-আমার বলো - সেসব ভুলতে হবে, সেসবের প্রতি মোহ রাখবে না"

*প্রশ্নঃ - বাবা তোমাদের এই দুঃখধামের প্রতি ঘৃণা ধরিয়ে দেন, কেন?

*উত্তরঃ - কারণ তোমাদের শান্তিধাম - সুখধাম যেতে হবে। এই নোংরা অপরিষ্কার দুনিয়ায় আর থাকার নয়। তোমরা জানো আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে ঘরে অর্থাৎ পরমধাম ফিরে যাবে, তাই এই শরীরকে কেন দেখবে! কারো নাম-রূপের দিকেও যেন বুদ্ধি না যায়। নোংরা চিন্তন যদি আসে তবে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি । শিববাবা নিজের বাচ্চাদের সঙ্গে, আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। আত্মা-ই শোনে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। নিশ্চয় করে তারপরে এই কথা বোঝাতে হবে যে অসীম জগতের পিতা এসেছেন, সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তিনি সুখের সম্বন্ধে নিয়ে যান। সম্বন্ধ সুখকে, বন্ধন দুঃখকে বলা হয়। এখন এখানকার কোনও নাম - রূপ ইত্যাদির প্রতি মোহ রেখো না। নিজের প্রকৃত গৃহ পরমধামে ফেরার জন্য তৈরি থাকতে হবে। অসীম জগতের বাবা এসে গেছেন, সব আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, তাই কারো প্রতি মোহ রাখবে না। এইসব হলো এখানকার ছিঃ ছিঃ বন্ধন। তোমরা ভাবো আমরা এখন পবিত্র হয়েছি তো আমাদের শরীরটাকে কেউ যেন স্পর্শ না করে অপবিত্র ভাবনা নিয়ে। সেসব চিন্তাও দূর হয়ে গেছে। পবিত্র না হয়ে ঘরে ফিরতে পারবে না। দন্ড ভোগ করতে হবে, না শোধরালে। এই সময় সব আত্মাই হলো ভুল, বৈঠক। নিজের নিজের শরীর সহযোগে ছিঃ ছিঃ কর্ম করে। ছিঃ ছিঃ দেহধারীদের প্রতি মোহ রয়েছে। বাবা এসে বলেন - এই সব নোংরা চিন্তন সব ত্যাগ করো। আত্মাকে শরীর ত্যাগ করে ঘরে ফিরতে হবে। এই দুনিয়া হলো অত্যন্ত ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, এখানে তো আর আমাদের থাকবার নয়। কাউকে দেখার তোমাদের ইচ্ছেও হয় না। এখন তো বাবা এসেছেন স্বর্গে নিয়ে যেতে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। পবিত্র হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করো। কোনো দেহধারীর প্রতি মোহ রেখো না। আকর্ষণ যেন একেবারেই না থাকে। স্ত্রী-পুরুষের খুব প্রেম থাকে। একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না। এখন তো নিজেকে আত্মা ভাই - ভাই নিশ্চয় করতে হবে। কুচিন্তন করা উচিত নয়। বাবা বোঝান - এখন এটা হলো বেশ্যালয়। বিকারের জন্যই তোমরা আদি, মধ্য, অন্ত দুঃখ ভোগ করেছো। বাবা ঘৃণা ধরিয়ে দেন। এখন তোমরা স্টিমারে বসে আছো যাওয়ার জন্য। আত্মা বুঝেছে এখন আমরা যাচ্ছি বাবার কাছে। এই সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য অনুভব হয়। এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, নরক বেশ্যালয়ে আমাদের থাকবার নয়। তাই বিষের জন্য নোংরা চিন্তা করা খুব খারাপ। পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বাবা বলেন আমি তোমাদের ফুলের মতো খুব সুন্দর দুনিয়ায়, সুখধামে নিয়ে যেতে এসেছি। আমি তোমাদের এই বেশ্যালয় থেকে বের করে শিবালয়ে নিয়ে যাবো, তাই এখন বুদ্ধির যোগ থাকা উচিত নতুন দুনিয়ার প্রতি। কত খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। অসীম জগতের বাবা আমাদের পড়ান, এই অসীম সৃষ্টি কিভাবে আবর্তিত হয়, সে কথা তো বুদ্ধিতে আছে। সৃষ্টি চক্রের কথা জানলে অর্থাৎ স্বদর্শন চক্রধারী হলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। যদি দেহধারীর সঙ্গে বুদ্ধি যোগ যুক্ত করবে তো পদ ভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। কোনও দেহের সম্পর্ক যেন স্মরণে না আসে। এ হলো দুঃখের দুনিয়া, এখানে সবাই দুঃখ-ই দেবে।

বাবা ডার্ট দুনিয়া থেকে সবাইকে নিয়ে যান, তাই এখন নিজ নিকেতনের (পরমধাম) সঙ্গে বুদ্ধি যোগ লাগাতে হবে। মানুষ ভক্তি করে - মুক্তিতে যাওয়ার জন্য। তোমরাও বলো - আমরা আত্মা আমাদের এখানে থাকার নয়। আমরা এই ছিঃ ছিঃ শরীর ত্যাগ করে নিজের ঘর পরমধামে ফিরে যাবো, এই দেহ তো হলো পুরানো জুতো। বাবাকে স্মরণ করতে করতে এই শরীর থেকে মুক্ত হবো। শেষ সময়ে বাবা ছাড়া আর অন্য কিছুই যেন স্মরণে না থাকে। এই শরীরও এইখানে ত্যাগ করতে হবে। শরীর ত্যাগ করলেই সবকিছু চলে যাবে। দেহ সহ যা আছে, তোমরা যা কিছু আমার-আমার বলো, সেসব ভুলে যেতে হবে। এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়াতে আগুন লাগবে, তাই এই দুনিয়ার প্রতি মোহ রাখবে না। বাবা বলেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য স্বর্গের স্থাপনা করছি। তোমরা সেখানে গিয়ে থাকবে। এখন তোমাদের মুখ স্বর্গের দিকে আছে। বাবাকে, ঘর বা পরমধামকে, স্বর্গকে স্মরণ করতে হবে। দুঃখধামের প্রতি অরুচি হয়। এই দেহের প্রতিও অরুচি হয়। বিবাহ ইত্যাদি করার বা কি প্রয়োজন। বিবাহের পরে মোহ হয়ে যায় শরীরের সাথে। বাবা বলেন এই পুরানো জুতোর প্রতি আকর্ষণ রেখো না। এ হল বেশ্যালয়। সবাই পতিত। এই হল রাবণ রাজ্য। এখানে কারো প্রতি মোহ রাখবে না, একমাত্র বাবা ছাড়া। বাবাকে স্মরণ না করলে জন্ম জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হবে না। তারপরে দন্ড ভোগ করাও খুব

কষ্টকর। পদও ব্রষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে এই কলিযুগী বন্ধন ত্যাগ করাটাই ভালো, তাইনা। বাবা সবার জন্য অসীম জগতের সব বিষয় বোঝাচ্ছেন। যখন রজোপ্রধান সন্ন্যাসী ছিলে তখন দুনিয়া এত নোংরা ছিল না। জঙ্গলে বাস করত। সবাই খুব আকৃষ্ট হত। মানুষ সেইখানে তাদের খাবার পৌঁছে দিত। নির্ভয়ে বাস করতো। তোমাদেরও নির্ভয় হতে হবে, এর জন্য বিশাল বুদ্ধি চাই। বাবার কাছে এলে বাচ্চাদের খুশীর অনুভব হয়। আমরা অসীম জগতের বাবার কাছে সুখধামের অবিনাশী অধিকার প্রাপ্ত করি। এখানে তো অনেক দুঃখ আছে। কত রকমের কঠিন সাংঘাতিক অসুখ ইত্যাদি হয়। বাবা তো গ্যারান্টি দিয়ে বলেন - তোমাদের সেখানে নিয়ে যাই, যেখানে দুঃখ, অসুখ ইত্যাদির নাম চিহ্ন নেই। অর্ধকল্পের জন্যে তোমাদের হেলদি করি। এখানে কারো সঙ্গে মোহ রাখলে অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে।

তোমরা বোঝাতে পারো, তারা বলে ৩ মিনিটের সাইলেন্স। বলো, শুধু সাইলেন্স দিয়ে কি হবে। এইখানে তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে, যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। সাইলেন্সের বর প্রদান করেন বাবা। তাঁকে স্মরণ না করলে শান্তি প্রাপ্ত হবে কিভাবে? তাঁকে স্মরণ করলেই উত্তরাধিকার রূপী অবিনাশী স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে। টিচাররা, তোমাদের এই বিষয়ে অনেক পাঠ পড়াতে হবে। একেবারে সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত, কেউ কিছু বলতে পারবে না। বাবার আপন হয়েছে তো উদরপূর্তির জন্য খাবার তো পাবেই, শরীর নির্বাহের জন্যও অনেক কিছু পাবে। যেমন বেদান্তি কন্যা, পরীক্ষা দিল, তাতে একটি পয়েন্ট ছিল - গীতার ভগবান কে? সে পরমপিতা পরমাত্মা শিবের নাম লিখে দিলো তো তাকে ফেল করে দেওয়া হল। আর যারা কৃষ্ণের নাম লিখলো, তারা পাস করলো। কন্যাটি সত্য কথা বললো তারা না জানার দরুন ফেল করিয়ে দিলো। তারপরে তাদের সাথে তর্কের দ্বারা প্রমাণ করে বলতে হলো আমি সত্য লিখেছি। গীতার ভগবান হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। কৃষ্ণ দেহধারী তো হতে পারে না। কিন্তু কন্যাটির ইচ্ছা ছিল এই আধ্যাত্মিক সার্ভিস করার তাই সে পড়া ছেড়ে দিল।

তোমরা জানো এখন বাবাকে স্মরণ করতে করতে নিজের শরীর ত্যাগ করে সাইলেন্সের দুনিয়ায় যেতে হবে। স্মরণ করলে হেল্থ - ওয়েলথ দুই-ই প্রাপ্ত হয়। ভারতে পীস-প্রস্পারিটি (শান্তি-সমৃদ্ধি) ছিল, তাই না। এমন কথা তোমরা কুমারীরা বসে বোঝাও তো কেউ তোমাদের নাম নেবে না। যদি কেউ সামনে এসে তর্কও করে, তোমরা যুক্তি সহকারে তার প্রত্যুত্তর দাও। বড় অফিসারদের কাছে যাও। তারা কি করবে? এমন নয় যে তোমরা না খেয়ে মরবে। কলা দিয়ে, দই দিয়ে রুটি খেতে পারো। মানুষ পেটের জন্য কতো পাপ করে। বাবা এসে সবাইকে পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা বানান। এর জন্য পাপ করার, মিথ্যা বলার কোনও দরকার নেই। তোমরা তো ৩/৪ ভাগ সুখ প্রাপ্ত করো, ১/৪ ভাগ দুঃখ ভোগ করো। এখন বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। আর কোনও উপায় নেই। ভক্তিমার্গে অনেক ধাক্কা খেয়েছো। শিবের পূজা তো ঘরেও করতে পারে কিন্তু তবুও বাইরে মন্দিরে তো অবশ্যই যায়। এখানে তো তোমরা ভগবান বাবাকে পেয়েছো। তোমাদের কোনও চিত্র রাখার প্রয়োজন নেই। বাবাকে তোমরা জানো। তিনি হলেন আমাদের অবিনাশী জগতের পিতা, বাচ্চাদের স্বর্গের বাদশাহীর অবিনাশী অধিকার দিচ্ছেন। তোমরা বাবার কাছে সেই অধিকার নিতে এসেছ। এখানে কোনও শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করার ব্যাপার নেই। শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা, আমরা ব্যস্ এলাম বলে। তোমরা পরমধাম ত্যাগ করেছ, কত সময় হয়েছে? সুখধাম ছেড়ে এসেছো ৬৩ জন্ম হয়েছে। এখন বাবা বলেন শান্তিধাম, সুখধাম চলো। এই দুঃখধামকে ভুলে যাও। শান্তিধাম, সুখধামকে স্মরণ করো আর কোনও কঠিন কাজ নেই। শিববাবার কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করার দরকার নেই। ব্রহ্মা বাবা সে সব পড়েছেন। তোমাদের তো এখন শিববাবা পড়াচ্ছেন। ইনিও অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবাও পড়াতে পারেন। কিন্তু তোমরা সর্বদা নিশ্চয় রাখবে শিববাবার প্রতি। তাঁকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। মাঝখানে ইনিও (ব্রহ্মাবাবাও) রয়েছে।

এখন বাবা বলেন সময় খুব কম, আর বেশি নেই। এই রকম মনেও আনবে না যে যা ভাগ্যে আছে সেটাই হবে, সেটাই পাবো। স্কুলে পড়াশোনা করার জন্য পুরুষার্থ (পরিশ্রম) করতে হয় তাই না। সেখানে এমন বলে নাকি যা ভাগ্যে আছে সেটাই হবে! এখানে না পড়লে সেখানে জন্ম-জন্মান্তরের দাসিগিরি চাকরি ইত্যাদি করতে থাকতে হবে। রাজস্ব প্রাপ্ত হবে না। তারপরে শেষে গিয়ে হয়ত বা রাজমুকুট প্রাপ্ত করবে, তাও ত্রেতা যুগে। মুখ্য কথা হলো - পবিত্র হয়ে অন্যদের পবিত্র বানানো। সত্য নারায়ণের সত্য কাহিনী শোনানো খুব সহজ। দুই জন পিতা, দৈহিক পিতার কাছে পার্থিব সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হয়, অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জাগতিক অধিকার। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করো তাহলে দেবতায় পরিণত হবে। কিন্তু তাতেও উঁচু পদের অধিকারী হতে হবে। পদ লাভের জন্য কতো মারামারি করে। শেষ কালে বস্তুও তাদের এই কাজে সাহায্য করবে। এই এত ধর্ম কি আর তখন ছিল। আবারও থাকবে না। তোমরা তো রাজস্ব করবে, তাই নিজেদের উপরে দয়া তো করো - মিনিমাম উঁচু পদের অধিকারী তো হতে হবে। কন্যারা আট আনা

দিয়ে বলে - আমাদের নামে একটি ইঁট লাগিয়ে দিও। সুদামার দৃষ্টান্ত শুনেছ কিনা। এক মুঠো চালের বদলে প্রাসাদ লাভ হয়েছিল। গরিবের কাছে আট আনা-ই আছে তো সে তো সেটাই দেবে, তাই না। তারা বলে, বাবা আমরা গরিব। এখন তোমরা বাচ্চারা প্রকৃত অর্থে উপার্জন কর। এখানে সবার উপার্জন হল মিথ্যা। দান - পুণ্য ইত্যাদি যা করে, সব পাপাত্মাদেরকে করে। তাতে পুণ্যের বদলে পাপ হয়ে যায়। যে দান করে তারই পাপ হয়ে যায়। এমন কর্ম করে সবাই পাপ আত্মা হয়ে যায়। পুণ্য আত্মা থাকে সত্যযুগে। ঐ দুনিয়া হল পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া। সেই দুনিয়া তো বাবা-ই তৈরি করবেন। পাপ আত্মায় তো রাবণ পরিণত করে, আত্মা মলিন হয়ে পড়ে। এখন বাবা বলেন কুকর্ম কোরো না। নতুন দুনিয়ায় মলিনতা থাকে না। নামটাই হলো স্বর্গ, তাহলে আর কি, স্বর্গ বললেই মুখে জল এসে যায়। দেবতারা সেই দুনিয়ায় ছিলেন, তাই তো তার স্মৃতি চিহ্ন রয়েছে। আত্মা হলো অবিনাশী। অ্যাক্টরের সংখ্যা হলো বিপুল। কোথাও তো বসে থাকে তারা, যেখান থেকে পার্ট প্লে করতে আসে। এখন কলিযুগে কত অসংখ্য মানুষ। এখন দেবী-দেবতাদের রাজত্ব নেই। কাউকে বোঝানো তো খুব সহজ। বর্তমানে পুনরায় এক ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে, বাকি সব শেষ হয়ে যাবে। তোমরা যখন স্বর্গে ছিলে, তখন অন্য কোনও ধর্ম ছিল না। চিত্রে রামের হাতে তীর ধনুক দেওয়া হয়েছে। সেখানে তীর ধনুকের তো কথাই নেই। এই কথাও তোমরা বুঝেছো। যে যা সার্ভিস করেছে কল্প পূর্বে, সেটাই এখনও করে। যে অনেক সার্ভিস করে, সে বাবার প্রিয় হয়। লৌকিক পিতার যে সন্তান ভালো ভাবে পঠন-পাঠন করে, পিতার স্নেহ তার প্রতি বেশি থাকে। যে ঝগড়াঝাটি করে থাকে তার প্রতি অত স্নেহ কি থাকবে! সার্ভিসেবল বাচ্চারা বেশি প্রিয় হয়।

একটি গল্প আছে - দুই বেড়াল লড়াই করে। মাখন কৃষ্ণ খেয়ে নেয়। সম্পূর্ণ বিশ্বের বাদশাহী রূপী মাখন তোমরা প্রাপ্ত করো। অতএব এখন আর গাফিলতি করবে না। ছিঃ ছিঃ হয়ো না। এসবের পিছনে গিয়ে নিজের রাজত্ব হারিয়ে ফেলো না। বাবার ডাইরেকশন প্রাপ্ত করছো, স্মরণ না করলে পাপের বোঝা বাড়তে থাকবে, তারপরে অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে। তখন চিৎকার করে কাঁদবে। তোমরা ২১ জন্মের বাদশাহী প্রাপ্ত কর। এতে ফেল হলে খুব কাঁদবে। বাবা বলেন - না পিতৃগৃহ, না শ্বশুর গৃহের কথা স্মরণ করবে। ভবিষ্যতের নতুন গৃহের কথা-ই স্মরণ করতে হবে।

বাবা বোঝান কাউকে দেখে লাটু হয়ে যেও না। ফুল হতে হবে। দেবতারা ছিলেন ফুল, কলিযুগে তোমরা কাঁটা ছিলে। এখন তোমরা সঙ্গম যুগে খুব সুন্দর ফুলে পরিণত হচ্ছে। কাউকে দুঃখ দেবে না। এখানে এমন স্বরূপে পরিণত হবে তবে সত্যযুগে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অন্তিম কালে একমাত্র বাবা ছাড়া অন্য কেউ যেন স্মরণে না আসে তার জন্য এই দুনিয়ার কারো প্রতি মোহ রাখবে না। ছিঃ ছিঃ শরীর গুলিকে ভালোবাসবে না। কলিযুগী বন্ধন মেটাতে হবে।

২) বিশাল বুদ্ধি হয়ে নির্ভয় হতে হবে। পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্য কোনও পাপ এখন আর করবে না। পেটের জন্য মিথ্যে বলবে না। এক মুঠো চাল সফল করে প্রকৃত সত্য উপার্জন জমা করতে হবে, নিজের উপর দয়া করতে হবে।

বরদানঃ:- পরমাত্মা ভালোবাসার (লগনের) দ্বারা নিজেকে বা বিশ্বকে নির্বিঘ্ন বানানো তপস্বীমূর্তি ভব এক পরমাত্মার লগনে থাকাই হলো তপস্যা। এই তপস্যার শক্তিই নিজেকে আর বিশ্বকে সবসময়ের জন্য নির্বিঘ্ন বানাতে পারে। নির্বিঘ্ন থাকা আর নির্বিঘ্ন বানানোই হলো তোমাদের সত্যিকারের সেবা, যেটা অনেক প্রকারের বিঘ্নের থেকে সকল আত্মাদেরকে মুক্ত করে দেয়। এইরকম সেবাধারী বাচ্চারা তপস্যার আধারে বাবার থেকে জীবন্মুক্তির বরদান নিয়ে অন্যদেরকে প্রদান করার নিমিত্ত হয়ে যায়।

স্নোগানঃ:- ছড়িয়ে থাকা স্নেহকে একত্রিত করে এক বাবার সাথে স্নেহ রাখো তাহলে পরিশ্রম করা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সাহেবজাদা (ঈশ্বরের সন্তান) থেকে শাহজাদা (প্রিন্স) হতে চলেছো, তোমাদের কোনো জিনিসের অভীশ্চা থাকা উচিত নয়, তোমরা কারোর থেকেই কোনোকিছু চাইবে না"

*প্রশ্নঃ - শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য কোন্ আধারের প্রয়োজন নেই?

*উত্তরঃ - কোনো কোনো বাচ্চা মনে করে যে, বৈভবের আধারে শরীর সুস্থ থাকবে কিন্তু বাবা বলেন, বাচ্চারা, এখানে তোমাদের বৈভবের আকাঙ্ক্ষা রাখা উচিত নয়। বৈভবে কখনোই তোমরা সুস্থ থাকবে না। সুস্থ থাকার জন্য তো স্মরণের যাত্রার প্রয়োজন। বলা হয়ে থাকে, খুশীর মতো পুষ্টিকর আহার নেই। তোমরা খুশীতে থাকো, নেশায় থাকো। এই যজ্ঞে দধীচি ঋষির মতো অস্থি সমর্পণ করো, তাহলেই শরীর সুস্থ হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। বাবাকে বলা হয় করণকরাবনহার (সর্বময় কর্তা)। তোমরা হলে সাহেবজাদা। এই সৃষ্টিতে তোমাদের পজিশন উঁচুর থেকেও উঁচু। বাচ্চারা, তোমাদের এই নেশা থাকা উচিত যে, আমরা সাহেবজাদা, সাহেবের (ঈশ্বরের) মতো এখন আবার নিজের রাজ্য - ভাগ্য স্থাপন করছি। এ কথাও কারোর বুদ্ধিতে স্মরণ থাকে না। বাবা সমস্ত সেন্টারের বাচ্চাদের জন্যই এ কথা বলেন। সেন্টার অনেক আছে, বাচ্চারাও অনেকই আসে। প্রত্যেকেরই বুদ্ধিতে সর্বদা এই কথা স্মরণে থাকে যে আমরা বাবার শ্রীমতে আবার এই বিশ্বে সুখ - শান্তির রাজ্য স্থাপন করছি। সুখ এবং শান্তি এই দুই শব্দই স্মরণ করতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা কতো জ্ঞান পাও, তোমাদের বুদ্ধি কতো বিশাল হওয়ার প্রয়োজন, এতে বামন (ক্ষুদ্র) বুদ্ধি চলতেই পারে না। নিজেকে সাহেবজাদা মনে করো, তাহলে পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। অনেকেই আছে যাদের সারাদিন বাবার কথা মনেই থাকে না। বাবা বলেন যে, তোমরা এতো ডাল (ডাল, বোকা বুদ্ধির) হয়ে যাও কেন? সেন্টারে এমন এমন বাচ্চারা আসে, যারা বুঝতেই পারে না যে, আমরা শ্রীমতে চলে এই বিশ্বে নিজের দৈবী রাজ্য স্থাপন করছি। অন্তরে সেই নেশা বা ঝলক থাকার প্রয়োজন। মুরলী শোনার সময় রোমাঞ্চিত হওয়া উচিত। এখানে তো বাবা দেখেন, কোনো বাচ্চাদের রোমাঞ্চ ডেড থাকে, অনেক বাচ্চাই আছে, যাদের বুদ্ধিতে এই কথা স্মরণই থাকে না যে, আমরা শ্রীমতে চলে, বাবার স্মরণে বিকর্ম বিনাশ করে নিজের রাজধানী স্থাপন করছি। বাবা প্রত্যহ বোঝান, বাচ্চারা, তোমরা হলে যোদ্ধা, তোমরা রাবণকে জয় করো। বাবা তোমাদের মন্দিরের উপযুক্ত করেন, কিন্তু এতটা নেশা বা খুশী বাচ্চাদের থাকেই না, কোনো জিনিস না পেলেই তারা ফুদ্র হয়ে যাবে। বাচ্চাদের অবস্থা দেখে তো বাবার ওয়ান্ডার লাগে। বাচ্চারা মায়ার শৃঙ্খলে আটকে যায়। তোমাদের মান, তোমাদের কাজ কারবার, তোমাদের খুশী তো ওয়ান্ডারফুল হওয়া চাই। যারা আত্মীয় পরিজনকে ভুলতে পারবে না, তারা কখনোই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। তাহলে তারা কি পদ পাবে। ওয়ান্ডার লাগে।

বাচ্চারা, তোমাদের তো খুবই নেশা থাকা উচিত। নিজেদের যদি সাহেবজাদা মনে করো তাহলে কোনোকিছু চাওয়ার পরোয়া থাকবে না তোমাদের। বাবা তো আমাদের এতো অগাধ সম্পদ দেন যে ২১ জন্ম পর্যন্ত কোনোকিছুর চাহিদাই থাকে না, নেশা এতটাই থাকা উচিত কিন্তু একেবারেই ডাল আর বামন বুদ্ধির। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধি তো সাত ফুট লম্বা হওয়া উচিত। মানুষের উচ্চতা সর্বাধিক ছয় বা সাত ফুট হয়। বাবা বাচ্চাদের কতো উল্লাসে রাখেন - তোমরা হলে সাহেবজাদা, দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই বুঝতে পারে না। তাদের তোমরা এই কথা বোঝাও যে, তোমরা কেবল এটুকু বোঝার চেষ্টা করো যে, আমরা বাবার সামনে বসে আছি, বাবাকে স্মরণ করলে আমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা, মায়া তোমাদের অনেক বড় শত্রু, অন্যদের এতো বড় শত্রু নয় যতটা তোমাদের। মানুষ তো জানেই না, তাদের বুদ্ধি তুচ্ছ। বাচ্চারা, বাবা প্রত্যেকদিনই তোমাদের বলেন, তোমরা হলে সাহেবজাদা, বাবাকে স্মরণ করো আর অন্যদেরও নিজের তুল্য বানাতে থাকো। তোমরা সকলকে এও বোঝাতে পারো যে, ভগবানই তো প্রকৃত সাহেব। তাই আমরা, তাঁর সন্তানরা হলাম সাহেবজাদা, বাচ্চারা, তোমাদের চলতে - ফিরতে এইকথা বুদ্ধিতে স্মরণ রাখতে হবে। এই সেবায় দধীচি ঋষির মতো অস্থি সমর্পণ করতে হবে। এমন মনে করো না যে, এখানে অস্থি দিলে তো অসীম সুখ বৈভব চাই। এই জিনিসে শরীর কখনোই ভালো হয় না। শরীরের জন্য চাই স্মরণের যাত্রা। সেই খুশী থাকা চাই। আরে, আমরা তো কল্প - কল্প মায়ার কাছে হেরে এসেছি, এখন সেই মায়াকে জয় করছি। বাবা এসেই আমাদের এই জয় প্রাপ্ত করান। এখন ভারতে কতো দুঃখ, রাবণ দেয় অগাধ দুঃখ। ওরা মনে করে এরোপ্লেন আছে, মোটর গাড়ি আছে, বড় বড়

বাড়ি আছে, ব্যস, এটাই হলো স্বর্গে। এ তো বুঝতেই পারে না যে, এই দুনিয়াই শেষ হয়ে যাবে। মানুষ লাখ - লাখ, কোটি কোটি টাকা খরচ করে, বাঁধ তৈরী করে, লড়াইয়ের জিনিসও কতো তৈরী করে রেখেছে। এ সবই একে অপরকে শেষ করার জন্য, সকলেই তো নির্ধন, তাই না। ওরা কতো লড়াই - ঝগড়া করে, সে কথা আর বোলো না। কতো আবর্জনা রয়ে গিয়েছে। একে বলা হয় নরক। স্বর্গের তো অনেক মহিমা। বরোদার মহারাজীকে জিপ্তেস করো, মহারাজা কোথায় গেলেন? তখন বলবে স্বর্গবাসী হয়েছেন। স্বর্গ কাকে বলা হয় - এ কথা কেউই জানে না, কতো ঘোর অন্ধকারে আছে। তোমরাও ঘোর অন্ধকারে ছিলে। বাবা এখন বলছেন, তোমাদের আমি ঈশ্বরীয় বুদ্ধি প্রদান করি। তোমরা নিজেদের ঈশ্বরীয় সন্তান, সাহেবজাদা মনে করো। তোমাদের সাহেব পড়ান সাহেবজাদা হওয়ার জন্য। বাবা বলেন, কথিত আছে -- স্বর্গের স্বর্গীয় সুন্দর শব্দ ভেড়া কি করে জানবে? এখন তোমরা বুঝতে পারো - মানুষও সব ভেড়া, ছাগলের মতো, তারা কিছুই জানে না, কি কি বসে উপমা দিতে থাকে। তোমাদের বুদ্ধিতে আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য রয়েছে। তোমরা খুব ভালোভাবে স্মরণ করো যে, তোমরা এই বিশ্বে সুখ - শান্তি স্থাপন করছো। যারা সাহায্যকারী হবে তারাই উঁচু পদ পাবে। এও তোমরা দেখো যে, কারা সাহায্যকারী হয়। প্রত্যেকেই তাদের মনকে জিপ্তেস করো যে, আমরা কি করছি? আমরা ভেড়া - ছাগল নই তো? মানুষের মধ্যে অহংকার দেখো কতো, গজরাতে থাকে। তোমাদের তো বাবার স্মরণ থাকা উচিত। সার্ভিসে অস্থি উৎসর্গ করতে হবে, না অপরকে অখুশি করবে, না নিজে অখুশি হবে। অহংকারও আসা উচিত নয় তোমাদের। আমরা এই করি, আমরা এতটা হুঁশিয়ার, এই খেয়াল আসাও হলো দেহ-অভিমান। তার আচরণ এমন হয়ে যাবে যে লজ্জা লাগবে। না হলে তোমাদের মতো সুখী আর কেউই হতে পারে না। এ কথা বুদ্ধিতে স্মরণে থাকলে তোমরা ঝলমল করবে। সেন্টারে কেউ তো মহারথী রয়েছে, কেউ আবার ঘোরসওয়ার, আবার পেয়াদাও আছে। এতে বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। কতো ধরনের ব্রহ্মাণী আছে, কেউ তো খুবই সাহায্যকারী, এই সেবাতে কতো খুশী থাকে। তোমাদের তো নেশা থাকা উচিত। সার্ভিস ছাড়া তোমরা কি পদ পাবে। মা - বাবার তো বাচ্চাদের জন্য সম্মান থাকে কিন্তু তারা নিজের সম্মান না রাখলে বাবা কি করবেন?

বাচ্চারা, তোমাদের সংক্ষেপে সবাইকে বাবার সন্দেশ (বার্তা) দিতে হবে। তোমরা বলো - বাবা বলেন, "মনমনাভব"। গীতাতে অল্প যেটুকু সঠিক শব্দ আছে, তা আটায় যতটুকু নুন। এই মনুষ্য দুনিয়া অনেক বড়, এ কথা বুদ্ধিতে আসা চাই। কতো বড় দুনিয়া, কতো মানুষ, এ সব কিছুই আর থাকবে না। কোনো খন্ডের নাম - নিশানা থাকবে না। আমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছি, এই খুশী দিনরাত থাকা চাই। জ্ঞান তো খুবই সহজ, কিন্তু বোঝানোর জন্য মজাদার কাউকে চাই। যুক্তি অনেক প্রকারের আছে। বাবা বলেন যে, আমি তোমাদেরকে ডিপ্লোম্যাট (কুশলী/কূটনৈতিক) বানাই। তারা তো অ্যাম্বাসেডরকে (রাষ্ট্রদূত) কূটনীতিক বলে। তাই বাচ্চাদের বুদ্ধিতে স্মরণ রাখা দরকার। আহা! অসীম জগতের বাবা আমাদের নির্দেশ দেন, তোমরা তা ধারণ করে অন্যদেরও বাবার পরিচয় দাও। তোমরা ছাড়া বাকি সম্পূর্ণ দুনিয়াই নাস্তিক। তোমাদের মধ্যেও নস্বরের ক্রমানুসারে রয়েছে। কেউ কেউ তো নাস্তিকও, তাই না। তারা বাবাকে স্মরণই করে না। নিজেরাই বলে, আমরা স্মরণ করতে ভুলে যাই, তাহলে তো নাস্তিকই হলো তাই না। এমন বাবা, যিনি সাহেবজাদা বানান, তাঁকেই স্মরণে আসে না। এ কথা বুঝতেও বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। বাবা বলেন, আমি প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আসি। তোমাদের দিয়েই আমি কাজ করাই। তোমরা যোদ্ধারা কতো সুন্দর। 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া হয়। তোমরাই পূজ্য ছিলে আবার পূজারী হয়েছো। এখন আবার শ্রীমতে চলে পূজ্য হচ্ছে। তাই বাচ্চারা, তোমাদের খুব শান্তির সঙ্গে এই সার্ভিস করতে হবে। তোমাদের অশান্ত হওয়া উচিত নয়। যার শিরা - উপশিরাতে বিকারের ভূত ভর্তি হয়ে আছে, সে কি পদ পাবে? লোভও অনেক বড় ভূত। বাবা সব দেখেন, প্রত্যেকের আচার-আচরণ কেমন। বাবা কতো নেশা উৎপন্ন করান, কেউ যদি সার্ভিস না করে, কেবল খেয়েদেয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে তাকে ২১ জন্ম সার্ভিস করতে হবে। দাস - দাসীও তো তৈরী হবে, তাই না। পরের দিকে সকলেরই সাক্ষাৎকার হবে। যারা সেবা করবে, তারাই তো হৃদয়ে স্থান পাবে। তোমাদের সেবাই হলো এই যে - কাউকে অমরলোকের অধিবাসী বানানো। বাবা সাহস তো অনেকই দেন, তোমরা ধারণ করো, কিন্তু যারা দেহ - অভিমানী তারা ধারণ করতেই পারে না। তোমরা জানো যে, বাবাকে স্মরণ করে আমরা বেশ্যালয় থেকে শিবালয়ে যাচ্ছি, তো এমন হয়েই দেখাতে হবে।

বাবা তো চিঠিতে লেখেন - প্রিয় আত্মিক সাহেবজাদারা, এখন তোমরা শ্রীমতে চলো, মহারথী হলে শাহাজাদা অবশ্যই হতে পারবে। তোমাদের এইম অবজেক্ট হলো এটাই। একই সত্য বাবা তোমাদের সমস্ত কথা ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন। তোমরা সেবা করে অন্যের কল্যাণও করতে থাকো। যোগবল না থাকলে ইচ্ছা উৎপন্ন হয় - এটা চাই - ওটা চাই। সেই খুশীই থাকে না - বলা হয়, খুশীর মতো পুষ্টিকর আহার নেই। সাহেবজাদাদের তো অনেক খুশীতে থাকা চাই। এমন না হওয়ার অর্থ অনেক প্রকারের কথাই আসে মনে। আরে, বাবা তো বিশ্বের বাদশাহী দিচ্ছেন, বাকি আর কি চাই? প্রত্যেকেই তাদের

মনকে জিপ্তোস করো, আমরা আমাদের মিষ্টি বাবার কি সেবা করি? বাবা বলেন, তোমরা সবাইকে খবর দিতে থাকো যে - সাহেব এসেছেন। বাস্তবে তোমরা তো সব ভাই - ভাই। যদিও বলে আমাদের সব ভাই - ভাইদের সাহায্য করা উচিত। এই ভাবনা থেকেই ভাই বলে দেয়। এখানে তো বাবা বলেন - তোমরা এক বাবার বাচ্চারা হলে সকলেই ভাই - ভাই। বাবা হলেন স্বর্গের স্থাপনাকারী। তিনি বাচ্চাদের দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করেন। তিনি তো সেবার অনেক যুক্তি বুঝিয়ে বলেন। সেসব মিত্র - সম্বন্ধীদেরও বোঝাতে হবে। দেখো, বাচ্চারা যে বিদেশে থাকে, তারাও সেবা করছে। দিন - দিন মানুষ নানা বিপর্যয় দেখে বুঝতে পারবে - মৃত্যুর পূর্বে অবিনাশী উত্তরাধিকার তো নিয়ে নিই। বাচ্চারা তাদের আত্মীয় পরিজনদেরকেও উপরে তুলছে। তারা পবিত্রও থাকে। বাকি নিরন্তর ভাই ভাইয়ের অবস্থা থাকে - এ মুশকিল। বাবা তো বাচ্চাদের কতো সুন্দর সাহেবজাদার টাইটেল দিয়েছেন। নিজেকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। সার্ভিস না করলে আমরা কি হবো? যদি কেউ জমাও করে, তা আবার ভোগ করে শোধ হয়ে যায়, তার খাতায় তখন অনেক বাড়তে থাকে। যারা সেবা করছে তাদের এই খেয়ালও যেন না আসে যে আমরা এতো দিয়েছি, এর দ্বারা সবার পালন হয়, তাই সেবা যারা করে তাদের খাতিরও করা হয়, বোঝানো উচিত যে, তারাও খাওয়ায়। আত্মিক বাচ্চারা, তোমাদের খাওয়ায়। তোমরা তাদের সেবা করো, এ হলো অনেক বড় হিসাব। মন, বচন এবং কর্মে তাঁর সেবা যদিও না করো তাহলে সেই খুশী কি করে আসবে। শিববাবাকে স্মরণ করে ভোজন প্রস্তুত করলে তা গ্রহণে তাঁর শক্তি পাওয়া যায়। মন থেকে জিপ্তোস করো তোমরা, আমরা সবাইকে খুশী করেছি কি? মহারথী বাচ্চারা কতো সেবা করে। বাবা অয়েল ক্লথের উপর চিত্র বানান, এই চিত্র কখনোই নষ্ট হয় না। বাবার যে বাচ্চারা আছে তারা নিজেরাই টাকা পাঠিয়ে দেবে। বাবা অর্থ কোথা থেকে আনবে? এইসব সেন্টার কিভাবে চলে? বাচ্চাই তো চালায় তাই না? শিববাবা বলেন, আমার কাছে তো একটা টাকাও নেই। পরের দিকে তোমাদের তারা নিজেরাই এসে বলবে, আমাদের বাড়ি তোমরা কাজে লাগাও। তোমরা বলবে, এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। বাবা হলেনই গরীবের ভগবান। তিনি গরীবদের কাছে কোথা থেকে এসেছেন। কেউ কেউ তো কোটিপতি, পদ্মপতিও আছে। তাদের জন্য এই সময়ই স্বর্গ। এ হলো মায়ার জৌলুস যার আবেশে এসে মানুষ নামতেই থাকছে। বাবাও বলেন যে, তোমরা প্রথমে সাহেবজাদা হয়েছো, এরপর তোমরা শাহজাদা হচ্ছে। তোমরা তখনই শাহজাদা হতে পারবে যখন যখন অনেকের সেবা করবে। তোমাদের খুশীর পারদ কতটা উর্ধ্বগামী হওয়া উচিত।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) না কখনো কাউকে অখুশি করবে আর না নিজেরা অখুশি হবে। নিজেদের বুদ্ধিমত্তা অথবা সেবার অহংকার দেখাবে না। বাবা যেমন বাচ্চাদের সম্মান দেন, তেমনই নিজের সম্মান নিজেকেই রাখতে হবে।

২) যোগবলের দ্বারা নিজের সব ইচ্ছাকে সমাপ্ত করতে হবে। সদা এই খুশী বা নেশাতে থাকতে হবে যে, আমরা সাহেবজাদা থেকে শাহজাদা তৈরী হচ্ছে। সদা শান্তিতে থেকে সার্ভিস করতে হবে। শিরা - উপশিরাতে যে বিকারের ভূত ভরে রয়েছে, তাকে বের করতে হবে।

বরদান:- ব্রাহ্মণ জীবনে বাবার দ্বারা লাইটের মুকুট প্রাপ্তকারী মহান ভাগ্যবান আত্মা ভব সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হল “পবিত্রতা”। পবিত্রতার লক্ষণ হলো - লাইটের মুকুট, যেটা বাবার দ্বারা প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার প্রাপ্ত হয়। পবিত্রতার লাইটের এই মুকুট হলো সেই রত্ন জড়িত মুকুটের থেকেও অতি শ্রেষ্ঠ। মহান আত্মা, পরমাত্ম ভাগ্যবান আত্মা, উঁচুর থেকেও উঁচু আত্মার এই মুকুট হল নিদর্শন। বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাকে জন্ম থেকে “পবিত্র ভব”-র বরদান প্রদান করেন, যার সূচক হলো এই লাইটের মুকুট।

স্নোগান:- অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা ইচ্ছার বশীভূত দুর্দশাগ্রস্ত আত্মাদের দুর্দশা দূর করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন বাগানের মালিক, বাগানের এই মালিকের কাছে তোমাদের অর্থাৎ মালীদের খুব সুন্দর-সুন্দর সুগন্ধি ফুল নিয়ে আসতে হবে, এইরকম ফুল এনো না যেটা ম্রিয়মান হয়ে আছে"

*প্রশ্নঃ - বাবার দৃষ্টি কোন্ বাচ্চাদের উপরে পড়ে আর কাদের উপরে দৃষ্টি পড়ে না?

*উত্তরঃ - যে ফুল সুগন্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার মতো হয়, অনেক কাঁটাকে ফুলে পরিণত করার সার্ভিস করে, তাদের দেখতে দেখতে বাবা খুশী হন। তাদের উপরেই বাবার দৃষ্টি পড়ে আর যাদের বৃত্তি নোংরা, চোখ ধোঁকা দেয়, তাদের উপরে বাবার দৃষ্টিও পড়ে না। বাবা তো বলবেন বাচ্চারা ফুল হয়ে অনেককে ফুলে পরিণত করো তবে সচেতন মালী বলা যাবে।

ওম্ শান্তি । বাগানের মালিক বসে নিজের ফুলেদের দেখছেন কারণ আরো সব সেন্টারে তো ফুল আর মালী আছে, এখানে তোমরা বাগিচার মালিকের কাছে এসেছো নিজেদের সুগন্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। তোমরা তো ফুল হলে তবে, তাই না! তোমরাও জানো, বাবাও জানেন- কাঁটার জঙ্গলের বীজ স্বরূপ হলো রাবণ। নয়তো সমস্ত বৃক্ষের বীজ হলো একই কিন্তু ফুলের বাগান থাকে আবার কাঁটার জঙ্গল বানানোরও অবশ্যই কেউ আছে। সে হলো রাবণ। তো ভেবে দেখো বাবা তো সঠিকই বোঝান। দেবতা রূপী ফুলের বাগানের বীজরূপ হলেন বাবা। তোমরা এখন দেবী-দেবতায় পরিণত হচ্ছে, তাই না! এটা তো প্রত্যেকেই জানে যে আমরা কি ধরনের ফুল। বাগানের মালিকও এখানেই আসে ফুলেদের দেখতে। তারা তো সবাই হলো মালী। সেও আবার অনেক ধরনের মালী আছে। সেই বাগানের বিভিন্ন রকমের মালী হয়। কারোর ৫০০ টাকা বেতন হয়, কারোর ১ হাজার, কারোর ২০ হাজার টাকা। যেমন মুঘল গার্ডেনের মালী অবশ্যই খুব সচেতন হবে। তার পারিশ্রমিকও বেশী হবে। এটা তো অসীম জগতের বিশাল বাগিচা, ওখানেও অনেক প্রকারের নম্বর অনুযায়ী মালী হয়। যে খুব ভালো মালী হবে সে বাগানকে খুব সুন্দর শোভনীয় করে তোলে, সুন্দর ফুল লাগায়। গভর্নেন্ট হাউসের মুঘল গার্ডেন কতো সুন্দর। এটা হলো অসীম জগতের বাগিচা। সেই বাগানের একজনই মালিক। এখন কাঁটার জঙ্গলের বীজ হলো রাবণ আর ফুলের বাগিচার বীজ হলেন শিববাবা। স্বর্গীয় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় বাবার থেকে। রাবণের থেকে স্বর্গীয় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। সে যেন তাতে অভিশাপ দেয়। যখন অভিশপ্ত হয়, তখন যিনি সুখ দেন তাঁকে সকলেই স্মরণ করে। কারণ উনি হলেন সুখদাতা, সদা সুখ দিতে সক্ষম। মালীও বিভিন্ন প্রকারের হয়, বাগানের মালিক এসে মালীদেরও দেখেন যে কিভাবে ছোটো-খাটো বাগান তৈরী করে তারা ! কি-কি ফুল আছে, সেটাও খেয়াল করেন। কখনো কখনো খুব ভালো-ভালো মালীও আসে, তাদের ফুলের সাজ-সজ্জাও বিশেষ ভাবে সুন্দর হয়ে ওঠে। তখন বাগানের মালিকও খুশী হয়-আহাঃ! এই মালী তো খুব ভালো, ফুলও সুন্দর সুন্দর নিয়ে এসেছে। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা আর এ হল ওঁনার অসীম জগতের বিষয়। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা, অন্তর থেকে বুঝতে পারো বাবা একদম সত্য বলেন। অর্ধ-কল্প চলে রাবণ রাজ্য। ফুলের বাগিচাকে কাঁটার জঙ্গলে পরিণত করে রাবণ। জঙ্গলে কাঁটা আর কাঁটা হয়। খুবই দুঃখ দেয়। বাগানের মাঝে কি আর কাঁটা হয় ! একটাও হয় না। বাচ্চারা জানে। রাবণ দেহ- অভিমানে নিয়ে আসে। সবচেয়ে বড় কাঁটা হলো দেহ-অভিমান।

বাবা রাত্রেও বুঝিয়েছেন - কারোর দৃষ্টি কামুক হয়, কারোর দৃষ্টি সেমী কামুক। নতুন নতুনও কেউ আসে যারা প্রথমে ভালো ভাবে চলে, মনে করে কখনো বিকারে যাবো না, পবিত্র থাকবে। সেই সময় শম্মানের বৈরাগ্য আসে। আবার যখন বাড়ীতে যায় তো খারাপ হয়ে যায়। দৃষ্টি নোংরা হয়ে যায়। এখানে যাদের সুন্দর সুন্দর ফুল মনে করে বাগানের মালিকের কাছে নিয়ে আসা হয় যে, বাবা এই হলো খুব সুন্দর ফুল, কোনো কোনো মালী কানে কানে বলে ইনি হলেন বিশিষ্ট ফুল। মালী তো অবশ্যই বলবে, তাই না ! এইরকম নয় যে বাবা হলেন অন্তর্যামী, মালী প্রত্যেকের চাল-চলন বলতে থাকে যে বাবা এর দৃষ্টি ভালো নয়, এর আচার আচরণ রম্যল নয়, ১০ থেকে ২০ পার্সেন্ট মাত্র শুধরেছে। মুখ্য হলো চোখ, যা সবচেয়ে বেশী ধোঁকা দেয় বা ছলনা করে। মালী এসে বাগানের যিনি মালিক তাঁকে সব কিছু বলবে। বাবা একেক জনকে জিজ্ঞাসা করেন, বলো- তুমি কেমন ফুল নিয়ে এসেছো? কেউ গোলাপ ফুল হয়, কেউ জুঁই, কেউ আকন্দ ফুলও নিয়ে আসে। এখানে খুবই সাবধানতা থাকে। জঙ্গলে গেলে আবার ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। বাবা দেখেন যে এটি কোন্ ধরনের ফুল। মায়াও সেইরকমই যে মালীদেরও এমন জোরে থাপ্পড় লাগিয়ে দেয় যে, মালীও কাঁটায় পরিণত হয়। বাগানের মালিক এসে সর্ব প্রথম বাগান দেখতে থাকেন, আবার বাবা বসে তার শৃঙ্গার করাতে থাকেন। বাচ্চারা, সাবধান থাকো, দুর্বলতা বের করে

দিতে থাকো, তা না হলে খুবই অনুতাপ হবে তোমাদের। বাবা এসেছেন লক্ষ্মী-নারায়ণ করে তুলতে, তার পরিবর্তে আমরা চাকর হবো! নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হবে, আমি ঐরকম উচ্চমানের উপযুক্ত হচ্ছি কি? এটা তো জানো যে কাঁটার জঙ্গলের বীজ হলো রাবণ, ফুলের বাগানের বীজ হলো রাম। এইসব কথা বাবা বসে বোঝান। বাবা লৌকিক স্কুলের পড়াশুনারও মহিমা করেন। এসব স্কুলও ভালো, কারণ ওতে সোর্স অফ ইনকাম আছে। এইম অবজেক্টও আছে। তোমাদের একমাত্র এইম অবজেক্ট হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার। ভক্তি মার্গে সত্য-নারায়ণের কথা খুবই শোনে, প্রত্যেক মাসে ব্রাহ্মণকে ডাকা হয়, ব্রাহ্মণ গীতা শোনায়। আজকাল তো গীতা সবাই শুনিয়ে থাকে, সত্যিকারের ব্রাহ্মণ তো কেউই নেই। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। সত্য বাবার বাচ্চারা। তোমরা সত্যিকারের কথা শোনো। সত্যনারায়ণের কথাও আছে, অমর কথাও আছে, তিজরীর বা জ্ঞান চক্ষুর কথাও আছে। ভগবানুবাচ- আমি তোমাদের রাজার রাজা করি। লৌকিক ব্রাহ্মণ তো গীতা শোনাতে আসে, তাতে কে রাজা হয়েছে? এরকম কি কেউ আছে যে বলবে আমি তোমাদের রাজার রাজা করব, আমি নিজে হবো না? এরকম কখনো শুনেছো? এই এক বাবা-ই আছেন যিনি বসে বাচ্চাদেরকে বোঝান। বাচ্চারা জানে এখানে বাগানের মালিকের কাছে রিফ্রেশ হতে আসে। মালীও হয়, ফুলও হয়। মালী তো অবশ্যই হতে হবে। কতো ধরনের মালী আছে। সার্ভিস না করলে ভালো ফুল হবে কীভাবে? প্রত্যেকে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি কোন্ প্রকারের ফুল? কোন্ প্রকারের মালী? বাচ্চাদের বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। ব্রাহ্মণীরা (টিচাররা) জানে - মালীও নানান ধরনের হয়। আবার ভালো ভালো মালীও আসে, যার বড় বাগান থাকে। যেরকম ভালো মালী তার বাগানও তেমন সুন্দর তৈরী করে। সুন্দর সুন্দর ফুল নিয়ে আসে, যা দেখে মন খুশীতে ভরে ওঠে। কেউ কেউ হাল্কা ফুল নিয়ে আসে। বাগানের মালিক বুঝতে পারে এরা কোন্ কোন্ পদ প্রাপ্ত করবে। এখন তো টাইম পড়ে আছে। একেকটি কাঁটাকে ফুলে পরিণত করবার জন্য পরিশ্রম করার প্রয়োজন। কেউ তো আবার ফুল হতে চায় না, কাঁটাই পছন্দ করে। চোখের বৃত্তি খুবই নোংরা থাকে। এখানে আসে, তাও তার থেকে সুগন্ধ আসে না। বাগানের মালিক চায় আমার সামনে ফুল বসলে তো ভালো হয়, যাদের দেখে খুশী হই। দেখি যে বৃত্তি ঐরকম তো তার উপরে দৃষ্টিও যায় না। সেই জন্য একেক জনকে দেখি আর ভাবি যে এ আমার কোন্ ধরনের ফুল? কতো সুগন্ধ ছড়ায়? কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হয়েছে কি হয়নি? প্রত্যেকে নিজেরাও বুঝতে পারে যে আমি কতটা ফুলে পরিণত হয়েছি? পুরুষার্থ করছি? বারে-বারে বলে- বাবা, আমি আপনাকে ভুলে যাই। যোগে স্থির হতে পারি না। আরে, স্মরণ না করলে কিভাবে ফুলে পরিণত হবে? স্মরণ করলে পাপ খন্ডন হবে, তখন ফুল হয়ে আবার অপরকে ফুলে পরিণত করবে, তখন মালী নাম রাখা যেতে পারে। বাবা মালীদের সন্ধান করতে থাকেন। আছে কি কোনো মালী? মালী হতে পারে না কেন? বন্ধন তো ছাড়তে হবে। নিজের ভিতরে দূততা আসা চাই। সার্ভিসের উৎসাহ থাকা চাই। নিজের ডানাকে মুক্ত করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। যার মধ্যে এতো ভালোবাসা তাকে কি ছেড়ে দিতে হয়? বাবার সার্ভিসের জন্য যতক্ষণ ফুল হয়ে অন্যদেরকে ফুল না বানাবে, তবে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে কীভাবে? একুশ জন্মের জন্য উচ্চ পদ। মহারাজারা, রাজারা, বড়-বড় বিত্তশালীরাও আছে। আবার নম্বর অনুযায়ী কম বিত্তশালীও আছে, প্রজারাও আছে। এখন আমি কি হবো? যারা এখন পুরুষার্থ করবে সেটাই কল্প-কল্পান্তর হবে। এখন সম্পূর্ণ জোর দিয়ে পুরুষার্থ করতে হবে। নর থেকে নারায়ণ হতে হবে, যারা ভালো পুরুষার্থী হবে তারা অভ্যাস করবে। রোজকার আমদানী আর লোকসান দেখতে হয়। ১২ মাসের ব্যাপার নয়, রোজ নিজের লোকসান আর লাভ বের করতে হবে। লোকসান করা উচিত নয়। তা না হলে থার্ড ক্লাস হয়ে যাবে। স্কুলও তো নম্বর অনুযায়ী হয়, তাই না!

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে- আমাদের বীজ হলেন বৃষ্ণপতি, যার আগমনে আমাদের উপর বৃহস্পতির দশা স্থিত হয়। আবার রাবণ রাজ্য এলে রাহুর দশা স্থিত হয়। ওটা একদম হাইয়েস্ট, সেটা একদম লোয়েস্ট। শিবালয় থেকে একদম বেশ্যালয় করে দেয়। বাচ্চারা, তোমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা। প্রথমে নতুন বৃষ্ণ হয়। তারপর অর্ধেক থেকে পুরানো শুরু হয়। বাগানের মালিকও আছেন, মালীও সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাগানের মালিকের কাছে নিয়ে আসে। প্রত্যেক মালী ফুল নিয়ে আসে। কেউ তো এতো সুন্দর ফুল নিয়ে আসে যে, উদ্বেলিত থাকে বাবার কাছে যাওয়ার জন্য। বাড়িতে নানান যুক্তি দেখিয়ে কন্যারা আসে। বাবা বলেন খুব ভালো ফুল নিয়ে এসেছো। যদিওবা মালী সেকেন্ড ক্লাসের হয়, মালীর থেকে ফুল ভালো হয়- উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে শিববাবার কাছে যাওয়ার জন্য যে, বাবা আমাদের এতো উচ্চ বিশ্বের মালিক বানাবেন। ঘরে মার খেলেও বলে শিববাবা আমাদের রক্ষা করো। এদেরই সত্যিকারের দ্রোপদী বলা হয়ে থাকে। পাস্ট, যা হয়ে গেছে তাই আবার রিপিট হতে হবে। এতকাল ডেকেছিলে না, আজ বাবা এসেছেন বাঁচার জন্য যুক্তি বলে দিতে - এইরকম এইরকম ভুঁ-ভুঁ করো। তোমরা হলে ভ্রমরী, তারা হলো কীট। তাদের উপরে ভুঁ-ভুঁ করতে থাকো। বলা, ভগবানুবাচঃ - কাম হলো মহাশত্রু, একে জিততে পারলে বিশ্বের মালিক হবে। কোনো না কোনো সময় অবলাদের বোল ফোটে, তখন আবার বাড়ির লোক ঠান্ডা হয়ে যায়। বলে- আচ্ছা, বেশ যাও। এমন সুন্দর বানিয়ে তোলেন যিনি, তাঁর

কাছে যাও। আমার ভাগ্যে নেই, তুমি তো যাও। এইরকম ভাবে দ্রোপদীরা ডাকতে থাকে। বাবা লেখেন ভুঁ-ভুঁ করো। কোনো কোনো নারীও এইরকম হয় যাদের সুপণ্থা, পুতনা বলা যেতে পারে। পুরুষ তাদের কাছে ভুঁ-ভুঁ করে, তারা কীট হয়ে যায়, বিনা বিকারে থাকতে পারে না। বাগানের মালিকের কাছে কিরকম কিরকম ধরনের আসে যে, আর জিজ্ঞাসা করো না। কোনো কোনো কন্যারাও কাঁটায় পরিণত হয়, সেইজন্য বাবা বলেন নিজের জন্ম পত্রিকা বলো। বাবাকে না শোনালে, লুকালে তো সেটা বাড়তেই থাকবে। মিথ্যা চলতে পারে না। তোমাদের বৃত্তি খারাপ হতে থাকবে। বাবাকে শোনাতে পারলে তুমি বেঁচে যাবে। সত্যি বলা চাই, তা না হলে সম্পূর্ণ ভাবে মহারোগী হয়ে যাবে। বাবা বলেন যারা বিকারী হয়, তাদের মুখ কালো হয় বা অসুন্দর হয়। পতিত মানে কালো বা অসুন্দর মুখ। কৃষ্ণকেও শ্যাম সুন্দর বলা হয়। কৃষ্ণকে কালো করে দিয়েছে। রামকে, নারায়ণকেও কালো দেখিয়েছে। অর্থ কিছুই বোঝে না। তোমাদের কাছে তো নারায়ণের সুন্দর চিত্র আছে, তোমাদের তো এটা হল এইম অবজেক্ট। তোমাদের কি আর অসুন্দর নারায়ণ হতে হবে! এই মন্দির যে তৈরী করেছে, এরকম ছিলো না। বিকারে পড়ে আবার কালো মুখ হয়ে যায়। আত্মা অসুন্দর হয়ে গেছে। আয়রন এজ্ থেকে গোল্ডেন এজ্ এ যেতে হবে। সোনার পাখী হতে হবে। বলা হয় কালী, কলকাতা ওয়ালী বলে দেয়। কতো ভয়ঙ্কর রূপ দেখানো হয়। সেসব আর বলার মতো নয়। বাবা বলেন - বাম্ভারা, এই সব হলো ভক্তি মার্গ। এখন তোমাদের তো জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাম্ভাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাম্ভাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের ডানাকে মুক্ত করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে, বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সচেতন মালী হতে হবে। কাঁটাকে ফুলে পরিণত করার সেবা করতে হবে।

২) নিজেকে নিজে দেখতে হবে যে আমি কতটা ফুলে পরিণত হয়েছি? আমার বৃত্তি শুদ্ধ তো? চোখ ধোঁকা দিচ্ছে না তো? নিজের আচার আচরণের পোতামেল রেখে ক্রটি বিচ্যুতি গুলিকে দূর করে দিতে হবে।

বরদান:- স্বরাজ্য অধিকারের নেশা আর নিশ্চয়ের দ্বারা সদা শক্তিশালী থাকা সহজযোগী নিরন্তর যোগী ভব স্বরাজ্য অধিকারী অর্থাৎ প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয়ের উপরে নিজের রাজত্ব। কখনও সংকল্পেও কর্মেন্দ্রিয় ধোঁকা না দেয়। যদি কখনও এতটুকুও দেহ-অভিমান আসে তাহলে জোশ বা ক্রোধ সহজে এসে যায়, কিন্তু যারা স্বরাজ্য অধিকারী তারা সদা নিরহংকারী, সদাই নির্মাণ হয়ে সেবা করে। এইজন্য আমি হলাম স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা - এই নেশা আর নিশ্চয়ের দ্বারা শক্তিশালী হয়ে মায়াজীৎ তথা জগতজীৎ হও তো সহজযোগী, নিরন্তর যোগী হয়ে যাবে।

স্নোগান:- লাইট হাউস হয়ে মন-বুদ্ধির দ্বারা লাইট ছড়িয়ে দিতে ব্যস্ত থাকো, তাহলে কারোর কথাতে ভয় লাগবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে পরস্পরের আত্মিক ভাই - ভাই, তোমাদের মধ্যে একে-অপরের প্রতি সুন্দর ভালোবাসা থাকা উচিত, তোমরা প্রেমে পরিপূর্ণ গঙ্গা হও, কখনো লড়াই-ঝগড়া করবে না"

*প্রশ্নঃ - কোন্ কোন্ বাচ্চা আত্মিক পিতার কাছে অতীব প্রিয় হয়?

*উত্তরঃ - ১) যে শ্রীমৎ অনুসারে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ করছে। ২) যে ফুল হয়ে গেছে, কখনো কাউকে কাঁটা ফোটায়ে না, নিজেদের মধ্যে খুব ভালোবাসা সহকারে থাকে, কখনো কোনো ব্যাপারে অভিমান বা মুখ গোমড়া করে না - সেইরকম বাচ্চারা বাবার কাছে প্রিয় হয়। যারা দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে, নুন-জলের মতো আচরণ করে, তারা বাবার সম্মান নষ্ট করে। তারা হলো বাবার নিন্দা করানোর নিমিত্ত নিন্দুক।

ওম্ শান্তি । আত্মিক সন্তানদের কাছে যেমন আত্মিক পিতা অতীব প্রিয় অনুভূত হয়, সেইরকম আত্মিক পিতার কাছেও আত্মিক সন্তানেরা খুবই প্রিয়। কারণ তারা শ্রীমৎ অনুসারে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ করছে। যারা কল্যাণ করে, তারা সবাই প্রিয় হয়। তোমরাও পরস্পরের ভাই-ভাই। তাই তোমরাও একে অপরের কাছে প্রিয়। দুনিয়ার লোকেদের সাথে তো অতটা প্রীতি থাকবে না, যতটা বাবার বাচ্চাদের নিজেদের মধ্যে থাকবে। তোমাদের মধ্যে অনেক ভালোবাসা থাকা উচিত। যদি এখানে এসেও ভাইয়ের সাথে ভাই লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে কিংবা নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা না থাকে, তবে সেটাকে ভাই - ভাই এর সম্পর্ক বলা যাবে না। তোমাদের নিজেদের মধ্যে অনেক ভালোবাসা থাকা উচিত। বাবারও তো আত্মাদের সাথেই প্রীতি রয়েছে, তাই না? তাই আত্মাদেরও নিজেদের মধ্যে সুন ভালোবাসা থাকা উচিত। সত্যযুগে সকল আত্মাই একে অপরের কাছে প্রিয় হয়। কারণ তখন দেহ-অভিমান থাকবে না। তোমার ভাইরা, বাবাকে স্মরণ করে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ করো। নিজের কল্যাণের সাথে সাথে ভাইদেরও কল্যাণ করতে হবে। সেইজন্যই বাবা দেহ-অভিমानी থেকে দেহী-অভিমानी বানাচ্ছেন। দুনিয়ায় তো লৌকিক ভাইরা সম্পত্তির ভাগ পাওয়ার জন্য লড়াই শুরু করে দেয়। এখানে কোনো লড়াই ঝগড়ার ব্যাপার নেই। প্রত্যেককে ডাইরেক্ট কানেকশন রাখতে হয়। এইসব হল অসীম জগতের বিষয়। যোগবলের দ্বারা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। লৌকিক বাবার কাছ থেকে স্থূল উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এখানে তো আত্মিক পিতার কাছ থেকে আত্মা রূপী সন্তানেরা আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার নেয়। প্রত্যেককে সরাসরি বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার নিতে হবে। যে যত ইন্ডিভিজুয়াল বাবাকে স্মরণ করবে, সে তত উত্তরাধিকার পাবে। যদি বাবা দেখে যে বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করছে, তখন বাবা বলেন - তোমরা কি অনাথ? আত্মিক ভাইদের কখনোই ঝগড়া করা উচিত নয়। যদি ভাই-ভাই হয়েও নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে, ভালোবাসা না থাকে, তাহলে তো তোমরা রাবণের সন্তানের মতো হয়ে গেলে। তখন তাদেরকে আসুরি সন্তান বলা হবে। এইভাবে দেহ-অভিমानी হয়ে লড়াই করলে তো দৈব সন্তান আর আসুরি সন্তানের মধ্যে কোনো তফাৎ-ই থাকবে না। আত্মা কখনো আত্মার সাথে লড়াই করে না। তাই বাবা বলছেন - মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেদের মধ্যে "নুন জল"-এর মতো আচরণ করো না। এইরকম ঘটনা ঘটে বলেই তো বাবাকে এত বোঝাতে হয়। এরপর বাবা বলে দেবেন যে এই বাচ্চা তো দেহ-অভিমानी, রাবণের সন্তান। যেহেতু নিজেদের মধ্যে নুনপানির মতো আচরণ করে তাই আমার বাচ্চা নয়। ২১ জন্ম ধরে তোমরা ক্ষীরখণ্ডের মতো থাকো। এখন তোমাদেরকে দেহী-অভিমानी হয়ে থাকতে হবে। যদি নিজেদের মধ্যে বনিবনা না হয়, তাহলে সেই সময়ে নিজেকে রাবণ সম্প্রদায় বলে মনে করো। নিজেদের মধ্যে এইরকম নুনপানির মতো আচরণ করলে তো বাবার নাম বদনাম করো। হয়তো মুখে নিজেকে ঈশ্বরীয় সন্তান বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু আসুরি গুণ থাকার অর্থ হল সে অবশ্যই দেহ-অভিমानी। যে দেহী-অভিমानी, তার মধ্যেই ঈশ্বরিক গুণ থাকে। এখানে তোমরা ঈশ্বরিক গুণ ধারণ করলেই বাবা তোমাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাবেন। তারপর সেই সংস্কার-ই সাথে করে নিয়ে আসবে। বাবা বুঝতে পারেন যে বাচ্চারা দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে নুনপানির মতো আচরণ করে। ওদেরকে কখনোই ঈশ্বরীয় সন্তান বলা যাবে না। এইভাবে নিজের অনেক ক্ষতি করে ফেলে। মায়ার বশীভূত হয়ে যায়। নিজেদের মধ্যে নুনপানির মতো আচরণ করে। এখন তো গোটা দুনিয়াটাই নুনপানির (মতপার্থক্য) দুনিয়া। ঈশ্বরীয় সন্তানরাও যদি নুনপানি হয়ে থাকে, তাহলে আর পার্থক্য কি থাকল? তারা তো বাবার নিন্দা করানোর নিমিত্ত হয়ে যায়। যাদের দ্বারা বাবার নিন্দা হয়, যারা নুনজলের মতো আচরণ করে, তারা কখনোই টিকতে পারবে না। তাদেরকে নাস্তিক বললেও ভুল হবে না। যেসব বাচ্চারা আত্মিক হওয়ার যোগ্য, তারা কখনোই নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে না। তোমাদের কখনোই নিজেদের মধ্যে লড়াই করা উচিত নয়। এখানেই

তোমাদেরকে প্রেমপূর্ণ ভাবে থাকা শিখতে হবে। এরপর ২১ জন্ম তোমরা প্রেমপূর্ণ ভাবেই থাকবে। বাবার বাচ্চা হয়েও যদি পরস্পরের মধ্যে বনিবনা না হয়, তবে তাদেরকে আসুরি সন্তান বলা উচিত। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝানোর জন্যেই মুরলি শোনান। কিন্তু দেহ-অভিমানের কারণে অনেকে বুঝতেই পারে না যে বাবা আমাকেই এই কথাগুলো বলছেন। মায়া অতি প্রবল। যেমন হুঁদুর যখন কিছু কাটে তখন বোঝা যায় না, সেইরকম মায়াও মিষ্টিভাবে ফুঁ দেয় আর কাটতে থাকে। বোঝাই যায় না। যারা আসুরি সম্প্রদায়ের, তারা নিজেদের মধ্যে অভিমান করে থাকে। অনেক সেন্টারেই বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে নুনপানির মতো আচরণ করে। এখনো তো কেউই পারফেক্ট হয়নি। তাই মায়াবী প্রতিবন্ধকতা আসতেই থাকে। নিজের অজান্তেই মায়া মাথা মুড়িয়ে দেয়। নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করো - আমাদের কি নিজেদের মধ্যে প্রেমভাব রয়েছে? যেহেতু তোমরা প্রেমের সাগরের সন্তান, তাই প্রেমে ভরপুর গঙ্গা হওয়া উচিত। লড়াই-ঝগড়া করা, উল্টো-পাল্টা কথা বলা, এর থেকে তো কিছু না বলা অনেক ভালো। হিয়ার নো ইভিল...। যদি কারোর মধ্যে ক্রোধের অংশ থাকে, তাহলে সেখানে ততটা ভালোবাসা থাকা সম্ভব নয়। সেইজন্যেই বাবা প্রতিদিনের পোতামেল (দিনলিপি) চেক করতে বলেন। আসুরি চালচলন যদি না শোধরাও, তাহলে তার ফল কি হবে? কেমন পদ পাবে? বাবা বোঝাচ্ছেন, যদি কোনো সেবা না করো, তাহলে তোমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, পদ কম হয়ে যাবে। সাক্ষাৎকার তো সকলের হবে। তোমাদেরও সাক্ষাৎকার হবে যে কে কতটা পড়াশুনা করেছে। তারপর তোমরা ট্রান্সফার হয়ে নতুন দুনিয়ায় আসবে। অস্তিমে সবকিছুর সাক্ষাৎকার হবে। কে কত নম্বর পেয়ে পাশ করেছে? তখন কাঁদবে, কপাল চাপড়াবে, শাস্তি পাবে, আফসোস করবে যে আমি তখন বাবার কথা শুনিনি। বাবা তো বারবার বুঝিয়েছিলেন যে কোনো আসুরি গুণ যেন না থাকে। যার মধ্যে দিব্যগুণ রয়েছে, তাকে অন্যদেরকেও নিজের মতো বানাতে হবে। বাবাকে স্মরণ করা তো খুবই সহজ। অল্ফ আর বে। অল্ফ মানে বাবা আর বে মানে বাদশাহী (উত্তরাধিকার)। সুতরাং বাচ্চাদের মধ্যে নেশা থাকা উচিত। কিন্তু নিজেদের মধ্যে নুনপানির মতো আচরণ করলে কিভাবে বোঝা যাবে যে সে ঈশ্বরীয় সন্তান। বাবা তো বুঝে যাবেন যে এ আসলে আসুরি সন্তান, মায়া এর নাক-কান পাঁকড়ে ধরেছে। সে নিজে বুঝতেও পারে না। তার তখন টালমাটাল অবস্থা হয়ে যায়। পদও কম হয়ে যায়। তোমাদের মতো বাচ্চাদের কর্তব্য হল ওদেরকে ভালবাসার সাথে বোঝানো, প্রেমের দৃষ্টি দেওয়া। বাবা তো প্রেমের সাগর। তাই বাচ্চারাও আকৃষ্ট হয়। তোমাদেরকেও এইরকম প্রেমের সাগর হতে হবে।

বাবা বাচ্চাদেরকে খুব ভালোবাসার সাথে বোঝাচ্ছেন, সঠিক মতামত দিচ্ছেন। ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত করে তোমরা ফুলের মতো হয়ে যাও। তোমাদেরকে সকল গুণ দিয়ে দেন। দেবতাদের মধ্যে অনেক ভালোবাসা থাকে, তাই না? ঐরকম অবস্থা তো তোমাদেরকে এখন তৈরি করতে হবে। এখন তোমাদের মধ্যে জ্ঞান রয়েছে। এরপর দেবতা হয়ে গেলে আর এই জ্ঞান থাকবে না। ওখানে সকলের মধ্যে দিব্য প্রেম থাকবে। সুতরাং, এইসময়েই বাচ্চাদেরকে দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। এখন তোমরা পূজনীয় হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। এখন তোমরা সঙ্গমযুগে রয়েছে। বাবা এই ভারতেই আসেন। এখানেই শিবজয়ন্তী পালিত হয়। কিন্তু তিনি আসলে কে? তিনি এখানে কখন কিভাবে আসেন? এসে কোন্ কর্তব্য করেন? এইগুলো কিছুই জানে না। তোমরা বাচ্চারা এখন এইগুলো পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে জেনেছ। যে জানে না, সে কাউকে বোঝাতেও পারবে না। তার পদ কম হয়ে যায়। স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও কারো কারো চালচলন খারাপ হয় আবার কারোর চালচলন খুব ভালো হয়। কেউ প্রেজেন্ট থাকে, কেউ অ্যাবসেন্ট থাকে। এখানে সে-ই সর্বদা প্রেজেন্ট থাকে, যে সর্বদা বাবাকে স্মরণ করে, স্ব-দর্শন চক্র ঘোরায়। বাবা বলেন, উঠতে বসতে সর্বদা স্ব-দর্শন চক্রধারী হয়ে থাকো। ভুলে গেলেই অ্যাবসেন্ট হয়ে যাও। সর্বদা প্রেজেন্ট থাকলেই উঁচু পদ পাবে। ভুলে গেলে পদও কমে যাবে। বাবা জানেন যে এখনও কিছু সময় রয়েছে। যারা উঁচু পদ পাবে, তাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই এই চক্র আবর্তিত হয়। বলা হয় - শিববাবার স্মৃতিতে মুখে জ্ঞান অমৃত নিয়ে দেহত্যাগ করা উচিত। কিন্তু কোনো কিছুর প্রতি প্রীতি থাকলে, অস্তিমে সেটা স্মরণে আসবে। খাবারের প্রতি লোভ থাকলে, অস্তিমে সেইসব স্মরণে আসবে, খাওয়ার ইচ্ছা হবে। তখন পদ কমে যাবে। বাবা বলেন, স্ব-দর্শন চক্রধারী হয়ে দেহত্যাগ করো। অন্য কোনো কিছু যেন স্মরণে না আসে। কোনো সম্বন্ধ ছাড়া যেভাবে আস্ত্রা এসেছিল, সেইভাবেই ফিরতে হবে। লোভও কিছু কম নয়। যদি লোভ থাকে, তাহলে অস্তিমে সেইসব জিনিসের স্মৃতি আসবে। যদি প্রাপ্ত না হয়, তবে সেই বাসনা নিয়ে দেহত্যাগ করবে। সুতরাং বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে লোভ থাকা ঠিক নয়। বাবা তো অনেক কিছুই বোঝান। কিন্তু যে বোঝার, কেবল সে-ই বুঝবে। বাবার স্মৃতিকে একেবারে অন্তরে গেঁথে দাও - 'বাবা, ও বাবা'। মুখে বাবা-বাবা বলতে হবে না। অজপাজপ যেন সর্বদা চলতে থাকে। বাবার স্মৃতিতে, কর্মজীত অবস্থায় দেহত্যাগ করলেই উঁচু পদ পাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আস্ত্রাদের পিতা তাঁর

আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) প্রেমে ভরপুর গঙ্গা হতে হবে। সবার প্রতি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। কখনোই মুখ দিয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলা উচিত নয়।

২) কোনো জিনিসের প্রতি লোভ থাকা উচিত নয়। স্ব-দর্শন চক্রধারী হয়ে থাকতে হবে। অভ্যাস করতে হবে যাতে অন্তিমে কোনো কিছু (জাগতিক) স্মরণে না আসে।

বরদানঃ:- পুরানো দেহ বা দুনিয়ার সকল আকর্ষণ থেকে সহজে আর সর্বদা দূরে থাকা রাজস্বয়ি ভব রাজস্বয়ি অর্থাৎ একদিকে সকল প্রাপ্তির অধিকারের নেশা আর অন্যদিকে অসীম জগতের বৈরাগ্যের অলৌকিক নেশা। বর্তমান সময়ে এই দুই অভ্যাস বৃদ্ধি করতে থাকো। বৈরাগ্য মানে দূরে থাকা নয়, সকল প্রাপ্তি হওয়া স্বত্বেও পার্থিব জাগতিক আকর্ষণ মন-বুদ্ধিকে আকর্ষণ করবে না। সংকল্পমাত্রেও যেন অধীনতা না থাকে, একে বলা হবে রাজস্বয়ি অর্থাৎ অসীম জগতের বৈরাগী। এই পুরানো দেহ বা দেহের পুরানো দুনিয়া, ব্যক্তভাব, বৈভবের ভাব এই সকল আকর্ষণ থেকে সহজ আর সদা দূরে থাকবে।

স্নোগানঃ:- সায়েন্সের সাধনকে ইউজ করো কিন্তু নিজের জীবনের আধার বানিও না।

মাতেশ্বরী-জীর অমূল্য মহাবাক্য :-

দেখো, দুনিয়ার মানুষ বলে যে কৌরব আর পান্ডবদের নিজেদের মধ্যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়েছিল আর দেখায় - পান্ডবদের সাথী নির্দেশক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, তো যেদিকে স্বয়ং প্রকৃতিপতি আছেন, সেইদলের বিজয় তো অবশ্যই হবে। দেখো, ওরা সকল বিষয়ে নিজেদের মনমত মিশিয়ে দিয়েছে, এখন, সবার আগে তো এই বিষয়টিকে বুঝতে হবে যে প্রকৃতিপতি তো হলেন পরম আত্মা, শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন সত্যযুগের প্রথম দেবতা। পান্ডবদের সারথী তো পরমাত্মা ছিলেন। এখন পরমাত্মা আমাদেরকে অর্থাৎ তাঁর বাচ্চাদেরকে কখনও হিংসা বৃত্তি শেখাবেন না, আর না পান্ডবরা হিংসক লড়াই করে স্বরাজ্য নিয়েছে। এই দুনিয়া হল কর্মক্ষেত্র, যেখানে মানুষ যেমন-যেমন কর্ম করে বীজ বপন করে, সেই অনুসারেই ভালো বা খারাপ ফল ভোগ করে। যে কর্মক্ষেত্রে পান্ডব অর্থাৎ ভারত-মাতা শক্তি অবতারে উপস্থিত আছেন। পরমাত্মা ভারত খন্ডেই আসেন এইজন্য ভারত খন্ডকে অবিনাশী বলা হয়। পরমাত্মার অবতরণ মুখ্যতঃ ভারত খন্ডেই হয়েছে কেননা অধর্মের বৃদ্ধিও ভারত খন্ড থেকেই হয়েছে। সেখানেই পরমাত্মা যোগবলের দ্বারা কৌরব রাজ্য সমাপ্ত করে পান্ডবদের রাজ্য স্থাপন করেছেন। তো পরমাত্মা এক আদি সনাতন ধর্ম স্থাপন করেছেন কিন্তু ভারতবাসী নিজেদের মহান পবিত্র ধর্ম আর শ্রেষ্ঠ কর্মকে ভুলে নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। বেচারি, নিজেদের ধর্মকে না জেনে অন্যদের ধর্মে জুড়ে গেছে। তো এই অসীম জগতের গুণান, অসীম জগতের মালিক নিজেই বলছেন। এরা তো নিজেদের স্বধর্মকে ভুলে পার্থিব জগতে ফাঁসে গেছে যাকে বলা হয় অতি ধর্মগ্লানি কেননা এইসব হল প্রকৃতির ধর্ম কিন্তু প্রথমে চাই স্বধর্ম, তো প্রত্যেকের স্বধর্ম হল - আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ, পুনরায় নিজেদের প্রকৃতির ধর্ম হল দেবতা ধর্ম, এই ৩৩ কোটি ভারতবাসী হল দেবতা। তাই তো পরমাত্মা বলেন অনেক দেহের ধর্মকে ত্যাগ করো, সর্ব ধর্মনি পরিত্যজ্য... এই পার্থিব জগতের ধর্মগুলি নিজেদের মধ্যে আন্দোলিত হয়। তো এখন এই পার্থিব জগতের ধর্মগুলি থেকে বেরিয়ে অসীম জগতে যেতে হবে। সেই অসীম জগতের বাবা সর্বশক্তিমান পরমাত্মার সাথে যোগ লাগাতে হবে, তো সর্বশক্তিমান হলেন প্রকৃতিপতি পরমাত্মা, না কি শ্রীকৃষ্ণ। তো কল্পপূর্বেও যেদিকে সাক্ষাৎ প্রকৃতিপতি পরমাত্মা ছিলেন তাদের বিজয় গাওয়া হয়ে থাকে। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণ দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হয়, ট্রান্স দ্বারা নয়। ট্রান্স তো পাই পয়সার খেলা, তাই ট্রান্সে যাওয়ার আশা রেখো না"

*প্রশ্নঃ - মায়ার ভিন্ন-ভিন্ন রূপের হাত থেকে বাঁচার জন্য বাবা সব বাচ্চাদের কোন্ সতর্ক বাণীটি দিয়েছেন?

*উত্তরঃ - মিষ্টি বাচ্চারা, ট্রান্সের আশা রেখো না। জ্ঞান-যোগে ট্রান্সের কোনও কানেকশন নেই। মুখ্য হলো পড়াশোনা। কেউ ট্রান্সে গিয়ে বলে আমার মধ্যে মাস্টা এসেছেন, বাবা এসেছেন। এই সব হলো সূক্ষ্ম মায়ার সঙ্কল্প, এই সব থেকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। মায়া অনেক বাচ্চার মধ্যে প্রবেশ হয়ে উল্টো কর্ম করিয়ে দেয় তাই ট্রান্সের আশা রাখবে না।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা এই কথা তো বুঝে গেছে যে এক দিকে হলো ভক্তি, অন্য দিকে হলো জ্ঞান। ভক্তি তো অসীম এবং অনেকেই ভক্তি করা শেখায়। শাস্ত্রও শেখায়, মানুষও শেখায়। এখানে না আছে কোনও শাস্ত্র, না আছে মানুষ (কোনো মানুষের দ্বারা প্রদান করা নয়)। এখানে শিক্ষা প্রদান করেন একমাত্র আত্মিক পিতা যিনি আত্মাদের বোঝান। আত্মা-ই ধারণ করে। পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান বিদ্যমান আছে, ৮৪-র চক্রের নলেজ তাঁর মধ্যে আছে, তাই ওঁনাকেও স্বদর্শন চক্রধারী বলা যেতে পারে। বাচ্চাদের অর্থাৎ আমাদেরও তিনি স্বদর্শন চক্রধারী বানাচ্ছেন। বাবাও ব্রহ্মার দেহে বিরাজিত আছেন, তাই তাঁকে ব্রাহ্মণও বলা যেতে পারে। আমরাও তাঁর সন্তান যে ব্রাহ্মণ সে-ই দেবতায় পরিণত হই। এখন বাবা বসে স্মরণের যাত্রা শেখাচ্ছেন, এতে হঠযোগে ইত্যাদির কোনও ব্যাপার নেই। তারা হঠযোগে বসে ট্রান্স (ধ্যান মগ্ন স্থিতিতে) ইত্যাদিতে চলে যায়। এ কোনও প্রশংসার ব্যাপার নয়। ট্রান্সের কোনও বিশেষত্ব নেই। ট্রান্স তো হলো পাই পয়সার খেলা। কখনো কাউকে তোমরা এমন বলবে না যে আমরা ট্রান্সে যাই, কারণ আজকাল বিদেশে যেখানে সেখানে অনেকেই ট্রান্সে যায়। ট্রান্সে গেলে না তাদের কোনও লাভ হয়, না তোমাদের। বাবা বুঝবার শক্তি দিয়েছেন। ট্রান্সে না আছে স্মরণের যাত্রা, না আছে জ্ঞান। ট্রান্সে (ধ্যান মগ্ন) মানুষ কখনও কোনও জ্ঞান শুনবে না, না তার কোনও পাপ ভস্ম হবে। ট্রান্সের কোনও গুরুত্ব নেই। বাচ্চারা যোগ যুক্ত হয়, তাকে ট্রান্স বলা হয় না। স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। ট্রান্সে বিকর্ম বিনাশ হবে না। বাবা সতর্ক করেন যে বাচ্চারা, ট্রান্স বা ধ্যান মগ্ন হওয়ার শখ রেখো না। তোমরা জানো বিনাশের সময়ে সন্ন্যাসী ইত্যাদিদের জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। তোমরা তাদের নিমন্ত্রণ পত্র দিতে থাকো কিন্তু এই জ্ঞান তাদের বুদ্ধি রূপী কলমে এত তাড়াতাড়ি আসবে না। যখন সামনে বিনাশ দেখবে তখন আসবে। তখন বুঝবে এবারে মৃত্যু এল বলে। যখন কাছ থেকে দেখবে তখন বিশ্বাস করবে। তাদের পাট হলো শেষ সময়ে। তোমরা বলো এখন বিনাশের সময়, মৃত্যু আসবে। তারা ভাবে সবই গল্প।

তোমাদের বৃষ্টিটির ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়। সন্ন্যাসীদের শুধু বলতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করো। এই কথাও বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমাদের চোখ বন্ধ করতে হবে না। চোখ বন্ধ করলে বাবাকে দেখবে কিভাবে। আমরা আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মার সামনে বসে আছি। তিনি দৃশ্যমান নন, কিন্তু এই জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে। তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পড়াচ্ছেন - এই শরীরের আধারে। ধ্যান ইত্যাদির কোনও কথা নেই। ধ্যানে যাওয়া কোনও বড় কথা নয়। এই ভোগ ইত্যাদিও সবকিছু ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। সার্ভেন্ট হয়ে ভোগ নিবেদন করে আসো। যেমন সার্ভেন্টরা ধনী ব্যক্তিদের ভোজন পরিবেশন করে। তোমরাও হলে সার্ভেন্ট, দেবতাদের ভোগ নিবেদন করতে যাও। তাঁরা হলেন ফরিস্তা। সেখানে মাস্টা বাবাকে দেখে। সেই সম্পূর্ণ মূর্তিও হলো এইম অবজেক্ট। তাঁদের এমন ফরিস্তা কে বানিয়েছে? বাকি ধ্যান মগ্ন হওয়া তো কোনও বড় কথা নয়। যেমন এখানে শিববাবা তোমাদের পড়ান, তেমনই সেখানেও শিববাবা এনার দ্বারা কিছু বোঝাবেন। সূক্ষ্ম বতনে কি হয়, এইটুকু শুধু জানতে হয়। বাকি ট্রান্স ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিতে হবে না। কাউকে ট্রান্স বা ধ্যান মগ্ন হয়ে দেখানোও হলো বালখিল্য ব্যাপার। বাবা সবাইকে সতর্ক করছেন - ট্রান্সে যেও না, এতে অনেক সময়ই মায়ার প্রবেশ ঘটে।

এ হলো পড়াশোনা, কল্প-কল্প বাবা এসে তোমাদের পড়ান। এখন হলো সপ্তম যুগ। তোমাদের ট্রান্সফার হতে হবে। ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী তোমরা পাট প্লে করছো, পাটের মহিমা আছে। বাবা এসে পড়ান ড্রামা অনুযায়ী। তোমাদেরকে বাবার কাছে একবার পড়াশোনা করে মানুষ থেকে দেবতা অবশ্যই হতে হবে। এতে বাচ্চাদের তো খুশী হয়। আমরা বাবাকে এবং

রচনার আদি মধ্য অন্তকে জেনেছি। বাবার শিক্ষা পেয়ে খুব খুশীতে থাকা উচিত। তোমরা কিন্তু পড়ছ নতুন দুনিয়ার জন্যে। সেখানে হয় দেবতাদের রাজ্য তাই অবশ্যই সঙ্গমযুগে পড়াশোনা করতে হবে। তোমরা এই দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে সুখে প্রবেশ কর। এখানে তমোপ্রধান হওয়ার দরুন তোমরা অসুস্থ হয়ে যাও। এই সব রোগ ব্যাধি দূর হয়ে যাবে। মুখ্য হলো পড়াশোনা, এতে ট্রান্স ইত্যাদির কোনও কানেকশন নেই। এ কোনো বড় কথা নয়। অনেক স্থানে এমন ধ্যান মগ্ন হয়ে যায় তারপরে বলে মাঝা এমেছে, বাবা এমেছে। বাবা বলেন এইসব কিছুই নয়। বাবা তো একটি কথা-ই বোঝান - তোমরা যে অর্ধকল্প দেহ-অভিমানী হয়েছো, এখন দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে, একেই স্মরণের যাত্রা বলা হয়। যোগ বললে যাত্রা প্রমাণিত হয় না। আত্মারা তোমাদের এখান থেকে যেতে হবে, তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। তোমরা এখন যাত্রা করছ। তাদের যে যোগ আছে, তাতে যাত্রার কোনও কথা নেই। হঠযোগী তো অনেক রয়েছে। সেটা হলো হঠযোগ (শারীরিক যোগ ব্যায়াম), এখানে হলো বাবাকে স্মরণ করা। বাবা বলেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এমন করে অন্য কেউ বোঝাবে না। এ হলো পড়াশোনা। বাবার সন্তান হয়ে বাবার কাছে পড়াশোনা করা এবং অন্যদের করানো। বাবা বলেন তোমরা মিউজিয়াম খোলো, সবাই নিজের থেকে তোমাদের কাছে আসবে। কাউকে কষ্ট করে ডাকতে হবে না। তারা বলবে এই জ্ঞান তো খুব ভালো, আগে কখনও শুনি নি। এতে তো ক্যারেক্টার শুধরে যায়। প্রধান হলো পবিত্রতা, যার জন্য এত হাস্যামা ইত্যাদি হয়। অনেক ফেল হয়ে যায়। তোমাদের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে দুনিয়ায় থেকেও তোমরা তাদের দেখো না। খাওয়া দাওয়া করার সময়ও তোমাদের বুদ্ধি যেন বাবার দিকে থাকে। লৌকিক বাবা যেমন যখন নতুন বাড়ি তৈরি করে তখন সবার বুদ্ধি নতুনের দিকে চলে যায়, তাই না। এখন নতুন দুনিয়া তৈরি হচ্ছে। অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের গৃহ নির্মাণ করছেন। তোমরা জানো আমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। এখন চক্রটি পূর্ণ হয়েছে। এখন আমাদের ঘর অর্থাৎ পরমধাম এবং স্বর্গে যেতে হবে তার জন্যে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। স্মরণের যাত্রা দ্বারা পবিত্র হতে হবে। স্মরণের সময়েই বিদ্ব সৃষ্টি হয়, এই সময়েই তোমাদের যুদ্ধ। পড়াশোনার সময় যুদ্ধের কথা নেই। এই পড়া হলো খুবই সিম্পল। ৮৪-র চক্রের নলেজ তো খুব সহজ। কিন্তু নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো, এতেই হলো পরিশ্রম। বাবা বলেন স্মরণের যাত্রা ভুলে যেও না। কম পক্ষে ৮ ঘন্টা অবশ্যই স্মরণ করো। শরীর নির্বাহের জন্য কর্মও করতে হবে। ঠিক মতন ঘুমাতেও হবে। এ হলো সহজ মার্গ। যদি বলা হয় একদম ঘুমাতে না তাহলে তো হঠ যোগ হয়ে গেল, তাইনা। হঠযোগী তো অনেক আছে। বাবা বলেন সেই দিকে কিছু দেখো না, তাতে কোনও লাভ নেই। তারা কত রকমের হঠ যোগ ইত্যাদি শেখায়। সে'সব হলো মনুষ্য মত। তোমরা হলে আত্মা, আত্মা-ই শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করে, ডাক্তার ইত্যাদি হয়। কিন্তু মানুষ দেহ-অভিমানী হয়ে পড়ে - আমি অমুক, আমি তমুক...।

এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - আমরা হলাম আত্মা। বাবাও হলেন আত্মা। আত্মারা, এই সময় তোমাদের পরমপিতা পড়ান তাই গায়ন আছে - আত্মা পরমাত্মা আলাদা থেকেছে বহু কাল কল্প-কল্প তাদের দেখা হয়। বাকি যে সম্পূর্ণ দুনিয়া আছে, তারা সব দেহ-অভিমানের প্রভাবে সবাইকে দেহ নিশ্চয় করে পড়ে এবং পড়ায়। বাবা বলেন আমি আত্মাদের পড়াই। জজ, ব্যারিস্টার ইত্যাদি সবাই তো আত্মাই। তোমরা আত্মারা সতোপ্রধান পবিত্র ছিলে, তারপরে তোমরা পার্ট প্লে করতে করতে সবাই পতিত হয়েছ তখন ডেকেছ বাবা এসে আমাদের পবিত্র আত্মা বানাও। বাবা তো হলেন পবিত্র। এই সব কথা যখন শুনবে তখন ধারণা হবে। বাচ্চারা তোমাদের ধারণা হয় তখন তোমরা দেবতায় পরিণত হও। আর কারো বুদ্ধিতে বসবে না, কারণ এইসব নতুন কথা। এই হল জ্ঞান। সেটা হল ভক্তি। তোমরাও ভক্তি করে দেহ-অভিমানী হয়ে যাও। এখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, আত্মা অভিমানী হও। আমরা আত্মা, বাবা এই শরীর দ্বারা আমাদের পড়ান। ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ রেখো এই একটিই সময় যখন আত্মাদের পিতা পরমপিতা পড়ান। সম্পূর্ণ ড্রামাতে আর কখনও ওঁনার পার্ট নেই, শুধু এই সঙ্গমযুগেই আছে, তাই বাবা তবু বলেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, বাবাকে স্মরণ করো। এ হল খুব উঁচু মানের যাত্রা - চড়লে চাখবে বৈকুণ্ঠ রস। বিকারে নামলে একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তবুও স্বর্গে তো আসবেই, কিন্তু পদ মর্যাদা কম হবে। এই ভাবে রাজস্ব স্থাপন হচ্ছে। এতে কম পদের অধিকারীও চাই, সবাই কি আর জ্ঞানে চলে। তাহলে বাবার অনেক সন্তান প্রাপ্ত হওয়া উচিত ছিল। যদি প্রাপ্ত হয়েও যায় তাও কম সময়ের জন্য। মায়েরা, তোমাদের অনেক মহিমা গায়ন হয়, বন্দে মাতরম্ গাওয়া হয়। জগৎ অস্বাভাবিক বিশাল মেলা আয়োজিত হয় কারণ তিনি অনেক সার্ভিস করেছেন। যে অনেক সার্ভিস করে সে বড় মানের রাজা হয়। দিলওয়াড়া মন্দির হল তোমাদেরই স্মরণিক। কন্যারা, তোমাদের তো সেবায় অনেক সময় দেওয়া উচিত। তোমরা ভোজন ইত্যাদি তৈরি কর তো স্মরণে বসে খুব শুদ্ধ ভোজন তৈরী করা উচিত, যাতে কাউকে খাওয়ালে তারও হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায়। এমন অনেক কম আছে যাদের এমন ভোজন প্রাপ্ত হয়। নিজেকে জিজ্ঞাসা করো - আমরা কি শিব বাবার স্মরণে স্থিত হয়ে ভোজন তৈরী করি, যা খেলেই তাদের মন দ্রবীভূত হয়ে যাবে। ক্ষণে ক্ষণে তো বিস্মৃতি ঘটে। বাবা বলেন বিস্মৃত হওয়াও

ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে কারণ তোমরা এখন ১৬ কলা সম্পূর্ণ হওনি। সম্পূর্ণ অবশ্যই হতে হবে। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় কত ঔজ্জ্বল্য থাকে, সেই আলো কমে ক্ষীণ রেখায় এসে দাঁড়ায়। গভীর অন্ধকার হয়ে যায় তারপরে আবার হয় উজ্জ্বল সকাল। এই বিকার ইত্যাদি ত্যাগ করে বাবাকে স্মরণ করলে তো তোমাদের আত্মা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তোমরা চাও মহারাজা হই কিন্তু সবাই তো হতে পারবে না। পুরুষার্থ সবাইকে করতে হবে। কেউ তো একটুও পুরুষার্থ করে না তাই মহারথী, অশ্বারোহী, পদাতিক বলা হয়। মহারথী দের সংখ্যা কম হয়। প্রজা বা সৈন্য সংখ্যায় যত হয়, তত কমান্ডর বা মেজর হয় না। তোমাদের মধ্যেও কমান্ডর, মেজর, ক্যাপ্টেন আছে। পদাতিকও আছে। তোমাদের এই হলো আত্মিক সৈন্য বাহিনী তাইনা। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে স্মরণের যাত্রায়। তার থেকেই শক্তি প্রাপ্ত করবে। তোমরা হলে গুপ্ত ওয়ারিয়ার্স (সৈনিক)। বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্মের যা অপশিষ্ট আছে সেসব ভস্ম হয়ে যায়। বাবা বলেন ব্যবসা ইত্যাদি করো, কিন্তু বাবাকেও স্মরণ করো। তোমরা হলে জন্ম-জন্মান্তরের প্রেমসী, একমাত্র প্রিয়তমের। এখন সেই প্রিয়তমকে পেয়েছো তো তাঁকে স্মরণ করতে হবে। জ্ঞানে আসার পূর্বে যদিও স্মরণ করেছে কিন্তু তাতে বিকর্ম বিনাশ একটুও হয়নি। বাবা বলেছেন তোমাদের এখানে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। আত্মাকেই হতে হবে। আত্মাই পরিশ্রম করেছে। এই জন্মেই তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের অপশিষ্ট দূর করতে হবে। এই হল মৃত্যুলোকের শেষ জন্ম তারপরে যেতে হবে অমরলোক। আত্মা পবিত্র না হয়ে তো যেতে পারবে না। সবাইকে নিজের নিজের হিসেব মিটিয়ে যেতে হবে। যদি দন্ড ভোগ করে যাবে তো পদ মর্যাদা কম হয়ে যাবে। যারা দন্ড ভোগ করে না তারাই শুধুমাত্র মালার ৮ দানা রূপে স্থান অর্জন করে। ৯ রত্নের আংটি তৈরী হয়। এমন হতে হলে বাবাকে স্মরণ করার খুব পরিশ্রম করতে হবে। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সঙ্গম যুগে নিজেকে ট্রান্সফার করতে হবে। পড়াশোনা ও পবিত্রতার ধারণা দ্বারা নিজের ক্যারেকটার শোধরাতে হবে, ট্রান্স ইত্যাদির শখ রাখবে না।

২) শরীর নির্বাহের জন্য কর্মও করতে হবে, ঠিক মতন ঘুমাতেও হবে, এটা হঠযোগ নয়। স্মরণের যাত্রাকে কখনও ভুলবে না। যোগযুক্ত হয়ে এমন শুদ্ধ ভোজন রন্ধন কর এবং অন্যদের থাওয়াও যাতে সেই খাবার খেয়ে তাদের হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায়।

বরদানঃ:- নিজের সূক্ষ্ম শক্তিগুলির উপরে বিজয়ী হওয়া রাজস্বাষি, স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা ভব কর্মেন্দ্রিয়জীং হওয়া তো সহজ কিন্তু মন-বুদ্ধি-সংস্কার - এই সূক্ষ্মশক্তিগুলির উপর বিজয়ী হওয়া - এটাই হলো সূক্ষ্ম অভ্যাস। যে সময়ে যে সংকল্প, যে সংস্কার ইমার্জ করতে চাও সেই সংকল্প, সেই সংস্কার সহজ ধারণ করতে পারা - একে বলা হয় সূক্ষ্ম শক্তিগুলির উপরে বিজয় অর্থাৎ রাজস্বাষি স্থিতি। যদি সংকল্প শক্তিকে অর্ডার করে যে - এখনই একাগ্রচিত্ত হয়ে যাও, তো রাজার অর্ডার সেই সময়ে সেই প্রকারে মান্য করা, এটাই হলো - রাজ্য অধিকারীর লক্ষণ। এই অভ্যাসের দ্বারা অন্তিম পরীক্ষায় পাস হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- সেবার দ্বারা যে শুভেচ্ছা বা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়, সেটাই হলো সবথেকে বড়-র থেকেও বড় প্রাপ্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মনকে স্বচ্ছ, বুদ্ধিকে ক্রিয়ার রেখে ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করো"

আজ বাপদাদা নিজের স্বরাজ্য অধিকারী বাচ্চাদের দেখছেন। স্বরাজ্য ব্রাহ্মণ জীবনের জন্মসিদ্ধ অধিকার। বাপদাদা প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে স্বরাজ্যের তথ্যতাসীন বানিয়ে দিয়েছেন। জন্মানোর সাথে সাথেই প্রত্যেক বাচ্চার স্বরাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। যতই স্বরাজ্য-স্থিত হও ততই নিজের মধ্যে লাইট আর মাইটের অনুভব করে থাকো।

বাপদাদা আজ প্রত্যেক বাচ্চার মস্তকে লাইটের মুকুট দেখছেন। যতটা মাইট নিজের মধ্যে ধারণ করেছ, নস্বর অনুক্রমে লাইটের মুকুট ততই ঝলমল করে। বাপদাদা সব বাচ্চাকে সর্বশক্তি অধিকার রূপে দিয়েছেন। প্রত্যেকে মাস্টার সর্বশক্তিমান, কিন্তু ধারণ করার ক্ষেত্রে নস্বরক্রমে হয়ে গেছে। বাপদাদা দেখেছেন যে, সর্বশক্তির নলেজও সবার মধ্যে আছে, ধারণাও আছে, কিন্তু এক বিষয়ে পার্থক্য হয়ে যায়। যে কোনও ব্রাহ্মণ আত্মাকে জিজ্ঞাসা করো - প্রতিটি শক্তির বর্ণনও খুব ভালো করবে, প্রাপ্তির বর্ণনও ভালো করবে। কিন্তু ব্যবধান হয় এটাই যে, যে সময় যে শক্তির আবশ্যকতা রয়েছে সময়মতো সেই শক্তি কার্যে প্রয়োগ করতে পারে না। সময়ের পরে উপলব্ধি করে এই শক্তির আবশ্যকতা ছিল। বাপদাদা বাচ্চাদের বলেন - সর্বশক্তির উত্তরাধিকার এত শক্তিশালী যে, কোনও সমস্যা তোমাদের সামনে দাঁড়াতে পারে না। তোমরা সমস্যা-মুক্ত হতে পারো। শুধু সর্বশক্তি ইমার্জ রূপে স্মৃতিতে রাখো আর সময়মতো কার্যে প্রয়োগ করো। সেইজন্য নিজের বুদ্ধির লাইন ক্রিয়ার রাখো। বুদ্ধির লাইন যত ক্রিয়ার এবং ক্লিন হবে ততই নির্ণয় শক্তি তীব্র হওয়ার কারণে যে সময় যে শক্তির আবশ্যকতা থাকবে তা কার্যে লাগাতে পারবে, কেননা সময় অনুসারে বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার বিদ্ব-মুক্ত, সমস্যা-মুক্ত, পরিশ্রম-মুক্ত পুরুষার্থ দেখতে চান। হতে তো হবে সবাইকে, কিন্তু বহুকালের এই অভ্যাস প্রয়োজন। ব্রহ্মাবাবার বিশেষ সংস্কার তোমরা দেখেছো - "তাৎক্ষণিক দান মহাপুণ্য।" জীবনের আরম্ভ থেকে সব কার্যে তাৎক্ষণিক দান ও করেছেন, তাৎক্ষণিক কাজও করেছেন। ব্রহ্মাবাবার বিশেষত্ব - নির্ণয়-শক্তি সদা ফাস্ট ছিল। তো বাপদাদা রেজাল্ট দেখেছেন। সবাইকে সাথে তো নিয়েই যেতে হবে। বাপদাদার সাথে যাবে তো না! নাকি পিছনে পিছনে যাবে? যখন সাথেই যেতে হবে তো ফলো ব্রহ্মাবাবা। কর্মে ফলো ব্রহ্মাবাবা আর স্থিতিতে নিরাকারী শিববাবাকে ফলো করতে হবে। কীভাবে ফলো করতে হয় জানো তো না?

ডবল বিদেশিরা জানো কীভাবে ফলো করতে হয়? ফলো করা খুব সহজ তো না! যখন ফলোই করতে হবে তখন কেন, কী, কীভাবে... এগুলো সমাপ্ত হয়ে যাবে। তাছাড়া, সবার অনুভব আছে যে, কেন, কী, কীভাবে...এগুলো নিমিত্ত, ব্যর্থ সংকল্পের আধার। ফলো ফাদারে এই শব্দ সমাপ্ত হয়ে যায়। কীভাবে নয় - এভাবে। বুদ্ধি তৎক্ষণাৎ জাজ করে এভাবে চলো, এভাবে করো। তো বাপদাদা আজ বিশেষভাবে সব বাচ্চাকে, হতে পারে তারা প্রথমবার এসেছে, অথবা পুরানো, তাদেরকে এই ইশারা দেন যে নিজের মনকে স্বচ্ছ রাখো। অনেকের মনে এখনও ব্যর্থ আর নেগেটিভের ছোট-বড় দাগ রয়েছে। এর কারণ পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠ স্পিড, তীব্রগতিতে বাধা উপস্থিত হয়। বাপদাদা সদা শ্রীমৎ দেন যে মনে সদা প্রত্যেক আত্মার প্রতি শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনা রাখো - এটাই স্বচ্ছ মন। অপকারীর প্রতিও উপকার-বৃত্তি বজায় রাখা - এটা স্বচ্ছ মন। নিজের প্রতি বা অন্যের প্রতি ব্যর্থ সংকল্প আনা - এটা স্বচ্ছ মন নয়। তো স্বচ্ছ মন এবং ক্লিন আর ক্রিয়ার বুদ্ধি; জাজ করো, অ্যাটেনশনের সাথে নিজে নিজেকে দেখো, উপর উপর নয় যে, ঠিক আছে ঠিক আছে, না, ভেবে দেখো - মন আর বুদ্ধি স্পষ্ট? শ্রেষ্ঠ? তবেই ডবল লাইট স্থিতি হতে পারে। বাবা সমান স্থিতি বানানোর এটাই সহজ সাধন। আর এই অভ্যাস অস্তে নয়, বহুকালের অভ্যাস আবশ্যিক। তো চেক করতে জানো তোমরা? নিজেকে চেক করবে, অন্যকে ক'রো না। বাপদাদা আগেও হাসির কথা বলেছিলেন যে, কিছু বাচ্চার দূরের নজর খুব তীক্ষ্ণ আর কাছের দৃষ্টি দুর্বল। সেইজন্য অন্যকে জাজ করতে খুব হুঁশিয়ার। নিজেকে চেক করতে দুর্বল হ'য়ো না।

বাপদাদা তোমাদের আগেও বলেছেন, যেমন এখন তোমাদের এটা পাকা হয়ে গেছে যে আমি ব্রহ্মাকুমারী বা ব্রহ্মাকুমার। ঘুরতে ফিরতে তোমাদের ভাবনায় - আমি ব্রহ্মাকুমারী, আমি ব্রহ্মাকুমার ব্রাহ্মণ আত্মা। ঠিক তেমনই এটা ন্যাচারাল স্মৃতি আর নেচার বানাও যে, "আমি ফরিস্তা।" অমৃতবেলায় ওঠার সাথে সাথে এটা পাক্সা করো যে আমি ফরিস্তা পরমাত্ম-শ্রীমতে নিচে এই সাকার তনে এসেছি, সবাইকে সমাচার দেওয়ার জন্য এবং শ্রেষ্ঠ কর্ম করার জন্য। কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে নিজের শান্তির স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও। উঁচু স্থিতিতে চলে যাও। একে অপরকেও ফরিস্তা স্বরূপে দেখ। তোমার

বৃত্তি অনেকেও ধীরে ধীরে ফরিস্তা বানিয়ে দেবে। তোমাদের দৃষ্টি অন্যের উপরেও প্রভাব ফেলবে। এটা পাচ্চা যে আমি ফরিস্তা? 'ফরিস্তা ভব'র বরদান সবার প্রাপ্ত হয়েছে? এক সেকেন্ডে ফরিস্তা অর্থাৎ ডবল লাইট হতে পারো? এক সেকেন্ডে, মিনিটে নয়, ১০ সেকেন্ডে নয়, এক সেকেন্ডে ভাবার সাথে সাথে হয়ে গেলে, এমন অভ্যাস আছে তোমাদের? আচ্ছা যারা এক সেকেন্ডে হতে পারো, দু সেকেন্ড নয়, এক সেকেন্ডে হতে পারো, তারা এক হাতের তালি বাজাও। হতে পারো? এমনই হাত তুলো না। ডবল ফরেনার তুলছে না। টাইম লাগে কী? আচ্ছা যারা মনে করে একটু টাইম লাগে, এক সেকেন্ডে হয় না, একটু সময় লাগে, তারা হাত তোলো। (অনেকে হাত তুলেছে) ঠিক আছে, কিন্তু লাস্ট মুহূর্তের পেপার এক সেকেন্ডে আসার আছে, তখন কী করবে? অকস্মাৎ আসবে আর এক সেকেন্ডে আসবে। হাত তুলেছে, কোনো লোকসান নেই। উপলব্ধি করেছে, সেটাও খুব ভালো। কিন্তু এই অভ্যাস করতেই হবে। তোমাদের এটা অভ্যাস করতে বাধ্য বোধ করা উচিত নয়, বরং তোমাদের এটা করতেই হবে। এই অভ্যাস খুব খুব খুব আবশ্যিক। ব্যাপদাদা তবুও তোমাদের কিছু টাইম দেন। কত টাইম তোমাদের প্রয়োজন? দু হাজার সাল পর্যন্ত চাই? একবিংশ শতাব্দীর জন্য তো তোমরা চ্যালেঞ্জ করেছিলে, ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করেছিলে, মনে আছে তোমাদের? চ্যালেঞ্জ করেছিলে - গোল্ডেন এজেড দুনিয়া আসবে, কিংবা বাতাবরণ বানাবো। চ্যালেঞ্জ করেছে তো না! তাহলে, এত পর্যন্ত তো অনেক টাইম আছে। যতটা অ্যাটেনশন স্ব প্রতি দিতে পারো, দিতে পারো নয়, দিতেই হবে। যেভাবে দেহ-ভাবে আসতে কত টাইম লাগে! দু সেকেন্ড? না চাইতেও দেহ-ভাবে এসে যাও, তো কত টাইম লাগে? এক সেকেন্ড নাকি তার থেকেও কম লাগে? জানতেও পারো না যে দেহবোধে পৌঁছে গেছ। ঠিক সেভাবেই এই অভ্যাস করো - কিছু হচ্ছে বা কিছু করছো, সেটা কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু তোমরা যেন এটাও জানতে অপারগ হও যে আমি সোল-কনশিয়াস, পাওয়ারফুল স্থিতিতে ন্যাচারাল হয়ে গেছি। ফরিস্তা স্থিতি ন্যাচারাল হওয়া উচিত। নিজের নেচার যতটা ফরিস্তা ভাবের বানাবে, নেচার ততটা স্থিতিকে ন্যাচারাল করে দেবে। তো ব্যাপদাদা কত সময় পরে জিজ্ঞাসা করবেন? কত সময় চাই? জয়ন্তী বলো। (দাদীজি বলেছেন আজকেরটা আজই হবে, কাল নয়) যদি আজকেরটা আজই হয় তবে এখন সবাই ফরিস্তা হয়ে গেছো তোমরা? হয়ে যাবে নয়। যদি যাবে তো কবে? ব্যাপদাদা আজ ব্রহ্মাবাবার কোন সংস্কারের বিষয়ে বলেছেন? - 'তাৎক্ষণিক দান মহাপুণ্য।'

প্রত্যেক বাচ্চার প্রতি ব্যাপদাদার ভালোবাসা আছে, তাইতো তিনি মনে করেন তার কোনও বাচ্চা কম নয়। নম্বরক্রম কেন? সবাই নম্বর ওয়ান যদি হয়ে যায় তবে

ভালো হয়! আচ্ছা - আজ অনেক গ্রুপ এসেছে।

প্রশাসক বর্গ (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইং) - নিজেরা মিলে তোমরা কী প্রোগ্রাম বানিয়েছো? এমন তীর পুরুষার্থের প্ল্যান বানিয়েছে যাতে শীঘ্রাতিশীঘ্র তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মার হাতে এই কার্য এসে যায়। বিশ্ব-পরিবর্তন যদি করতে হয় তবে সারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বদলাতে হবে তো না! কীভাবে এই কার্য সহজভাবে এগিয়ে যাবে, ছড়িয়ে পড়বে সেটা ভেবেছো তোমরা? অন্ততপক্ষে বড়-বড়ো শহরে যারা নিমিত্ত রয়েছে তাদেরকে পার্সোনালি সমাচার দেওয়ার প্ল্যান তৈরি করেছে? নিদেনপক্ষে তারা যেন এটা বোঝে এখন আধ্যাত্মিকতার দ্বারা পরিবর্তন হতে পারে আর হওয়া উচিত। তো নিজেদের বর্গকে জাগাও, সেইজন্য এই বর্গ বানানো হয়েছে। ব্যাপদাদা বর্গের সেবা দেখে খুশি, কিন্তু রেজাল্টে এটা দেখতে হবে যে প্রতিটা উইং (বর্গ) তাদের নিজের নিজের বর্গকে কতদূর পর্যন্ত মেসেজ দিয়েছে! অল্পবিস্তর জাগিয়েছে নাকি সহযোগী বানিয়েছে? সহযোগী সাথী বানিয়েছো তোমরা? ব্রহ্মাকুমার বানাওনি, কিন্তু সহযোগী সাথী বানিয়েছ তোমরা? সব বর্গকে ব্যাপদাদা বলছেন যে যেরকম এখন ধর্ম নেতারা এসেছে, নম্বর ওয়ানরা ছিল না তবুও এক স্টেজে সবাই একত্র হয়েছে এবং সবার মুখ থেকে নির্গত হয়েছে যে আমাদের সবাইকে একসাথে মিলে আধ্যাত্মিক শক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। ঠিক সেইরকমই প্রতিটি বর্গ (উইং) থেকে যারাই এসেছে, সেই প্রতিটা বর্গকে এই রেজাল্ট বের করতে হবে যে, আমাদের বর্গের মধ্যে মেসেজ কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে! দ্বিতীয়তঃ, আধ্যাত্মিকতার আবশ্যিকতা আছে আর আমরাও সহযোগী হয়েছি - এই রেজাল্ট হতে হবে। তারা রেগুলার স্টুডেন্ট হবে না কিন্তু সহযোগী হতে পারে। তো এখন পর্যন্ত প্রতিটি বর্গের জন্য যে সেবাই করেছে, যেমন এখন ধর্ম-নেতাদের ডেকেছো, তেমনই প্রতিটি দেশ থেকে প্রতিটি উইংয়ের জন্য করো। প্রথমে ইন্ডিয়াতেই করো, পরে ইন্টারন্যাশনাল ক'রো, প্রতিটি বর্গের এইরকম ভিন্ন ভিন্ন স্টেজের (স্থিতি) একত্রিত হবে এবং এটা যেন অনুভব করে যে আমাদের সহযোগী হতে হবে। প্রতিটি বর্গ থেকে এই সেবার রেজাল্ট এখন পর্যন্ত কত বের হয়েছে? তাছাড়া, ভাবিষ্যতের প্ল্যান কী? কেননা, এক একটি বর্গের একেকজন যদি অন্যদের সমীপে নিয়ে আসার এই লক্ষ্য বজায় রাখে, তাহলে সব বর্গের যারা সমীপ সহযোগী রয়েছে, তারা সংগঠিত হয়ে আবার বড় সংগঠন বানাবে। তাছাড়া, একে অন্যকে দেখে তাদেরও উৎসাহ-উদ্দীপনা আসে। তারা এখন এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে আছে, কোনো শহরে কিছু, তো কোনো

শহরে কিছু। যদি ভারতেও দেখা, তো ভালো ভালো সহযোগী আত্মারা বিভিন্ন জায়গা থেকে বেরিয়েছে কিন্তু তারা গুপ্ত থেকে যায়। তাদেরকে একসঙ্গে নিয়ে কোনো বিশেষ প্রোগ্রাম রেখে যদি অনুভবের লেনদেন করা হয় তা'তে ফারাক পড়ে, তারা সমীপে এসে যায়। কোনো বর্গের ৫ আত্মা হবে, কারও ৮ হবে, কারোও ২৫-৩০ও হবে। সংগঠনে আসায় সামনে এগিয়ে যায়। উদ্যম-উল্লাস বাড়ে। তো এখন পর্যন্ত যে সব বর্গের সেবা হয়েছে, তার রেজাল্ট বের হওয়া উচিত। শুনেছো, সব বর্গের সবাই শুনছে তো না! সব বর্গ থেকে বিশেষভাবে যারা এসেছে তারা হাত তোলো। অনেকে রয়েছে। তো এখন রেজাল্ট দাও - কত কত, কে কে এবং কত পার্সেন্টে সমীপ সহযোগী হয়েছে? তারপরে তাদের জন্য চিত্তাকর্ষক প্রোগ্রাম বানাবে। ঠিক আছে তো না!

যারা তোমরা মধুবনের তারা খালি থেকে যেও না। খালি থাকতে চাও তোমরা? বিজি থাকতে চাও তো না! নাকি শ্রান্ত হয়ে পড়ো? মধ্যে মধ্যে ১৫ দিনের ছুটিও হয়, আর হওয়াও দরকার। কিন্তু প্রোগ্রামের পরে প্রোগ্রামের নিস্টে হওয়া উচিত তাহলে উৎসাহ- উদ্দীপনা বজায় থাকে। নয়তো যখন তোমাদের সেবা থাকে না তখন দাদি বলেন তোমাদের বিষয়ে একটা কমপ্লেন্ট থাকে। বাবা বলবেন তোমাদের কমপ্লেন্ট এর ব্যাপারে? বলেন, তোমরা সবাই নিজের নিজের গ্রামে যেতে চাও। ঘুরে আসতে চাও এবং সেখানে কিছু সেবাও হয়ে যায়। সেই কারণে তোমাদের নিজেদেরকে বিজি রাখতে এটা ভালো। যদি তোমরা বিজি থাকো তাহলে কোনোরকম খিটখিট হবে না। তাছাড়া দেখা, যারা মধুবনের তাদের বিশেষত্বের জন্য বাপদাদা পদ্মগুণ অভিনন্দন জানান। ১০০ গুণও নয়, বরং পদ্মগুণ। কোন্ বিষয়ে? যারাই আসে তাদের সেবা করার জন্য মধুবনের সকলের এমন গভীর ভালোবাসা বেরিয়ে আসে যে তাদের ভিতরে যা থাকে সেসব লুকিয়ে পড়ে। তারা অব্যক্ত প্রতীয়মান হয়। ক্লান্তিহীন মনে হয় এবং সকলে রিমার্ক লিখে যায় যে এখানে তো প্রত্যেকে ফরিস্তা প্রতিভা হচ্ছে। তো এই বিশেষত্ব খুব ভালো যা সেই সময় বিশেষ উইল পাওয়ার এসে যায়। সেবার ঝলক থাকে। তাইতো বাপদাদা এই সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন। তবে তো অভিনন্দন দেওয়া উচিত না! তাহলে তালি তো বাজাও মধুবনের তোমরা। খুব ভালো। সেই সময় বাপদাদাও আসেন। পরিভ্রমণ করতে আসেন, তোমরা জানতে পারো না, কিন্তু বাপদাদা পরিভ্রমণ করতে আসেন। সুতরাং মধুবনের এই বিশেষত্ব আরও বাড়বে। আচ্ছা।

মিডিয়া উইং : - ফরেনেও মিডিয়া উইং শুরু হয়েছে, তাই না! বাপদাদা দেখেছেন মিডিয়া এখন ভালো মেহনত করেছে। এখন সংবাদপত্রেও বের হতে শুরু করেছে এবং তারা ভালোবাসার সাথেও দেয়। তো পরিশ্রমের ফলও তোমাদের প্রাপ্ত হচ্ছে। টি. ভি.তে যেমন কেউ পার্মানেন্টলি নির্দিষ্ট সময় দিয়েছে, ঠিক তেমনই সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও এখন আরও বিশেষভাবে সময় দাও। প্রতিদিন বের হয় তো না! (শিলুদিদি বক্তব্য রাখলেন) তো এই প্রগ্রেস ভালো। যখন সবাই শোনে ভালো অনুভব হয়। একইভাবে, সংবাদপত্রে হয় সম্ভাহে বা প্রতিদিন অথবা প্রতি দ্বিতীয় দিনে বিশেষ এক পিস আর্টিকেল (এক টুকরো) নিশ্চিত যেন হয়ে যায় যে অধ্যাত্ম শক্তি বাড়ানোর এটাই সুযোগ। এমনভাবে পুরুষার্থ করো। বাস্তবে, তোমরা সফল, আর তোমাদের কানেকশনও ভালোভাবে বাড়ছে। এখন সংবাদপত্রের মাধ্যমে কিছু চমৎকার করে দেখাও। করতে পারো? এই গ্রুপ, তোমরা করতে পারো? হাত তোলো - হ্যাঁ করবে। উদ্যম-উল্লাস যদি থাকে তো সফলতা আছেই। কেন হতে পারবে না! অবশেষে তো সময় আসবে যখন সব সাধন তোমাদের তরফ থেকে ইউজ হবে। তোমাদের অফার করা হবে। তারা তোমাদের এসব অফার করবে আর তার পরিবর্তে কিছু চাইবে - আমাদের কিছু দাও, কিছু দাও। আমাদের সাহায্য নাও। এখন তোমাদের বলতে হয় সহযোগী হও, এরপরে তারা বলবে আমাদের সহযোগী বানাও। শুধু এই বিষয়টিকে পাক্কা করো - ফরিস্তা! ফরিস্তা! ফরিস্তা! তারপরে দেখা তোমাদের কাজ কত তাড়াতাড়ি হয়! তোমাদেরকে তাদের পিছনে পড়তে হবে না, বরং তারাই ছায়ার মতো তোমাদের পিছনে আসবে। তারা শুধু তোমাদের থেমে থাকার জন্য থেমে আছে। এভাররেডি হয়ে যাও তো শুধু সুইচ টিপতে যেটুকু দেরি, ব্যস্। তোমরা ভালো করছো আর করবেও।

চতুর্দিকের দেশ বিদেশের সাকার স্বরূপে কিংবা সূক্ষ্ম স্বরূপে মিলন উদযাপন করা সকল স্বরাজ্য অধিকারী আত্মাদের, সদা এই শ্রেষ্ঠ অধিকারকে নিজের আচরণ এবং মুখমণ্ডল দ্বারা যারা প্রত্যক্ষ করায় সেই বিশেষ আত্মাদের, সদা বাপদাদাকে ফলো করে, সদা মনকে স্বচ্ছ এবং বুদ্ধিকে ক্লিয়ার রাখে, এমন স্বতঃ তীর পুরুষার্থী আত্মাদের, সদা সাথে থাকা এবং সাথে চলা ডবল লাইট বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- সাধনকে নির্লেপ বা ডিট্যাচ হয়ে কার্যে প্রয়োগ করে অসীমের বৈরাগী ভব
অসীমের বৈরাগী অর্থাৎ কারো প্রতি আকর্ষণ নেই, সদা বাবার প্রিয়। এই প্রিয়ভাবই ডিট্যাচ বানায়।
বাবার প্রিয় না হলে ডিট্যাচ হতেও পারবে না, আকর্ষণে এসে যাবে। যারা বাবার প্রিয় তারা সব আকর্ষণের
উর্ধ্বে অর্থাৎ ডিট্যাচ হবে - একেই বলা হয় নির্লেপ স্থিতি। কোনও সীমাবদ্ধতার আকর্ষণের প্রলেপে আসে

না। রচনা এবং সাধনের প্রতি নির্লিপ হয়ে কার্য-প্রয়োগে নিয়ে আসবে - অসীমের এই বৈরাগীই হলো রাজশ্বসি ।

স্লোগান:- তোমাদের হৃদয় যখন সত্য-স্বচ্ছ হবে তখন সাহেব প্রসন্ন হয়ে যাবেন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - লক্ষ্য-কে সর্বদা সামনে রাখো তাহলে দৈবী গুণের বিকাশ হতে থাকবে। তোমাদের এখন নিজের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, আসুরী গুণ গুলিকে দূর করে দিয়ে দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - আয়ুষ্সহান ভবের বরদান প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আয়ু বৃদ্ধির জন্য কোন্ পরিশ্রম করতে হবে?

*উত্তরঃ - আয়ু বৃদ্ধির জন্য তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার পরিশ্রম করো। বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই সতোপ্রধান হবে আর আয়ু বৃদ্ধি হবে, তখন মৃত্যু ভয় দূর হয়ে যাবে। স্মরণের দ্বারা দুঃখ দূর হয়ে যাবে। তোমরা ফুলে পরিণত হবে। স্মরণেই রয়েছে গুপ্ত রূপে উপার্জন করার উপায়। স্মরণের দ্বারা পাপ নষ্ট হবে। আত্মা হাল্কা হয়ে যায়, ফলে আয়ু বৃদ্ধি পায়।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন, পড়াও করাচ্ছেন। কি বোঝাচ্ছেন? মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের প্রথমতঃ বড় আয়ু চাই কারণ তোমাদের আয়ু অনেক বেশি ছিল। ১৫০ বছরের আয়ু ছিল, বড় আয়ু কিভাবে প্রাপ্ত হয়? তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হলে। যখন তোমরা সতোপ্রধান ছিলে তখন তোমাদের আয়ু অনেক বেশি ছিল। এখন তোমরা উপরে উঠছো। তোমরা জানো যে আমরা তমোপ্রধান হয়েছিলাম তাই আমাদের আয়ু কমে গিয়েছিল। স্বাস্থ্য খারাপ ছিল। একেবারে রুগী হয়ে গিয়েছিলাম। এই জীবন হলো পুরানো, নতুন জীবনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এখন তোমরা জানো বাবা আমাদের আয়ু বৃদ্ধি করার যুক্তি বলে দিচ্ছেন। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা আমাদের স্মরণ করবে তাহলে তোমরা যেমন সতোপ্রধান ছিলে, দীর্ঘ আয়ুর অধিকারী ছিলে, সুস্থ শরীরধারী ছিলে, আবার তেমন হয়ে যাবে। আয়ু কম হলে মৃত্যুর ভয় থাকে। তোমরা তো গ্যারান্টি পেয়েছো যে সত্যযুগে কখনও হঠাৎ মৃত্যু হবে না। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে আয়ু বৃদ্ধি পাবে এবং সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। কোনো রকমের দুঃখ থাকবে না, আর কি চাই তোমাদের? তোমরা বলো উঁচু পদও চাই। তোমরা জানতে না এমন পদও প্রাপ্ত হয়। এখন বাবা যুক্তি বলে দিচ্ছেন - এমন করো। মুখ্য উদ্দেশ্যটি সামনে আছে। তোমরা এই রকম পদ প্রাপ্ত করতে পারো। এখানেই দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আমাদের মধ্যে কোনও অবগুণ নেই তো? অবগুণও অনেক রকমের হয় - ধূমপান করা, ছিঃ ছিঃ আহার গ্রহণ করা এসবই হলো অবগুণ। সবচেয়ে বড় অবগুণ হলো বিকারের, যাকে ব্যাড ক্যারেক্টার বলা হয়। বাবা বলেন তোমরা পতিত হয়ে গেছো। এখন তোমাদের পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দিচ্ছেন, এই বিকার, অবগুণ সব ত্যাগ করতে হবে। কখনও পতিত হবে না। এই জন্মে যারা (নিজেকে) শুধরে নেবে তো সেই সংশোধন ২১ জন্ম চলবে। সবচেয়ে জরুরী কথা হলো ভাইসলেস (পবিত্র) হওয়া। জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা যা মাথায় রয়েছে, সেসব যোগ বলের দ্বারা-ই নামবে। বাচ্চারা জানে আমরা জন্ম-জন্মান্তর পতিত হয়েছি। এখন বাবার কাছে আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে আর কখনো পতিত হব না। বাবা বলেন যদি পতিত হও তাহলে একশত গুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে, তার ফলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। কারণ নিন্দা করিয়েছো মানেই ওই দিকে (ভিশস্ মানুশের দিকে) চলে গেছো। এমন অনেকে চলে যায় অর্থাৎ পরাজয় স্বীকার করে। আগে এইসব তোমরা জানতে না এই বিকারী কর্ম তোমাদের করা উচিত নয়। কিছু বাচ্চা ভালো থাকে, যারা বলে আমরা ব্রহ্মচর্য পালন করবো। সন্ন্যাসীদের দেখে ভাবে, পবিত্রতা ভালো জিনিস। পবিত্র ও অপবিত্র, দুনিয়ায় অপবিত্র সংখ্যায় অনেক। শৌচাগার যাওয়াও হল অপবিত্র হওয়া, তাই সাথে সাথে স্নান করা উচিত। অপবিত্রতা অনেক রকমের হয়। কাউকে দুঃখ দেওয়া, লড়াই ঝগড়া করাও হলো অপবিত্র কর্তব্য। বাবা বলেন জন্ম-জন্মান্তর তো তোমরা পাপ করেছো। সেসব অভ্যাস এখন ত্যাগ করতে হবে। এখন তোমাদের প্রকৃত সত্য মহান আত্মায় পরিণত হতে হবে। সত্য মহান আত্মা তো হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ অন্য কেউ এখানে হতে পারে না কারণ সবাই হল তমোপ্রধান। খুব গ্লানি করে তাইনা। তারা জানে না আমরা কি করছি। এক হয় গুপ্ত পাপ, আরেক হয় প্রত্যক্ষ পাপ। এইটি হল-ই তমোপ্রধান দুনিয়া। বাচ্চারা জানে বাবা আমাদের এখন বোধযুক্ত করছেন তাই সবাই তাঁকেই স্মরণ করে। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বোধগম্য গুণ তোমরা প্রাপ্ত করো সেটা হলো পবিত্র হতে হবে তার সঙ্গে গুণও চাই। দেবতাদের সামনে গিয়ে তোমরা যে মহিমা গায়ন করেছো, এখন তোমাদের সেইরূপ হতে হবে। বাবা বোঝান মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা কতো মিষ্টি মিষ্টি সুন্দর সুন্দর ফুল ছিলে তারপর কাঁটায় পরিণত হয়েছো। এখন বাবাকে স্মরণ করো তাহলে স্মরণের দ্বারা তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি পাবে। পাপও বিনষ্ট হবে। মাথার উপরের বোঝা হাল্কা হবে। নিজের খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের মধ্যে কি-কি অবগুণ আছে সেসব দূর করতে হবে। যেমন নারদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাকে বলা হয় তুমি কি উপযুক্ত হয়েছ? সে দেখে বললো ঠিকই আমি তো উপযুক্ত নই। বাবা তোমাদের শ্রেষ্ঠ করেন, তোমরা বাবার সন্তান তাইনা। যেমন কারো বাবা যদি মহারাজা

হয় তখন বলা হবে আমার বাবা হলেন মহারাজা। বাবা সুখ প্রদান করেন। যারা খুব সুন্দর স্বভাবের মহারাজা তারা কখনও ক্রোধ করে না। এখন তো ধীরে ধীরে সকল আত্মার কোয়ালিটি কম হয়ে গেছে। সব অবগুণ প্রবেশ করেছে। আত্মার কলা নেমে গেছে। তমঃ হয়ে গেছে। তমোপ্রধান অবস্থাও এখন চরমে এসে পৌঁছেছে। কত দুঃখী হয়েছে সবাই। তোমাদের কত কিছু সহ্য করতে হয়। এখন অবিনাশী সার্জনের দ্বারা তোমাদের চিকিৎসা চলছে। বাবা বলেন এই পাঁচ বিকার তোমাদের ক্ষণে ক্ষণে অস্থির করবে। তোমরা যত পুরুষার্থ করবে বাবাকে স্মরণ করার, মায়া ততই তোমাদের নীচে নামাবার চেষ্টা করে। তোমাদের অবস্থা এমন মজবুত হওয়া দরকার যাতে মায়ার ঝড় তোমাদের স্পর্শ করতে না পারে। রাবণ কোনও বস্তু নয়, বা কোনও মানুষ নয়। ৫ বিকার রূপী রাবণকেই মায়া বলা হয়। অসুর রাবণ সম্প্রদায় তোমাদের চেনে না যে তোমরা কে ? এই বি. কে.-রা কি বোঝায়? রিয়েলিটিতে কেউ তা জানে না। এদের বি.কে. কেন বলা হয়? ব্রহ্মা কার সন্তান? এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের ঘরে (পরমধাম) ফিরে যেতে হবে। বাচ্চারা, বাবা বসে তোমাদের শিক্ষা প্রদান করেন। আয়ুষ্সান ভব, ধনবান ভব.... বাবা তোমাদের সকল মনস্কামনা পূর্ণ করেন, বরদান দেন। কিন্তু শুধু বরদান দিয়ে কোনও কাজ হবে না। পরিশ্রম করতে হবে। প্রত্যেকটি কথা বুঝতে হবে। নিজেকে রাজ-তিলক প্রাপ্তির অধিকারী করতে হবে। বাবা অধিকারী করেন। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের শিক্ষা দেন এমন এমন করো। প্রথম শিক্ষা দেন - মামেকম্ স্মরণ করো। মানুষ স্মরণ করে না, তারা জানে না তাই তাদের স্মরণও ভুল হয়ে যায়। তারা বলে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। তাহলে শিববাবাকে স্মরণ কিভাবে করবে ! শিবের মন্দিরে গিয়ে পূজা করে, তোমরা জিজ্ঞাসা করো তাঁর অক্যুপেশন সম্বন্ধে বলা? তখন তারা বলবে ভগবান হলেন সর্বব্যাপী। পূজা করে, তাঁর কাছে কৃপা প্রার্থনা করে, এইরকম প্রার্থনার সময় কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে পরমাত্মা কোথায়? তখন তারা বলে সর্বব্যাপী। তাহলে চিত্রের সামনে তারা কি করে আর চিত্র সামনে না থাকলে তাদের কলা কায়া অর্থাৎ সকল গুণ নষ্ট হয়ে যায়। ভক্তিমার্গে মানুষ কত ভুল করে। তবুও ভক্তির প্রতি কতখানি ভালোবাসা আছে তাদের। কৃষ্ণের জন্য কত নির্জলা ব্রত ইত্যাদি করে। এখানে তোমরা ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ছো আর ওদিকে ভক্তরা কত কি করছে। সেসব দেখে তোমরা এখন হাসো। ড্রামা অনুযায়ী ভক্তি করতে করতে মানুষ নীচে নেমে এসেছে। উপরে তো কেউ চড়তে পারবে না।

এখন এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, যার কথা কারো জানা নেই। এখন তোমরা পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। টিচার স্টুডেন্টদের সার্ভেন্ট হয় তাইনা, স্টুডেন্টদের সার্ভিস করে ! গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট রয়েছে। বাবাও বলেন - সেবা করি, তোমাদের পড়াইও। সকল আত্মাদের পিতা তিনি। টিচারও তিনি। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানও প্রদান করেন। এই জ্ঞান অন্য কোনো মানুষের থাকে না। কেউ শেখাতেও পারে না। তোমরা পুরুষার্থ করো এইজন্য যাতে এমন স্বরূপ ধারণ হয়। দুনিয়ায় মানুষের বুদ্ধি কতখানি তমোপ্রধান। খুব ভয়ঙ্কর এই দুনিয়া। মানুষের যা করা উচিত নয় তারা সেই কাজ করে। কত খুন, ডাকাতি ইত্যাদি করে। কি করে না! ১০০ শতাংশ তমোপ্রধান। এখন তোমরা আবার ১০০ শতাংশ সতোপ্রধান হচ্ছ। তার জন্যে যুক্তি বলা হয়েছে স্মরণের যাত্রা। স্মরণের দ্বারা-ই বিকর্ম বিনাশ হবে, বাবার সঙ্গে মিলিত হবে। ভগবান পিতা কিভাবে আসেন - এই কথাও তোমরা এখন বুঝেছো। এই রথে (ব্রহ্মার দেহে) এসেছেন। ব্রহ্মার মুখ দিয়ে জ্ঞান প্রদান করেন। যে জ্ঞান তোমরা ধারণ করে অন্যদের শোনাও। ইচ্ছে হয় বাবার থেকে ডাইরেক্ট শুনি। বাবার পরিবারে যাই। এখানে বাবাও আছেন, মা-ও আছেন, বাচ্চারাও আছে। সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই হলো আসুরীক দুনিয়া। তাই যখন আসুরীয় পরিবারে থেকে তোমরা অশান্ত হয়ে যাও তখন ব্যবসা ইত্যাদি ত্যাগ করে বাবার কাছে রিফ্রেশ হতে আসো। এখানে ব্রাহ্মণরা-ই থাকে। অতএব এই পরিবারে এসে বসো। সংসারে ফিরলে এমন পরিবার পাবে না। সেখানে তো সবাই হয় দেহধারী, সেই ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত হয়ে তোমরা এখানে আসো। এখন বাবা বলেন দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করো। সুরভিত ফুলে পরিণত হতে হবে। ফুলে সুগন্ধ থাকে। সুগন্ধী ফুল তুলে আঘ্রাণ নেয়। ধুতুরা ফুল তুলবে না কেউ। অতএব সুগন্ধী ফুলে পরিণত হওয়ার জন্যে পুরুষার্থ করতে হবে তাই বাবাও ফুল নিয়ে আসেন, এমন হতে হবে। ঘর গৃহস্থ থেকে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা জানো এই দেহের আত্মীয় পরিজন সবাই শেষ হয়ে যাবে। তোমরা এখানে গুপ্ত রূপে উপার্জন করছ। তোমাদের শরীর ত্যাগ করতে হবে, উপার্জন জমা করে খুব খুশীর অনুভূতিতে হাসি মুখে শরীর ত্যাগ করতে হবে। ঘুরতে ফিরতে এক বাবার স্মরণে থাকো তাহলে তোমাদের কখনও ক্লান্তি অনুভব হবেনা। বাবার স্মরণে অশরীরী হয়ে যতখুশী পরিক্রমা করো, এখান থেকে নীচে আবু রোড চলে যাও তবুও ক্লান্ত হবে না। পাপ বিনষ্ট হবে। হাস্তা হয়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমাদের যে কতখানি লাভ হয়, অন্যরা কেউ তা জানতে পারে না। সম্পূর্ণ দুনিয়ার মানুষ প্রার্থনা করে পতিত-পাবন এসে পবিত্র করুন। তাহলে তাদের মহাত্মা কিভাবে বলা হবে! পতিতের সামনে মাথা নোয়াতে হয় কি? পাবন অর্থাৎ পবিত্রের সামনে মাথা নোয়াতে হয়। কুমারী কন্যাদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় - যখন বিকার গ্রস্ত হয় তখন সবার সামনে মাথা নিচু করে এবং ঈশ্বরের প্রতি আহ্বান করে হে পতিত-পাবন এসো। আরে, পতিত হও কেন, যদি ডাকতেই হয়। সবার শরীর তো বিকার দ্বারা নির্মিত তাইনা কারণ এই হলো রাবণ রাজ্য। এখন তোমরা

রাবণের হাত থেকে মুক্ত হয়ে এসেছে। একেই বলা হয় - পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ রামরাজ্যে যাওয়ার জন্য। সত্যযুগ হল রাম রাজ্য। শুধু ত্রেতাকে রাম রাজ্য বললে সূর্য বংশী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য কোথায় গেল? অতএব এইসব জ্ঞান এখন তোমরা বাচ্চারা প্রাপ্ত করছো। নতুন আত্মারা আসে যাদের তোমরা জ্ঞান প্রদান করো। যোগ্যতা প্রদান করো। কেউ কেউ এমন কুসঙ্গ পেয়ে যোগ্যতা হারিয়ে অযোগ্য হয়ে যায়। বাবা পবিত্র করেন। অতএব এখন পতিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। যখন বাবা এসেছেন পবিত্র করতে, মায়া এমন প্রবল যে পতিত বানিয়ে দেয়। পরাজিত করে। তখন বলে - বাবা রক্ষা করুন। বাঃ, যুদ্ধের ময়দানে অসংখ্য মারা যায় তখন রক্ষা করা হয় কি! এই মায়ার গুলি, বন্দুকের গুলির চেয়েও কঠোর। কাম বিকারের বশ হওয়া অর্থাৎ নীচে পতন হওয়া। সত্যযুগে সবাই পবিত্র গৃহস্থ ধর্মের হয় যাঁদের দেবতা বলা হয়। এখন তোমরা জানো বাবা কিভাবে আসেন, কোথায় থাকেন, কিভাবে এসে রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করেন? দেখানো হয় অর্জুনের রথ বসে জ্ঞান দিয়েছিলেন। তাহলে ওঁনাকে সর্বব্যাপী কেন বলা হয়েছে? যে বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন, সবাই তাঁকেই ভুলে গেছে। এখন তিনি নিজের পরিচয় নিজেই দিচ্ছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মহান আত্মা হওয়ার জন্য অপবিত্রতা জনিত যে সব কু-অভ্যাস গুলি রয়েছে, সেসব ত্যাগ করতে হবে। দুঃখ দেওয়া, লড়াই ঝগড়া করা... এই সব হলো অপবিত্র কর্তব্য, যা তোমরা আর করবে না। নিজেকে রাজ তিলক প্রাপ্তির অধিকারী করতে হবে।

২) বুদ্ধিকে সকল প্রকারের ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত করে, দেহধারীদের সঙ্গ থেকে দূরে সরিয়ে সুরভিত ফুলে পরিণত হতে হবে। গুপ্ত রূপে নিজ উপার্জন জমা করার জন্য চলতে-ফিরতে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের শুভ-চিন্তনের শক্তির দ্বারা আত্মাদেরকে চিন্তা মুক্তকারী শুভচিন্তক মণি ভব আজ বিশ্বে সকল আত্মারাই চিন্তামণি হয়ে গেছে। এই চিন্তামণিদেরকে তোমরা শুভচিন্তক মণিরা নিজেদের শুভ চিন্তনের শক্তির দ্বারা পরিবর্তন করতে পারো। যেরকম সূর্যের কিরণ দূর-দূরান্তের অন্ধকারকে সমাপ্ত করতে পারে, সেইরকমই তোমাদের অর্থাৎ শুভচিন্তক মণিদের শুভ সংকল্পরূপী বলক বা কিরণ বিশ্বের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এইজন্য তারা মনে করছে যে কোনও স্পিরিচুয়াল লাইট গুপ্ত রূপে নিজের কাজ করছে। এই টাচিং এখন শুরু হয়েছে, অবশেষে খুঁজতে-খুঁজতে সঠিক স্থানে তারা পৌঁছে যাবে।

স্লোগানঃ:- বাপদাদার ডায়রেকশন ক্লিয়ারভাবে ক্যাচ করার জন্য মন-বুদ্ধির লাইন ক্লিয়ার রাখো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের সম্পূর্ণ হতে হবে কারণ ঘরে ফিরে যেতে হবে আর তারপরে পবিত্র দুনিয়ায় আসতে হবে"

*প্রশ্নঃ - সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার যুক্তি কি?

*উত্তরঃ - সম্পূর্ণ হতে হলে পুরোপুরি বেগার (ভিক্ষুক) হতে হবে, দেহ-সহ সমস্ত সম্বন্ধকে ভুলে যেতে হবে আর আমাকে স্মরণ করো তবেই সম্পূর্ণ হবে। এখন তোমরা এই চোখের মাধ্যমে যা কিছু দেখে থাকো সে সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে। সেইজন্য ধন, সম্পত্তি, বৈভব ইত্যাদি সবকিছু ভুলে বেগার হয়ে যাও। এইরকম বেগারই প্রিন্স হয়।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আধ্যাত্মিক (কুহানি) বাচ্চাদেরকে আধ্যাত্মিক বাবা বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা এ তো ভালোভাবে বোঝে যে প্রারম্ভে আত্মারা সকলেই পবিত্র থাকে। আমরাই পবিত্র ছিলাম, পতিত আর পবিত্র - এটা আত্মাদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়ে থাকে। আত্মা পবিত্র থাকলে তখন সুখ থাকে। বুদ্ধিতে আসে যে আমরা পবিত্র হলে তখন পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাব। তার জন্যই পুরুষার্থ করে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে পবিত্র দুনিয়া ছিল। তাতে অর্ধেক কল্প তোমরা পবিত্র ছিলে, বাকি রইলো অর্ধেক কল্প। এই সমস্ত কথা আর কেউ বুঝতে পারে না। তোমরা জানো অপবিত্র আর পবিত্র, সুখ আর দুঃখ, দিন আর রাত আধাআধি হয়। যারা ভালো বুঝদার হয়, যারা অতি ভক্তি করেছে তারাই ভালোভাবে বুঝবে। বাবা বলেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র ছিলে। নতুন দুনিয়ায় কেবল তোমরাই ছিলে। বাকি এত সব যারা রয়েছে তারা শান্তিধামে ছিল। সর্বপ্রথমে আমরাই পবিত্র ছিলাম আর অতি অল্পসংখ্যক ছিলাম তারপর নশ্বরের ক্রমানুসারে মনুষ্য-সৃষ্টি বৃদ্ধি পেতে থাকে। মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তোমাদের কে বোঝাচ্ছেন? বাবা। আত্মাদেরকে পরমাত্মা বাবা বোঝান, একে বলা হয় সঙ্গম। একেই কুন্ড বলা হয়। মানুষ এই সঙ্গমযুগকে ভুলে গেছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে চারটি যুগ হয়। পাঁচ নশ্বরে হলো এই ছোট লিপ সঙ্গমযুগ। এর আয়ু ছোট। বাবা বলেন আমি ঐন্নার বাণপ্রস্থ অবস্থায় প্রবেশ করি, অনেক জন্মের অস্তিমেরও অস্তিম। বাচ্চাদের এই গ্যারান্টি আছে, তাই না ! বাবা ঐন্নার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। ঐন্নাকেও বায়োগ্রাফি শুনিয়েছেন। বাবা বলেন - আমি আত্মাদের সঙ্গেই কথা বলি। আত্মা এবং শরীর দুয়েরই একত্রে ভূমিকা থাকে। একে বলা হয় জীবাত্মা। পবিত্র জীব আত্মা, অপবিত্র জীব-আত্মা। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে সত্যযুগে অত্যন্ত অল্প সংখ্যক দেবী-দেবতা থাকে। তারপর নিজেদের উদ্দেশ্যে বলবে - আমরা জীবাত্মারা যারা সত্যযুগে পবিত্র ছিলাম তারা পুনরায় ৮৪ জন্ম পরে অপবিত্র হয়েছি। পতিত থেকে পবিত্র, পবিত্র থেকে পতিত - এই চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। স্মরণও সেই পতিত-পাবন বাবাকেই করে। তাহলে প্রতি ৫ হাজার বছর পরে বাবা একবারই আসেন, এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন। ভগবান হলেন অদ্বিতীয়। অবশ্যই তিনি পুরোনো দুনিয়াকে নতুন করবেন? তারপর নতুন থেকে পুরোনো কে বানায়? রাবণ, কারণ রাবণই দেহ-অভিমানী করে দেয়। শত্রুকে জালানো হয়, মিত্রকে জ্বালানো হয় না। সকলের মিত্র হলেন একজনই, তিনি বাবা, যিনি সকলের সদগতি করেন। ঐন্নাকে সকলেই স্মরণ করে কারণ তিনি হলেনই সকলের সুখ প্রদানকারী। তাহলে অবশ্যই দুঃখ প্রদানকারীও কেউ থাকবে। সে হলো ৫ বিকাররূপী রাবণ। অর্ধেক কল্প হলো রামরাজ্য, অর্ধেক কল্প হলো রাবণ রাজ্য। স্বস্তিকা আঁকে, তাই না ! এর অর্থও বাবা বুঝিয়ে থাকেন। এ হলো পুরোপুরি চার ভাগে বিভক্ত। সামান্যতমও কম-বেশি হয় না। কেউ মনে করে আমরা এই ড্রামা থেকে বেরিয়ে যাই, অত্যন্ত দুঃখী থাকে - এর থেকে তো গিয়ে জ্যোতি জ্যোতিতে সমাহিত হয়ে যাই অথবা ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাই। কিন্তু কেউই যেতে পারে না। কি কি সব চিন্তাভাবনা করতে থাকে। ভক্তি মার্গে প্রচেষ্টাও বিভিন্ন রকমের করে। সন্ন্যাসীরা শরীর ত্যাগ করলে তখন এরকম বলা হবে না যে স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠে গেছে। প্রবৃত্তি মাগীয়রা বলবে অমুকে স্বর্গে গেছে। আত্মাদের স্বর্গ স্মরণে রয়েছে, তাই না ! তোমাদের তো সব থেকে বেশি স্মরণে রয়েছে। তোমাদের দুটির-ই হিস্টি-জিওগ্রাফি জানা রয়েছে, আর কারোর জানা নেই। তোমাদেরও জানা ছিল না। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে থাকেন।

এ হলো মনুষ্য সৃষ্টিকরূপী বৃক্ষ বৃক্ষের অবশ্যই বীজ থাকা উচিত । বাবাই বুঝিয়ে থাকেন - পবিত্র দুনিয়া কিভাবে অপবিত্র হয় তারপর আমি পবিত্র করে দিই। পবিত্র দুনিয়াকে বলা হয় স্বর্গ। স্বর্গ অতিবাহিত হয়ে গেছে তারপর অবশ্যই রিপটি হতে হবে, সেইজন্যই বলা হয় ওয়ার্ল্ডের হিস্টি জিওগ্রাফি রিপটি হয় অর্থাৎ ওয়ার্ল্ডই পুরোনো থেকে নতুন, নতুন থেকে পুরোনো হয়। রিপটি মানেই হলো ড্রামা। 'ড্রামা' শব্দটি অত্যন্ত সঠিক, শোভনীয়। চক্র হুবহু আবর্তিত হতে থাকে।

নাটকেও হবহ বলা যায় না। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তখন ছুটি নিয়ে নেয়। বাচ্চারা, তাহলে তোমাদের বুদ্ধিতেও রয়েছে - আমরা পূজ্য দেবতা ছিলাম, তারপর পূজারী হয়েছি। বাবা এসে পতিত থেকে পাবন করার যুক্তি বলেন, যা কিনা ৫ হাজার বছর পূর্বে বলেছিলেন। কেবল বলেন বাচ্চারা আমায় স্মরণ করো। বাবা সর্বপ্রথমে তোমাদেরকে আত্ম-অভিমানী করেন। সর্বপ্রথমে এই পাঠ পড়ান। বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করো, বাবাকে স্মরণ করো। এতখানি তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে থাকি, তোমরা তারপরেও ভুলে যাও। ভুলতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ড্রামা শেষ পর্যায়ে আসছে। অন্তিমে যখন বিনাশ এর সময় আসবে তখন পড়া সম্পূর্ণ হবে তখন তোমরা শরীর ত্যাগ করবে। যেমনভাবে সাপও তার পুরানো স্বক (ছাল) পরিত্যাগ করে দেয়, তাই না! সেইজন্য বাবাও বুঝিয়ে থাকেন যে, তোমরা যখন বসো অথবা চলাফেরা করো, দেহী-অভিমানী হয়ে থাকো। আগে তোমাদের দেহ অভিমান ছিল। এখন বাবা বলেন আত্ম-অভিমানী হও। দেহ-অভিমানের আসার কারণে তোমাদের ৫ বিকারে ধরে নেয়। আত্ম-অভিমানী হলে কোনো বিকার ধরতে পারবে না। দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে অত্যন্ত প্রেম-পূর্বক স্মরণ করতে হবে। আত্মাদের পরমাত্মা বাবার ভালোবাসা প্রাপ্ত হয়, এই সঙ্গমে। একে কল্যাণকারী সঙ্গম বলা হয়ে থাকে, যখন বাবা আর বাচ্চারা এসে মিলিত হয়। তোমরা আত্মাও শরীরের রয়েছে। বাবাও শরীরে এসে তোমাদেরকে আত্মা নিশ্চয় করান। বাবা একবারই আসেন যখন সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। বুঝিয়েও থাকেন - আমি তোমাদেরকে কিভাবে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো? তোমরা বলো যে আমরা সকলেই হলাম অপবিত্র, তুমি হলে পবিত্র। তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র করে দাও। বাচ্চারা, তোমাদের জানা নেই যে বাবা কিভাবে পবিত্র করবেন? যতক্ষণ পর্যন্ত না করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিভাবে জানবে? এও তোমরা বোঝো যে আত্মা হলো ছোট নক্ষত্র। বাবাও হলেন ছোট নক্ষত্র। কিন্তু তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর। তোমাদেরকেও নিজের সমান তৈরি করেন। বাচ্চারা, এই জ্ঞান তোমাদের রয়েছে, যা তোমরা আবার সকলকে বুঝিয়ে থাকো। তারপর সত্য যুগে যখন তোমরা থাকবে তখন এই জ্ঞান কি শোনাবে? না। জ্ঞানের সাগর বাবা হলেন একজনই যিনি তোমাদেরকে এখন পড়াচ্ছেন। জীবন কাহিনী তো সকলেরই চাই, তাই না! ওই বাবা শোনাতেই থাকেন। কিন্তু তোমরা প্রতিমুহূর্তে ভুলে যাও, তোমাদের হলো মায়ার সঙ্গ যুদ্ধ। তোমরা ফিল কর বাবাকে আমরা স্মরণ করি, তারপর ভুলে যাই। বাবা বলেন মায়াই তোমাদের শত্রু, যা তোমাদেরকে ভুলিয়ে দেয় অর্থাৎ বাবার থেকে বিমুখ করে দেয়। বাচ্চারা, তোমরা একবারই বাবার সামনাসামনি হও। বাবা একবারই উত্তরাধিকার প্রদান করেন। তারপর বাবার সামনে আসার দরকারই পড়ে না। পাপ আত্মা থেকে পূণ্য আত্মা, স্বর্গের মালিক করে দেন। ব্যস, তারপর এসে কি করবেন? তোমরা ডেকেছো আর আমি একদম সময় মতো চলে এসেছি। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আমি নিজের সময় অনুসারে আসি। একথা কারোর জানা নেই। শিবরাত্রি কেন পালন করে? তিনি কি করেছেন? কারোর জানাই নেই, সেইজন্য শিবরাত্রিতে হলিডে ইত্যাদি কিছুই পালন করে না। আর সকলের হলিডে পালন করে কিন্তু শিব বাবা আসেন, এতখানি ভূমিকা পালন করেন, ওঁনার বিষয়ে কারোর জানা নেই। অর্থই জানে না। ভারতে কত অজ্ঞানতা রয়েছে।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে শিববাবাই হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ (সর্বোচ্চ), তাহলে অবশ্যই মানুষকে উচ্চ থেকেও উচ্চ বানাবেন। বাবা বলেন - আমি এঁনাকে(ব্রহ্মা) জ্ঞান দান করেছি, যোগ শিখিয়েছি তারপর সে নর থেকে নারায়ণ হয়েছে। উনি এই নলেজ শুনেছেন। এই জ্ঞান তোমাদের জন্যই, আর কারোর জন্য শোভনীয় নয়। তোমাদের পুনরায় হতে হবে আর কেউ হয় না। এ হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা। যারা অন্যান্য ধর্ম স্থাপন করেছে, সকলেই পুনর্জন্ম নিতে নিতে তমোপ্রধান হয়ে গেছে, পুনরায় তাদেরকে সতোপ্রধান হতে হবে। সেই পদ অনুসারে পুনরায় রিপট করতে হবে। উচ্চ ভূমিকা পালনকারী হওয়ার জন্য তোমরা কত পুরুষার্থ করছো। কে পুরুষার্থ করছেন? বাবা। তোমরা উঁচু হয়ে যাও, তখন কখনো স্মরণও করো না। স্বর্গে থোড়াই স্মরণ করবে! উচ্চ থেকেও উচ্চ (সর্বোচ্চ) হলেন বাবা, তারপর তিনি তৈরী করেনও উচ্চ। নারায়ণের পূর্বে তো শ্রীকৃষ্ণ রয়েছে। তাহলে তোমরা এরকম কেন বলো যে নর থেকে নারায়ণ হবো? কেন বলোনা যে নর থেকে কৃষ্ণ হবো? প্রথমে নারায়ণ থোড়াই হবে? প্রথমে তো প্রিন্স শ্রীকৃষ্ণ হবে, তাই না! বাচ্চারা তো ফুল হয়, ওনারা তো আবার যুগল হয়ে যান। মহিমা ব্রহ্মচারীর হয়। ছোট বাচ্চাকে সতোপ্রধান বলা হয়। বাচ্চারা, তোমাদের চিন্তায় আসা উচিত - আমরা সর্বপ্রথমে অবশ্যই প্রিন্স হবো। গাওয়াও হয়ে থাকে - বেগার টু প্রিন্স। বেগার কাকে বলা হয়? আত্মাকেই শরীর-সহ বেগার বা ধনবান বলা হয়। এই সময় তোমরা জানো যে সকলেই বেগার হয়ে যায়। সবকিছু সমাপ্ত হয়ে যায়। তোমাদের এই সময়েই বেগার হতে হবে, শরীরসহ। পাই-পয়সা যা কিছু রয়েছে বিনাশ হয়ে যাবে। আত্মাকে বেগার হতে হবে, সবকিছু পরিত্যাগ করতে হবে। তারপর প্রিন্স হতে হবে। তোমরা জানো ধন-দৌলত ইত্যাদি সবকিছু পরিত্যাগ করে বেগার হয়ে আমরা ঘরে ফিরে যাবো। তারপর নতুন দুনিয়ায় প্রিন্স হয়ে আসবো। যা কিছুই রয়েছে, সবকিছু পরিত্যাগ করতে হবে। এই সমস্ত পুরোনো বস্তু কোনো কাজের নয়। আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে তারপর এখানে আসবে ভূমিকা পালন করতে। কল্প পূর্বের মতন। আমরা যতখানি ধারণা করবো, ততখানি উচ্চপদ লাভ করবো।

অবশ্যই এই সময়েও কারোর কাছে ৫ কোটি রয়েছে, সব বিনাশ হয়ে যাবে। আমরা পুনরায় নিজের নতুন দুনিয়ায় চলে যাই। এখানে তোমরা এসেছো নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য। আর কোনো সংস্পর্শ নেই যেখানে কেউ বোঝে যে আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পড়াশোনা করছি। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে বাবা আমাদেরকে প্রথমে বেগার বানিয়ে তারপর প্রিন্স করে দেন। দেহের সর্বসম্বন্ধ পরিত্যাগ করলে তখন বেগার হবে, তাই না ! এখন কিছুই নেই। এখন ভারতে কিছুই নেই। ভারত এখন বেগার, ইনসলভেন্ট (দেউলিয়া) হয়ে গেছে। পুনরায় সলভেন্ট হবে। কে হয়? আত্মা, শরীরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এখন রাজা-রানীও নেই। তারাও দেউলিয়া হয়ে গেছে, এখন রাজা-রানীর মুকুটও নেই। না সেই (পবিত্রতার) মুকুট হয়েছে, না রত্নজড়িত মুকুট রয়েছে। নগর অন্ধকার, সর্বব্যাপী বলে দেয়। সকলের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছে। সকলেই এক সমান, কুকুর-বিড়াল সকলের মধ্যে রয়েছে - একেই বলা হয় অন্ধকার নগরী... তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রাত ছিল। এখন বোঝো যে জ্ঞান দিন আসছে। সত্যযুগে সকলের জ্যোতি জাগরিত থাকে। এখন প্রদীপ একদমই ফ্যাকাসে (নিভু নিভু) হয়ে গেছে। ভারতেই প্রদীপ জ্বালানোর রীতি রয়েছে। আর কোথাও প্রদীপ খোড়াই জ্বালায় ! তোমাদের জ্যোতি নিভু-নিভু হয়ে রয়েছে। সত্যপ্রধান বিশ্বের মালিক ছিলে, সেই শক্তি কম হতে হতে এখন কোনো শক্তি থাকে না। পুনরায় বাবা এসেছেন তোমাদের শক্তি প্রদান করতে। ব্যাটারি ভরে দেয়। আত্মা পরমাত্মা বাবার স্মরণে থাকলেই ব্যাটারি চার্জ (ভরে) হয়। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, আমাদের ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য আত্মাকে বাবার স্মরণে থেকে অবশ্যই সত্যপ্রধান, পবিত্র করতে হবে। বাবার সমান জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর এখনই হতে হবে।

২) এই দেহ থেকেও পুরোপুরি বেগার হওয়ার জন্য বুদ্ধিতে যেন থাকে যে এই চোখের মাধ্যমে যা কিছুই দেখে থাকি সে সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যাবে। আমাদের বেগার থেকে প্রিন্স হতে হবে। আমাদের পড়াশোনাই হলো নতুন দুনিয়ার জন্য।

বরদানঃ:- চমৎকার (জাদু) দেখানোর পরিবর্তে অবিনাশী ভাগ্যের উজ্জ্বল নক্ষত্রের গঠনকারী সিদ্ধি স্বরূপ ভব আজকাল যারা অল্পসময়ের জন্য সিদ্ধিপ্রাপ্তকারী, তারা শেষে উপর থেকে আসার কারণে সত্যপ্রধান স্টেজের মতন পবিত্রতার বলস্বরূপ অল্পসময়ের জন্য চমৎকার দেখায়। কিন্তু সেই সিদ্ধি সর্বদা থাকে না, কারণ অল্প সময়ের মধ্যেই সত্য, রজঃ, তমঃ তিনটি স্টেজের মধ্য দিয়ে পার হয়। তোমরা অর্থাৎ পবিত্র আত্মারা হলে সদাকালের সিদ্ধিস্বরূপ। চমৎকার দেখানোর পরিবর্তে উজ্জ্বল জ্যোতিস্বরূপের নির্মাণকারী। অবিনাশী ভাগ্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র গঠনকারী। সেইজন্য সকলে তোমাদের কাছেই অঞ্জলি গ্রহণ করতে আসবে।

স্লোগানঃ:- অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমণ্ডল থাকলে তখন সহযোগী সহজ যোগী হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা সেই রথে আসেন, যিনি সবার প্রথমে ভক্তি শুরু করেছিলেন, যিনি এক নম্বর পূজ্য ছিলেন, তারপর পূজারী হয়েছেন, এই রহস্য সবাইকে স্পষ্ট করে শোনাও"

*প্রশ্নঃ - বাবা তাঁর ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) বাচ্চাদেরকে কোন্ উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন?

*উত্তরঃ - বাবা হলেন সুখ, শান্তি, প্রেমের সাগর । এই সমস্ত সম্পদ তিনি তোমাদের উইল করে দেন । তিনি এমন উইল করে দেন যে, একুশ জন্ম পর্যন্ত তোমরা তা ভোগ করতে থাকো, এ সম্পদ নষ্ট হতে পারে না । তিনি তোমাদের কড়ি থেকে হীরে তুল্য করে তোলেন । তোমরা বাবার এই সমস্ত সম্পদ যোগবলের দ্বারা প্রাপ্ত করো । যোগ ছাড়া এই সম্পদ প্রাপ্ত করা সম্ভব নয় ।

ওম্ শান্তি । শিব ভগবান উবাচঃ । এখন নিরাকার শিব ভগবানকে তো সবাই মানে । নিরাকার শিব হলেন একজনই, যাঁকে সবাই পূজা করে । বাকি দেহধারী যারাই আছে, তাদের সাকার রূপ আছে । প্রথমে নিরাকার আত্মা ছিলো তারপর সাকার হয়েছে । যখন সাকার হয়, শরীরে প্রবেশ করে, তখন তাদের পার্ট শুরু হয় । মূলবতনে তো কোনো পার্টই নেই । অ্যাক্টুয়ালি যখন বাড়ীতে থাকে তখন যেমন তাদের কোনো পার্ট থাকে না । স্টেজে এলেই তারা তাদের পার্ট প্লে করে । আত্মারাও এখানে এসে শরীরের দ্বারা পার্ট প্লে করে । এই পার্টের উপরেই সব নিহিত আছে । আত্মার মধ্যে তো কোনো তফাৎ নেই । বাচ্চারা, তোমাদের যেমন আত্মা আছে, তেমনি এনারও আত্মা আছে । পরমাত্মা বাবা কি করেন? তাঁর কাজ কি, সেটা জানতে হবে । কেউ প্রেসিডেন্ট, কেউ রাজা, এ তো আত্মারই কাজ, তাই না । এনারা হলেন পবিত্র দেবতা, তাই এঁদের পূজা করা হয় । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, এই পড়া পড়ে লক্ষ্মী - নারায়ণ এই বিশ্বের মালিক হয়েছেন । কে তাঁদের এমন বানিয়েছেন? পরম আত্মা । তোমরা আত্মারাও এই পড়া পড়ো । এ হলো অনেক বড় বিষয় যে, বাবা এসেই তোমাদের পড়ান আর রাজযোগও শেখান । আর তা কতো সহজ । একে বলা হয় রাজযোগ । বাবাকে স্মরণ করলে আমরা সতোপ্রধান হয়ে যাই । বাবা তো হলেনই সতোপ্রধান । তাঁর কতো মহিমা করা হয় । ভক্তিমার্গে কতো ফুল - দুধ ইত্যাদি অর্পণ করা হয় । মানুষ কিছুই বোঝে না । দেবতাদের পূজা করে, শিবের মাথায় দুধ, ফুল ইত্যাদি অর্পণ করে, কিছুই জানে না । দেবতারা রাজত্ব করেছিলেন । আত্মা, শিবের মাথায় কেন অর্পণ করা হয়? তিনি কি কর্তব্য করেছিলেন যে, মানুষ এতো তাঁর পূজা করে? দেবতাদের কথা তবুও তো জানা আছে, তাঁরা স্বর্গের মালিক ছিলেন । তাঁদের কে এমন বানিয়েছিলেন, এও কেউ জানে না । শিবের পূজাও করে কিন্তু খেয়ালই করে না যে ইনিই ভগবান । ভগবানই দেবতাদের এমন বানিয়েছেন । মানুষ কতো ভক্তি করে কিন্তু সকলেই অস্ত্রান্তর অন্ধকারেই থেকে যায় । তোমরাও শিবের পূজা করেছিলে, এখন তোমরা বুঝতে পারো, আগে কিছুই জানতে না । তাঁর কাজ কি, তিনি কি সুখ দেন, কিছুই জানতে না । এই দেবতারা কি সুখ প্রদান করে? যদিও রাজা - রানী তাদের প্রজাদের সুখ প্রদান করেন, কিন্তু তাদের তো শিববাবাই এমন বানিয়েছেন । সকল মাহাত্ম্য শিববাবার । এরা তো কেবল রাজত্ব করেন, প্রজাও তৈরী হয়ে যায় । বাকি আর কোনো কল্যাণ করেন না । যদি করেনও তাও অল্পকালের জন্য । এখন বাচ্চারা, তোমাদের বাবা বসে পড়াচ্ছেন । তাঁকে বলা হয় কল্যাণকারী । বাবা তাঁর নিজের পরিচয় দেন, তোমরা আমার লিপ্সের পূজা করো, তাঁকেই তোমরা পরম আত্মা বলে থাকো । পরম আত্মা-ই পরমাত্মা । কিন্তু এ কথা জানতে না যে, ইনি কি বলেন । ব্যস, কেবল বলে দেয় যে, তিনি সর্বব্যাপী । তিনি নাম - রূপ থেকে পৃথক । এরপর তাঁর উপর দুধ ইত্যাদি অর্পণ করা শোভা দেয় না । আকার আছে, তাই তো তাঁর উপর অর্পণ করা হয়, তাই না । তাঁকে নিরাকার তো বলা যাবে না । তোমাদের সঙ্গে মানুষ অনেক তর্ক করে, বাবার সামনে গিয়েও তর্কই করবে । অকারণে মাথা থাকে । লাভ কিছুই নেই । বাচ্চারা, একথা বোঝানো তোমাদের কাজ । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের কতো উঁচু বানিয়েছেন । এ হলো পড়া । বাবা টিচার হয়ে তোমাদের পড়ান । তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পড়ছো । দেবী - দেবতা থাকে সত্যযুগে । তাঁরা কলিযুগে থাকে না । সেই রাম রাজ্যই নেই যেখানে পবিত্র থাকতে পারে । দেবী - দেবতারা ছিলেন তারপর তাঁরা বামমার্গে চলে যান । বাকি যেমন চিত্র দেখানো হয়েছে, তেমন কিছু নয় । জগন্নাথের মন্দিরে তোমরা দেখবে, কালো মূর্তি আছে । বাবা বলেন, মায়াকে জয় করো, জগৎজিত হও । তো ওরা জগন্নাথ নাম রেখে দিয়েছে । ওপরে সব খারাপ চিত্র দেখানো হয়েছে, দেবতারা বাম মার্গে গিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে । তাঁদেরও পূজা করতে থাকে । মানুষ তো কিছুই জানে না - কবে আমরা পূজ্য ছিলাম? ৮৪ জন্মের হিসাব কারোরই বুদ্ধিতে নেই । প্রথমে পূজ্য সতোপ্রধান, তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তমোপ্রধান পূজারী হয়ে গেছে । রঘুনাথ মন্দিরে কালো মূর্তি দেখানো হয়, তার অর্থ তো কিছুই বুঝতে পারে না । বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের

বসে বোঝান। জ্ঞান চিতায় বসে তোমরা সুন্দর হও আর কাম চিতায় বসে কালো হয়ে যাও। দেবতারা বাম মার্গে গিয়ে বিকারী হয়ে গেলে তাঁদের নাম তো আর দেবতা রাখা যায় না। তোমরা বাম মার্গে গিয়ে কালো হয়ে গেছো, এর নিদর্শন দেখানো হয়েছে। কৃষ্ণ কালো, রামও কালো, শিবকেও কালো বানিয়ে দিয়েছে। তোমরা জানো যে, শিববাবা তো কালো হনই না। তিনি তো হীরা, যিনি তোমাদেরও হীরের তুল্য বানান। তিনি তো কখনো কালো হনই না তাহলে তাঁকে কেন কালো বানিয়ে দিয়েছে! কেউ নিজে কালো হয়েছিলো, সে বসে কালো বানিয়ে দিয়েছে। শিববাবা বলেন, আমি কি দোষ করেছি যে আমাকে কালো বানিয়ে দিয়েছে। আমি তো আসিই তোমাদের সব সময়ের জন্য সুন্দর (গৌর) বানাতে, আমি তো সর্বদাই সুন্দর (গৌর)। মানুষের এমন বুদ্ধি হয়ে গেছে যে, কিছুই বুঝতে পারে না। শিববাবা তো সকলকেই সুন্দর বানান। আমি তো চির সুন্দর মুসাফির। আমি কি করেছি যে আমাকে কালো বানিয়ে দিয়েছে। এখন আমি তোমাদের সুন্দর বানাবো উঁচু পদপ্রাপ্তির জন্য। এই উঁচু পদ কিভাবে পেতে হবে? সে কথা তো বাবা বুঝিয়েছেন যে, ফলো ফাদার। ইনি (ব্রহ্মা বাবা) যেমন সবকিছুই বাবাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। বাবাকে দেখো যে কিভাবে তিনি সব দিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও তিনি সাধারণ ছিলেন, না গরীব আর না বিরাট বিত্তশালী ছিলেন। বাবা এখনো বলেন যে, তোমাদের খাওয়া-দাওয়া মাঝামাঝি সাধারণ হওয়া উচিত। না অনেক উঁচু আর না নিচু। বাবাই এইসব শিক্ষা দেন। ইনিও তো দেখতে সাধারণই। বলে থাকে, কোথায় ভগবান দেখাও। আরে, আত্মা তো বিন্দু, তাকে আবার দেখা যায় নাকি! এ তো তোমরা জানোই যে এই খালি চোখে আত্মার সাক্ষাৎকার হয় না। তোমরা বলো যে, ভগবান যখন পড়ান তাহলে নিশ্চয় কোনো শরীরধারী হবেন। নিরাকার কিভাবে পড়াবেন? মানুষ তো কিছুই জানে না। তোমরা যেমন আত্মা, এই শরীরের দ্বারা অভিনয় করো। আত্মাই অভিনয় করে। আত্মাই এই শরীরের দ্বারা কথা বলে। তাই আত্মা উবাচঃ, কিন্তু আত্মা উবাচঃ, এই কথা শোভা পায় না। আত্মা তো বাণপ্রস্থ অবস্থায়, বাণীর উর্ধ্বে, বাণী তো শরীরের দ্বারাই বলবে। বাণীর উর্ধ্বে তো একমাত্র আত্মাই থাকতে পারে। আর বাণীতে আসতে গেলে শরীর তো অবশ্যই চাই। বাবাও জ্ঞানের সাগর, তাই অবশ্যই কারও শরীরের আধার নেবেন, তাই না। তাকে রথ বলা হয়। না হলে তিনি কিভাবে শোনাবেন? বাবা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য শিক্ষা দেন। এখানে প্রেরণার কোনো ব্যাপার নেই। এ তো হলো জ্ঞানের কথা। তিনি কিভাবে আসেন? কার শরীরে আসেন? তিনি তো অবশ্যই মানুষের শরীরেই আসবেন। কোন্ মানুষের শরীরে আসবেন? তোমরা ছাড়া এ কথা কেউই জানে না। রচয়িতা নিজে বসেই নিজের পরিচয় দেন। তিনি বলেন, আমি কিভাবে এবং কোন্ রথে আসি। বাচ্চারা তো জানেই যে, বাবার রথ কোন্ জন। অনেক মানুষই দ্বিধায় রয়েছে। কাকে - কাকেই না রথ বানিয়ে দেয়। জানোয়ার ইত্যাদির মধ্যে তো আর আসতে পারেন না। বাবা বলেন যে, আমি কোন্ মানুষের মধ্যে আসবো, এ তো বুঝতেই পারে না, আমাকে এই ভারতেই আসতে হয়, ভারতবাসীদের মধ্যেই আমি কারোর শরীরে আসবো, আমি কি প্রেসিডেন্ট বা সাধু - মহাত্মার রথে আসবো? এমনও নয় যে আমাকে পবিত্র রথে আসতে হবে। এ তো হলোই রাবণ রাজ্য। এমন গানও আছে - দূর দেশের অধিবাসী...

বাচ্চারা এও জানে যে, ভারত হলো অবিনাশী থণ্ড। তার কখনোই বিনাশ হয় না। অবিনাশী বাবা অবিনাশী ভারত থণ্ডেই আসেন। তিনি কোন্ শরীরে আসেন, তা তিনি নিজেই বলে দেন। আর তো কেউই তা জানতে পারে না। তোমরা এও জানো যে, তিনি কোনো সাধু - মহাত্মার মধ্যেও আসতে পারেন না। ওনারা হলেন নিবৃত্তি মার্গের হঠযোগী। বাকি রইলো ভারতবাসী ভক্তরা। এখন ভক্তদের মধ্যেও কোন ভক্তের মধ্যে আসবেন? দীর্ঘদিনের ভক্ত প্রয়োজন। যিনি অনেক ভক্তি করেছেন। ভক্তির ফল তো ভগবানকে দিতে আসতেই হবে। ভারতে ভক্ত তো অনেকই আছে। বলবে, ইনি অনেক বড় ভক্ত, এনার মধ্যে আসা উচিত। এমন তো অনেক ভক্ত হয়। কালই যদি কারোর বৈরাগ্য আসে তাহলে ভক্ত হয়ে যাবে। সে তো এই জন্মের ভক্ত হয়ে গেলো, তাই না। তার মধ্যে আসবেন না। আমি তাঁর মধ্যেই প্রবেশ করি যিনি সবার প্রথমে ভক্তি শুরু করেছিলেন। দ্বাপর থেকে এই ভক্তি শুরু হয়েছে। এই হিসেব - নিকেশ কেউই বুঝতে পারে না। এ কতো গুপ্ত কথা। আমি তাঁর মধ্যেই আসি যিনি সর্ব প্রথমে ভক্তি শুরু করেন। এক নম্বর যিনি পূজ্য ছিলেন তিনিই আবার এক নম্বর পূজারীও হবেন। তিনি নিজেই বলেন, এই রথই প্রথম নম্বরে যায়। এরপর ৮৪ জন্ম ইনিই নেন। আমি এনারই অনেক জন্মের অন্তেরও অন্তিম সময়ে প্রবেশ করি। এনাকেই আবার এক নম্বর রাজা হতে হবে। ইনি অনেক ভক্তি করতেন। ভক্তির ফলও এনার পাওয়া উচিত। বাবা দেখান যে, তোমরা দেখো, ইনি কিভাবে আমার প্রতি সমর্পণ করেছেন। সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন। এতো বাচ্চাদের শেখানোর জন্য অর্থেরও প্রয়োজন। ঈশ্বরের এই যন্তু রচিত হয়েছে। খুদা এনার মধ্যে অবস্থান করে রুদ্র জ্ঞান যন্তুর রচনা করেন, একে পড়াও বলা হয়। রুদ্র শিববাবা, যিনি জ্ঞানের সাগর, তিনি জ্ঞান দান করার জন্য এই যন্তুর রচনা করেছেন। এই অক্ষর সম্পূর্ণ সঠিক। রাজস্ব, স্বরাজ্য লাভের জন্য এই যন্তু। একে যন্তু কেন বলা হয়? যন্তু তো ওরা আহুতি ইত্যাদি দেয়। তোমরা তো ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ো, তাহলে কি আহুতি দাও? তোমরা জানো যে, আমরা এই পড়া পড়ে বুদ্ধিমান হয়ে যাবো। এরপর এই সম্পূর্ণ দুনিয়া এতে স্বাহা হয়ে যাবে।

যশ্চে পরের দিকে যা কিছু সমগ্রী আছে সবই দিয়ে দেওয়া হয় ।

বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, আমাদের বাবা পড়াচ্ছেন । বাবা তো খুবই সাধারণ । মানুষ কি জানবে! ওই বড় - বড় মানুষদের তো অনেক বড় মহিমা হয় । বাবা তো খুব সাধারণ ভাবে বসে আছেন । মানুষ তা কি করে জানবে? এই দাদা তো জহরি ছিলেন । শক্তি তো কখনো দেখা যায় না । কেবল একথা বলা যায়, এনার মধ্যে কিছু শক্তি আছে । ব্যস্ । ইনি বুঝতেনই না যে, এনার মধ্যে সর্বশক্তিমান বাবা আছেন । এনার মধ্যে শক্তি আছে, সেই শক্তি কোথা থেকে এলো? বাবা তো প্রবেশ করেছেন, তাই না । যা তাঁর সম্পদ, তা তিনি এমনি কেন দেবেন । তোমরা যোগবলের দ্বারা তা প্রাপ্ত করো । তিনি তো সর্বশক্তিমান আছেনই । তাঁর শক্তি কোথাও চলে যায় না । পরমাত্মাকে কেন সর্বশক্তিমান বলা হয়, এও কেউ জানে না । বাবা এসে সব কথা বুঝিয়ে বলেন । বাবা বলেন যে, আমি যাঁর মধ্যে প্রবেশ করি, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ জং ধরে ছিলো - পুরানো দেশ, পুরানো শরীর, তাঁর অনেক জন্মের অস্ত্রে আমি তাঁর মধ্যে প্রবেশ করি, যে জং ধরেছিল তা আর কেউই দূর করতে পারবে না । এই জং একমাত্র সঙ্করুই দূর করেন, তিনি হলেন এভার পিওর । এ কথা তোমরা বুঝতে পারো । এইসব কথা বুদ্ধিতে বসানোর জন্যও সময়ের প্রয়োজন । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের সবকিছু উইল করে দেন । জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর বাবা তাঁর বাচ্চাদের সম্পূর্ণ উইল করে দেন । তিনি আসেনও এই পুরানো দুনিয়ায় । তিনি প্রবেশও তাঁরই মধ্যে করেন, যিনি হীরে তুল্য ছিলেন, পরে কড়ি তুল্য হয়েছিলেন । যদিও তিনি এইসময় কোটিপতি কিন্তু তাও অল্পকালের জন্য । সবই শেষ হয়ে যাবে । তোমরাই পাউন্ড তুল্য মূল্যবান হবে । এখন তোমরাও স্টুডেন্ট । ইনিও স্টুডেন্ট, ইনিও তাঁর অনেক জন্মের অস্ত্রিমে আছেন । এনার উপরও জং লেগে আছে । যে খুব ভালোভাবে পড়ে তার মধ্যেও অনেক জং থাকে । সে-ই সবার থেকে বেশী পণ্ডিত হয়, তাকেই আবার পবিত্র হতে হয় । এই নাটক আগে থেকেই বানানো আছে । বাবা তো আসল কথাই বলেন । বাবাই হলেন সত্য । তিনি কখনোই উল্টো কথা বলেন না । এ সব কথা মানুষ বুঝতে পারে না । তোমরা বাচ্চারা ছাড়া অন্য মানুষ কিভাবে জানতে পারবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) উচ্চ পদ লাভের জন্য সম্পূর্ণ ফলো ফাদার করতে হবে । সবকিছু বাবাকে সমর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে রক্ষা করতে হবে, সম্পূর্ণ বলিহারি যেতে হবে । খাওয়া - দাওয়া, জীবনযাপন মাঝামাঝি সাধারণ রাখতে হবে । না অনেক উঁচু না অনেক নিচু ।

২) বাবা যে সুখ - শান্তি, জ্ঞানের খাজানা তোমাদের উইল করেছেন, তা অন্যদেরও দিতে হবে, কল্যাণকারী হতে হবে ।

বরদানঃ:- পবিত্রতার গূহ্যতাকে (গভীরতা) জেনে সুখ-শান্তি সম্পন্ন হওয়া মহান আত্মা ভব
পবিত্রতার শক্তির মহানতা-কে জেনে পবিত্র অর্থাৎ পূজ্য দেব আত্মা এখন থেকে হও । এমন নয় যে অস্ত্রিম সময়ে হয়ে যাবে । এই অনেক সময়ের জমা হওয়া শক্তি অস্ত্রিম সময়ে কাজে আসবে । পবিত্র হওয়া কোনও সাধারণ কথা নয় । ব্রহ্মচারী থাকে, পবিত্র হয়ে গেছে... কিন্তু পবিত্রতা হলো জননী, তা সে সংকল্পের দ্বারা বা বৃত্তির দ্বারা কিম্বা বাণীর দ্বারা অথবা সম্পর্কের দ্বারা সুখ-শান্তির জননী হওয়া - একে বলা হয় মহান আত্মা ।

স্নোগানঃ:- উঁচু স্থিতিতে স্থিত হয়ে সকল আত্মাদেরকে কৃপার দৃষ্টি দাও, ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দাও ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রথমে প্রত্যেককে এই মন্ত্রটি ঘষে ঘষে পাক্সা করাও যে তোমরা হলে আত্মা, তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, স্মরণের দ্বারা-ই পাপ বিনষ্ট হবে"

*প্রশ্নঃ - সত্যিকারের সেবা কি, যা তোমরা এখন করছো?

*উত্তরঃ - ভারত যে পতিত হয়েছে, তাকে পবিত্র করা - এটাই হলো প্রকৃত সত্য সেবা। লোকেরা জিজ্ঞাসা করে তোমরা ভারতের কি সেবা করো? তোমরা তাদের বলো যে শ্রীমৎ অনুসারে আমরা ভারতের এমন আধ্যাত্মিক (রহানী) সেবা করি, যার ফলস্বরূপ ভারত ডবল মুকুটধারী হয়। ভারতে যে শান্তি সমৃদ্ধি ছিল, তারই স্থাপনা আমরা করছি।

ওম্ শান্তি। সর্বপ্রথম শিক্ষা (পাঠ) হলো - বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করো বা মন্মনাভব। এ হলো সংস্কৃত শব্দ। এখন বাচ্চারা যখন সার্ভিস করে তখন তো সর্বপ্রথমে তাদের অল্ফ পড়াতে হয়। যখন কেউ আসবে তো শিববাবার চিত্রের সামনে নিয়ে যেতে হবে, অন্য কোনও চিত্রের সামনে নয়। প্রথমে বাবার চিত্রের সামনে তাদের বলতে হবে - বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে আমি তোমাদের বাবা, আমাকে স্মরণ করো। আমি হলাম তোমাদের সুপ্রিম পিতা, সুপ্রিম টিচার, সুপ্রিম গুরুও। সবাইকে এই পাঠ পড়াতে হবে। আরম্ভই করতে হবে এইখান থেকে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমি তোমাদের বাবা, আমাকে স্মরণ করো, কারণ তোমরা যে এখন পতিত হয়েছে তোমাদের আবার সত্বোপ্রধান হতে হবে। এই পাঠে সব কথা এসে যায়। সবাই কিন্তু এমন করে না। বাবা বলেন প্রথমে শিববাবার চিত্রের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ইনি হলেন অসীম জগতের বাবা। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। নিজেকে আত্মা মনে করো তাহলে ভব সাগর পার হয়ে যাবে। স্মরণ করতে-করতে পবিত্র দুনিয়ায় তো পৌঁছেই যাবে। এই শিক্ষা (পাঠ) অন্ততপক্ষে ৩ মিনিট করে ঘন্টায় ঘন্টায় পাক্সা করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করেছো? বাবা, তিনি বাবাও আবার রচনার রচয়িতাও তিনি। রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানেন কারণ, তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। সর্ব প্রথমে তো এই কথা নিশ্চয় করাতে হবে। বাবাকে কি স্মরণ করো? এই নলেজ বাবা-ই দেন। আমরা বাবার কাছ থেকে নলেজ প্রাপ্ত করে তোমাদের প্রদান করি। সবার প্রথমে এই মন্ত্রটি পাক্সা করাতে হবে - নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে সনাথ হয়ে যাবে। এই বিষয়েও বোঝাতে হবে। যতক্ষণ এই বিষয়টি বুঝবে না ততক্ষণ এগোবে না। বাবার পরিচয়ের বিষয় নিয়ে দু'চারটে চিত্র থাকা উচিত। তখন এই বিষয়ে খুব ভালো ভাবে বোঝালে তাদের বুদ্ধিতে বসবে - আমাদের শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে, তিনি হলেন সর্ব শক্তিমান, তাকে স্মরণ করলেই পাপ বিনষ্ট হবে। বাবার মহিমা তো ক্লিয়ার আছে। প্রথমে এই কথা তো অবশ্যই বোঝানো উচিত - নিজেকে আত্মা মনে করে মামেকম্ স্মরণ করো। দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে যাও। আমি শিখ, আমি অমুক.... এইসব ত্যাগ করে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সর্বপ্রথমে বুদ্ধিতে এই মুখ্য কথাটি বসাও। তিনি হলেন বাবা তিনিই পবিত্রতা, সুখ, শান্তির উত্তরাধিকার প্রদান করেন। বাবা-ই ক্যারেক্টার শুধরে দেন। তাই বাবার খেয়ালে এই কথাটি এল যে - প্রথম পাঠ এইভাবে বাচ্চারা পাক্সা করায় না, যেটা খুবই জরুরী। এই কথাটি বুদ্ধিতে যত ঘষতে থাকবে ততই স্মরণে থাকবে। বাবার পরিচয় দিতে যদি ৫ মিনিট সময় লাগে, লাগুক, সরে আসবে না। খুব আগ্রহ সহকারে তারা বাবার মহিমা শুনবে। বাবার চিত্র হলো মুখ্য চিত্র। কিউ (মানুষের লাইন) এই চিত্রের সামনে যেন থাকে। বাবার পয়গাম (বার্তা) সবাইকে দিতে হবে। তারপরে হলো রচনার নলেজ - এই চক্রটি কিভাবে আবর্তিত হয়। যেমন মশলা পিষে পিষে একদম মিহি করা হয়। তোমাদের হলো ঐশ্বরীয় মিশন, তাই ভালো ভাবে এক-একটি কথা বুদ্ধিতে বসাতে হবে। কারণ বাবাকে না জানার দরুণ সবাই অনাথ হয়েছে। পরিচয় দিতে হবে - শিব বাবা হলেন সুপ্রিম পিতা, সুপ্রিম শিক্ষক, সুপ্রিম গুরু। তিনটি পরিচয় জানিয়ে দিলে সর্বব্যাপীর কথাটি বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যাবে। এই কথাটি সর্ব প্রথমে বুদ্ধিতে বসাও। বাবাকে স্মরণ করতে হবে তবেই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হতে পারবে। দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। সত্বোপ্রধান হতে হবে। তোমরা তাদের বাবার স্মরণ করলে তাতে তোমাদেরও কল্যাণ নিহিত আছে। তোমরাও মন্মনাভব থাকবে।

তোমরা হলে পয়গাম্বর (ঐশ্বরীয় বার্তাবাহক) তাই বাবার পরিচয় দিতে হবে। একজন মানুষও এমন নেই যার এই জ্ঞান আছে যে শিববাবা হলেন আমাদের পিতা, টিচার ও গুরু। বাবার পরিচয় শুনলে খুব খুশী হবে তারা। ভগবানুবাচ - মামেকম্ স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ কেটে যাবে। এই কথাও তোমরা জানো। গীতা জ্ঞানের সঙ্গে মহাভারতের

যুদ্ধও দেখানো হয়েছে। এখন তো আর কোনও যুদ্ধের কথা নেই। তোমাদের যুদ্ধ হল বাবাকে স্মরণ করার সময়ে। পড়াশোনা তো আলাদা জিনিস, বাকি যুদ্ধ হলো স্মরণে, কারণ সবাই হলো দেহ-অভিমানী। তোমরা এখন দেহী-অভিমানী হয়ে উঠছো। যারা বাবার স্মরণে থাকে। সর্ব প্রথমে এই কথা পাকা করাও, তিনি হলেন পিতা, টিচার, গুরু। এখন আমরা তাঁর কথা শুনব নাকি তোমাদের কথা? বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন তোমাদের পুরোপুরি শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্যে। আমরা এই সেবা-ই করি। ঈশ্বরীয় মত অনুযায়ী চলো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনষ্ট হবে। বাবার শ্রীমৎ হলো এই যে মামেকম্ স্মরণ করো। সৃষ্টি চক্রের কথা যে বোঝানো হয়, সেও তাঁরই মত। তোমরাও পবিত্র হবে এবং বাবাকে স্মরণ করবে তো বাবা বলেন আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। রুহানী পান্ডা-ও হলেন বাবা। তাঁকে স্মরণ করা হয় হে পতিত-পাবন, আমাদের পবিত্র করে এই পতিত দুনিয়া থেকে নিয়ে চলো। তারা হল দৈহিক পান্ডা, আর ইনি হলেন আধ্যাত্মিক পান্ডা (আত্মাদেব)। শিববাবা আমাদের পড়ান। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরও বলেন চলতে, ফিরতে, উঠতে বসতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এতে নিজেকে ক্লান্ত করার প্রয়োজন নেই। বাবা দেখেন - কখনও বাচ্চারা সকালে এসে বসে যায় তো নিশ্চয়ই ক্লান্ত হবে। এটা তো হল সহজ মার্গ। জোর করে বসবে না। ঘুরে ফিরে, প্রাতঃ ভ্রমণ করতে করতে, খুব আগ্রহ সহকারে বাবাকে স্মরণ করো। মনের ভিতরে বাবা-বাবা শব্দটি যেন উথলে উঠতে থাকে। বাবা নামের ধ্বনি তাদেরই উথলে উথলে উঠবে, যে প্রতিষ্ফণ বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। আর অন্য যা কিছু বুদ্ধিতে স্মরণে আছে, সব বের করে দেওয়া উচিত। বাবার সঙ্গে অতি ভালোবাসা ও প্রেম যেন থাকে, ফলস্বরূপ অতিন্দ্রীয় সুখের অনুভব যেন হতেই থাকে। যখন তোমরা বাবার স্মরণে ব্যস্ত হবে তখনই তমোপ্রধান থেকে সতঃপ্রধান হয়ে যাবে। তখন তোমাদের খুশীর কোনো সীমা থাকবে না। এইসব কথার বর্ণনা এখানে হয়, সেইজন্য বলাও হয় - অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জানতে হলে গোপ-গোপীকাদের জিজ্ঞাসা করো, যাদের স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন।

ভগবানুবাচ - আমাকে স্মরণ করো। বাবার মহিমা-ই বর্ণনা করতে হবে। সদগতির উত্তরাধিকার তো একমাত্র বাবার কাছেই প্রাপ্ত হয়। সবারই অবশ্যই সদগতি প্রাপ্তি হয়। সবচেয়ে প্রথমে সবাই যাবে শান্তিধাম। এই কথাটি বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে বাবা আমাদের সদগতি প্রদান করছেন। শান্তিধাম, সুখধাম কাকে বলা হয় - সেই কথা তো বোঝানো হয়েছে। শান্তিধামে সব আত্মারা বাস করে। শান্তিধাম হল সুইট হোম, সাইলেন্স হোম। টাওয়ার অফ সাইলেন্স। এই চোখ দিয়ে কেউ তা দেখতে পারে না। বিজ্ঞানীদের বুদ্ধি তো এখানে যা চোখে দেখা যায় সেসবেই চলে। আত্মাদের তো এই চোখ দিয়ে কেউ দেখতে পায় না। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে। যখন আত্মাদেরই দেখতে পাবে না তখন বাবাকে দেখবে কিভাবে। এই কথাটি বুঝতে হবে, তাইনা। এই চোখ দিয়ে দেখা অসম্ভব। ভগবানুবাচ - আমাকে স্মরণ করো তাহলে পাপ ভস্ম হবে। এই কথা কে বলেন? পুরোপুরি বুঝতে না পারায় কৃষ্ণের নাম বলে দিয়েছে। কৃষ্ণকে তো অনেক স্মরণ করে। দিন দিন ব্যভিচারী হয়ে যাচ্ছে। ভক্তিতে সর্বপ্রথমে শিবের ভক্তি করা হয়েছিল। সেটা ছিল অব্যভিচারী ভক্তি, তারপরে লক্ষ্মী-নারায়ণের ভক্তি... সর্বোচ্চ হলেন ভগবান। তিনি উত্তরাধিকার দেন বিষ্ণু স্বরূপ হওয়ার। তোমরা শিব বংশী হয়ে বিষ্ণু পুরীর মালিক হও। মালা তৈরি হয় তখন, যখন প্রথম পাঠ ভালো ভাবে পড়া হয়। বাবাকে স্মরণ করা মাসীর বাড়ি যাওয়ার মত সহজ কথা নয়। মন-বুদ্ধিকে সব দিক থেকে সরিয়ে এক বাবার দিকে স্থির করতে হয়। যা কিছু চোখে দেখছ সব কিছু থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নাও।

বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো, এতে কনফিউন্ড হবে না। বাবা এই রথে বসে আছেন, তাঁর মহিমা বর্ণনা করা হয় - তিনি হলেন নিরাকার। এনার দ্বারা তোমাদের ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করানো হয় - তোমরা মন্মনাভব হয়ে থাকো। অর্থাৎ তোমরা সবার উপকার করো। তোমরা রন্ধনের কাজে নিযুক্তদেরও বলে থাকো যে শিববাবাকে স্মরণ করে ভোজন তৈরি করো যাতে যারা খাবার খাবে তাদের বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে যাবে। একে অপরকে স্মরণ করাতে হবে। প্রত্যেকে অল্প মাত্রায় হলেও কিছু সময় স্মরণ করে। কেউ আধ ঘন্টা, কেউ ১০ মিনিট বসে স্মরণ করে। আচ্ছা, ৫ মিনিটও যদি ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করলে তাহলেও রাজধানীতে আসবে। রাজা-রানী সদা সবাইকে স্নেহ করে। তোমরাও ভালোবাসার সাগরে পরিণত হও, তাই সকলের প্রতি ভালোবাসার ভাবনা থাকবে। শুধুই ভালোবাসা। বাবা হলেন ভালোবাসার সাগর, অতএব বাচ্চাদেরও নিশ্চয়ই এমন ভালোবাসার ভাবনা থাকবে, তবে সেখানেও এমন ভালোবাসা থাকবে। রাজা-রানীরও অনেক ভালোবাসা থাকে। বাচ্চাদেরও অনেক ভালোবাসা থাকে। সেই ভালোবাসা এই সীমিত জাগতিক নয়। এখানে তো ভালোবাসার নাম নেই, শুধু রয়েছে মার। সেখানে এই কাম কাটারী রূপী হিংসাও থাকে না, তাই ভারতের মহিমা অপরমঅপার গাওয়া হয়। ভারতের মতন পবিত্র দেশ অন্য কোথাও নেই। এই দেশ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ স্থান। বাবা এখানে (ভারতে) এসে সবার সেবা করেন, সবাইকে শিক্ষা প্রদান করেন। মুখ্য হল পড়াশোনা। তোমাদেরকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করে, তোমরা ভারতের কি সেবা করো? তাদের বলা, তোমরা চাও ভারত পবিত্র হোক, এখন ভারত পতিত

তাইনা, তো আমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী ভারতকে পবিত্র করি। সবাইকে বলি বাবাকে স্মরণ করো তো পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। এইভাবে আমরা আধ্যাত্মিক সেবা করি। ভারত যে সর্বোচ্চ ছিল, শান্তি সমৃদ্ধি ছিল, পুনরায় সেই রূপে পরিণত করছি, শ্রীমৎ অনুসারে কল্প পূর্বের মতন, ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী। এই কথা গুলি ভালো ভাবে স্মৃতিতে রাখো। মানুষ চায় বিশ্ব শান্তি হোক। সেই কাজই আমরা করছি। ভগবানুবাচ - বাবা আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন আমি পিতা, আমায় স্মরণ করো। এই কথাও বাবা জানেন তোমরা কেউ ততখানি স্মরণ করো না বাবাকে। এতেই পরিশ্রম আছে। স্মরণের দ্বারা-ই তোমাদের কর্মজীবিত অবস্থা আসবে। তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। এর অর্থ কারো বুদ্ধিতে নেই। শাস্ত্রে কত কথা লেখা হয়েছে। এখন বাবা বলেন যা কিছু পড়েছো সেসব ভুলে যেতে হবে, নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। এই জ্ঞানই সঙ্গে যাবে, আর কিছু নয়। এ হলো বাবার পড়াশোনা, এই নলেজ সঙ্গে যাবে। তারজন্য চেষ্টা চলছে।

ছোট ছোট বাচ্চাদেরও কম ভেবো না। যে বয়সে যত ছোট ততই সুনাম অর্জন করতে পারে। ছোট ছোট কন্যারা বসে বয়স্ক গুরুজনদের বোঝাবে তো কামাল হয়ে যাবে। তাদেরও নিজের মতন পরিণত করতে হবে। কেউ প্রশ্ন করলে যাতে রেসপন্স করতে পারে, এমন ভাবে তৈরি করো। তারপরে যেখানে সেন্টার থাকবে বা মিউজিয়াম থাকবে তাদের সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এমন গ্রুপ তৈরি করো। এই তো সময়। এমন সার্ভিস করো, বয়স্ক গুরুজনদের ছোট ছোট কন্যারা বসে বোঝালে আশাতীত ফল পাওয়া যাবে। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তোমরা কার সন্তান? বলো - আমরা শিববাবার সন্তান। তিনি হলেন নিরাকার। ব্রহ্মার দেহে এসে আমাদের পড়ান। এই পড়াশোনার আধারে আমাদের এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। সত্যযুগের আদি কালে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তাইনা। তাঁদের কে এমন তৈরি করেছেন? নিশ্চয়ই বিশেষ কর্ম করে শ্রেষ্ঠ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে, তাইনা। বাবা বসে কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গতি বুঝিয়ে দেন। শিববাবা আমাদের পড়ান। তিনি হলেন পিতা, শিক্ষক, গুরু। অতএব বাবা বোঝান মুখ্য একটি কথাই জোর দিয়ে বোঝাতে হবে। সর্ব প্রথমে অল্ফ, অল্ফ-কে বুঝলে এত প্রশ্ন ইত্যাদি কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। অল্ফ না বুঝিয়ে তোমরা বাকি চিত্র গুলি বোঝালে তো তারা মাথা খারাপ করে দেবে। প্রথম কথা হলো অল্ফ। আমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলি। এমনও অনেকে আসবে যারা বলবে অল্ফ-কে বুঝে নিয়েছি, বাকি চিত্র ইত্যাদি দেখার কি প্রয়োজন আছে। আমরা অল্ফ-কে জেনে সব কিছু বুঝে নিয়েছি। ভিক্ষা পাওয়া হয়ে গেছে, তা নিয়ে চলে যাবে। তোমরা ফার্স্টক্লাস ভিক্ষা দান করো। বাবার পরিচয় দিলেই বাবাকে যত স্মরণ করবে তো তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অতিন্দ্রিয় সুখের অনুভব করার জন্য স্মৃতিতে বাবা-বাবা শব্দ যেন উথলে উথলে উঠতে থাকে। জোর করে নয়, সহজ ভাবে বাবাকে চলতে-ফিরতে স্মরণ করো। বুদ্ধি সব দিক থেকে সরিয়ে একের প্রতি নিয়োজিত করো।

২) যেমন বাবা হলেন ভালোবাসার সাগর, তেমনই বাবার মতো ভালোবাসার সাগর হতে হবে। সবার উপকার করতে হবে। বাবার স্মরণে থাকতে হবে এবং সবাইকে বাবার কথা স্মরণ করাতে হবে।

বরদান:- শান্তির শক্তির সাধনগুলির দ্বারা বিশ্বকে শান্ত করা আধ্যাত্মিক শস্ত্রধারী ভব
শান্তির শক্তির সাধন হলো শুভ সংকল্প, শুভ ভাবনা আর নয়নের ভাষা। যেরকম মুখের ভাষার দ্বারা বাবার বা রচনার পরিচয় দিয়ে থাকো, সেইরকমই শান্তির শক্তির আধারে নয়নের ভাষার দ্বারা, নয়ন-যুগলের দ্বারা বাবা-র গুণগুলিকে অনুভব করাতে পারো। স্থূল সেবার সাধনের থেকেও বেশী, সাইলেন্সের শক্তি হলো অতি শ্রেষ্ঠ। আধ্যাত্মিক সেনার এটাই হলো বিশেষ শস্ত্র - এই শস্ত্রের দ্বারা অশান্ত বিশ্বকে শান্ত বানাতে পারো।

স্লোগান:- নির্বিঘ্ন থাকা আর নির্বিঘ্ন বানানো - এটাই হলো সত্যিকারের সেবার প্রমাণ।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিরন্তর যেন স্মরণে থাকে যিনি আমাদের বাবা, টিচারও তিনি তো সদ্ব্যক্ত, এই স্মরণই হলো মন্বনাভব"

*প্রশ্নঃ - মায়ার ধুলো যখন চোখে এসে পড়ে, তখন সর্বপ্রথম গাফিলতি কোনটি হয়ে যায়?

*উত্তরঃ - মায়া প্রথম এই ভুলটাই করায় যে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনই ছেড়ে দেয়। ভগবান পড়াচ্ছেন এটাই ভুলে যায়। বাবার সন্তানরাই বাবার পঠন-পাঠন ছেড়ে চলে যায়, এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। নয়তো এমনই নলেজ যে অন্তর্মনে অনুভব করতে করতে খুশিতে নাচতে থাকে, কিন্তু মায়ার প্রভাব তো কিছু কম নয়, মায়া ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন থেকেই ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। পড়া ছেড়ে দেওয়া অর্থাৎ অ্যাবসেন্ট হয়ে যাওয়া।

ওম্ শান্তি। আমাদের বাবা আমাদের রূপী বাচ্চাদেরকে বোঝান, বোঝাতে হয় তাকেই যে কম বোঝে। কেউ-কেউ খুব বিচক্ষণ হয়। বাচ্চারা জানে এই বাবা কত ওয়ান্ডারফুল। যদিও তোমরা এখানে বসে আছো কিন্তু অন্তর্মনে জানে, ইনি যেমন আমাদের অসীম জগতের বাবা, তেমনই অসীম জগতের টিচার, যিনি অসীম জগতের শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলেন। স্টুডেন্টদের বুদ্ধিতে এটা তো থাকা উচিত, তাইনা। তিনি সাথে করে অবশ্যই নিয়ে যাবেন। বাবা জানেন, এই পুরানো ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া থেকে বাচ্চাদের নিয়ে যেতে হবে। কোথায়? নিজ নিকেতনে। যেমন কন্যার বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর স্বশুরবাড়ির লোকজনেরা এসে কন্যাকে নিজেদের গৃহে নিয়ে যায়। এখন তোমরা এখানে বসে আছো, বাবা বুঝিয়ে বলেন বাচ্চাদের অন্তরে তো নিশ্চয়ই আসে যে ইনি যেমন আমাদের অসীম জগতের পিতা, তেমনই অসীম জগতের শিক্ষাও প্রদান করেন। বাবার যেমন বিশালতা তেমনই তাঁর পঠন-পাঠনেরও ব্যাপ্তি অনন্ত যা তিনি বাচ্চাদের প্রদান করেন।

রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে। বাচ্চারা জানে বাবা এই ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া থেকে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। এটাও অন্তর্মনে স্মরণ করলে মনমনাভব স্মরণ করা হবে। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে বুদ্ধিতে যেন এটাই স্মরণ হয়। আশ্চর্যজনক জিনিসকে স্মরণ করা উচিত, তাইনা! তোমরা জান ভালোভাবে পঠন-পাঠন করলে, স্মরণ করলে আমরা বিশ্বের মালিক হতে পারব। এটা তো অবশ্যই বুদ্ধিতে থাকা উচিত। সর্বপ্রথম বাবাকে স্মরণ করতে হবে, টিচার তো তারপর আসে। বাচ্চারা জানে অসীম জগতের বাবা তিনি। সহজেই স্মরণ করার জন্য বাবা যুক্তি বলে দেন- "মামেকম্ স্মরণ করো", স্মরণের দ্বারা অর্ধকল্পের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, পবিত্র হওয়ার জন্য তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভক্তি, জপ, তপ ইত্যাদি অনেক কিছু করেছে। মানুষ মন্দিরে যায়, ভক্তি করে, মনে করে আমরা পরম্পরা অনুসারে করে আসছি। ওদের জিজ্ঞাসা কর শাস্ত্র কবে থেকে শুনছো? বলবে পরম্পরা অনুসারে। মানুষের কিছুই জানা নেই। সত্যযুগে শাস্ত্র তো হয়-ই না। তোমরা বাচ্চাদের তো অবাক হওয়া উচিত, বাবা ছাড়া এই বিষয় দ্বিতীয় কেউ ব্যাখ্যা করতে পারবে না। ইনি একাধারে পিতা, টিচার এবং সদ্ব্যক্ত। ইনি-ই আমাদের বাবা, এঁনার কোনও মাতা-পিতা নেই। কেউ বলতে পারবে না যে শিববাবা কারও সন্তান। এই বিষয়টি যেন প্রতিটি মুহূর্ত বুদ্ধিতে থাকে - এটাই হলো মন্বনাভব। টিচার শিক্ষা প্রদান করছেন কিন্তু স্বয়ং কখনও পড়েননি। ওঁনাকে কেউ-ই পড়ান না। তিনি নলেজফুল, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ তিনি, জ্ঞানের সাগর। চেতন্য হওয়ার কারণে সবকিছু শুনিয়ে থাকেন। তিনি বলেন - বাচ্চারা, আমি যার মধ্যে প্রবেশ করি তার মাধ্যমে তোমাদের আদি থেকে শুরু করে এই সময় পর্যন্ত সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে থাকি। অস্তিমের বিষয়ে শেষে গিয়ে বলবো। ঐ সময় তোমরাও বুঝতে পারবে - এখন অস্তিম সময় আসছে। কর্মাজীত অবস্থাতেও নম্বরানুসারে পৌঁছাবে। তোমরা তার নমুনাও দেখতে পাবে। পুরানো সৃষ্টির বিনাশ তো হবেই। এই দৃশ্য অনেকবার দেখেছ আবারও দেখবে। ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনও তেমনই পড়বে যেমনটা কল্প পূর্বে পড়েছিল। রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করেছিলে তারপর হারিয়ে ফেলেছো, আবারও নিতে চলেছ। বাবা এসে আবার পড়াচ্ছেন, কত সহজ। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো আমরা সত্যিই বিশ্বের মালিক ছিলাম। আবারও বাবা এসে আমাদের সেই জ্ঞান প্রদান করছেন। বাবা আমাদের এই এই মত (শ্রীমৎ) দেন - অন্তর্মনে এইসবই চলা উচিত।

তিনি আমাদের পিতা, টিচারও। টিচারকে কি কখনও ভুলে যাওয়া যায়? টিচারের দ্বারাই তো শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। কিছু কিছু বাচ্চাকে মায়া ভীষণ গাফিলতি করিয়ে দেয়। ঠিক যেন চোখে ধুলো ঢেলে দেয়, যাতে করে পড়া-ই ছেড়ে দেয়।

ভগবান পড়াচ্ছেন, এমন পড়াকেও ছেড়ে চলে যায়। পড়া-ই হলো মুখ্য। কে পড়া ছেড়ে দিচ্ছে? বাবার সন্তান। বাচ্চাদের অন্তরে কত খুশি হওয়া উচিত, বাবা প্রতিটি বিষয়ে নলেজ দিয়ে থাকেন, যা কল্পে-কল্পে দিয়ে এসেছেন। বাবা বলেন অল্প হলেও এইভাবেই আমাকে স্মরণ করো। কল্প-কল্প ধরে তোমরাই বুঝে এসেছো আর ধারণ করেছো। ওঁনার কোনও পিতা-মাতা নেই, উনিই অসীম জগতের বাবা, ওয়ান্ডারফুল তাইনা। আমার বাবা কে বলো? শিববাবা কার সন্তান? এই পঠন-পাঠনও কত ওয়ান্ডারফুল যা এই সময় ছাড়া আর কখনও পড়তে পারবে না, আর শুধুমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণরাই এই পড়া পড়ো। তোমরা এটাও জানো যে বাবাকে স্মরণ করতে করতে আমরা পবিত্র হয়ে যাবো, নয়তো সাজা খেতে হবে। গর্ভ জেলে অনেক সাজা পেতে হয়। ওখানে তারপর টাইবুনা (বিচারসভা) বসবে এবং তোমাদের সবকিছু সাক্ষাৎকার হবে। সাক্ষাৎকার ছাড়া কাউকেই সাজা দেওয়া যাবে না, নইলে তোমরা হতাশ হয়ে পড়বে এই ভেবে যে কেন আমি সাজা পাচ্ছি! বাবা জানেন যে এ অমুক পাপ করেছিল ভুল করেছিল। সব সাক্ষাৎকার করান যা তোমরা করেছে। সেই সময় এমন ফিল হবে যেন না জানি কত কত জন্মের সাজা ভোগ করতে হচ্ছে। এ যেন সমস্ত জন্মের জন্য সম্মান চলে যাওয়া। তাই বাবা বলেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের ভালো করে পুরুষার্থ করতে হবে। ১৬ কলা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য স্মরণে থাকার পরিশ্রম করতে হবে। চেক করতে হবে আমি কাউকে দুঃখ দিচ্ছি না তো? আমরা সুখদাতা বাবার সন্তান, তাইনা? খুব সুন্দর ফুল হয়ে উঠতে হবে। এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনই তোমাদের সাথে যাবে। পড়াশোনার দ্বারাই মানুষ ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়। বাবা প্রদত্ত এই নলেজ স্বতন্ত্র আর সত্য, এ হলো পান্ডব গভর্নমেন্ট, গুপ্ত রূপে। তোমার ছাড়া দ্বিতীয় কেউ বুঝবে না। এই পঠন-পাঠন বড়োই ওয়ান্ডারফুল। আত্মাই শোনে। বাবা বারংবার বোঝান - পড়া কখনোই ছেড়ে দিও না। মায়া এসে ছাড়িয়ে দেয়। বাবা বলেন এমনটা করো না, পড়া ছেড়ো না। বাবার কাছে তো রিপোর্ট আসে না! রেজিস্টার দেখে সব জানা যায় যে কতদিন অ্যাবসেন্ট ছিল। পড়া ছেড়ে দিলে বাবাকেও ভুলে যায়। বাস্তবে তো এটা ভুলে যাওয়ার কথা নয়। ইনি ওয়ান্ডারফুল বাবা। যদিও তিনি ব্যাখ্যা করেন যে এটা একটা খেলা। যখন কেউ কোনো খেলা সম্পর্কে বলে সেটা সহজেই মনে রাখা যায়, ভুলে যায় না। এইভাবে কেউ তার অভিজ্ঞতা শুনিয়েছিলেন, খুব অল্প বয়স থেকেই উদাস হয়ে ভাবতেন। এই দুনিয়াতে এত দুঃখ, এখন আমার কাছে ১০ হাজার টাকা থাকলে ৫০ টাকা সুদ পেতে পারি এবং এটাই আমাকে মুক্ত রাখবে। ঘর এবং ব্যবসা দেখাশোনা করা খুব কঠিন। আচ্ছা, তারপর একটা চলচ্চিত্র দেখল সৌভাগ্য সুন্দরী... তারপরেই সব বৈরাগ্য উদাসীনতা দূর হয়ে গেল। এবার খেয়াল হলো বিবাহ করবো, এটা করবো, ওটা করবো। মায়া একটাই থাপ্পড় মারলো যে সবকিছুই হারিয়ে গেলো। সেইজন্যই বাবা এখন বলেন - বাচ্চারা, এই দুনিয়া নরক আর এর মধ্যে এই যে চলচ্চিত্র গুলো রয়েছে তার মধ্যেও নরক। এসব দেখেই সবার বৃত্তি খারাপ হয়ে যায়। যখন মানুষ সংবাদপত্র দেখে, ওখানে সুন্দরী মেয়েদের ছবি দেখে বৃত্তি ঐ দিকে ধাওয়া করে। এ খুব সুন্দর দেখতে এটাই বুদ্ধিতে আসে তাইনা! বাস্তবে এই ভাবনাও আসা উচিত নয়। বাবা বলেন - এই দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাবে, সেইজন্য তোমরা সবকিছু ভুলে মামেকম স্মরণ করো, এমন সব চিত্র কেন দেখো? এইসব জিনিস বৃত্তিকে নীচে নিয়ে আসে। এসব যা কিছুই দেখছো সবই তো কবরে চলে যাবে। যা কিছু এই চোখ দিয়ে দেখছো সে সব স্মরণ কোরো না, এসবের প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করো। এই শরীর তো পুরানো ছিঃ-ছিঃ হয়ে গেছে। যদিও আত্মা শুদ্ধ হচ্ছে কিন্তু শরীর তো ছিঃ-ছিঃ তাইনা। এর প্রতি কি ধ্যান দেবে। এক বাবাকেই দেখতে হবে।

বাবা বলেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, লক্ষ্য অনেক উঁচুতে। বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য দ্বিতীয় কেউ তো চেষ্টাও করতে পারবে না। কারও বুদ্ধিতেই আসবে না। মায়ার প্রভাব কোনও অংশে কম নয়। বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের বুদ্ধিতে কত কি চলে, তোমাদের হলো সাইলেন্স। প্রত্যেকেই চায়-মুক্তি পেতে। তোমাদের লক্ষ্য হলো জীবনমুক্তি। এটাও বাবা বুঝিয়েছেন, গুরু ইত্যাদি কেউ এমন নলেজ দিতে পারে না। তোমাদের ঘর পরিবারে থেকেই পবিত্র হতে হবে, রাজস্ব নিতে হবে। ভক্তি মার্গে অনেক সময় নষ্ট করেছে। এখন বুঝতে পারছো আমরা কত ভুল করেছি। ভুল করতে করতে অবুঝ আর সম্পূর্ণ রূপে পাথর বুদ্ধি হয়ে গেছ। অন্তর্মনে তোমরা অনুভব করতে পারো যে এই নলেজ কত ওয়ান্ডারফুল যা আমাদের কি থেকে কি করে তুলছে, পাথর বুদ্ধি থেকে পারস বুদ্ধি করে তুলছে। সুতরাং খুশির মাত্রাও বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। আমাদের অসীম জগতের বাবা তিনি। ওঁনার কোনও পিতা নেই। উনিই টিচার, ওঁনার কোনো টিচার নেই। মানুষ জিজ্ঞাসা করবে কোথা থেকে শিখেছেন! অবাক হয়ে যাবে তাইনা! অনেকেই মনে করবে ইনি কোনও গুরুর কাছ থেকেই শিখেছেন। সুতরাং গুরুর তো আরও শিষ্য হবে তাইনা! শুধু একজন শিষ্যই ছিল কি? গুরুর শিষ্য তো অনেক হয়। দেখো আগা খাঁর কত শিষ্য। গুরুর প্রতি তাদের অন্তরে এতো শ্রদ্ধা থাকে যে, তাদের হীরের বিপরীতে ওজন করে। তোমরা এমন সন্স্কৃতকে কিসের বিপরীতে ওজন করবে। ইনি তো অসীম জগতের সন্স্কৃত। ওঁনার ওজন কত! এমন কোনো হীরে নেই যার বিপরীতে ওজন করা যাবে।

এইরকম এইরকম সব বিষয় বাচ্চারা তোমাদের বিচার করতে হবে। এ অতি সূক্ষ্ম বিষয়। যদিও এখানে বলতেই থাকে হে ঈশ্বর! কিন্তু এরা তো জানেই না যে উনিই বাবা, টিচার এবং গুরু। এখানে তো সাধারণ নিয়মানুযায়ী বসে থাকে। সেই কারণেই তিনি গদির উপর এইজন্যই বসেন যাতে সবার মুখ দেখতে পান। বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা তো থাকে, তাইনা। বাচ্চাদের সহযোগ ছাড়া এই স্থাপনা তো হবেই না। অতি সহযোগকারী বাচ্চাদের প্রতি নিশ্চয়ই ভালোবাসা বেশি থাকবে। বেশি উপার্জনকারী বাচ্চারা নিশ্চয়ই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে, তার প্রতি ভালোবাসাও অতীব থাকে। বাবা বাচ্চাদের দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। আত্মা খুব খুশি হয়। বাবা বলেন প্রতিটি কল্পে বাচ্চাদের দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠি। প্রতিটি কল্পে এই বাচ্চারাই সাহায্যকারী হয়ে ওঠে। কল্প-কল্প ধরে এই ভালোবাসা জোরালো হয়। যেখানেই বসে থাক না কেন, বুদ্ধিতে যেন বাবার স্মরণ চলে। তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা, ওঁনার কোনও পিতা নেই, ওঁনার কোনও টিচার নেই। স্বয়ং-ই সব কিছু করেন, যাঁকেই সবাই স্মরণ করে। সত্য যুগে তো কেউ স্মরণ করবে না। ২১ জন্মের জন্য তরী পার হয়ে যাবে, সুতরাং তোমাদের কতখানি খুশি হওয়া উচিত যে, ব্যস্ সারাদিন বাবার সার্ভিস করবো। এমন বাবার পরিচয় দেবো। বাবার কাছ থেকে এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, বাবা আমাদের রাজযোগ শেখান তারপর সবাইকে সাথে করে নিয়ে যান। সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে আছে, এমন চক্র আর কেউ তৈরি করতে পারবে না। এর অর্থ তো কারও জানা নেই। তোমরা এখান বুঝেছো যে - বাবা আমাদের অসীম জগতের পিতা, অসীম জাগতিক রাজত্ব দিয়ে থাকেন তারপর সঙ্গে করে নিয়ে যান। এইভাবে তোমরা বোঝালে তারপর আর কেউ সর্বব্যাপী বলতে পারবে না। তিনি বাবা, তিনিই টিচার, তবে সর্বব্যাপী কিভাবে হতে পারে!

অসীম জগতের বাবাই হলেন নলেজফুল। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে তিনি জানেন। বাবা বাচ্চাদের বোঝান ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনকে ভুলে যেও না। এ অতি উচ্চ পঠন-পাঠন। বাবা পরমপিতা, পরম টিচার এবং পরম গুরু। ঐ সব গুরুদেরও (লৌকিক) তিনি নিয়ে যাবেন। এমন এমন সব ওয়ান্ডারফুল বিষয় শোনানো উচিত। তাদের বলো অসীম এই খেলা, প্রতিটি অ্যাক্টর নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে। অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে আমরাই অসীম বাদশাহী গ্রহণ করি, আমরাই মালিক, বৈকুন্ঠ হয়ে চলে গেছে, আবারও অবশ্যই হবে কৃষ্ণ নতুন দুনিয়ার মালিক ছিল, এখন পুরানো দুনিয়া তারপর নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়ার মালিক হবে, চিত্রেও পরিষ্কার দেখানো হয়েছে। তোমরা জানো - এখন আমাদের পা নরকের দিকে, মুখ স্বর্গের দিকে। এটাই যেন স্মরণে থাকে। এইভাবে স্মরণ করতে-করতে অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি প্রাপ্ত হবে। কত ভালো-ভালো বিষয় আছে সেগুলি বারংবার স্মরণ করা উচিত। আত্মা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখতে পাওয়া যায়, তার প্রতি আকর্ষণ সরিয়ে নিতে হবে। এক বাবাকেই দেখতে হবে। বৃত্তিকে শুদ্ধ করতে এই ছিঃ-ছিঃ শরীরের প্রতি যেন বিন্দুমাত্র নজর না যায়।

২) বাবা যে অনুপম আর সত্য নলেজ শুনিয়ে থাকেন, তা ভালো করে পড়তে আর পড়াতে হবে। পড়া কখনোই মিস করা উচিত নয়।

বরদান:- শান্তির শক্তির প্রয়োগের দ্বারা সকল কার্যে সহজ সফলতা প্রাপ্তকারী প্রয়োগী আত্মা ভব এখন সময়ের পরিবর্তন অনুসারে শান্তির শক্তির সাধন প্রয়োগ করে প্রয়োগী আত্মা হও। যেরকম বাণীর দ্বারা আত্মাদের মধ্যে স্নেহের সহযোগের ভাবনা উৎপন্ন করো সেইরকম শুভ ভাবনা, স্নেহের ভাবনার স্থিতিতে স্থিত হয়ে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাবনা উৎপন্ন করো। যেরকম একটি প্রজ্বলিত প্রদীপের দ্বারা অনেক প্রদীপ প্রজ্বলন করা যায় সেইরকম তোমাদের শক্তিশালী শুভ ভাবনা অন্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবনা উৎপন্ন করিয়ে দেবে। এই শক্তির দ্বারা স্থূল কার্যেও অনেক সহজ সফলতা প্রাপ্ত করতে পারো, কেবল প্রয়োগ করে দেখো।

স্নোগান:- সকলের প্রিয় হতে হলে প্রস্তুতিতে আত্মিক গোলাপ হও, ঝিমিয়ে পড়ো না।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়াজীত হওয়ার জন্য গাফিলতি করা ছাড়া, দুঃখ দেওয়া আর দুঃখ নেওয়া - এটাই হলো অত্যন্ত বড় গাফিলতি, বাচ্চারা, যা তোমাদের করা উচিত নয়"

*প্রশ্নঃ - বাবার আমাদের সব বাচ্চাদের প্রতি কোন্ আশাটি রয়েছে?

*উত্তরঃ - বাবার আশা হলো, আমার সব বাচ্চারা যেন আমার সমান সদা পবিত্র হয়ে যায়। বাবা হলেন এভার সুন্দর (গৌর), তিনি এসেছেন বাচ্চাদেরকে শ্যাম থেকে সুন্দর বানাতে। মায়া কালো বানায় আর বাবা সুন্দর বানায়। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো সুন্দর (গৌর), তাই কালো পতিত মনুষ্য গিয়ে তাঁদের মহিমা-কীর্তন করে আর নিজেকে অতি নীচ মনে করে। বাবার শ্রীমত এখনই পাওয়া যায় যে - মিষ্টি বাচ্চারা, এখন গৌর সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করো।

ওম্ শান্তি । বাবা কি করছেন আর বাচ্চারা কি করছে? বাবাও জানেন আর বাচ্চারাও জানে যে আমাদের আত্মা যা তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তাকে সতোপ্রধান বানাতে হবে। যাকে গোন্ডেন এজেড বলা হয়। বাবা তো আমাদের দেখেন। আত্মাই মনে (খেয়াল) করে যে, আমার আত্মা কালো হয়ে গেছে। আত্মার কারণে শরীরও কালো হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যায়, পূর্বে তো এতটুকুও জ্ঞান ছিল না। তারা দেখতো যে, এঁনারা তো সর্বগুণসম্পন্ন, গৌরবর্ণের (সুন্দর) আর আমরা তো কালো-ভূত (বিকারী)। কিন্তু জ্ঞান ছিল না। এখন লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যখন যাবে তখন বুঝতে পারবে যে, পূর্বে আমরা সর্বগুণসম্পন্ন ছিলাম, এখন কালো পতিত হয়ে গেছি। তাঁদের সম্মুখে গিয়ে বলে যে, আমরা কালো, বিকারী, পাপী। যখন বিবাহ করে তখন প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে নিয়ে যায়। দুজনেই প্রথমে নির্বিকারী থাকে পরে বিকারী হয়ে যায়। তাই নির্বিকারী দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে নিজেকে বিকারী পতিত বলে। বিবাহের পূর্বে এমন কথা বলবে না। বিকারে যখন যায় তখন মন্দিরে গিয়ে আবার তাঁদের (লক্ষ্মী-নারায়ণ) মহিমা করে। আজকাল তো লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে, শিব মন্দিরেও বিবাহ সম্পন্ন হয়। অপবিত্র হওয়ার জন্য গাঁটছড়া বেঁধে দেয়। আর এখন তোমরা সুন্দর হওয়ার জন্য পবিত্রতার গাঁটছড়া বাঁধো (কঙ্কন পড়ো) তাই সুন্দর যিনি বানান সেই শিববাবাকে স্মরণ কর। তোমরা জানো, এই রথের ভ্রুকুটির মধ্যভাগে শিববাবা আছেন, তিনি সদা পবিত্র। তাঁর এটাই আশা যে, বাচ্চারাও যেন পবিত্র, সুন্দর হয়ে যায়। মামেকম্ স্মরণ করে পবিত্র হয়ে যাও। আত্মাকেই তার পিতাকে স্মরণ করতে হবে। বাবাও বাচ্চাদের দেখে উৎফুল্ল হয়ে যান। বাচ্চারা, তোমরাও বাবাকে দেখে বোঝ যে, এমনই পবিত্র হতে হবে। তবেই আমরা আবার লক্ষ্মী-নারায়ণ হবো। বাচ্চারা, এই এইম অবজেক্ট অতি সচেতনভাবে স্মরণ করতে হবে। এমন নয় যে, ব্যস্, বাবার কাছে এসে গেছি। পুনরায় লৌকিকে গেলে নিজের কাজ-কর্ম ইত্যাদিতেই ব্যস্ত হয়ে যাও তাই বাবা এখানে সম্মুখে বসে বাচ্চাদের বোঝান। ভ্রুকুটির মধ্যভাগে আত্মা থাকে। অকাল (অবিনাশী) আত্মার এ হলো সিংহাসন (তখত), যে আত্মারা আমার বাচ্চা, তারা এই আসনে বিরাজমান। আত্মা স্বয়ং তমোপ্রধান হলে তখন আসনও তমোপ্রধান হয়ে যায়। এ হলো ভালোভাবে বোঝার মতো বিষয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো এমন হওয়া কোনো মাসীর বাড়ি যাওয়ার মতো এত সহজ ব্যাপার নয়। এখন তোমরা বোঝো যে, আমরা এখন এমন হচ্ছি। আত্মা পবিত্র হয়েই যাবে। পুনরায় দেবী-দেবতা বলা হবে। আমরা স্বর্গের এমন মালিক হয়ে যাই। কিন্তু মায়া এমন যে- ভুলিয়ে দেয়। অনেকেই এখান থেকে শুনে যখন বাইরে যায়, তখন আবার ভুলে যায়। তাই বাবা ভালোভাবে পরিপক্ব করান -- নিজেকে দেখতে হবে, দেবতাদের যত গুণ রয়েছে, শ্রীমৎ অনুসারে চলে আমরা কি তা ধারণ করেছি? চিত্রও সামনে রয়েছে। তোমরা জানো, আমাদের এমন হতে হবে। বাবা-ই বানাবেন। অন্য কেউ-ই মনুষ্য থেকে দেবতা বানাতে পারে না। একমাত্র বাবাই বানাবেন। গাওয়াও হয় - মনুষ্য থেকে দেবতা বানাতে ভগবানের সময় লাগে না। তোমাদের মধ্যেও আবার নশ্বরের ক্রমানুসারেই জেনে থাকে। এইসব কথা ভক্তরা জানে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের শ্রীমৎ না নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারবে না। বাচ্চারা, তোমরা এখন শ্রীমৎ নিচ্ছো। একথা বুদ্ধিতে ভালোভাবে রাখো যে আমরা শিববাবার মতানুসারেই বাবা-কে স্মরণ করতে-করতে এমন(দেবতা) হয়ে যাচ্ছি। স্মরণের দ্বারাই পাপ ভস্মীভূত হবে, এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

লক্ষ্মী-নারায়ণ তো সুন্দর, তাই না। মন্দিরে তো শ্যামবর্ণের বানিয়ে রেখেছে। রঘুনাথ মন্দিরে রামকে কালো বানানো হয়েছে - কেন? কেউ জানে না। এ অতি সামান্য বিষয়। রাম হলো ত্রেতাযুগের। সামান্য পার্থক্য তো রয়ে যায়, ২ কলা

কমে যায়, তাই না। বাবা বোঝান, শুরুতে ইনি ছিলেন সতোপ্রধান, অতিসুন্দর। প্রজারাও সতোপ্রধান হয়ে যায় কিন্তু শাস্তিভোগ করে হয়। যত বেশী সাজা, ততই পদপ্রাপ্তি কম হয়ে যায়। পরিশ্রম না করলে পাপস্বেচন হয় না, পদও কম হয়ে যায়। বাবা তো পরিস্কার করে বোঝান। তোমরা এখানে এসে বসেছো গৌর হওয়ার জন্য। কিন্তু মায়া অতি বড় শত্রু, যে কালো করে দিয়েছে। মায়া যখন দেখে যে, এমন সুন্দর বানান যিনি, তিনি এসেছেন তখন মায়াও মোকাবিলা করে। বাবা বলেন, এ তো ড্রামানুসারে, তাকে আধাকল্পের পাট প্লে করতেই হয়। মায়া প্রতি মুহূর্তে বিপরীতমুখী করে অন্যদিকে নিয়ে যায়। লেখা আছে যে, মায়া আমাদের অত্যন্ত বিরক্ত করে। বাবা বলেন, এটাই যুদ্ধ। তোমরা সুন্দর থেকে কালো আবার কালো থেকে সুন্দর হয়ে যাও, এও এক খেলা। (তিনি) বোঝানও তাদেরকেই যারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছে। তাদের পা ভারতে এসেই পড়ে। এমনও নয় যে, সবাই ভারতেই ৮৪ জন্ম নেবে।

বাম্ভারা, এখন এই সময় হলো তোমাদের এই টাইম হলো মোস্ট ভ্যালুয়েবল। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করা উচিত যে - আমাদের এমন হতে হবে। অবশ্যই বাবা বলেছেন যে, শুধু আমাকে স্মরণ করো আর দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। কাউকে দুঃখ দেবে না। বাবা বলেন, এখন আর এমন গাফিলতি করো না। বুদ্ধিযোগ একমাত্র বাবার সঙ্গেই যুক্ত কর। তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আমরা তোমার নিকটে সমর্পিত হয়ে যাব। জন্ম-জন্মান্তর ধরে প্রতিজ্ঞা করেছো - তুমি যখন আসবে তখন আমরা তোমার মতানুসারেই চলবো, পবিত্র হয়ে দেবতা হবো। যদি যুগল তোমাদের সাথে না দেয় তবে তোমরা নিজেদের পুরুষার্থ করো। যুগল সাথে না দিলে জোড়া তৈরী হবে না। যে যতটা স্মরণ করেছে, দৈবী-গুণ ধারণ করেছে, তাদেরই জোড়া তৈরী হবে। যেমন দেখো, ব্রহ্মা-সরস্বতী ভালো পুরুষার্থ করেছে, তাই এদেরই জোড়া তৈরী হয়। এ অত্যন্ত ভালো সার্ভিস করে, স্মরণের যাত্রায় থাকে, এও তো গুণ, তাই না ! গোপেদের (ব্রাতারা) মধ্যেও অত্যন্ত ভালো ভালো বাম্ভারা রয়েছে। কেউ তো নিজেই বোঝে যে, মায়ার আকর্ষণ হয়। এই (মায়ার) শিকল ছিল হয়ই না। প্রতি মুহূর্তে নাম-রূপের বাঁধনে আবদ্ধ করে ফেলে। বাবা বলেন, নাম-রূপের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না। আমার সঙ্গে আবদ্ধ (যুক্ত) হও, তাই না। যেমন তোমরা নিরাকার, তেমনই আমিও নিরাকার। তোমাদের নিজের সমান তৈরী করি। শিক্ষক তো নিজের সমানই তৈরী করবে, তাই না। সার্জেন, সার্জেনই তৈরী করবে। উনি হলেন অসীম জগতের পিতা, ওঁনার নামের অনেক মহিমা রয়েছে। আহ্বানও করা হয় - হে পতিত-পাবন এসো। আহ্বা আহ্বান করে, শরীর দ্বারা - বাবা এসো, এসে আমাদের পবিত্র করো। তোমরা জানো যে, তিনি আমাদের কিভাবে পবিত্র বানাচ্ছেন। যেমন হীরে, তার মধ্যে কোনো কোনো হীরেতে কালো দাগ থাকে। এখানে সব আহ্বাতেই অ্যালয় পড়ে গেছে। তা বের করে ফেলে সত্যিকারের সোনা হও। আহ্বাকে অনেক পবিত্র হতে হবে। তোমাদের এইম অক্কেট তো পরিস্কার। আর কোনো সংসঙ্গে এমন কথা কখনো বলবে না।

বাবা বোঝান, তোমাদের উদ্দেশ্যই হলো এমন হওয়া। এও জানো, ড্রামানুসারে আমরা অর্ধকল্প রাবণের সঙ্গে-তেই বিকারী হয়েছি। এখন এমন হতে হবে। তোমাদের কাছে ব্যাজও রয়েছে। এর উপরে বোঝানো অতি সহজ। এ হলো ত্রিমূর্তি। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা কিন্তু ব্রহ্মা তো (স্থাপনা) করে না। তিনি তো (নিজেই) পতিত থেকে পবিত্র হন। মনুষ্যরা তো একথা জানেই না যে, এই পতিতই পুনরায় পবিত্র হয়। বাম্ভারা, এখন তোমরা বোঝ যে, এই পড়াশোনার লক্ষ্য অনেক উচ্চ। বাবা আসেন পড়ানোর জন্য। বাবার মধ্যেই জ্ঞান রয়েছে, তিনি কারোর কাছে পড়েন না। ড্রামা প্লান অনুসারে, তাঁর মধ্যেই জ্ঞান নিহিত রয়েছে। এমন বলা যাবে না যে, ওঁনার মধ্যে জ্ঞান এলো কিভাবে? না, তিনি হলেনই নলেজফুল। তিনিই তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র করেন। মানুষ তো পবিত্র হওয়ার জন্য গঙ্গা ইত্যাদিতে স্নান করতেই থাকে। সমুদ্রেও স্নান করে। আবার পূজাও করে। (সাগরকে) সমুদ্র-দেবতা মনে করে। বাস্তবে নদীগুলো তো অবিরাম বয়েই চলেছে, সেগুলো তো ছিলই। এগুলোর কখনো বিনাশ হয় না। পূর্বে শুধু এগুলো (প্রকৃতির) নিয়মানুসারে বইত। বন্যা ইত্যাদির কোনো নাম বা চিহ্নই ছিল না। কখনো মানুষ (বন্যায়) ডুবে যেত না। সেখানে তো মানুষই অতি অল্পসংখ্যক ছিল, পরে আবার তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। কলিযুগের শেষপর্যন্ত কত মানুষ হয়ে যায়। ওখানে তো আয়ুও অতি দীর্ঘ হয়। সেখানে কত অল্পসংখ্যক মানুষ হবে। পুনরায় ২৫০০ বছরে কত বৃদ্ধি হয়ে যায়। বৃক্ষ (সৃষ্টি-রূপী ঝাড়) কত বিস্তার লাভ করে। সর্বপ্রথমে ভারতে আমাদেরই রাজত্ব ছিল। একথা তোমরা কিভাবে বলবে। তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ রয়েছে যাদের স্মরণে থাকবে যে, আমরা নিজেদের রাজ্য স্থাপন করছি। আমরা স্পিরীচুয়াল (আধ্যাত্মিক) যোদ্ধা, যাদের যোগবল রয়েছে। একথাও ভুলে যায়। আমরা হলাম মায়ার সঙ্গে লড়াই করা যোদ্ধা। এখন এই রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই বিজয়ী হবে। এইম অবজেক্ট হলোই এমন (লক্ষ্মী-নারায়ণ) হওয়ার জন্য। এঁনার দ্বারাই বাবা আমাদের এমন দেবতা বানান। তাহলে এখন কি করা উচিত? বাবাকে স্মরণ করা উচিত। ইনি হলেন দালাল। গাওয়াও (স্মরণ) হয়, যখন সঙ্কর-কে পেয়েছি দালালের রূপে। বাবা এই শরীর ধারণ করেন তাহলে ইনি তো

(আত্মা-পরমাত্মার) মাঝে দালাল হয়ে গেলেন, তাই না। পুনরায় (তিনি) শিববাবার সঙ্গে তোমাদের যোগসূত্র স্থাপন করেন, তাই বাগদান ইত্যাদি বিষয়ের আর উল্লেখ কোরো না। শিববাবা এঁনার দ্বারা আমাদের আত্মাকে পবিত্র বানান। (তিনি) বলেন - হে বাচ্চারা, আমাকে অর্থাৎ পিতাকে স্মরণ করো। তোমরা তো এমন কথা বলবে না - বাবাকে অর্থাৎ আমাকে স্মরণ কর। তোমরা বাবার জ্ঞান শোনাবে - বাবা এভাবে বলেন। একথাও বাবা-ই (তোমাদের) ভালোভাবে বোঝান। ভবিষ্যতে অনেকেরই সাক্ষাৎকার হবে তখন হৃদয়ে (মনে) দংশন হবে। বাবা বলেন, এখন অতি অল্প সময় রয়েছে। এই চোখ দিয়েই তোমরা বিনাশ দেখবে। যখন রিহাসাল হবে তখন তোমরা দেখবে যে, এভাবে বিনাশ হয়। অনেকে এই চোখ দিয়েই দেখবে। অনেকের আবার বৈকুণ্ঠের সাক্ষাৎকারও হবে। এইসবই অতি শীঘ্র হতে থাকবে। জ্ঞানমার্গে সবই হলো রিয়্যাল, ভক্তিতে হলো ইমিটেশন। শুধু সাক্ষাৎকারই করেছে, তৈরী হয়েছে কি? না হয়নি। তোমরা তো এমন তৈরী হও। যা কিছু সাক্ষাৎকার করেছে, তাই আবার এই চোখ দিয়েও দেখবে। বিনাশ দেখাও মাসীর বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপার নয়। এমন প্রশ্নও কোরো না। একজনকে অপরাধের সম্মুখে হত্যা করে। তালি তো দুই হাতেই বাজবে, তাই না। দুই ভাইকে পৃথক করে দেয় - পরস্পর বসে লড়াই করে। ড্রামা এভাবেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। এই রহস্যকে তারা জানে না। দুজনকে আলাদা করে দিলে তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে থাকে। তবেই তো তাদের বারুদ(বোমা) বিক্রি হবে। উপার্জন তো হচ্ছে, তাই না। কিন্তু ভবিষ্যতে এইসব দিয়ে কোন কাজ হবে না। ঘরে বসে বোমা ফেলবে আর সবশেষ, তারজন্য না তো মানুষের প্রয়োজন হবে, না অস্ত্রের প্রয়োজন হবে। তাই বাবা বোঝান - বাচ্চারা, স্থাপনা তো অবশ্যই হবে। যে যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চপদ পাবে। (বাবা তো) অনেক বোঝান, ভগবান বলেন যে, বাচ্চারা, কাম-কাটারীর প্রয়োগ কোরো না। কাম-বিকারের উপর বিজয়লাভ করে জগতজীৎ হতে হবে। সবশেষে অবশ্যই কারোর না কারোর তীর লাগবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এ অতি মূল্যবান সময়, এইসময়েই পুরুষার্থ করে বাবার উপর সম্পূর্ণ সমর্পিত (বলিহার) হতে হবে। দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। কোনো প্রকারের গাফিলতি যেন না করা হয়। এক পিতার মতেই চলতে হবে।

২) লক্ষ্যবস্তুকে সামনে রেখে অত্যন্ত সচেতন হয়ে চলতে হবে। আত্মাকে সতোপ্রধান পবিত্র বানানোর জন্য পরিশ্রম করতে হবে। ভিতরে যা কিছু দাগ রয়েছে, সেগুলোকে পরীক্ষা করে বের করে দিতে হবে।

বরদানঃ-

ব্রাহ্মণ জীবনে প্রতিটি সেকেন্ড সুখময় স্থিতির অনুভব করানো সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা ভব পবিত্রতাকেই সুখ-শান্তির জননী বলা হয়ে থাকে। যে কোনো প্রকারের অপবিত্রতা দুঃখ-অশান্তির অনুভব করায়। ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ প্রতিটি সেকেন্ডে সুখময় স্থিতির অনুভব। যদি দুঃখের ঘনঘটাও হয় কিন্তু যেখানে পবিত্রতার শক্তি আছে সেখানে দুঃখের অনুভব হতে পারে না। পবিত্র আত্মারা মাস্টার সুখকর্তা হয়ে দুঃখকে আত্মিক সুখের বায়ুমন্ডলে পরিবর্তন করে দেয়।

স্লোগানঃ-

সাধন গুলির প্রয়োগ করেও সাধনাকে বৃদ্ধি করাই হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"শুভ ভাব এবং প্রেম ভাবকে ইমার্জ করে, মহাশত্রু ক্রোধের উপরে বিজয়ী হও"

আজ বাপদাদা নিজের জন্ম-সাথীদের, সেইসঙ্গে সেবার সাথীদেরকে দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। আজ তোমাদের সকলেরও বাপদাদার অলৌকিক জন্ম, সাথে জন্ম-সাথীদের জন্ম-দিবসের খুশি রয়েছে, কেন? এমন স্বতন্ত্র অথচ অতি প্রিয় অলৌকিক জন্ম আর কারও হতে পারে না। এইরকম কখনও হয়তো শুনবে না যে বাবার জন্মদিন যেটা আর বাচ্চাদেরও জন্মদিবস সেটা। অনুপম অথচ প্রিয় এই অলৌকিক হিরেতুল্য জন্ম তোমরা আজ উদযাপন করছো। সেইসঙ্গে তোমাদের সকলেরই এই অলৌকিক জন্মদিনের অনুপম এবং প্রিয়ভাব স্মৃতিতে আছে, যা কিনা এমন বিচিত্র যে স্বয়ং ভগবান বাচ্চাদের জন্মদিন উদযাপন করছেন। পরম আত্মা বাচ্চাদের, শ্রেষ্ঠ আত্মাদের জন্ম-দিবস উদযাপন করছেন। দুনিয়াতে কিছু লোক বলার জন্য বলে যে আমাদের জন্ম দিয়েছেন ভগবান, পরম আত্মা। কিন্তু না তারা জানে, না সেই স্মৃতিতে চলে। তোমরা সবাই অনুভবের সাথে বলো - আমরা পরমাত্ম-বংশী, ব্রহ্মা-বংশী। পরম আত্মা আমাদের জন্ম-দিবস উদযাপন করেন। আমরা পরমাত্মার জন্ম-দিবস উদযাপন করি।

আজ সবদিক থেকে এখানে পৌঁছেছে, কিসের জন্য? অভিনন্দন জানাতে এবং অভিনন্দিত হতে। তো বাপদাদা বিশেষভাবে নিজের জন্ম-সাথীদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। সেবার সাথীদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছেন। অভিনন্দনের সাথে পরম-প্রেমের মুক্তো, হিরে, জহরতের বর্ষণ করছেন। প্রেমের মুক্তো দেখেছো তো না। প্রেমের মুক্তো কী তা জানো তো, তাই না? ফুলের বর্ষা, সোনার বর্ষা তো সবাই করে, কিন্তু বাপদাদা তোমাদের সবার উপরে পরম-প্রেম, অলৌকিক স্নেহের মুক্তোর বর্ষণ করছেন। এক গুন নয়, হৃদয় থেকে পদ্ম-পদ্ম-পদ্ম গুন অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তোমরাও সবাই হৃদয় থেকে অভিনন্দন জানাছো, সেসব বাপদাদার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। তো আজকের দিন উদযাপন করার আর অভিনন্দিত হওয়ার দিন। উদযাপনের সময় তোমরা কী করো? ব্যান্ড বাজাও। তো বাপদাদা সব বাচ্চার মনের খুশির ব্যান্ড বলো, বাজনা বলো, গান শুনছেন। ভক্তরা আর্তস্বরে ডাকছে আর তোমরা বাচ্চারা বাবার ভালোবাসায় সমাহিত হয়ে যাও। কীভাবে সমাহিত হতে হয় জানো তো না? এই সমাহিত হওয়াই সমান বানায়।

বাপদাদা বাচ্চাদেরকে নিজের থেকে আলাদা করতে পারেন না। বাচ্চারাও আলাদা হতে চায় না, কিন্তু কখনো কখনো মায়ার খেলায় তোমরা একটু পাশে সরে যাও। বাপদাদা বলেন - তোমরা সব বাচ্চার সহায় আমি, বাচ্চারা অশান্ত হয়, তাই না। মায়া অশান্ত বানায়, তোমরা তেমন নও, মায়া বানিয়ে দেয়। যিনি সহায় তাঁর থেকে সরিয়ে নেয়। তবুও বাপদাদা সহায় হয়ে সমীপে নিয়ে আসে। বাপদাদা সব বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করেন প্রত্যেকে জীবনে কী চায়? ফরেনার্স দুটো বিষয় খুব পছন্দ করে। ডবল ফরেনারদের ফেভারিট দুটো শব্দ কী? (কম্প্যানিয়ন আর কোম্পানি) এই দুটো পছন্দ। যদি পছন্দ তো এক হাত তোলো। ভারতের তোমাদের পছন্দ? কম্প্যানিয়নও

অবশ্যক আর কম্পানিও অবশ্যক। কম্পানি ছাড়াও থাকতে পারো না আর কম্প্যানিয়ন ছাড়াও থাকতে পারো না। তোমাদের সকলের কী প্রাপ্তি হয়েছে? কম্প্যানিয়ন প্রাপ্ত হয়েছে? বলো - হ্যাঁ বাবা (হ্যাঁ জী) কিংবা না বাবা (না জী)। (হ্যাঁ জী) কম্পানি প্রাপ্ত হয়েছে? (হ্যাঁ জী) এমন কম্পানি আর এমন কম্প্যানিয়ন সারা কল্পে প্রাপ্ত হয়েছিল? কল্পের পূর্বে প্রাপ্ত হয়েছিল? এমন কম্প্যানিয়ন যিনি কখনো পাশে সরিয়ে দেন না, যতই অশান্ত হয়ে যাও না কেন কিন্তু তবুও তিনি তোমাদের সহায়ই হন। আর যা তোমাদের হৃদয়ের প্রাপ্তি, সেই সর্বপ্রাপ্তি তিনি পূর্ণ করেন। কোনো অপ্রাপ্তি আছে তোমাদের? সবার হৃদয় হ্যাঁ বলে, নাকি মর্যাদা রক্ষার্থে 'হ্যাঁ' বলো? গেয়ে তো থাকো, যা পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গেছি, নাকি পাওয়া বাকি আছে? পেয়ে গেছো তোমরা? এখন পাওয়ার কিছু নেই, নাকি অল্প অল্প আশা থেকে গেছে? সব আশা পুরো হয়ে গেছে, নাকি বাকি রয়ে গেছে? বাপদাদা বলেন রয়ে গেছে। (বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর আশা রয়ে গেছে) এটা তো বাবার আশা যে সব বাচ্চা যেন জ্ঞাত হয় বাবা এসে গেছেন আর কেউ যেন থেকে না যায়!.... সুতরাং বাপদাদার এটা বিশেষ আশা যে নিদেনপক্ষে সবাই এটা তো জানুক যে আমাদের সদাকালের বাবা এসেছেন। কিন্তু বাচ্চাদের সীমিত অন্যান্য আশা পূর্ণ হয়ে গেছে, ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা আছে। প্রত্যেকের চাহিদা রয়েছে - স্টেজে আসার, এই আশা আছে তোমাদের? (এখন তো বাবা স্বয়ং সবার কাছে আসেন) এই আশাও পূর্ণ হয়ে গেছে? তোমরা সন্তুষ্ট আত্মা, অভিনন্দন কেননা, সব বাচ্চা সমঝদার। তোমরা বুঝতে পারো যে যেমন সময় তেমন স্বরূপ বানাতেই হবে। সেইজন্য বাপদাদাও

ডামার বন্ধনে আছেন তো না! তাইতো সব বাচ্চা সব সময় সময় অনুসারে সন্তুষ্ট এবং সদা সন্তুষ্টমনি হয়ে ঝলমল করতে থাকে। কেন? তোমরা নিজেরাই বলো - যা পাওয়ার ছিল তা' পেয়ে গেছি। এটা ব্রহ্মাবাবার আদি অনুভবের বোল, সুতরাং যা ব্রহ্মা বাবার বোল তা' সকল ব্রাহ্মণের বোল। তাইতো বাপদাদা সব বাচ্চাকে এটাই রিভাইস করছিলেন যে সদা বাবার কম্পানিতে থাকো। বাবা সর্ব-সম্বন্ধের অনুভব করিয়েছেন। তোমরা বলেও থাকো যে সর্ব সম্বন্ধে বাবাই আছেন। তিনি যখন সর্ব সম্বন্ধে আছেন তখন যেমন সময় তেমন সম্বন্ধকে কেন কার্যে প্রয়োগ করো না! তাছাড়া, এই সর্ব-সম্বন্ধ সময় সময়তে যদি অনুভব করতে থাকো তবে কম্প্যানিয়নও হবে, কম্পানিও হবে। অন্য কোনও দিকে মন আর বুদ্ধি যেতে পারে না। বাপদাদা অফার করছেন - যখন সর্ব-সম্বন্ধের অফার করছেন তখন সর্ব-সম্বন্ধের সুখ নাও। সম্বন্ধ কার্যে প্রয়োগ করো।

বাপদাদা যখন দেখেন - কিছু কিছু বাচ্চা কোনো কোনো সময় নিজেকে একলা অথবা একটু নীরস অনুভব করে তখন বাপদাদার করুণা হয় যে, এমন শ্রেষ্ঠ কম্পানি থাকতে, কম্পানিকে কেন কাজে লাগায় না? তারপরে কী বলো তোমরা? হোয়াই হোয়াই (why-why), বাপদাদা বলেছেন, হোয়াই বোলো না - যখন এই শব্দ আসে, হোয়াই হলো নেগেটিভ আর পজিটিভ হলো 'ফ্লাই' (fly), তো হোয়াই হোয়াই কখনো ক'রো না। স্মরণে রাখো ফ্লাই। বাবাকে সাথী বানিয়ে সাথে নিয়ে ফ্লাই করো তবে বড়োই মজা হবে। সেই কম্পানি আর কম্প্যানিয়ন দুই রূপে সারাদিন কার্য-প্রয়োগে নিয়ে এসো। এমন কম্প্যানিয়ন আবার পাবে? বাপদাদা এতখানিও বলেন - যদি তোমরা মাথা আর শরীর দুয়েই ক্লান্ত হয়ে যাও তো কম্প্যানিয়ন দু'ভাবেই মালিশ করার জন্যও প্রস্তুত। মনোরঞ্জন করানোর জন্যও এভাররেডি। তারপরে আর সীমিত মনোরঞ্জনের প্রয়োজনই পড়বে না। এইভাবে ইউজ করতে জানো তো না? নাকি মনে করো বড়' র থেকেও বড় বাবা রয়েছে, টিচার রয়েছে, সঙ্কর রয়েছে...? সর্ব-সম্বন্ধ আছে। বুঝেছো - ডবল বিদেশিরা?

আচ্ছা - সবাই তোমরা বার্থ ডে উদযাপন করতে এসেছো তো না! উদযাপন করবে তো, তাই না! আচ্ছা যখন বার্থ ডে পালন করো, তো যার বার্থ ডে পালন করো তাকে গিফ্ট দাও নাকি দাও না? (দিই) তো আজ তোমরা সবাই বাবার বার্থ ডে উদযাপন করতে এসেছো। নাম তো শিবরাত্রি, তাহলে তো বিশেষভাবে বাবার বার্থ ডে উদযাপন করতে এসেছো। উদযাপন করতে এসেছো তো না? তো বার্থ ডে গিফ্ট আজকে কী দিয়েছো? নাকি শুধু মোমবাতি জ্বালাবে, কেক কাটবে... এই উদযাপন করবে? আজকে কী গিফ্ট দিয়েছো? নাকি কাল দেবে? হয় ছোট দাও, বা বড় দাও, কিন্তু গিফট দাও তো না! তো কী দিয়েছো? ভাবছে, আচ্ছা দিতে হবে? দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছো তোমরা? বাপদাদা যা বলবেন তা' দেবে নাকি তোমরা নিজের ইচ্ছায় দেবে? কী করবে? যা বাপদাদা বলবেন তা' দেবে নাকি নিজের ইচ্ছায় দেবে? (যা বাপদাদা বলবেন তাই দেবো) দেখো, একটু সাহস রাখতে হবে। সাহস আছে? মধুবনের তোমাদের সাহস আছে? ডবল ফরেনারদের মধ্যে সাহস আছে? তোমরা হাত তো খুব উঁচু করে তুলছো। আচ্ছা - শক্তিদেবের মধ্যে, পান্ডবদের মধ্যে সাহস আছে? ভারতের থেকে যারা তোমাদের সাহস আছে? খুব ভালো। এটাই বাবা অভিনন্দন রূপে পেয়ে গেছেন। ভালো শুনিয়েছো। এটা বলবে না তো যে এটা তো ভাবতে হবে? বে বে (ভবিষ্যৎ সূচক শব্দ) ক'রো না। মেজরিটির মধ্যে বাপদাদা একটা বিষয় দেখেছেন। মাইনরিটি নয়, মেজরিটি। কী দেখেছেন? যখন কোনো সারকমস্ট্যান্স সামনে আসে তখন মেজরিটির মধ্যে এক, দুই, তিন নম্বর ক্রোধের অংশ ইমার্জ হয়ে যায়। কারও মধ্যে মহাক্রোধের রূপে হয়, কারও মধ্যে উত্তেজনার রূপে, কারও মধ্যে তিন নম্বরের রূপ - অসন্তোষ বশ। অসন্তোষ কী বুঝতে পারো? সেটাও ক্রোধেরই অংশ, হালকা। তিন নম্বরের তো না, সেইজন্য সেটা হালকা। প্রথমটা প্রবল, দ্বিতীয়টা তার থেকে কম। তারপরে ভাষা তো আজকাল সবার রয়্যাল হয়ে গেছে। তো রয়্যাল রূপে কী বলে তারা? ব্যাপারটাই এমন ছিল না যে উত্তেজনা তো হবেই। তাইতো বাপদাদা সবার থেকে এই গিফ্ট নিতে চান যে ক্রোধ তো ছাড়োই এমনকি ক্রোধের অংশ মাত্রও যেন না থাকে। কেন? তারা ক্রোধ বশে ডিস-সার্ভিস করে, কেননা ক্রোধ হয় পরস্পরের মধ্যে। একলা হয় না দুইয়ের মধ্যে হয়, তাইতো দেখা যায়। হতে পারে মন্মাতে কারও প্রতি ঘৃণা ভাবের অংশও আছে, তবে সেই আত্মার প্রতি মনেও উত্তেজনা অবশ্যই আসবে। সুতরাং বাপদাদার এই ডিস-সার্ভিসের কারণ ভালো লাগে না। অতএব, ক্রোধ-ভাবের অংশ মাত্রও যেন উৎপন্ন না হয়। যেমন ব্রহ্মচর্যের ক্ষেত্রে অ্যাটেনশন দাও, তেমনই গাওয়া হয় কাম মহাশত্রু, ক্রোধ মহাশত্রু। শুভ ভাব, প্রেম ভাব সেসব ইমার্জ হয় না। তারপরে মুড অফ করে দেবে। সেই আত্মার থেকে পাশে সরিয়ে দেবে। তার সামনে আসবে না, কথা বলবে না। তার কথাকে প্রত্যাখ্যান করবে। তাদেরকে এগিয়ে যেতে দেবে না। এসব বাইরের লোকেরাও জেনে যায়, তারপরে যদিও বলে দাও, আজ এর শরীর ঠিক নেই, এটা অন্য কিছু নয়। তাহলে কী জন্মদিনের এই গিফ্ট তোমরা দিতে পারো? যারা মনে করো চেষ্টা করবে তারা হাত তোলো! যারা উপহার দেওয়ার জন্য ভাববে, চেষ্টা করবে তারা হাত তোলো। কেউ কী আছে? উঠে দাঁড়াও। স্বচ্ছ হৃদয়ে প্রভু প্রসন্ন হন। (কিছু ভাই-বোন উঠে দাঁড়িয়েছে) ধীরে ধীরে তারা উঠছে। সত্যি বলার

জন্য অভিনন্দন। আচ্ছা যারা বলেছে চেষ্টা করবে, ঠিক আছে যদিও বা চেষ্টা করো কিন্তু চেষ্টা করার জন্য কত সময় প্রয়োজন? এক মাস চাই, ৬ মাস চাই, কত সময় চাই? তোমরা কী এটা ছেড়ে দেবে, নাকি ছেড়ে দেওয়ার কোনো লক্ষ্যই নেই? যারা মনে করো দু'তিন মাসের মধ্যে চেষ্টা করেই ছাড়বে তারা বসে যাও। আর যারা মনে করো ৬ মাস প্রয়োজন, যদি ৬ মাস পুরো পেয়ে যাও তো তবুও কম করো, এই বিষয়ে অ্যাটেনশন দেওয়া ছেড়ে না কেননা, এটা অত্যন্ত জরুরি! এই ডিসসার্ভিস দেখা যায়। মুখে হয়তো বলো না কিন্তু মুখমন্ডল বলে। সেইজন্য যারা মনোবল বজায় রাখে তাদের সবার প্রতি বাপদাদা জ্ঞান, প্রেম, সুখ, শান্তির মুক্তো বর্ষণ করছেন। আচ্ছা।

রিটার্নে বাপদাদা বিশেষ উপহার হিসেবে সবাইকে বরদান দিচ্ছেন - যখনই ভুল করে হলেও, না চাইতেও, যদি কখনো ক্রোধ এসেও যায় তবে শুধু হৃদয় থেকে - "আমার বাবা" শব্দ বোলো, তাহলে বাবার এক্সট্রা সহায়তা সাহসীদের অবশ্যই প্রাপ্ত হতে থাকবে। মিষ্টি বাবা বোলো, শুধু বাবা বোলো না, "মিষ্টি বাবা" তো সহায়তা প্রাপ্ত হবে, অবশ্যই প্রাপ্তি হবে। কারণ লক্ষ্যকে সামনে রেখেছো তো না! সুতরাং লক্ষ্য থেকে লক্ষণ আসবেই। মধুবনের যারা তারা হাত তোলো। আচ্ছা - করতেই হবে তো না! (হাঁ জী) অভিনন্দন। খুব ভালো। আজ বিশেষ মধুবনের যারা তাদেরকে টোলি দেওয়া হবে। অনেক পরিশ্রম করে। ক্রোধের জন্য দেন না, পরিশ্রমের জন্য দেন। সবাই মনে করবে হাত তুলেছি, সেইজন্য টোলি দিচ্ছেন। খুব ভালো পরিশ্রম করে। সেবার দ্বারা সবাইকে খুশি করা, এটা তো মধুবনের একজাম্পল। সেইজন্য আজ মুখ মিষ্টি করানো হবে। তোমরা সবাই এদের মুখ মিষ্টি দেখে নিজেরা মিষ্টি মুখ করে নিও, খুশি হবে, হবে তো না! এটাও ব্রাহ্মণ পরিবারের একটি কালচার। আজকাল তোমরা 'কালচার অফ পিস' এর প্রোগ্রাম বানাচ্ছো, তাই না! তো এটাও ফার্স্ট নম্বরের কালচার - "ব্রাহ্মণ কুলের সভ্যতা।" বাপদাদা দেখেছেন, এই দাদিরা যখন উপহার দেন তার মধ্যে একটা কাপড়ের থলে থাকে যাতে লেখা থাকে - "কম বলো, ধীরে বলো, মিষ্টি-মধুর বলো।" তাইতো আজ বাপদাদা এই উপহার দিচ্ছেন, কাপড়ের থলি দেন না, বরদানে এই শব্দগুলো দেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের চেহারায় আর আচরণে ব্রাহ্মণ কালচার প্রত্যক্ষ হোক। প্রোগ্রাম তো বানাবে, ভাষণও করবে কিন্তু আগে স্ব এর মধ্যে এই সভ্যতা অবশ্যক। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ যেন প্রত্যেকের সাথে সহাস্যে সম্পর্কে আসে। কারও সাথে কেমন, আর কারও সাথে কেমন নয়। কাউকে দেখে নিজের কালচার ছেড়ে না। অতীত হওয়া বিষয়গুলো ভুলে যাও। সভ্যতার নতুন সংস্কার জীবনে দেখাও। এখন দেখাতে হবে। ঠিক আছে তো না! (সবাই বলেছে - হ্যাঁ বাবা)

এটা খুব ভালো, ডবল ফরেনারদের মেজরিটি 'হ্যাঁ বাবা' বলার ক্ষেত্রে খুব ভালো। এটা ভালো - ভারতবাসীদের তো একটি মর্যাদা রয়েছেই "হ্যাঁ জী করা।" শুধু মায়াকে 'না জী' করো, শুধু অন্য সব আত্মাকে হ্যাঁ জী, হ্যাঁ জী করো। মায়াকে না-জী, না-জী করো। আচ্ছা। সবাই জন্ম দিবস উদযাপন করে নিয়েছো? উদযাপন করেছো, গিফ্ট দিয়ে দিয়েছো, গিফ্ট নিয়ে নিয়েছো।

আচ্ছা - তোমাদের সাথে সাথে আরও জায়গায় জায়গায় সভা হচ্ছে। কোথাও ছোট সভা, কোথাও বড় সভা, সবাই শুনছে, দেখছে। তাদেরও বাপদাদা এটাই বলেন যে আজকের দিনের উপহার তোমরা সবাই দিয়েছো নাকি না? সবাই বলছে, হ্যাঁ জী বাবা। এটা ভালো, দূরে বসেও যেন সামনেই শুনছে কারণ সায়েন্সের লোকেরা যে এত পরিশ্রম করে, অনেক পরিশ্রম করে, তাই না। তো সবচাইতে বেশি লাভ ব্রাহ্মণদের হওয়া উচিত, তাই না! এইজন্য যখন থেকে সঙ্গমযুগ আরম্ভ হয়েছে তখন থেকে সায়েন্সের এই সাধনও বেড়েই চলেছে। সত্যযুগে তো তোমাদেরকে দেবতা রূপেই সায়েন্স সেবা করবে কিন্তু সঙ্গমযুগেও সায়েন্সের সাধন অনেক বিশাল রূপে সহযোগী হবে। সেইজন্য সায়েন্সের নিমিত্ত হওয়া বাচ্চাদেরকেও বাপদাদা পরিশ্রমের অভিনন্দন জানান।

বাপদাদা আর যা দেখেছেন, মধুবনেও দেশ বিদেশ থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর কার্ড, পত্র আর অনেকের মাধ্যমে স্মরণ-স্নেহের মেসেজ পাঠিয়েছে। বাপদাদা তাদেরও বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন আর জন্ম দিবসের পদম-পদম-পদম-পদম-পদম গুন অভিনন্দন জানাচ্ছেন। সব বাচ্চা বাপদাদার নয়নের সামনে আসছে। তোমরা তো শুধু কার্ড দেখেছো, বাপদাদা বাচ্চাদের নয়ন দ্বারাও দেখেছেন। অনেক স্নেহভরে পাঠায় আর বাপদাদা স্নেহে তা স্বীকার করেছেন। কেউ কেউ নিজের অবস্থা সম্পর্কেও লিখেছে তো বাপদাদা বলেন - ওড়ো আর ওড়াও। উড়লে সব বিষয় নিচে থেকে যাবে আর তোমরা সদা উঁচু হতে উঁচু বাবার সাথে উঁচু থাকবে। সেকেন্ডে স্টপ আর শক্তির, গুণের স্টক ইমার্জ করো। আচ্ছা।

চতুর্দিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মাদের, সদা বাবার কম্পানিতে থেকে, বাবাকে কম্প্যানিয়ন বানানো স্নেহী আত্মাদের, সদা বাবার গুণের সাগরে সমাহিত হওয়া বাপদাদার সমান শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা সেকেন্ডে বিন্দু লাগানো মাস্টার সিন্ধু স্বরূপ

আল্লাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর অনেক অনেক অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন। প্রত্যেক বাচ্চাকে বাপদাদা সবসময় নমস্কার তো করেনই, আজও নমস্কার।

বরদান:- পবিত্রতার শক্তিশালী দৃষ্টি, বৃত্তির দ্বারা সর্বপ্রাপ্তি করিয়ে দুঃখ-হতা, সুখ-কর্তা ভব
সায়েন্সের ওষুধে অল্পকালের শক্তি রয়েছে যা কষ্ট বেদনা সমাপ্ত করে দেয় কিন্তু পবিত্রতার শক্তি অর্থাৎ
সাইলেন্সের শক্তিতে তো শুভ কামনা শুভ ভাবনার শক্তি আছে। এই পবিত্রতার দৃষ্টি এবং বৃত্তি সদা কালের
প্রাপ্তি করায়। সেইজন্য তোমাদের জড় চিত্রের সামনে ও দয়ালু দয়া করো বলে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।
তো চৈতন্যে এমন দুঃখ হতা সুখ কর্তা হয়ে দয়া করেছে, তবেই তো ভক্তিতে তোমরা পূজিত হও।

স্লোগান:- সময়ের সমীপতা অনুসারে প্রকৃত তপস্যা বা সাধনাই হলো অসীম বৈরাগ্য।

সূচনা : - আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস। সব ব্রহ্মা বংশ সাংগঠনিক রূপে সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত বিশেষভাবে
নিজের মাস্টার দাতা স্বরূপে স্থিত হয়ে, মন্সা দ্বারা সকল আত্মাকে সর্ব শক্তির দান দিন, বরদান দিন, পরিপূর্ণতার অনুভব করান।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid
2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent
1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent
1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid
2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent
1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1
Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List
Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid
1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent
3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent
4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful
Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light
Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2
Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful
Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light
Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2
Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful
Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণ আর পড়াশোনার দ্বারাই তোমরা ডবল মুকুট প্রাপ্ত করবে, তাই নিজের এইম অবজেক্টকে সামনে রেখে দৈবীগুণ ধারণ করো"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, বিশ্ব রচয়িতা বাবা তোমাদের জন্য কি (খিদমত) সেবা করেন?

*উত্তরঃ - ১) বাচ্চাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করে সুখী করে তোলা, এটাই হলো সেবা। বাবার মতো নিষ্কাম সেবা কেউই করতে পারে না। ২) অসীম জগতের পিতা সিংহাসন (তখত) ভাড়া নিয়ে তোমাদের বিশ্বের সিংহাসনের অধিকারী করেন। তিনি নিজে ময়ূর সিংহাসনে বসেন না, কিন্তু বাচ্চাদের ময়ূর সিংহাসনে বসান। বাবার তো জড় মন্দির বানানো হয়, তাতে তাঁর কি টেস্ট আসবে। আনন্দ তো বাচ্চাদের, যারা স্বর্গের রাজ্য - ভাগ্য গ্রহণ করে।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের বাবা বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। ওম্ শান্তির অর্থ তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে। বাবাও বলেন আর বাচ্চারাও বলে ওম্ শান্তি, কেননা আত্মার স্বধর্ম হলো শান্তি। তোমরা এখন জেনে গেছো যে, আমরা শান্তিধাম থেকে এখানে সবার প্রথমে সুখধামে আসি, তারপর ৮৪ জন্ম পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে করতে দুঃখধামে আসি। তোমরা এটা স্মরণ করো, তাই না। বাচ্চারা ৮৪ জন্মগ্রহণ করে, জীব আত্মা হয়। বাবা জীব আত্মা হন না। তিনি বলেন, আমি টেম্পোরারি এনার আধার গ্রহণ করি। না হলে কিভাবে পড়াবো? বাচ্চাদের প্রতি মুহূর্তে কিভাবে বলবো যে 'মন্মনাভব', নিজের রাজস্বকে স্মরণ করো। একে বলা হয় সেকেন্ডে বিশ্বের রাজস্ব। অসীম জগতের পিতা তিনি, তাই অবশ্যই অসীম জাগতিক খুশী, অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করবেন। বাবা খুব সহজ পথ বলে দেন। তিনি বলেন, এখন এই দুঃখধামকে বুদ্ধি থেকে দূর করো। যে নতুন দুনিয়া স্বর্গ স্থাপন করা হচ্ছে, তার মালিক হওয়ার জন্য আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ দূর হবে। তোমরা আবার সতাপ্রধান হয়ে যাবে, একে বলা হয় সহজ স্মরণ। বাচ্চারা যেমন লৌকিক বাবাকে কতো সহজে স্মরণ করে, বাচ্চারা, তেমনই তোমাদের অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করতে হবে। বাবাই তোমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখধামে নিয়ে যান। ওখানে দুঃখের নাম - চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। তিনি খুব সহজ কথা বলেন - নিজের শান্তিধামকে স্মরণ করো, যেটা বাবার গৃহ সেটাই তোমাদের গৃহ আর নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করো, সেটা হলো তোমাদের রাজধানী। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের কতো নিষ্কাম সেবা করেন। বাচ্চারা, তিনি তোমাদের খুশী করে তারপর বাণপ্রস্থ, পরমধামে বসে যান। তোমরাও হলে পরমধাম নিবাসী। তাকে নির্বাণধাম, বাণপ্রস্থও বলা হয়। বাবা আসেন বাচ্চাদের সেবা করতে অর্থাৎ উত্তরাধিকার প্রদান করতে। ইনি নিজেও বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করেন। শিব বাবা তো হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান, শিবের মন্দিরও আছে। তাঁর কোনো বাবা বা টিচার নেই। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান তাঁর কাছে আছে। তিনি কোথা থেকে এসেছেন? তিনি কি কোনো বেদ - শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করেছেন? তা নয়। বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখ - শান্তির সাগর। বাবার মহিমা আর দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষের মহিমাতে তফাৎ আছে। তোমরা দৈবীগুণ ধারণ করে এমন দেবতা হও। পূর্বে তোমাদের মধ্যে আসুরী গুণ ছিলো। অসুর থেকে দেবতা বানানো, এ তো বাবার কাজ। এইম অবজেক্টও তোমাদের সামনে উপস্থিত। অবশ্যই তিনি এমন শ্রেষ্ঠ কর্ম করে থাকবেন। কর্ম - অকর্ম এবং বিকর্মের গতি অথবা প্রতিটি কথা বোঝাতে এক সেকেন্ড লাগে।

বাবা বলেন, মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের পাঁচ প্লে করতেই হবে। এই অনাদি - অবিনাশী পাঁচ তোমরাই পেয়েছো। তোমরা কতো বার এই সুখ - দুঃখের খেলাতে এসেছো। কতো বার তোমরা এই বিশ্বের মালিক হয়েছো। বাবা তোমাদের কতো উচ্চ বানান। পরমাত্মা, যিনি সুপ্রীম সোল, তিনিও এতটাই ছোটো। সেই বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি আত্মাদেরও নিজের সমান তৈরী করেন। তোমরা প্রেমের সাগর, সুখের সাগর তৈরী হও। দেবতাদের মধ্যে পারস্পরিক কতো প্রেম থাকে। কখনোই তাদের ঝগড়া হয় না। তাই বাবা এসে তোমাদের নিজের সমান তৈরী করেন। আর কেউই এমন তৈরী করতে পারে না। খেলা হয় এই স্থূল বতনে। প্রথমে আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম, তারপর ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম নস্বরের ক্রমানুসারে এই নাট্যমঞ্চ বা নাটকশালাতে আসে। তোমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করো। এমন গায়নও আছে - আত্মা - পরমাত্মা পৃথক ছিল বহুকাল....। বাবা বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরাই সবার প্রথমে এই বিশ্বে পাঁচ প্লে করতে এসেছো। আমি তো অল্প সময়ের জন্য এনার মধ্যে প্রবেশ করি। এ তো পুরানো জুতো। পুরুষের এক স্ত্রীর মৃত্যু

হলে বলে যে, পুরানো জুতো চলে গেলো, তখন আবার নতুন গ্রহণ করে। ইনিও তো পুরানো তন, তাই না। ইনি ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তন করেছেন। ততস্থল, তাই আমি এসে এই রথের আধার গ্রহণ করি। আমি তো পাবন দুনিয়াতে কখনোই আসি না। তোমরা এখন পতিত, তাই তোমরা আমাকে ডাকো যে, তুমি এসে আমাদের পাবন বানাও। অবশেষে তোমাদের স্মরণ তো ফলিভূত হবে, তাই না। পুরানো দুনিয়া যখন শেষ হওয়ার সময় উপস্থিত হয়, আমি তখন আসি। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। ব্রহ্মার দ্বারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের দ্বারা। প্রথমে শিখা (টিকি) হলো ব্রাহ্মণ, তারপর ক্ষত্রিয়...তাই তোমরা ডিগবাজির খেলা খেলো। তোমাদের এখন দেহ বোধ ত্যাগ করে দেহী - অভিমাত্রী হতে হবে। তোমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করো। আমি তো কেবল একই বার এই তন লোন নিই। ভাড়াতে এই তন নিই। আমি এই বাড়ির মালিক নই। আমি তো একে ছেড়েই দেবো। ভাড়া তো দিতেই হয়, তাই না। বাবাও বলেন, আমি এই বাড়ির ভাড়া দিই। অসীম জগতের পিতা, কিছু তো ভাড়া দেবেন, তাই না। এই সিংহাসন নেন তোমাদের বোঝানোর জন্য। তিনি এমন বোঝান যে, তোমরাও বিশ্বের সিংহাসনের অধিকারী হয়ে যাও। তিনি নিজেই বলেন, আমি হই না। সিংহাসনে আসীন অর্থাৎ ময়ূর সিংহাসনে বসান। শিব বাবার স্মরণেই সোমনাথ মন্দির বানানো হয়েছে। বাবা বলেন, এতে আমার কি টেস্ট আসবে? ওখানে জড় পুতুল রেখে দেয়। বাচ্চারা, তোমাদের মজা তো স্বর্গে। আমি তো স্বর্গে আসিই না। এরপর যখন ভক্তিমার্গ শুরু হয়, তখন মানুষ এই মন্দির ইত্যাদি তৈরী করতে কতো খরচ করেছে। তারপর চোরও লুণ্ঠ করে নিয়ে গেছে। রাবণের রাজ্যে তোমাদের ধন - দৌলত ইত্যাদি সব শেষ হয়ে যায়। এখন সেই ময়ূর সিংহাসন আছে কি? বাবা বলেন, আমাদের যে মন্দির বানানো হয়েছিলো, তা মহম্মদ গজনী এসে লুণ্ঠ করে নিয়ে গেছে।

ভারতের মতো সলভেন্ট আর কোনো দেশই নেই। ভারতের মতো তীর্থ আর কোথাও হতে পারে না কিন্তু আজ তো হিন্দু ধর্মের অনেক তীর্থ হয়ে গেছে। বাস্তবে বাবা যে সকলের সঙ্গতি করেন, তীর্থ তো তাঁর হওয়া চাই। এই ড্রামাও বানানো রয়েছে। এটা বোঝার জন্য খুবই সহজ কিন্তু নস্বরের ক্রমানুসারেই বুঝতে পারে, কেননা এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। স্বর্গের মালিক হলেন এই লক্ষ্মী - নারায়ণ। ঐরা হলেন উত্তম থেকেও উত্তম পুরুষ, যাদের দেবতা বলা হয়। দৈবী গুণধারীদের দেবতা বলা হয়। এই উচ্চ দেবতা ধর্মের মানুষরা প্রবৃত্তি মার্গে ছিলেন। ওই সময় তোমাদেরই প্রবৃত্তি মার্গ থাকে। বাবা তোমাদের ডবল মুকুটধারী বানিয়েছেন। রাবণ তোমাদের দুই মুকুটই নামিয়ে দিয়েছে। এখন তো মুকুটহীন, না পবিত্রতার মুকুট, না ধনের মুকুট, দুইই রাবণ নামিয়ে দিয়েছে। বাবা আবার এসে তোমাদের দুই মুকুটই ফিরিয়ে দেন - এই স্মরণ আর ঐশ্বরীয় পড়াশুনার দ্বারা, তাই তো গেয়ে থাকে - ও গড ফাদার, আমাদের গাইড হও, লিবেরেটও (উদ্ধার) করো। তোমাদের নাম এখন পাণ্ডা রাখা হয়েছে। পাণ্ডব, কৌরব, যাদব কি করছে? মানুষ বলে যে, বাবা আমাদের দুঃখের রাজ্য থেকে মুক্ত করে সাথে করে নিয়ে যাও। বাবাই সত্যথণ্ডের স্থাপনা করেন, যাকে স্বর্গ বলা হয়। তারপর রাবণ আবার মিথ্যা খণ্ড বানায়। ওরা বলে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ। বাবা বলেন শিব ভগবান উবাচঃ। ভারতবাসীরা নাম পরিবর্তন করে নিয়েছে তাই সারা দুনিয়াই পরিবর্তন করে নিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তো দেহধারী, বিদেহী হলেন একমাত্র শিব বাবা। এখন বাবার কাছ থেকে তোমরা বাচ্চারা শক্তি অর্জন করছো। তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হও। তোমরা সম্পূর্ণ অকাশ, ধরিত্রী প্রাপ্ত করো। কারোর শক্তি নেই যে তোমাদের থেকে পৌনে কল্প পর্যন্ত ছিনিয়ে নিতে পারে। জনসংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেয়ে কোটির আন্দাজে হয়ে যায় তখন লঙ্কর নিয়ে এসে তোমাদের জয় করে। বাবা বাচ্চাদের কতো সুখ প্রদান করেন। তাঁর মহিমাই হলো দুঃখহর্তা, সুখকর্তা। এই সময় বাবা বসে তোমাদের কর্ম - অকর্ম এবং বিকর্মের গতি বোঝান। রাবণ রাজ্যে কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়। সত্যযুগে কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। এখন তোমরা এক সঙ্করকে পেয়েছো, যাকে পতিরও পতি বলা হয়, কেননা ওই পতিরও সবাই তাঁকেই স্মরণ করে। বাবা তাই বোঝান, এ কতো ওয়ান্ডারফুল ড্রামা। এতো ছোটো আত্মার মধ্যে কতো অবিনাশী পাট ভরা আছে, যা কখনোই মুছে যাবে না। একে অনাদি - অবিনাশী ড্রামা বলা হয়। গড ইজ ওয়ান। রচনা অথবা সিঁড়ি বা চক্র সব একই। না কেউ রচয়িতাকে আর না রচনাকে জানে। ঋষি - মুনিরাও বলে দেয় যে, আমরা জানি না। তোমরা এখন সঙ্গম যুগে বসে আছো, তোমাদের যুদ্ধ হলো মায়ার সঙ্গে। মায়া তোমাদের ছাড়ে না। বাচ্চারা বলে - বাবা, মায়ার থাপ্পড় লেগে গেছে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা যা উপার্জন করেছিলে, সব গায়েব করে দিয়েছে! তোমাদের ভগবান পড়ান, তাই তোমাদের খুব ভালোভাবে পড়া উচিত। এমন ঐশ্বরীয় পড়া তো তোমরা আবার পাঁচ হাজার বছর পরে পাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই দুঃখধাম থেকে বুদ্ধিযোগকে সরিয়ে নিয়ে নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে করতে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, সতোপ্রধান হতে হবে ।

২) বাবার সমান প্রেমের সাগর, শান্তি আর সুখের সাগর হতে হবে । কর্ম - অকর্ম আর বিকর্মের গতিকে জেনে সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে ।

বরদান:- সদা উৎসাহ - উদ্দীপনাতে থেকে মনে খুশীর গীত গেয়ে অবিনাশী খুশীর ভাগ্যের অধিকারী ভব তোমরা খুশীর ভাগ্যের অধিকারী বাচ্চারা অবিনাশী বিধিতে অবিনাশী সিদ্ধি প্রাপ্ত করো । তোমাদের মন থেকে সদা বাঃ - বাঃ এমন খুশীর গীত বাজতে থাকে । বাঃ বাবা ! বাঃ ভাগ্য ! বাঃ মিষ্টি পরিবার! বাঃ শ্রেষ্ঠ সঙ্গমের সুন্দর সময় ! প্রতিটি কর্ম বাঃ - বাঃ, তাই তোমরা অবিনাশী খুশীর ভাগ্যের অধিকারী । তোমাদের মনে কখনো কেন বা আমি, এমন প্রশ্ন আসতে পারে না । 'কেন' এর বদলে বাঃ - বাঃ আর 'আমি'র বদলে 'বাবা - বাবা' শব্দই আসে ।

স্লোগান:- যে সঙ্কল্প করো, তাতে অবিনাশী গভর্নমেন্টের স্ট্যাম্প লাগিয়ে দাও তাহলে অটল থাকবে ।

মাতেশ্বরী জী'র মধুর মহাবাক্য -- "জীবনের আশা পূর্ণ হওয়ার সুন্দর সময়"

আমাদের মতো সকল আত্মাদের অনেক সময় ধরে এই আশা ছিলো যে, জীবনে যেন সদা সুখ - শান্তি প্রাপ্ত করি, এখন অনেক জন্মের আশা কখনো তো পূর্ণ হবে । এখন এ হলো আমাদের অন্তিম জন্ম, ওই অন্তিম জন্মেরও অন্তিম সময় । এমন কেউই যেন মনে করে না যে, আমি তো এখনো ছোটো, ছোটো - বড় সকলেরই তো সুখ চাই, তাই না, কিন্তু কিসের ফলে দুঃখের প্রাপ্তি হয়, এ জানার পূর্বেও জ্ঞানের প্রয়োজন। তোমরা এখন এই জ্ঞান পেয়েছো যে, এই পাঁচ বিকারে ফেঁসে যাওয়ার কারণে এই যে কর্মবন্ধন তৈরী হয়েছে তা পরমাত্মার স্মরণের অগ্নিতে ভস্ম করতে হবে, এটাই হলো কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সহজ উপায় । এই সর্বশক্তিমান বাবাকে চলতে - ফিরতে প্রতি স্বাসে স্মরণ করো। এখন এই উপায় বলে দেওয়ার সহায়তা পরমাত্মা এসে করেন, কিন্তু এতে পুরুষার্থ তো প্রতিটি আত্মাকেই করতে হবে । পরমাত্মা তো বাবা, টিচার এবং সঙ্গুরু রূপে এসে আমাদের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। তাই প্রথমে সেই বাবার হয়ে যেতে হবে, তারপর সেই টিচারের কাছে পড়তে হবে, যে পড়ার দ্বারা ভবিষ্যতের জন্ম - জন্মান্তর সুখের প্রালঙ্ক তৈরী হবে অর্থাৎ জীবনমুক্তিতে পুরুষার্থ অনুসারে পদ প্রাপ্ত হয় । আর তিনি গুরু রূপে পবিত্রতা প্রদান করে মুক্তি দান করেন। তাই এই রহস্যকে বুঝে এমন পুরুষার্থ করতে হবে । এটাই হলো পুরানো খাতা সমাপ্ত করে নতুন জীবন বানানোর সময়, এই সময় যতটা পুরুষার্থ করে নিজের আত্মাকে পবিত্র করে তুলবে ততই শুদ্ধ রেকর্ডে ভরপুর হবে, তারপর সারা কল্প ধরে চলতে থাকবে। তাই সম্পূর্ণ কল্প নির্ভর করে এই সময়ের উপার্জনের উপরে। দেখো, এই সময়ই তোমরা আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান প্রাপ্ত করো, আমাকে সেই দেবতা হতে হবে আর এখন আমাদের চড়তি কলা এরপর ওখানে গিয়ে আমরা প্রালঙ্ক ভোগ করবো । ওখানে দেবতারা জানতেই পারে না যে, আমরা নেমে যাবো। এই কথা যদি জানতে পারতো যে, প্রথমে সুখ ভোগ করবো তারপর নেমে যেতে হবে, তখন এই নেমে যাওয়ার চিন্তায় সুখ ভোগ করতে পারবে না । তাই এই ঈশ্বরীয় নিয়ম রচনা করা হয়েছে যে, মানুষ সদা উত্তরণের কলার পুরুষার্থ করে অর্থাৎ সুখের জন্য উপার্জন করে কিন্তু ড্রামাতে অর্ধেক অর্ধেক পাট বানানো আছে, যে রহস্যকে একমাত্র আমরাই জানি, কিন্তু যেটা হলো সুখের সময়, পুরুষার্থ করে সেই সময়ের জন্য সুখ প্রাপ্ত করতে হবে, এটাই হলো পুরুষার্থের বিশেষত্ব। অ্যাক্টরের কাজ হলো অ্যাক্ট করার সময় খুব মনোযোগ সহকারে নিজের পাট প্লে করা, যাতে দর্শকরা বাঃ - বাঃ করে, তাই হিরো - হিরোইনের পাট দেবতারা পেয়েছে, যাঁদের স্মরণিক চিত্রের মহিমা আর পূজা করা হয় । নির্বিকারী প্রবৃত্তিতে থেকে কমল ফুল সম অবস্থা তৈরী করা, এটাই হলো দেবতাদের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বকে ভোলার কারণেই ভারতের এমন দুর্দশা হয়েছে, এখন আবার তেমন জীবন বানানোর জন্য স্বয়ং পরমাত্মা এসেছেন, এখন তাঁর হাত ধরলেই জীবন রূপী নৌকা পার হয়ে যাবে । আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা অপগুণ গুলি দূর করার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করো, যে গুণের অভাব রয়েছে, তার পোতামেল (চাট) রাখো, গুণের দান করো, তাহলে গুণবান হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - গুণবান হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম কোন্ শ্রীমৎ পেয়েছো?

*উত্তরঃ - মিষ্টি বাচ্চারা - গুণবান হতে হলে - ১) কারোর দেহকে দেখো না। নিজেকে আত্মা মনে করো। এক বাবার থেকেই শোনো, এক বাবাকেই দেখো। মনুষ্য মতকে দেখো না। ২) দেহ - অভিমানের বশে এমন কোনো কাজ যেন না হয়, যাতে বাবার আর ব্রাহ্মণ কুলের নাম বদনাম হয়। উল্টো আচার আচরণ যাদের, তারা গুণবান হতে পারে না। তাদের কুল কলঙ্কিত বলা হয়।

ওম্ শান্তি। (বাপদাদার হাতে জুঁই ফুল ছিলো) বাবা সাক্ষাৎকার করাতেন, এমন সুগন্ধী ফুল হতে হবে। বাচ্চারা জানে যে, আমরা অবশ্যই ফুল হয়েছিলাম। গোলাপ ফুল, জুঁই ফুলও হয়েছিলাম, অথবা হীরেও হয়েছিলাম। এখন আবার তা তৈরী হচ্ছে। এই হল সত্য, আগে তো ছিলো সব মিথ্যা। সব মিথ্যাই মিথ্যা, সত্যির কণা মাত্রও নেই। এখন তোমরা সত্য তৈরী হচ্ছে, তাই সত্যতার মধ্যে সব গুণও প্রয়োজন। যার মধ্যে যত গুণ আছে, ততই অন্যদের দান দিয়ে তোমরা তাদের নিজের তুল্য বানাতে পারো, তাই বাবা বাচ্চাদের বলতে থাকেন -- বাচ্চারা, নিজের গুণের পোতামেল (চাট) রাখো। আমাদের মধ্যে কোনো অপগুণ নেই তো? দৈবী গুণের মধ্যে কোনটার ঘাটতি আছে? রাতে রোজ নিজের পোতামেল লেখো। দুনিয়ার মানুষদের কথাই আলাদা। তোমরা তো এখন মানুষ নয়, তাই না। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। যদিও মানুষ তো সকলেই মানুষ কিন্তু প্রত্যেকেরই গুণে বা চলনে তফাৎ আছে। মায়ার রাজ্যেও কোনো কোনো মানুষ খুবই গুণবান হয়, তবুও তারা বাবাকে জানে না। তারা খুবই ধর্ম প্রবণ, নরম মনের মানুষ হয়। দুনিয়াতে তো মানুষের গুণের বিভিন্নতা আছে। আর যখন দেবতা হয়, তখন দৈবী গুণ তো সকলের মধ্যেই আছে। বাকি পড়ার কারণে পদ কম হয়ে যায়। এক তো পড়তে হবে আর দ্বিতীয় অপগুণ দূর করতে হবে। বাচ্চারা তো একথা জানেই যে, আমরা সম্পূর্ণ দুনিয়া থেকে পৃথক। এখানে এ যেন একই ব্রাহ্মণ কুল বসে আছে। শূদ্র কুলে আছে মনুষ্য মত। ব্রাহ্মণ কুলে আছে ঈশ্বরীয় মত। সবার প্রথমে তোমাদের বাবার পরিচয় দিতে হবে, তোমরা বলো যে অমুকে তর্ক করে। বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরা লিখে দাও, আমরা ব্রাহ্মণ বা বি.কে.রা তো ঈশ্বরীয় মতে বুঝেই যাবো - এঁনার থেকে উঁচু তো কেউই নেই। উঁচুর থেকে উঁচু হলেন ভগবান, তাই আমরা বাচ্চারাও তাঁরই মতে চলি। আমরা মনুষ্য মতে চলি না, ঈশ্বরীয় মতে চলে আমরা দেবতা হই। মনুষ্য মত আমরা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছি। এরপর তোমাদের সঙ্গে আর কেউ তর্ক করবে না। কেউ বলবে, এ কথা কোথা থেকে শুনেছো, কে শিখিয়েছে? তোমরা বলবে- আমরা ঈশ্বরীয় মতে চলি। এখানে প্রেরণার কোনো কথা নেই। অসীম জগতের (বেহদের) বাবা ঈশ্বরের কাছেই আমরা সব বুঝেছি। বলো, ভক্তিমার্গে শাস্ত্রের মতে তো আমরা অনেক সময় ধরে চলেছি। এখন আমরা ঈশ্বরীয় মত পেয়েছি। বাচ্চারা, তোমাদের বাবার মহিমাই করতে হবে। সর্বপ্রথম বুদ্ধিতে বসাতে হবে যে, আমরা ঈশ্বরীয় মতে চলছি। মনুষ্য মতে আমরা চলি না, শুনিও না। ঈশ্বর বলেছেন - কোনো খারাপ কথা শুনবে না, কোনো খারাপ জিনিস দেখবে না। আত্মাকে দেখো, শরীরকে দেখো না। এই শরীর তো পতিত। একে দেখার কি আছে? এই চোখে এই শরীর দেখো না। এই শরীর তো পতিতই পতিত। এখানকার এই শরীর তো ঠিক হবে না, আরো পুরানো হয়ে যাবে। দিনে দিনে আত্মা শুদ্ধ হতে থাকে। আত্মাই হলো অবিনাশী, তাই বাবা বলেন কোনো খারাপ জিনিস দেখো না। শরীরকেও দেখা ঠিক নয়। দেহ সহ দেহের যে যে সম্বন্ধ আছে, সে সব ভুলে যেতে হবে। আত্মাকে দেখো, এক পরমাত্মা বাবার থেকেই শোনো, এতেই যত পরিশ্রম। তোমরা অনুভব করো যে, এ অনেক বড় বিষয়। যে হুঁশিয়ার হবে, তার পদও অনেক উঁচু হবে। এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি পাওয়া যেতে পারে কিন্তু যদি সম্পূর্ণ পুরুষার্থ না করো তাহলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে।

বাচ্চারা, বাবার পরিচয় দেওয়ার জন্য তোমরা অন্ধের লাঠি হও। আত্মাকে দেখা যায় না, জানা যায়। আত্মা কতো ছোটো। এই আকাশ তেজে দেখো, মানুষ কতো জায়গা নেয়। মানুষ তো আসতে - যেতেই থাকে। আত্মা কি আসতে - যেতে থাকে? আত্মার তো কতো ছোটো জায়গা লাগে। এ হলো বিচার করার মতো কথা। আত্মাদের ঝাঁক হয়। শরীরের তুলনায় আত্মা কতো ছোটো, সে কতো অল্প জায়গা নেবে। তোমাদের তো থাকার জন্য অনেক জায়গার প্রয়োজন। এখন বাচ্চারা তোমরা বিশাল বুদ্ধির হয়েছো। বাবা নতুন দুনিয়ার জন্য তোমাদের নতুন কথা শোনান, আর তোমাদের তৈরী

করেনও যিনি তিনিও নতুন । মানুষ তো সকলের কাছেই দয়া ভিক্ষা করতে থাকে । নিজের মধ্যে শক্তিই নেই যে নিজেকে দয়া করবে । তোমরা শক্তি পাও । তোমরা বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছ। আর কাউকেই দয়ালু বলা যাবে না । মানুষকে কখনোই দেবতা বলা যাবে না । দয়ালু হলেন একা বাবাই, যিনি মানুষকে দেবতা বানান, তাই বলা হয়, পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা অপরমপার, এর কোনো পারাবার নেই । এখন তোমরা জানো যে, তার দয়ার কোনো সীমা নেই । বাবা যে নতুন দুনিয়া বানান, সেখানে সবকিছুই নতুন থাকে । মানুষ, পশু, পাখী সবই সতোপ্রধান হয় । বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা উষ্ণ হলে তোমাদের ফার্নিচারও তেমনই হবে, এমন কথিত আছে । বাবাকেও বলা হয় উঁচুর থেকেও উঁচু, যাঁর থেকে বিশ্বের বাদশাহী পাওয়া যায় । বাবা পরিষ্কার ভাবে বলে দেন যে, আমি হাতে করে স্বর্গ নিয়ে আসি । ওরা তো হাত থেকে কেশর ইত্যাদি বের করে, এখানে তো হল পড়ার কথা । এ হলো প্রকৃত পড়া । তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা এখানে পড়ছি । তোমরা পাঠশালাতে এসেছো, তোমরা এমন পাঠশালা অনেক খোলো, তাহলে তোমাদের কার্যকলাপ দেখা যাবে । কেউ আবার উল্টো আচরণ করে নাম বদনাম করে দেয় । দেহ বোধে যারা আচ্ছন্ন তাদের কার্যকলাপ আলাদা হবে । তোমরা দেখবে যে, এমন কার্যকলাপ থাকলে তখন সবার উপরেই কলঙ্ক লেগে যায় । বুঝতে পারো যে এর আচরণে কোনো তফাৎ হয় নি, তাহলে তো বাবার নিন্দা করানো হলো, তাই না । অবশ্য সময় লাগে । সম্পূর্ণ দোষ তার উপর এসে যায় । ব্যবহার খুব সুন্দর হওয়া চাই । তোমাদের স্বভাব পরিবর্তন হতে কতো সময় লাগে । তোমরা বুঝতে পারো যে, কারও কারও ব্যবহার খুবই ভালো, এক নম্বর । এ চোখে দেখাও যাবে । বাবা এক - একজন বাচ্চাকে বসে দেখেন যে, এর মধ্যে কি দুর্বলতা আছে যা দূর করা উচিত । এক - একজনকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন । সকলের মধ্যেই তো ঘাটতি আছে । তাই বাবা সবাইকে দেখতে থাকেন । তিনি রেজাল্ট দেখতে থাকেন । বাবার তো বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা আছে, তাই না । তিনি জানেন যে, এর মধ্যে এই ঘাটতি আছে, সেই কারণে এ এতো উষ্ণ পদ পেতে পারবে না । যদি দুর্বলতা দূর না হয় তাহলে খুব মুশকিল । দেখেই তা বোঝা যায় । এ তো জানেই যে, এখনো সময় বাকি আছে । এক - একজনকে যাচাই করেন, বাবার নজর এক একটি গুণের উপরে পড়বে । তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের মধ্যে কোনো অপগুণ নেই তো? বাবার সামনে তো সত্যি কথা বলে দেয় । কারও আবার দেহ অভিমান থাকে, তখন তারা বলে না । বাবা তো বলতেই থাকেন - নিজে থেকে যে করে, সে দেবতা । বললে যে করে, সে মানুষ আর যে বললেও করে না.... । বাবা বলতে থাকেন - তোমাদের এই জন্মের যে দুর্বলতা আছে তা বাবার সামনে নিজেই বলো । বাবা তো সবাইকেই বলে দেন, দুর্বলতা তো সার্জনকে বলে দেওয়া উচিত । শরীরের রোগ নয়, ভিতরের রোগ বলতে হবে । তোমাদের ভিতরে কি কি আসুরী চিন্তন রয়েছে? তো এর উপরে বাবা তোমাদের বোঝাবেন । যতক্ষণ না অপগুণ দূর হয়, তোমরা এই পরিস্থিতিতে এতো উঁচু পদ পেতে পারবে না, অপগুণ খুবই নিন্দার কারণ । মানুষের ভ্রম উৎপন্ন হয় - ভগবান আমাদের পড়ান ! ভগবান তো নাম - রূপ থেকে পৃথক, তিনি সর্বব্যাপী, তিনি কিভাবে আমাদের পড়াবেন, এর আচার আচরণ কেমন । বাবা তো এ কথা জানেন যে, তোমাদের গুণ কেমন এক নম্বর হওয়া উচিত । অপগুণ যদি লুকিয়ে রাখে তাহলে কারও এতটা তির বিদ্ধ হবে না, তাই যতটা সম্ভব, নিজের মধ্যে যা অপগুণ আছে, তা দূর করো । তোমরা নোট করো, আমাদের মধ্যে এই - এই কমতি আছে, তখন অন্তরে বিঁধতে থাকবে । কমতি হয়ে গেলে মনে বিঁধতে থাকে । ব্যবসায়ীরা নিজেদের খাতা রোজ চেক করে - আজ কতো লাভ হলো, তারা রোজের খাতা দেখতে থাকে । এই বাবাও বলেন, রোজ নিজের চালচলন দেখো । না হলে নিজের ক্ষতি করে দেবে । বাবার সম্মান হানি করবে ।

গুরুর নিন্দা যারা করায় তারা টিকতে পারে না । দেহ - অভিমানীরা টিকতে পারবে না । দেহী - অভিমানী খুব ভালোভাবে থাকতে পারবে । দেহী - অভিমানী হওয়ার জন্যই সবাই পুরুষার্থ করে । দিনে - দিনে শুধরে যেতেও থাকে । দেহ - অভিমানে থেকে যে কর্তব্য - কর্ম হয়, তা কাটতে হবে । দেহ - ভাবে থাকলে অবশ্যই পাপ হয়ে যায়, তাই দেহী - অভিমানী হতে থাকো । এ তো তোমরা বুঝতেই পারো যে, জন্মেই কেউ রাজা হয় না । দেহী - অভিমানী হতে সময় তো লাগে, তাই না । এও তোমরা বুঝতে পারো, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে । বাবার কাছে বাচ্চারা আসে । কেউ ৬ মাস বাদে আসে, কেউ আবার ৮ মাস বাদেও আসে, তো বাবা দেখেন যে, এতটা সময়ে এদের কতটা উন্নতি হয়েছে? এতদিনে কি শুধরে গেছে নাকি এখনো কিছু বাকি আছে? কেউ কেউ আবার চলতে চলতে পড়া ছেড়েও দেয় । বাবা বলেন, এ কি হলো? ভগবান তোমাদের পড়ান ভগবান - ভগবতী হওয়ার জন্য, এমন পড়া তোমরা ছেড়ে দাও ! আরো! এই পৃথিবীর গড ফাদার তোমাদের পড়ান, এতে তোমরা অনুপস্থিত থাকবে ! মায়া কতটা প্রবল । এক নম্বর পড়া থেকে তোমাদের মুখ ঘুরিয়ে দেয় । এমন অনেকেই আছে যারা এই পড়ায় চলতে চলতে পরে পদাঘাত করে দেয় । এ তো তোমরা বুঝতেই পারো, এখন আমাদের মুখ স্বর্গের দিকে আর পা নরকের দিকে । তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ । এ হলো পুরানো রাবণের দুনিয়া । আমরা শান্তিধাম হয়ে সুখধামের দিকে যাবো, একথা বাচ্চাদের মনে রাখতে হবে । সময় খুবই কম, কালই দেহত্যাগ হতে পারে । বাবাকে স্মরণে না থাকলে অন্তিম সময়ে... বাবা তো খুবই বোঝান । এ সবই গুপ্ত কথা । এই জ্ঞানও

গুপ্ত । তোমরা এও জানো যে, পূর্ব কল্পে যে যতটা পুরুষার্থ করেছিলো, তাই করছে । ড্রামা অনুসারে বাবাও পূর্ব কল্পের মতো বোঝাতে থাকেন, এতে তফাৎ হতে পারে না । তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে । শাস্তি পাওয়া উচিত নয় । বাবার সামনে বসে শাস্তি পেলে, বাবা কি বলবেন ! তোমরা সাক্ষাৎকারও করেছে, ওইসময় ক্ষমা হয় না । ঐর দ্বারা যখন বাবা পড়ান তখন এনারও সাক্ষাৎকার হবে । এনার দ্বারা ওখানেও বোঝাবেন - তোমরা এই - এই করেছে, তখন অনেক কান্নাকাটি করবে, চিৎকার করবে, আফশোসও করবে । সাক্ষাৎকার ছাড়া সাজা দেওয়া সম্ভব নয় । তখন বলবেন - তোমাদের এতো পড়াতাম, তবুও এমন এমন কাজ করেছে । তোমরাও বুঝতে পারবে, রাবণের মতে চলে আমরা কতো পাপ করেছি । আমরা পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে গেছি । বাবাকে সর্বব্যাপী বলে এসেছি । এ তো এক নম্বর অপমান । এর হিসেব - নিকেশও অনেক । বাবা অভিযোগ করেন যে, তোমরা কিভাবে নিজেদের চড় মেরেছো । ভারতবাসীরাই কতটা নেমে গেছে । বাবা এসে সব বুঝিয়ে বলেন । এখন তোমরা কতো বুঝতে পেরেছো । তাও ড্রামা অনুসারে নম্বর অনুসারেই সবাই বুঝতে পারে । আগেও এই সময় এই ক্লাসের এমনই ফল ছিলো । বাবা তো সঠিকই বলবেন, তাই না । বাচ্চারা, তোমরা উল্লসিত করতে থাকো । মায়া এমনই যে, দেহী - অভিমানী থাকতেই দেয় না । এটাই হলো সবথেকে বড় বিষয় । তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেহ - অভিমান বা দেহবোধে থাকলে অবশ্যই পাপ হয়ে যায়, দেহ - অভিমানী ব্যক্তি টিকতেই পারে না, তাই দেহী - অভিমানী হওয়ার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে । কোনো কর্মই যেন বাবাকে নিন্দা করানোর মতো না হয় ।

২) ভিতরের রোগ বাবাকে সত্য করে বলতে হবে, অপগুণ লুকাবে না । নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, আমার মধ্যে কোন্ - কোন্ অপগুণ আছে? ঈশ্বরীয় পঠন - পাঠনের দ্বারা নিজেকে গুণবান করতে হবে ।

বরদানঃ:- পার্থিব জগতের রয়্যাল ইচ্ছাগুলি থেকে মুক্ত হয়ে সেবা করতে থাকা নিঃস্বার্থ সেবাধারী ভব যেরকম ব্রহ্মা বাবা কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত, পৃথক থাকার প্রমাণ দিয়েছেন। সেবার প্রতি ভালোবাসা ছাড়া আর অন্য কোনও বন্ধন ছিলো না। সেবাতে যে পার্থিব জগতের রয়্যাল ইচ্ছা উৎপন্ন হয় সেটাও হিসেব-নিকেশের বন্ধনে আবদ্ধ করে, সত্যিকারের সেবাধারী এই হিসেব-নিকেশ থেকেও মুক্ত থাকে। যেরকম দেহের বন্ধন, দেহের সম্বন্ধের বন্ধন থাকে, এইরকমই সেবাতে স্বার্থ - এটাও হল একপ্রকার বন্ধন। এই বন্ধনের দ্বারা বা রয়্যাল হিসাব-নিকাশের থেকেও মুক্ত নিঃস্বার্থ সেবাধারী হও।

স্নোগানঃ:- প্রতিগুণা গুলিকে ফাইলে রেখো না, ফাইনাল করে দেখাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বাপেক্ষা মূল সেবা হলো বাবার স্মরণে থাকা আর অন্যদেরও স্মরণ করানো, তোমরা যেকোনো ব্যক্তিকেই বাবার পরিচয় দিয়ে তাদের কল্যাণ সাধন করতে পারো"

- *প্রশ্নঃ - একটি এমন কোন্ ছোট অভ্যাসও অনেক বড় অবজ্ঞা করিয়ে দেয়? তার থেকে বাঁচার যুক্তি বা উপায় কি?
- *উত্তরঃ - যদি কারোর মধ্যে কিছু লুকানোর বা চুরি করার অভ্যাস থাকে তাহলেও অনেক বড় অবজ্ঞা হয়ে যায়। কথায় আছে -- খড়কুটো (তুচ্ছবস্তু) চুরি করে যে আর লক্ষ টাকা চুরি করে যে, দুই-ই চোর। লোভের বশীভূত হয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কাউকে জিজ্ঞাসা না করে লুকিয়ে থেয়ে নেওয়া, চুরি করে নেওয়া - এ'সব হলো খুবই খারাপ অভ্যাস। এই অভ্যাস থেকে বাঁচার জন্য ব্রহ্মাবাবার মতো ট্রাস্টী হয়ে যাও। এমন ধরনের যা কিছু অভ্যাস আছে, তা সত্য-সত্য ভাবে বলে দাও।

ওম্ শান্তি । আমাদের পিতা বসে তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের বোঝান। বাচ্চারা জানে যে, আমরা অসীম জগতের পিতার সম্মুখে বসে রয়েছি। আমরা ঈশ্বরীয় পরিবারের। ঈশ্বর নিরাকার। এও জানে, তোমরা আত্ম-অভিমানী হয়ে বসেছো। এখন এরমধ্যে তো কোনো বিজ্ঞানের অহংকার বা হঠযোগ ইত্যাদি করার কথা নেই। এ হলো বুদ্ধির কাজ। এই শরীরের কোনো কাজ নেই। হঠযোগে শরীরের কার্য রয়েছে। এখানে (আমরা নিজেকে) বাচ্চা মনে করে বাবার সম্মুখে বসে রয়েছি। আমরা জানি যে, বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। এক তো তিনি বলেন যে, মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো, তবেই তোমাদের পাপ-স্ফলন হবে। আর চক্রকে ঘোরাও, অন্যদেরও সেবার মাধ্যমে নিজের সমান তৈরী করো। বাবা এক-একজনকে বসে দেখেন। এরা সকলকে বাবার পরিচয় কি দেয়? এটাই হলো মূল বিষয়। এক একজন বাচ্চাকে কি বাবার পরিচয় দেওয়া হয়, অন্যদের বোঝায় যে, বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ-স্ফলন হবে। এমন সার্ভিসে কতখানি সময় থাকা হয়? নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করে যে, সর্বাপেক্ষা অধিক সেবা কে করে? কেন আমি এদের থেকেও বেশী সেবা করবো না। এদের থেকেও অধিকমাত্রায় স্মরণের যাত্রায় দৌড় লাগাতে পারি কি পারি না? প্রত্যেককে বাবা দেখেন। বাবা প্রত্যেকের কাছ থেকে খবর নেন - কি কি সেবা করা হয়? কাউকে বাবার পরিচয় দিয়ে তাদের কল্যাণ করো কি? সময় নষ্ট হয়ে যায় না তো? মূল বিষয়ই হলো এই - এইসময় সবাই হলো অরফ্যান (অনাথ) । অসীম জগতের পিতাকে কেউ জানেই না। বাবার থেকে উত্তরাধিকার তো অবশ্যই পাওয়া যায়। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে মুক্তি-জীবনমুক্তিধাম দুই-ই রয়েছে। বাচ্চাদের এও বোঝাতে হবে যে আমরা এখন পড়ছি। পুনরায় স্বর্গ-তে এসে জীবনমুক্তির রাজ্য-ভাগ্য নেব। এছাড়া যেসকল প্রচুর সংখ্যক অন্যান্য ধর্মাবলম্বী আত্মারা রয়েছে, তারা কেউ-ই তো থাকবে না। ভারতে শুধুমাত্র আমরাই থাকবো। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে শেখান - বুদ্ধিতে কি কি থাকা উচিত ! এখানে তোমরা সঙ্গমযুগে বসে রয়েছো তাই ভোজনও অবশ্যই শুদ্ধ পবিত্র হওয়া উচিত । তোমরা জানো যে, ভবিষ্যতে আমরা সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়ে যাই। এই মহিমা শরীরধারী আত্মাদের, শুধু আত্মার মহিমা-কীর্তন তো হয় না। প্রত্যেক আত্মার নিজের নিজের পার্ট রয়েছে, যা এখানে এসে (তারা) পালন করে। তোমাদের বুদ্ধিতে এইম-অবজেক্ট রয়েছে, আমাদের ঐনাদের মতন হতে হবে। বাবার আশ্রয় হলো - বাচ্চারা, পবিত্র হও। জিজ্ঞাসা করে যে, কিভাবে পবিত্র থাকবো? কারণ মায়ার তুফান তো অনেক আসে। বুদ্ধি কোথায়-কোথায় চলে যায়। সেগুলোকে কিভাবে ছাড়বো? বাচ্চাদের বুদ্ধি তো চলে, তাই না। আর কারও বুদ্ধি এমন চলে না। বাবা, শিক্ষক, গুরু-ও তোমরা পেয়েছো। তোমরা এও জানো - উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন ভগবান। তিনিই বাবা, শিক্ষক, জ্ঞানের সাগর। বাবা এসেছেন আত্মাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। সত্যযুগে অতি অল্পসংখ্যক দেবী-দেবতা থাকে। এইসব কথা তোমরা ছাড়া আর কারোর বুদ্ধিতে থাকবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে বিনাশের পর আমরাই অতি অল্পসংখ্যক থাকব। আর এতসব ধর্ম, খন্ড ইত্যাদি থাকবে না। আমরাই বিশ্বের মালিক হব। এক রাজ্য আমাদেরই হবে। অত্যন্ত সুখের রাজ্য হবে, এছাড়াও তাতে ভ্যারাইটি পদাধিকারীরা থাকবে। আমাদের পদ কি হবে? আমরা কতটা আধ্যাত্মিক সেবা করি? বাবাও জিজ্ঞাসা করেন। এমন নয় যে, বাবা অন্তর্যামী। প্রত্যেক বাচ্চাই স্বয়ং বুঝতে পারে - আমরা কি করছি? অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, শ্রীমৎ অনুসারে প্রথম স্থানাধিকারের মতন সেবা তো এই দাদা-ই করছেন। প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে বাবা বোঝান - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করো, দেহ-অভিমান পরিত্যাগ করো। কতটা সময় (নিজেকে) আত্মা মনে করো? এটাই পাকা করতে হবে যে - আমরা আত্মা। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। (স্মরণ) এর দ্বারাই (তোমাদের) তরী পার হয়ে যাবে। স্মরণ করতে-করতেই পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় চলে যাবে। এছাড়া

এখন সময় অতি অল্প। পুনরায় আমরা নিজেদের সুখধামে চলে যাবো। মুখ্য আধ্যাত্মিক সেবা হলো -- সকলকে বাবার পরিচয় দেওয়া, এটাই হলো সর্বাপেক্ষা সহজ বিষয়। স্থূল সেবা করার সময়, খাবার প্রস্তুত করার সময়, খাবার খেতেও পরিশ্রম করতে হয়। (স্মরণ) এতে তো পরিশ্রমের কোন কথা নেই। শুধু নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মা অবিনাশী, শরীর বিনাশী। আত্মাই সমস্ত ভূমিকা পালন করে। এই শিক্ষা বাবা একবার-ই এসে দেন যখন বিনাশের সময় হয়। নতুন দুনিয়া হলো দেবী-দেবতাদের। ওখানে অবশ্যই যেতে হবে। বাকি সমগ্র দুনিয়াকে যেতে হবে শান্তিধামে, এই পুরনো দুনিয়া থাকবে না। তোমরা যখন নতুন দুনিয়ায় থাকবে তখন পুরনো দুনিয়া স্মরণে কি থাকবে? কিছুই (স্মরণে) থাকবে না। তোমরা স্বর্গেই থাকবে, রাজত্ব করবে। একথা বুদ্ধিতে থাকলে আনন্দ হয়। স্বর্গের তো অনেক নাম দেওয়া হয়েছে। নরকেরও অনেক নাম দিয়ে রেখেছে - পাপাত্মাদের দুনিয়া, হেল, দুঃখধাম। বাচ্চারা, এখন তোমরা জেনেছ যে, অসীম জগতের পিতা একজনই। আমরা হলাম ওঁনার হারানিধি (অনেককালের হারিয়ে যাওয়া) বাচ্চা, তাই এমন বাবার সঙ্গে প্রেমও অত্যধিক হওয়া উচিত। বাবারও বাচ্চাদের প্রতি অনেক ভালবাসা রয়েছে, তাই অনেক সেবা করেন, কাঁটার থেকে ফুল বানান। মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে, তাই না। বাবা স্বয়ং হন না, আমাদের তৈরী করতে এসেছেন। তাই ভিতরে অত্যন্ত খুশী থাকা উচিত। স্বর্গে আমরা কিরকম পদ পাবো? আমরা কিরকম সেবা করি? ঘরে কাজের লোক থাকলে, তাদেরও (বাবার) পরিচয় দেওয়া উচিত। যারা স্বয়ং তোমাদের সংযোগে আসে, তাদেরকেও শিক্ষা প্রদান করা উচিত। সকলের সেবা করতে হবে, তাই না! অবলাদের, দরিদ্রদের, ভীল অর্থাৎ (আদিবাসীদের)। দরিদ্র তো অনেক রয়েছে, তারা শুধরে যাবে, কোনো পাপ ইত্যাদি করবে না। তা নাহলে পাপ কর্ম করতেই থাকবে। তোমরা দেখতে পাচ্ছে যে মিথ্যা, চুরিও কত হয়। ভৃত্যরা চুরি করে নেয়। তা নাহলে ঘরে বাচ্চারা রয়েছে, তবুও তালা কেন লাগায়। কিন্তু আজকালকার বাচ্চারাও চোর হয়ে যায়। কিছু না কিছু গোপনে তুলে নেয়। কারোর ক্ষিদে পেলে লোভের কারণে খেয়ে নেয়। লোভীরা অবশ্যই কিছু চুরি করে থাকে। এ হলো শিববাবার ভান্ডারা, এখানে তো এক পয়সা চুরি করাও উচিত নয়। ব্রহ্মা তো ট্রাস্টী। অসীম জগতের ভগবান তোমাদের কাছে এসেছেন। ভগবানের ঘরে কখনো কি কেউ চুরি করে? স্বপ্নেও করে না। তোমরা জানো যে, সর্বাপেক্ষা উচ্চ হলেন শিব ভগবান। আমরা ওঁনার সন্তান। তাহলে আমাদেরও তো দৈবী-কর্মই করা উচিত।

যারা চুরি করে, তোমরা জেলে গিয়ে তাদেরও জ্ঞান প্রদান করো। এখানে কি চুরি করবে? কখনো আম তুলে নিলো, কোনো জিনিস তুলে নিয়ে থাকে - এও তো চুরি, তাই না। কোনো জিনিস জিজ্ঞাসা না করে ওঠানো উচিত নয়, হাতও লাগানো উচিত নয়। শিববাবা আমাদের পিতা, তিনি শোনেন, দেখেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, বাচ্চাদের মধ্যে কোনো অবগুণ নেই তো? যদি কোনো অবগুণ থেকে থাকে তবে তা (বাবাকে) শুনিয়ে দাও। দান করে দাও। দান করে দিয়ে যদি কেউ তা অবজ্ঞা (অমান্য) করে তখন অনেক সাজা খেতে হবে। চুরি করা অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। মনে করো, কেউ সাইকেল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। কেউ দোকানে গিয়ে বিস্কুটের কৌটো লুকিয়ে ফেলে বা কোনো ছোট-ছোট জিনিস লুকিয়ে ফেলে। দোকানদার অনেক সামলে রাখে। এও তো অনেক বড় গভর্নমেন্ট, পান্ডব গভর্নমেন্ট নিজেদের দৈবী রাজ্য স্থাপন করছে। বাবা বলেন, আমি তো রাজত্ব করি না। তোমরা পান্ডবরাই রাজত্ব করো। লোকেরা তো কৃষ্ণকে পান্ডবপতি বলে থাকে। তাহলে পান্ডবপিতা কে? তোমরা জানো - (তিনি) সামনে বসে রয়েছেন। প্রত্যেকেই ভিতরে-ভিতরে বুঝতে পারে - আমরা বাবার কেমন সেবা করছি। বাবা আমাদের বিশ্বের রাজত্ব দিয়ে স্বয়ং বাণপ্রস্থে চলে যান। কত নিষ্কাম সেবা করেন। সকলেই সুখী আর শান্ত হয়ে যায়। ওরা তো শুধু বলে যে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। শান্তির জন্য পুরস্কার দিয়ে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, আমরা তো অনেক বড় পুরস্কার প্রাপ্ত করি। যারা ভালো সার্ভিস করে, তারা বড় পুরস্কার পায়। সর্বাপেক্ষা উচ্চ সেবা হলো - বাবার পরিচয় দেওয়া, এ তো যে কেউ করতে পারে। বাচ্চাদের এমন (দেবতা) হতে হবে, তাহলে, সেবাও তো করতে হবে, তাই না। এঁনাকে দেখো, ইনিও গৃহস্থীও (লৌকিক পরিবারে) ছিলেন, তাই না। এঁনার দ্বারা বাবা করিয়েছেন। এঁনার মধ্যে প্রবেশ করে এঁনাকেও বলেছেন আর তোমাদেরকেও বলছেন যে, এটা করো। আমাদের কিভাবে বলবে? আমার মধ্যে প্রবেশ করে (আমাকে দিয়ে) করিয়ে নেন। তিনি করন-করাবনহার (সর্বময় কর্মকর্তা), তাই না। বসে বসে বলেন, একে ছাড়া, এ তো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, চলা বৈকুণ্ঠে। এখন বৈকুণ্ঠের মালিক হতে হবে। ব্যস্, বৈরাগ্য চলে এসেছে। সবাই মনে করতো - এঁনার কি হয়েছে। এত ভালো প্রতিষ্ঠিত লাভবান ব্যবসায়ী, ইনি কি করছেন! জানা ছিল কি, না জানা ছিল না যে ইনি গিয়ে কি করবেন। ছেড়ে দেওয়া বড় কথা কি, না বড় কথা নয়। ব্যস্, সবকিছু পরিত্যাগ করে দিয়েছেন। আর সবাইকেও ত্যাগ করিয়েছেন। এমনকি নিজের কন্যাকেও ত্যাগ করিয়েছেন। এখন এই আধ্যাত্মিক সেবা করতে হবে, সবাইকে পবিত্র বানাতে হবে। সকলেই বলতো - আমরা জ্ঞান অমৃত পান করতে যাই। নাম মাতার নেওয়া হতো। 'ওঁম্ রাধের' কাছে জ্ঞান অমৃত পান করতে যাই। কে এই যুক্তি রচনা করেছিলেন? শিববাবা এঁনার মধ্যে প্রবেশ করে কত ভালো ভালো যুক্তি রচনা করেছিলেন। যে কেউ-ই আসবে, জ্ঞান অমৃত পান

করবে। এমন গায়নও রয়েছে যে, অমৃত ছেড়ে বিষ কেন খাবো। বিষ ছেড়ে জ্ঞান অমৃত পান করে পবিত্র দেবতা হতে হবে। শুরুতে এমন কথাই বলা হতো। কেউ যদি আসতো তাহলে তাদের বলা হতো, পবিত্র হও। অমৃত পান করতে হলে তো বিষকে ছাড়তে হবে। পবিত্র বৈকুণ্ঠের মালিক হতে হলে তো একজনকেই স্মরণ করতে হবে। তখন অবশ্যই ঝগড়া হবে, তাই না। শুরু থেকে সেই বিবাদ এখনও পর্যন্ত চলে আসছে। অবলাদের উপরে কত অত্যাচার হয়। যত তোমরা অধিকমাত্রায় পরিপক্ব হতে থাকবে তখন বুঝতে পারবে যে, পবিত্রতা তো ভালো। এরজন্যই আহ্বান করা হয় - বাবা, এসে আমাদের পবিত্র বানাও। আগে তোমাদেরও ক্যারেক্টার কেমন ছিল? এখন কি হচ্ছে? পূর্বে তো দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে বলতে যে, আমরা পাপী। এখন তো এমন বলবে না, কারণ তোমরা জানো, আমরা এমন তৈরী হচ্ছে।

বাম্বাদের, নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত -- আমরা কতখানি সেবা করি? যেমন ভান্ডারী যে, সে তোমাদের কতো সেবা করে! সে কতো পুণ্য অর্জন করে। অনেকের সেবা করে, তাই সে সকলের আশীর্ব্বাদ লাভ করে। অনেক মহিমা লেখা হয়। ভান্ডারী তো কামাল করে থাকে, সে সকলের জন্য ভোজনের ব্যবস্থা করে। এ হলো স্থূল সেবা। সূক্ষ্মও করা উচিত। বাম্বারা বলে - বাবা, এই ৫ ভূত অত্যন্ত কড়া, যা স্মরণে থাকতে দেয় না। বাবা বলেন, শিববাবাকে স্মরণ করে খাবার প্রস্তুত করো। একমাত্র শিববাবা ব্যতীত আর কেউ নেই। তিনিই সহায়তা করেন। গায়নও রয়েছে, তাই না, শরণ নিয়েছি আমি তোমার....। সত্যযুগে কি এমন করে বলবে, না বলবে না। এখন তোমরা শরণাপন্ন হয়েছেো। কাউকে যখন ভূতে ধরে, তখন সে অনেক কষ্ট পায়। সেই অশুদ্ধ আত্মা তখন আসে। তোমাদের তো কতগুলো ভূতে (বিকার) ধরেছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ....এইসমস্ত ভূতেরা তোমাদের নিপীড়ন (দুঃখ) করে। সেই অশুদ্ধ সোল তো অনেক লোকজনকে বিরক্ত করে। তোমরা জানো - এই ৫ ভূত তো ২৫০০ বছর ধরে চলে আসছে। তোমরা কতো বিরক্ত হয়ে গেছো। এই ৫ ভূতেরা তোমাদের কাঙ্গাল বানিয়ে দিয়েছে। দেহ-অভিমানের ভূত হলো প্রথম স্থানে। কামবিকারের ভূতও হলো অনেক বড়। এরা তোমাদের কতো বিরক্ত করেছে, এও বাবা-ই বলেছেন। প্রতি কল্পে এইসব ভূত তোমাদের ধরে। যথা রাজা-রানী তথা প্রজা, সকলকেই ভূতে ধরেছে। তাই একে ভূতদের দুনিয়া বলবে। রাবণ-রাজ্য মানে আসুরী রাজ্য। সত্যযুগ-ত্রৈতায় ভূত থাকে না। একটা ভূতও অনেক বিরক্ত করে। এই (বিকার-রূপী) ভূতকে কেউ-ই জানে না। ৫ বিকার-রূপী রাবণের ভূত রয়েছে, যার থেকে বাবা এসে মুক্ত করেন। তোমাদের মধ্যেও সেন্সীবেল কেউ কেউ রয়েছে, যাদের বুদ্ধিতে বসে যায়। এই জন্মে তো এমন কোনো কর্ম করবো না। চুরি করলে, দেহ-অভিমান এলে তখন রেজাল্ট কেমন হবে? পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে। কিছু না কিছু তুলে নেয় (চুরি করে)। তাই কথায় বলে -- খড়কুটো চুরি করে যে আর লক্ষ টাকা চুরি যে, দুজনেই চোর। যন্ত্রণে এমন কর্ম তো কখনই করা উচিত নয়। অভ্যাস হয়ে গেলে তখন পুনরায় কখনো তা ছাড়তে চায় না। কত মাথা কুটতে থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাম্বাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) স্থূল-রূপের সেবার সাথে - সাথে সূক্ষ্ম এবং মূল সেবাও করতে হবে। সকলকে বাবার পরিচয় দেওয়া, আত্মাদের কল্যাণ করা, স্মরণের যাত্রায় থাকা - এইসব হলো সত্যিকারের সেবা। এই সেবাতেই ব্যস্ত থাকতে হবে, নিজের সময় নষ্ট করবে না।

২) সচেতন হয়ে ৫ বিকার-রূপী ভূতের উপর বিজয়লাভ করতে হবে। চুরি করা বা মিথ্যা বলার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। দানে অর্পণ করে দেওয়া কোনো বস্তুকে পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়।

বরদান:- শারীরিক অসুস্থতার চিন্তন থেকে মুক্ত, জ্ঞান চিন্তন বা স্বচিন্তন করা শুভচিন্তক ভব
এক হলো শরীর অসুস্থ হওয়া, আর এক হলো সেই অসুস্থতার কারণে শ্রেষ্ঠ স্থিতির পতন ঘটা। শরীর অসুস্থ হবে এটা ভবিষ্যৎ, কিন্তু শ্রেষ্ঠ স্থিতির পতন - এটা হলো বন্ধনযুক্ত থাকার লক্ষণ। যারা শারীরিক অসুস্থতার চিন্তনের থেকে মুক্ত হয়ে স্বচিন্তন, জ্ঞান চিন্তন করে তারাই হলো শুভ চিন্তক। প্রকৃতির চিন্তন বেশী করার ফলে তখন চিন্তার রূপ হয়ে যায়। সেই বন্ধনের থেকে মুক্ত হওয়াকেই কর্মাতীত স্থিতি বলা হয়ে থাকে।

স্নোগান:- স্নেহের শক্তি সমস্যা রূপী পাহাড়কে জলের মতো হালকা বানিয়ে দেয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন আর এক মুঠো চানা অর্থাৎ বিনাশী বস্তুর পিছনে নিজের সময় নষ্ট কোরো না, এখন বাবার সহযোগী হয়ে বাবার সুনাম বৃদ্ধি করো"

*প্রশ্নঃ - এই জ্ঞান মার্গে তোমরা এগিয়ে যাচ্ছে, তার প্রমাণ কি?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চাদের শান্তিধাম আর সুখধাম সর্বদা স্মরণে থাকে। স্মরণের সময় বুদ্ধি কখনও এদিক ওদিক যায় না, বুদ্ধিতে ব্যর্থ চিন্তন চলে না, বুদ্ধি একাগ্র থাকে, তারা ঝিমায় না, খুশীর পারদ সর্বদা তুঙ্গে থাকে, তো এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তারা এগিয়ে চলেছে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই সময়ে এইখানে বসে আছে। এমন মনে হবে যেন শিবালয়ে বসে আছে। শিববাবাও স্মরণে আছেন। স্বর্গও স্মরণে আছে। স্মরণের দ্বারা-ই সুখ প্রাপ্ত হয়। এই কথাও যদি স্মরণে থাকে, আমরা শিবালয়ে বসে আছি তাতেও খুশি অনুভব হবে। শিবালয়ে যেতে তো হবে সবাইকে শেষ সময়ে। শান্তিধামে গিয়ে কেউ বসবে না। বাস্তবে শান্তিধামকেও শিবালয় বলা হবে, সুখধামকেও শিবালয় বলা হবে। দুয়েরই স্থাপনা করেন। বাচ্চারা তোমাদের দুই ধামকেই স্মরণ করতে হবে। এক শিবালয় হলো শান্তির জন্য, অন্যটি হলো সুখের জন্য। এটা হলো দুঃখ ধাম। এখন তোমরা সঙ্গমে বসে আছে। শান্তিধাম ও সুখধাম ছাড়া অন্য কিছুই স্মরণ করা উচিত নয়। যেখানেই বসে থাকো, ব্যবসা ইত্যাদিতে বসে থাকো তবুও বুদ্ধিতে দুটি শিবালয় যেন স্মরণে থাকে। দুঃখ ধামের কথা ভুলে যেতে হবে। বাচ্চারা জানে এই বেশ্যালয়, দুঃখধাম এবারে শেষ হয়ে যাবে।

বাচ্চারা এখানে তোমাদের ঝিমুনি ইত্যাদি আসা উচিত নয়। অনেকের বুদ্ধি এদিকে-ওদিকে ঘুরতে থাকে। মায়ার বিঘ্ন আসতে থাকে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের ক্ষণে ক্ষণে বলেন - মন্মনাভব। বিভিন্ণভাবে যুক্তি বলে দেন। এখানে বসে আছে, বুদ্ধিতে স্মরণ করো যে আমরা প্রথমে শান্তিধামে, শিবালয়ে যাবো তারপরে সুখধামে আসবো। এমন ভাবে স্মরণ করলে পাপ বিনষ্ট হবে। তোমরা যত স্মরণ করো ততই এগিয়ে যাও। এখানে অন্য কিছু চিন্তন নিয়ে বসা উচিত নয়। এইভাবে তোমরা অন্যদের ক্ষতি করো। লাভ করার পরিবর্তে আরও ক্ষতি করো। আগে যখন বসতে তখন সামনে একজনকে চেক করার জন্য বসানো হত - কে বসে বসে ঝিমুনি থাকছে, কার চোখ বন্ধ আছে। তাই সজাগ হয়ে থাকতো। বাবাও দেখতেন এদের বুদ্ধিযোগ কোথাও বাইরে ঘুরছে নাকি ঝিমাচ্ছে? এমন অনেকে আসে যারা কিছু বোঝে না। ব্রাহ্মণীরা নিয়ে আসে। শিববাবার সামনে ভালো ভালো বাচ্চাদের থাকা উচিত, যারা গাফিলতি করবে না, কারণ শিববাবা কোনও অর্ডিনারী বা সাধারণ টিচার নন। বাবা বসে শেখান। এখানে খুব সাবধান হয়ে বসা উচিত। বাবা ১৫ মিনিট শান্তিতে বসান। তোমরা তো এক ঘন্টা দু' ঘন্টা বসো। সবাই তো মহারথী নয়। যারা কাঁচা, তাদের সাবধান করতে হবে। সাবধান করলে সজাগ হয়ে যাবে। যারা স্মরণে থাকে না, ব্যর্থ চিন্তন করে, তারা বরং বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কারণ বুদ্ধি এদিকে ওদিকে ঘোরে। মহারথী, অস্বারোহী, পদাতিক সবাই বসে আছে।

বাবা আজ বিচার সাগর মন্মন করে এসেছেন - মিউজিয়ামে বা প্রদর্শনীতে তোমরা বাচ্চারা যারা শিবালয়, বেশ্যালয় এবং পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ তিনটি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দাও, এই বিষয়টি হলো খুব ভালো বোঝানোর জন্য। তোমাদের এই বিষয়টি বিশাল ভাবে তৈরি করা উচিত। এরজন্য সবচেয়ে ভালো বড় হলঘর হওয়া উচিত, যাতে কথা গুলো মানুষের বুদ্ধিতে ঢোকে। বাচ্চাদের বিচার করা উচিত যে এই বিষয়ে আমরা কিভাবে আরও ইম্প্রুভমেন্ট আনবো। পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ খুব ভালো তৈরি করা উচিত। যার দ্বারা মানুষ খুব ক্রিয়ার বুঝতে পারবে। তপস্যায় তোমরা ৫-৬ জনকে বসাও, কিন্তু না, ১০-১৫ জনকে তপস্যায় বসানো উচিত। বিশাল চিত্র তৈরি করে ক্রিয়ার শব্দে লেখা উচিত। তোমরা এত বোঝাও তবুও তারা খোড়াই বোঝে। তোমরা পরিশ্রম করো বোঝানোর জন্য, তারা পাথর বুদ্ধি যে। তাই যত ভালো করে বোঝাতে পারো, বোঝানো উচিত। যারা সার্ভিসে থাকে তাদের সার্ভিস বৃদ্ধির চিন্তন করা উচিত। প্রজেক্টর, প্রদর্শনীতে এতখানি মজা নেই, যত খানি মিউজিয়ামে রয়েছে। প্রজেক্টর দিয়ে তো কিছুই বুঝতে পারে না। সবচেয়ে ভালো হলো মিউজিয়াম, সেটা যত ছোটই হোক না কেন। একটি রুমে এই শিবালয়, বেশ্যালয় এবং পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের সীন থাকবে। বোঝানোর জন্য বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন আছে।

অসীম জগতের পিতা, অসীম জগতের টিচার এসেছেন তিনি কি অপেক্ষা করবেন নাকি যে বাচ্চারা এম.এ , বি.এ পাস করে যাক। বাবা কি আর বসে থাকবেন। কিছু সময় পরে চলে যাবেন। এত কম সময় আছে তবুও মানুষ জাগে না। ভালো ভালো কন্যারা বলবে এই ৪০০-৫০০ টাকার জন্য কে নিজের সময় নষ্ট করবে। তাহলে শিবালয়ে আমরা কি পদের অধিকারী হবো! বাবা দেখেন কুমারী কন্যারা তো ফ্রী আছে। যতই বেশি মাইনে হোক, সে তো হলো এক মুঠো চানার সমান, সবই শেষ হয়ে যাবে। কিছুই থাকবে না। বাবা এসেছেন মুঠো ভরা চানা থেকে মুক্ত করতে কিন্তু কেউ ছাড়তে চায় না। ঐখানে আছে মুঠো ভর্তি চানা, এইখানে আছে বিশ্বের বাদশাহী। সেসব পাই পয়সার চানা তার জন্য কত পরিশ্রম করে। কুমারী কন্যারা তো ফ্রী আছে। ওই পড়াশোনা তো পাই পয়সার। ওইসব ছেড়ে এই পড়াশোনায় মনোনিবেশ করলে বুদ্ধিও বিশাল হবে। ছোট ছোট কন্যারা বসে গুরুজনদের জ্ঞান প্রদান করবে, বাবা এসেছেন - শিবালয় স্থাপন করতে। এই কথা তো জানো যে এখানকার সবকিছু মাটিতে মিশে যাবে। এই চানাও ভাগ্যে থাকবে না। কারো মুঠোয় পাঁচটি চানা অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ টাকা থাকবে, সেসব শেষ হয়ে যাবে। এখন সময় খুব কম আছে। দিন-প্রতিদিন অবস্থা খারাপ হতে থাকবে। অকস্মাৎ বিপদ এসে পড়বে। মৃত্যুও হবে হঠাৎ করে, মুঠোয় চানা থাকা সত্ত্বেও প্রাণ বেরিয়ে যায়। অতএব মানুষকে এমন বানর স্বরূপ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে। শুধুমাত্র মিউজিয়াম দেখে খুশী হবে না, বরং কামাল করে দেখাতে হবে। মানুষকে সঠিক করতে হবে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বিশ্বের বাদশাহী দিচ্ছেন। বাকি তো চানা অর্থাৎ বিনাশী সম্পদ কারো ভাগ্যে থাকবে না। সব শেষ হয়ে যাবে, তার চেয়ে বরং বাবার কাছে বাদশাহী প্রাপ্ত করা ভালো। কোনও কষ্ট নেই। শুধু বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। চানা ভরা মুঠো খালি করে হীরে-জহরাত দিয়ে মুঠো ভর্তি করে ফিরে যেতে হবে।

বাবা বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, এই মুঠো ভর্তি চানার জন্যে তোমরা নিজেদের সময় কেন নষ্ট করছ ? হ্যাঁ, কেউ যদি বয়স্ক মানুষ থাকে বা অনেক সন্তান থাকলে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। কুমারী কন্যাদের জন্যে তো খুব সহজ, যে আসুক তাকেই বোঝাও যে বাবা আমাদের এই বাদশাহী দিচ্ছেন। অতএব বাদশাহী নেওয়া উচিত তাইনা। এখন তোমাদের মুঠো হীরে দিয়ে ভরছে। বাকি অন্য সব কিছু তো বিনাশ হয়ে যাবে। বাবা বোঝান তোমরা ৬৩ জন্ম পাপ কর্ম করেছ। দ্বিতীয় পাপ হল পিতা ও দেবতাদের গ্লানি করা। বিকারীও হয়েছ এবং কটু কথাও বলেছ। বাবার কত অপমান করেছে। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান - বাচ্চারা, সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এমন নয়, বাবা আমরা স্মরণ করতে পারব না। বলো, বাবা আমরা নিজেদের আত্মা রূপে স্মরণ করতে পারি না। নিজেকে ভুলে যাই। দেহ-অভিমাণে আসা অর্থাৎ নিজেকে ভুলে যাওয়া। নিজেকে আত্মা রূপে স্মরণ করতে না পারলে বাবাকে স্মরণ করবে কিভাবে। এই লক্ষ্য খুব উঁচুতে। খুব সহজও বটে। তবে হ্যাঁ, মায়ার বিরোধিতা চলতেই থাকে।

মানুষ যদিও গীতা ইত্যাদি পড়ে কিন্তু তার অর্থ বোঝে না। ভারতের মুখ্য শাস্ত্র হল গীতা। প্রত্যেকটি ধর্মের নিজস্ব একটি শাস্ত্র আছে। যারা ধর্ম স্থাপন করে তাদের সদগুরু বলা যাবে না। এই কথাটি বিশাল ভুল। সদগুরু তো কেবল একজনই আছে, বাকি গুরু তো সবাইকেই বলা যেতে পারে। কেউ কার্পেন্টারির কাজ শিখিয়েছে, কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ শিখিয়েছে তাদেরও গুরু বলা হবে। যিনি শিক্ষা দেন তিনিই হলেন গুরু, সদগুরু যদিও একজন। এখন তোমরা সদগুরু পেয়েছ তিনি হলেন সত্য পিতা তার সঙ্গে সত্য টিচারও হলেন তিনি তাই বাচ্চাদের বেশী গাফিলতি করা উচিত নয়। এখানে ভালো ভাবে রিফ্রেশ হয়ে যায় তারপরে ঘরে ফিরে এখানকার সব কথা ভুলে যায়। গর্ভ রূপী জেলে অনেক দন্ড ভোগ করে। সেখানে অর্থাৎ স্বর্গে হয় গর্ভ মহল। এমন কোনও বিকর্ম হয় না যে দন্ড ভোগ করতে হবে। এখানে তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারছ আমরা বাবার সামনে ঈশ্বরীয় পড়া করছি। বাইরে নিজের বাড়িতে এমন তো বলবে না। ওখানে বুঝবে ভাই পড়াচ্ছে। এখানে তো বাচ্চারা ডাইরেক্ট বাবার কাছে এসেছে। বাবা বাচ্চাদের ভালো ভাবে বোঝান। বাবার বোঝানোর কায়দা এবং বাচ্চাদের বোঝানোর কায়দা আলাদা হয়ে যায়। বাবা বসে বাচ্চাদের সাবধান করেন। বাচ্চা বাচ্চা সন্তোষধন করে বোঝান। তোমরা শিবালয় এবং বেশ্যালয়ের অর্থ বুঝেছ, এ হল অসীম জগতের কথা। এই কথাটি ক্লিয়ার করে দেখাও যাতে মানুষের একটু আনন্দ হয়। ওখানে হাসি মজা করে বোঝাও, একটু সিরিয়াস হয়ে বোঝাও তাহলে ভালোভাবে বুঝবে। নিজের উপরে দয়া করো, তোমরা কি এই বেশ্যালয়ে থাকবে ! বাবার চিন্তন চলে যে, কীভাবে বোঝানো যায়। বাচ্চারা অনেক পরিশ্রম করে তবুও (ডিক্সি মে ঠিকরি) কিছুই কাজ হয় না। হ্যাঁ হ্যাঁ বলে যায়, গ্রামে বোঝানো উচিত। কিন্তু নিজে বোঝে না। ধনী ব্যক্তি তো বুঝবেও না। একেবারেই মনোযোগ দেবে না। তারা সব শেষে আসবে। তখন তো খুব দেরি হয়ে যাবে। তাদের ধন সম্পদ কাজে লাগবে না, যোগেও বসতে পারবে না। যদিও, একটু শুনলেও প্রজা পদ প্রাপ্ত করবে। গরীব মানুষ উঁচু পদের অধিকারী হবে। কন্যারা তোমাদের কাছে কি আছে। কন্যাদের গরিব বলা হয় কারণ বাবার অধিনাশী অধিকার তো বাচ্চারাই প্রাপ্ত করে। কিন্তু হ্যাঁ, যদি কন্যা দান করা হয়, তখন

বিকার গ্রস্ত হয়। তারা বলবে বিবাহ করো তাহলে অর্থ দান করা হবে। পবিত্র থাকলে এক টাকাও দেবে না। মনোবৃত্তি দেখো কেমন। তোমরা কাউকে ভয় পাবে না। খোলাখুলি ভাবে বোঝাও। স্ফুর্তি থাকা চাই। তোমরা তো প্রকৃত সত্য কথা বলছো। এ হলো সঙ্গম যুগ। উল্টো দিকে হলো এক মুঠো চানা (বিনাশী সম্পদ), এই দিকে আছে মুঠো ভর্তি হীরে অর্থাৎ অবিনাশী প্রাপ্তি। এখন তোমরা বানর থেকে মন্দিরে পরিণত হচ্ছে। পুরুষার্থ করে হীরে তুল্য জন্ম গ্রহণ করা উচিত তাইনা। চেহারাও বাহাদুর সিংহী সম হওয়া উচিত। কারোর চেহারা এমন যেন নিরীহ ছাগল। একটু আওয়াজ হলেই ভয় পেয়ে যাবে। অতএব বাবা সব বাচ্চাদের সাবধান করে দিচ্ছেন। কন্যাদের তো কোনও জালে আটকা পড়া উচিত নয়। যত বন্ধনে জড়িয়ে পড়বে ততই বিকারের জন্য প্রতারণিত হবে। ভালোভাবে জ্ঞান ধারণ করলে বিশ্বের মহারানী হবে। বাবা বলেন আমি তোমাদের বিশ্বের বাদশাহী দিতে এসেছি। কিন্তু তা অনেকের ভাগ্যে নেই। বাবা হলেন গরিব নিবাজ অর্থাৎ দীনের নাথ। কন্যারা হলো গরিব। মা-বাবা বিয়ে দিতে না পারলে দান করে। তাই তাদের নেশায় থাকা উচিত। যাতে আমরা ভালো ভাবে পড়া করে উঁচু পদের অধিকার প্রাপ্ত করি। যারা ভালো স্টুডেন্ট হয়, তারা পড়াশোনায় মনোযোগ দেয় - আমরা পাস উইথ অনার হই। তার জন্য তাদের স্কলারশিপ প্রাপ্ত হয়। যত পুরুষার্থ করবে ততই উঁচু পদের অধিকারী হবে, তাও ২১ জন্মের জন্য। এখানে আছে অল্পকালের সুখ। আজ পদ মর্যাদা আছে, কাল মৃত্যু হলেই সব শেষ। যোগী এবং ভোগীতে তফাৎ আছে তাইনা। তাই বাবা বলেন গরিবদের দিকে বেশি অ্যাটেনশন দাও। ধনী মানুষ জ্ঞান ধারণ করবে না। শুধু খুব ভালো ভালো বলবে। এই সংগঠন খুব ভালো, অনেকের কল্যাণ হবে। নিজের কোনও কল্যাণ করবে না। খুব ভালো বলে বাইরে যাবে আর শেষ। মায়া লাঠি নিয়ে বসে আছে, ইচ্ছেটাই শেষ করে দেবে। এক চড়ে বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। বাবা বোঝান - ভারতের কি অবস্থা হয়েছে। বাচ্চারা ড্রামা তো খুব ভালো ভাবে বুঝেছে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এক মুঠো চানা (বিনাশী বস্তুর প্রতি মোহ) ছেড়ে বাবার কাছে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্তির জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। কোনও কথায় ভয় পাবে না, নির্ভয়ে সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। নিজের সময় প্রকৃত অর্থে উপার্জন করে সফল করতে হবে।

২) এই দুঃখধামকে ভুলে শিবালয় অর্থাৎ শান্তিধাম, সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। মায়ার বিদ্ব গুলিকে জেনে সাবধানে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- গীতার পাঠ নিজে পড়ে এবং অন্যদেরকে পড়িয়ে নষ্টমোহ স্মৃতি স্বরূপ ভব গীতা জ্ঞানের প্রথম পাঠ হলো - অশরীরী আত্মা হও আর অন্তিম পাঠ হলো নষ্টমোহ স্মৃতি স্বরূপ হও। প্রথম পাঠ হলো বিধি আর অন্তিম পাঠ হলো বিধির দ্বারা সিদ্ধি। তো সব সময়, আগে নিজে এই পাঠ পড়ো তারপর অন্যদেরকে পড়াও। এইরকম শ্রেষ্ঠ কর্ম করে দেখাও যেন তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্মকে দেখে অনেক আত্মারা শ্রেষ্ঠ কর্ম করে নিজেদের ভাগ্যের রেখা শ্রেষ্ঠ বানাতে পারে।

স্লোগানঃ:- পরমাত্মা স্নেহে সমাহিত থাকো তাহলে পরিশ্রম করা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেবতা হওয়ার পূর্বে তোমাদের অবশ্যই ব্রাহ্মণ হতে হবে, ব্রহ্মা মুখ সন্তানই হলো সত্যিকারের ব্রাহ্মণ যারা রাজযোগের পঠন-পাঠনের দ্বারা দেবতায় পরিণত হচ্ছে"

*প্রশ্নঃ - অন্য সব সংসঙ্গের থেকে তোমাদের এই সংসঙ্গ অনন্য কোন্ দিক দিয়ে?

*উত্তরঃ - অন্যান্য সংসঙ্গে কোনোই এইম অবজেক্ট (লক্ষ্যবস্তু) থাকে না, আরোই ধন-দৌলত ইত্যাদি সব কিছু হারিয়ে লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়। এই সংসঙ্গে তোমরা লক্ষ্যহীন হয়ে যায়। এটি হলো সংসঙ্গের সাথে সাথে স্কুলও। স্কুলে পড়াশুনা হয়, উদ্দেশ্যহীন হয়ে যায় না। পড়াশুনা মানে হলো উপার্জন। যত তোমরা পড়াশুনা করে ধারণ করো আর করাও ততোই উপার্জন হয়। এই সংসঙ্গে আসার অর্থই হলো লাভ আর লাভ।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা বসে আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। আত্মা রূপী বাচ্চারা এই কান দ্বারা শোনে। অসীম জগতের পিতা বাচ্চাদের বলেন - নিজেকে আত্মা মনে করো। এটি বারংবার শোনার ফলে বুদ্ধির বিপথগামিতা বন্ধ হয়ে স্থির হয়ে যাবে। নিজেকে আত্মা মনে করে বসে যাবে বা স্থিত হবে। বাচ্চারা মনে করে এখানে আমরা দেবতা হতে এসেছি। আমরা এই বাচ্চারা হলাম অ্যাডপ্টেড। আমরা ব্রাহ্মণরা পড়াশুনা করি। কি পড়ি? ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হই। যেরকম কোনো বাচ্চা কলেজে গেলে মনে করে যে আমি পড়াশুনা করে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ইত্যাদি হবো। (অ্যাডমিশনে) বসা মাত্রই বুঝে যায়। তোমরাও ব্রহ্মার বাচ্চারা ব্রাহ্মণ হলে মনে করো আমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবো। বলা হয় - মানুষ থেকে দেবতা... কিন্তু কে হবে? সব হিন্দু তো দেবতা হয় না। বাস্তবে হিন্দু তো কোনো ধর্মই নয়। আদি সনাতন কোনো হিন্দু ধর্ম হলো না। যে কাউকেই জিজ্ঞেস করো হিন্দু ধর্ম কে স্থাপন করেছে? এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। এই নাম অজ্ঞানতার বশে রেখে দিয়েছে। হিন্দুস্থানে যারা থাকে নিজেদের তারা হিন্দু বলে। বাস্তবে এর নাম হলো ভারত, না কি হিন্দুস্থান। ভারত ভূমি বলা হয়, না কি হিন্দুস্থান ভূমি। হলোই ভারত। তো ওদের এটাও জানা নেই যে এটা কোন ভূমি। অপবিত্র হওয়ার জন্য তো নিজেদের দেবতা মনে করতে পারে না। দেবী-দেবতা পবিত্র ছিল। এখন আর সেই ধর্ম (দেবী-দেবতা ধর্ম) নেই। আর সব ধর্ম চলে এসেছে- বুদ্ধের বৌদ্ধ ধর্ম, ইব্রাহিম এর ইসলাম, খ্রীষ্টের খ্রীষ্টান। যাই হোক, হিন্দু ধর্মের তো কেউই নেই। এই হিন্দুস্থান নাম তো ফরেনার্স রেখেছে। পতিত হওয়ার কারণে নিজেদের দেবতা ধর্মের মনে করা হয় না। বাবা বুঝিয়েছেন আদি সনাতন হলো দেবী-দেবতা ধর্ম, বহু প্রাচীন। শুরুর ধর্ম কোনটি? দেবী- দেবতা। হিন্দু বলা হবে না। এখন তোমরা ব্রহ্মার অ্যাডাপ্টেড বাচ্চারা ব্রাহ্মণ হয়ে গেছো। ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পঠন-পাঠন করছো। এরকম নয় যে হিন্দু থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পঠন-পাঠন করছো। ব্রাহ্মণ থেকে দেবতায় পরিণত হও। এটা ভালো ভাবে ধারণা করে রাখো। এখন তো দেখো অনেক ধর্ম আছে। অ্যাড (যোগ) হয়েই চলেছে। যখনই কোথাও ভাষণ ইত্যাদি করবে তো এটাই বোঝানো ভালো। এখন হলো কলিযুগ, সব ধর্ম এখন হলো তমোপ্রধান। চিত্রের উপর তোমরা বোঝালে তো আবার সেই ঔদ্ধত্য চূর্ণ হবে- আমি হলাম অমুক, এই হই...। বুঝবে, আমরা তো হলাম তমোপ্রধান। সর্বপ্রথম বাবার পরিচয় দিয়ে দেওয়া হয়, আবার দেখাতে হবে এই পুরোনো দুনিয়া পরিবর্তন হবে। দিন-প্রতিদিন চিত্রও ক্রমশ শোভনীয় হতে থাকছে। যেরকম স্কুলের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে নক্সা থাকে। তোমাদের বুদ্ধিতে সেরকমই এই নক্সা থাকা চাই। নশ্বর ওয়ান ম্যাপ হলো এটা, উপরে ত্রিমূর্তিও আছে, দুটি গোলাও আছে- সত্যযুগ আর কলিযুগ। এখন আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে আছি। এই পুরোনো দুনিয়া লোপ পাবে। এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপনা হচ্ছে। তোমরা হলে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। হিন্দু ধর্ম তো হয়ই না। যেরকম সন্ন্যাসীরা ব্রহ্ম, এই থাকার জায়গাকে ঈশ্বর মনে করে, সে রকম হিন্দুস্থানে যারা থাকে তারা হিন্দু ধর্ম মনে করে নিয়েছে। তোমাদের থেকে ওদের এই পার্থক্য আছে। দেবী-দেবতা নাম তো হলো অনেক উচ্চ। বলা হয় এ তো যেন দেবতা। কারোর মধ্যে ভালো গুণ থাকলে এরকম বলা হয়-এর মধ্যে দেবতার গুণ আছে।

তোমরা মনে করো এই রাধা-কৃষ্ণই স্বয়ম্বরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়, ওনাকে বিষ্ণু বলা হয়ে থাকে। চিত্র সবার আছে কিন্তু কেউ জানে না। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, বাবাকেই সকলে স্মরণ করে। এরকম কোনো মানুষ নেই যার মুখে বা কথায় ভগবান নেই। এখন ভগবানকে বলা হয় নিরাকার। নিরাকারের অর্থও বোঝে না। এখন তোমরা সব কিছু জেনে যাও। পাথর বুদ্ধি থেকে দিব্য-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে যাও। এই নলেজ ভারতবাসীদের জন্য,

না কি অন্য ধর্মের লোকেদের জন্য। যাইহোক, এটা বোঝা যায় যে এতো বিস্তার কি ভাবে হয় এবং অন্যান্য ভূমির অস্তিত্ব কি ভাবে আসে। সেখানে তো ভারত ভূমি ছাড়া অন্য কোনো ভূমি থাকবে না। এখন সেই এক ধর্ম নেই, যদিও আর সব ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে। তাই বলবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল না কি হিন্দু ধর্ম। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছে, দেবতা হওয়ার জন্য প্রথমে অবশ্যই ব্রাহ্মণ হতে হবে। শূদ্র বর্ণ আর ব্রাহ্মণ বর্ণ বলা হয়ে থাকে। শূদ্র ডিনায়েস্টি বলা হয় না। রাজারা-রাণীরা আছে। প্রথমে দেবী-দেবতা মহারাজা-মহারানী ছিল। এখানে হিন্দু মহারাজা-মহারানী। ভারত তো একই আবার সেটা পৃথক পৃথক কিভাবে হলো? ওদের নাম-চিহ্নই লুপ্ত করে দিয়েছে, শুধু মাত্র চিত্র আছে। নম্বর ওয়ান হলো সূর্যবংশী। রামকে সূর্যবংশী বলা হবে না। এখন তোমরা এসেছো সূর্যবংশী হওয়ার জন্য, না কি চন্দ্রবংশী হওয়ার জন্য। এ হলো রাজযোগ। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা এরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হবো। হৃদয়ে খুশী থাকে-বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, মহারাজা-মহারানী করার জন্য। এ হলো সত্যনারায়ণের সত্যিকারের কথা। পূর্বে তোমরা জন্ম-জন্মান্তর সত্য-নারায়ণের কথা শুনেছো। কিন্তু সেটার মধ্যে কোনো সত্যতা নেই। ভক্তি মার্গে কখনো মানুষ থেকে দেবতা হতে পারে না। মুক্তি-জীবনমুক্তি পেতে পারে না। সমস্ত মানুষেরই অবশ্যই মুক্তি-জীবন মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এখন সকলে বন্ধনে আছে। উপর থেকে আজও কোনো আত্মা এলে তো জীবনমুক্তিতে আসবে, না কি জীবন বন্ধনে। অর্ধেক সময় জীবন মুক্তি, অর্ধেক সময় জীবন বন্ধনে যাবে। এই খেলা পূর্বেই প্রস্তুত হয়ে আছে। এই অসীম জগতের খেলায় আমরা সকলেই হলাম অ্যাক্টর, এখানে আসি পার্ট প্লে করতে। আমরা আত্মারা এখানকার অধিবাসী নই। কি ভাবে আসি- এই সব কথা বোঝান হয়। কোন আত্মারা এখানেই পুনর্জন্ম নিতে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমগ্র ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বুদ্ধিতে আছে। অসীম জগতের পিতা উপরে বসে কি করেন, কিছু জানে না, সেইজন্য ওদের কে বলা হয়ে থাকে তুচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন। তোমরাও তুচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলে। এখন বাবা তোমাদের রচয়িতা আর রচনার আদি, মধ্য, অন্তের রহস্য বুঝিয়েছেন। তোমরা গরীব, সাধারণ সব কিছু জানো। তোমরা হলে স্বচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন। পবিত্র কে স্বচ্ছ বলা হয়। তুচ্ছ বুদ্ধি অপবিত্র হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা এখন দেখো কি হচ্ছে। স্কুলেও পড়াশুনার জন্য উঁচু পদ প্রাপ্ত হতে পারে। তোমাদের পঠন-পাঠন হলো উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ, যার দ্বারা তোমরা রাজ্য পদ প্রাপ্ত করো। তারা তো দান-পূণ্য করার জন্য রাজার কাছে জন্ম নেয়, আবার রাজা হয়। কিন্তু তোমরা এই পঠন-পাঠন দ্বারা রাজা হও। বাবা-ই বলেন আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। বাবা ব্যাভীত কেউই রাজযোগ শেখাতে পারে না। বাবা-ই তোমাদের রাজযোগের পঠন-পাঠন করান। তোমরা আবার দ্বিতীয় জনকে বোঝাও। বাবা রাজযোগ শেখান যাতে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাও। নিজেকে আত্মা মনে করে নিরাকার পিতাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে আর চক্র সম্বন্ধে অবগত হওয়ায় সত্যযুগে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। এটি বোঝানো তো খুব সহজ। এখন দেবতা ধর্মের তো কেউই নেই। সবাই অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট (রূপান্তরিত) হয়ে গেছে। তোমরা কাউকে বোঝালে সর্ব প্রথম বাবার পরিচয় দাও। বাবা বোঝান অন্যান্য ধর্মে কতো চলে গেছে। বৌদ্ধ, মুসলমান ইত্যাদি প্রচুর হয়ে গেছে। তলোয়ারের জোরেও মুসলমান হয়ে গেছে। বৌদ্ধও অনেকে হয়েছে। একবার স্পিচ করাতেই হাজার বৌদ্ধীতে পরিণত হয়েছে। ক্রিস্চানও ঐরকম এসে স্পীচ দেয়। সব থেকে বেশী আদমশুমারী এই সময় ওদেরই। বাচ্চারা, এখন তো তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত সৃষ্টি চক্র আবর্তিত হতে থাকে, তখন বাবা বলেন, তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী। স্বদর্শন চক্র বিষ্ণুর দেখানো হয়। কিন্তু মানুষ এটা জানে না স্বদর্শন চক্র কেন বিষ্ণুর দেখানো হয়? স্বদর্শন চক্রধারী কৃষ্ণ বা নারায়ণকে বলা হয়। এটাও বোঝানো দরকার যে এই দুজনের কানেকশন কি? এই তিন হলো একই। বাস্তবে এই স্বদর্শন চক্র তো তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের জন্য। জ্ঞানের দ্বারা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে ওঠ। যদিও স্বদর্শন চক্র কোনো মারা-কাটার জন্য নয়। এ হলো জ্ঞানের কথা। যত তোমাদের এই জ্ঞানের চক্র আবর্তিত হবে, ততোই তোমাদের পাপ ভস্ম হবে। এছাড়া মাথা কাটার কোনো ব্যাপার নয়। চক্র কোনো হিংসার জন্য না। এই চক্র তো তোমাদের অহিংসক করে তোলে। কোথাকার কথা কোথায় নিয়ে গেছে। বাবা ব্যাভীত আর কেউ বোঝাতে পারে না।

তোমাদের অর্থাৎ মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের অফুরন্ত খুশী থাকে। এখন তোমরা বোঝো আমরা হলাম আত্মা। পূর্বে তোমরা যে আত্মা ছিলে সেটা ভুলে গেছো, তাই পরমধাম গৃহও ভুলে গেছো। আত্মাকে তো আত্মাই বলা হয়। পরমাত্মাকে তো নুড়ি-পাথরে বলে দিয়েছে। আত্মাদের পিতাকে কতো গ্লানি করা হয়েছে। বাবা আবার এসে আত্মাদের জ্ঞান দেন। আত্মাদের জন্য কখনো বলা হয় না নুড়ি-পাথরে, কণায় কণায় আছে। জানোয়ারের কথাই তো আলাদা। পঠন-পাঠন ইত্যাদি মানুষেরই হয়। এখন তোমরা বুঝতে পারো, এতো জন্ম আমরা এই-এই হয়েছি। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি। কখনোই ৮৪ লক্ষ হয় না। মানুষ কতো অজ্ঞানতার অন্ধকারে আছে, সেইজন্য বলা হয়-জ্ঞান সূর্য প্রকাশিত...। অর্ধ-কল্প দ্বাপর-কলিযুগের অন্ধকার, অর্ধ-কল্প সত্যযুগ-ত্রৈলোক্য প্রকাশ বা আলো। দিন আর রাত, প্রকাশ আর অন্ধকারের এই জ্ঞান। স্কুলে যা পড়ো, তাকে দিশাহীন চলা, বলা যায় না। সংসঙ্গে মানুষ কতো দিশাহীন চলে। প্রাপ্তি কিছুই হয় না,

আরোই লোকসান, সেইজন্য ওকে উদ্দেশ্যহীন চলন বলা হয়। দিশাহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে ধন দৌলত ইত্যাদি সব হারিয়ে কাঙাল হয়ে পড়ে। এখন এই পড়াশুনাতে যে যেমন-যেমন ভালো করে ধারণ করবে আর করাবে, লাভ আর লাভ হবে। ব্রাহ্মণ হয়ে গেলে লাভ আর লাভ। তোমরা জানো আমরা এই ব্রাহ্মণরাই স্বর্গবাসী হই। স্বর্গবাসী তো সবাই হবে। কিন্তু তোমরা ওখানে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করছো।

এখন তোমাদের সকলের বাণপ্রস্থ অবস্থা। তোমরা নিজেরা বলো - বাবা, আমাদের বাণপ্রস্থ বা পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যাও, সেটি হলো আত্মাদের দুনিয়া। নিরাকারী দুনিয়া কতো ছোটো। এখানে তো ঘুরে বেড়ানোর জন্য কতো বড় জমি আছে। ওখানে এই কথা নেই, শরীর নেই, পাট বা কার্যকারীতা নেই। স্টারের মতো আত্মারা দাঁড়িয়ে আছে। এটা তো প্রকৃতির বিস্ময়। সূর্য, চাঁদ, তারারা কি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আত্মারাও ব্রহ্ম তত্ত্বে নিজদের আধারে ন্যাচারাল (স্বাভাবিক ভাবে) দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞানের মন্বন করে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। স্বদর্শন চক্র ঘুরিয়ে পাপ সমূহ খন্ডন করতে হবে। ডবল অহিংসক হতে হবে।

২) নিজের বুদ্ধিকে স্বচ্ছ পবিত্র বানিয়ে রাজযোগের পাঠ পড়তে হবে আর উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হবে। হৃদয়ে সর্বদা এই খুশী থাকবে যে আমরা সত্য নারায়ণের সত্যিকারের কথা শুনে মানুষ থেকে দেবতা হই।

বরদানঃ:- মন-বুদ্ধিকে অর্ডার অনুসারে বিধিসম্মত ভাবে কাজে প্রয়োগকারী নিরন্তর যোগী ভব নিরন্তর যোগী অর্থাৎ স্বরাজ্য অধিকারী হওয়ার বিশেষ সাধন হলো মন আর বুদ্ধি। মন্বই হলো - মন্মনা ভব। যোগকে বুদ্ধিযোগ বলা হয়। তো যদি এই বিশেষ আধার স্তম্ভ নিজের অধিকারে থাকে অর্থাৎ অর্ডার অনুসারে বিধিপূর্বক কাজ করে তাহলে যে সংকল্প যখন করতে চাও, তখনই সেই সংকল্প করতে পারবে, যেখানে বুদ্ধি যুক্ত করতে চাও, সেখানে যুক্ত করতে পারবে, তুমি রাজা হওয়ার কারণে বুদ্ধি তোমাকে উদ্ধান্ত করবে না। বিধিপূর্বক কাজ করবে, তখন বলা হবে নিরন্তর যোগী।

স্লোগানঃ:- মাস্টার বিশ্ব শিক্ষক হও, সময়কে শিক্ষক বানিও না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখানে তোমরা পরিবর্তন হওয়ার জন্য এসেছো, তোমাদেরকে আসুরি গুণ পরিত্যাগ করে দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে, এ হলো দেবতা হওয়ার পড়াশোনা"

*প্রশ্নঃ - কোন্ পড়া তোমরা কেবল বাবার কাছ থেকেই পড়ো, যেটা অন্য কেউ পড়াতে পারবে না?

*উত্তরঃ - মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়া, অপবিত্র থেকে পবিত্র হয়ে নুতন দুনিয়ায় যাওয়ার পড়া একমাত্র বাবা ছাড়া অন্য কেউ পড়াতে পারবে না। বাবা-ই সহজ জ্ঞান এবং রাজযোগের পাঠের দ্বারা পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের স্থাপন করেন।

ওম শান্তি । বাবা বসে থেকে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বাস্তবে দুইজন পিতাই রয়েছেন। এক হলো সাকার (হদের এর) দ্বিতীয় হলেন অসীম জগতের। ইনি বাবাও আবার তিনিও বাবা। অসীম জগতের বাবা এসে পড়ান। বাচ্চারা জানে যে আমরা নুতন দুনিয়া সত্যযুগের জন্য পড়াশুনা করছি। এইরকম শিক্ষা তো অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। তোমরা বাচ্চারা অনেক সংসঙ্গ করেছো। তোমরাও আগে ভক্ত ছিলে। নিশ্চয়ই অনেক গুরু করেছো, শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছো। কিন্তু বাবা এসেই এখন তোমাদেরকে জাগিয়েছেন। বাবা বলছেন, এখন এই পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন হবে। এখন আমি তোমাদেরকে নুতন দুনিয়ার জন্য পড়াচ্ছি। আমি হলাম তোমাদের টিচার। কোনো গুরুকে কখনো টিচার বলা যাবে না। স্কুলেও টিচার পড়ায়, যার দ্বারা উঁচু পদপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু ওই টিচাররা তো কেবল এই দুনিয়ার পড়াই পড়ায়। তোমরা এখন জেনেছো যে আমরা যেসব পড়া পড়ছি, সেসব হলো নুতন দুনিয়ার জন্য। গোল্ডেন এজেড ওয়ার্ল্ড বলা হয়। এটা তো তোমরা জানো যে এখন আসুরীক গুণ গুলিকে পরিত্যাগ করে দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। এখানে তোমরা পরিবর্তন হওয়ার জন্যই এসেছো। ক্যারেক্টারের মহিমা করা হয়। দেবতাদের সামনে গিয়ে বলে - 'তুমি এমন, আমরা এমন'। তোমাদের সামনে এখন এইম অবজেক্ট (লক্ষ্য বস্তু) রয়েছে। বাবা ভবিষ্যতের জন্য নুতন দুনিয়াও স্থাপন করছেন এবং সেইসঙ্গে তোমাদেরকে পড়নও। ওখানে তো কোনো বিকার থাকবে না। তোমরাই রাবণের ওপরে বিজয়ী হও। রাবণ-রাজ্যে তো সকলেই বিকারী। যেমন রাজা-রানী, তার প্রজাও সেইরকম। এখন তো পঞ্চায়েতের রাজত্ব চলছে। এর আগে রাজা-রানীর রাজত্ব ছিল। কিন্তু ওরাও বিকারী ছিল। ওইসব পতিত রাজাদের কাছে মন্দিরও ছিল। তারাও নির্বিকারী দেবী-দেবতাদের পূজা করতো। তারা জানতো যে অতীতে এইসব দেবী-দেবতারা ছিল এবং এখন আর তাদের সেই রাজত্ব নেই। বাবা আত্মাদেরকে পবিত্র বানাচ্ছেন এবং স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তোমরাই দিব্য শরীরধারী ছিলে। তোমাদের আত্মা এবং শরীর দুটোই পবিত্র ছিল। এখন পুনরায় বাবা এসে পতিত থেকে পবিত্র বানাচ্ছেন। সেইজন্যেই তোমরা এখানে এসেছো।

বাবা অর্ডিনেন্স (নির্দেশিকা) জারি করেছেন - বাচ্চারা, কাম বিকার হলো মহাশত্রু। এটাই তোমাদেরকে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দিয়ে এসেছে। এখন তোমাদেরকে ঘর-গৃহস্থ থেকেই পবিত্র হতে হবে। এমন নয় যে দেবী-দেবতাদের পারম্পরিক ভালোবাসা থাকবে না, কিন্তু ওখানে কোনো বিকারী দৃষ্টিও থাকবে না। সম্পূর্ণ নির্বিকারী হবে। তাই বাবাও বলছেন, ঘর গৃহস্থ থেকেই কমল পুষ্পের মতো পবিত্র জীবনযাপন করো। অতীতে তোমাদের যেমন পবিত্র জুটি ছিল, ভবিষ্যতেও সেইরকম হতে হবে। প্রত্যেক আত্মা-ই বিভিন্ন নাম এবং রূপ ধারণ করে পাট প্লে করে এসেছে। এখন এটা হলো তোমাদের অস্তিম জন্ম। পবিত্রতার বিষয়েই অনেকে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায়। বুঝতে পারে না যে কিভাবে কম্প্যানিয়ন হয়ে থাকা যায়। কেবল কম্প্যানিয়ন (সাথী) হয়ে থাকার অর্থই বা কি? বিদেশে যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন একজন কম্প্যানিয়ন রাখার জন্য বিয়ে করে যে তার দেখাশুনা করবে। এইরকম অনেকেই আছে যারা ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে পছন্দ করে। সন্ন্যাসীদের কথা তো আলাদা, কিন্তু গৃহীদের মধ্যেও এমন অনেকেই আছে যারা বিয়ে করা পছন্দ করে না। বিয়ে করা, তারপর সন্তানদের লালন পালন করা - এইরকম জাল বিস্তার কেন করবো যাতে নিজেই ফাঁসে যাবো? এখানেও এইরকম অনেকেই আসে যাদের ব্রহ্মচারী অবস্থায় ৪০ বছর হয়ে গেছে। এরপরে কি আর বিয়ে করবে? স্বাধীন ভাবে থাকতে পছন্দ করে। বাবা তাদেরকে দেখে খুশি হন। এরা তো বন্ধনমুক্তই রয়েছে। বন্ধন বলতে কেবল শারীরিক বন্ধন রয়েছে। সেক্ষেত্রে দেহ সহ সবকিছু ভুলে কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। যীশুখ্রিস্ট বা অন্য কোনো দেহধারীকে স্মরণ করতে হবে না। নিরাকার শিববাবা কোনো দেহধারী নন। ওঁনার নামই হলো শিব। শিবের মন্দিরও আছে। আত্মাই ৮৪ জন্মের পাট প্রাপ্ত

করেছে। এটা হলো অবিনাশী ড্রামা। এতে কোনো কিছুই পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়।

তোমরা জেনেছো যে আগে আমাদের ধর্ম-কর্ম শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু এখন তা পতিত হয়ে গেছে। এমন নয় যে দেবতা ধর্মই বিনষ্ট হয়ে গেছে। এখনো গাওয়াও হয়ে থাকে যে দেবতার সর্বগুণ সম্পন্ন ছিল, লক্ষ্মী-নারায়ণ উভয়ই পবিত্র ছিল। সেটা ছিল পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ। এখন হলো অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ। ৮৪ জন্ম ধরে বিভিন্ন নাম রূপ ধারণ করেছে। বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা নিজেদের জন্মকেই জানো না। আমি তোমাদেরকে ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাচ্ছি। তাহলে তো প্রথম জন্ম থেকেই বোঝাতে হবে। আগে তোমরাই পবিত্র ছিলে। এখন বিকারী হয়ে গেছে বলে দেবতাদের সামনে গিয়ে মাথা ঠুকতে থাকো। খ্রীস্টানরা খ্রীশ্চিস্টের সামনে, বৌদ্ধরা বুদ্ধের সামনে এবং শিখরা গুরু নানকের দরবারে গিয়ে মাথা ঠুকতে থাকে। এর থেকেই বোঝা যায় যে কে কোন্ ধর্মের। তোমাদের ক্ষেত্রে বলা হয় যে এরা হলো হিন্দু। কেউই জানে না যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম কোথায় গেল। প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। ভারতে তাদের অনেক ছবি রয়েছে। মানুষেরও নানান মত রয়েছে। শিবেরও অনেক নাম রেখে দিয়েছে। আসলে তো তাঁর একটাই নাম - শিব। এমন তো নয় যে তিনি পুনর্জন্ম নিয়েছেন বলে তাঁর নাম পাল্টে গেছে। না, মানুষের নানান মত হওয়ায় অনেক নাম রেখে দিয়েছে। শ্রীনাথ দ্বারেও লক্ষ্মী-নারায়ণ রয়েছে এবং জগন্নাথের মন্দিরেও সেই একই মূর্তি রয়েছে। কিন্তু আলাদা নাম রেখে দিয়েছে। তোমরা যখন সূর্যবংশী ছিলে তখন এইরকম পূজাপাঠ করতে না। তোমরা তখন সমগ্র বিশ্বের ওপরে রাজত্ব করতে, অনেক সুখী ছিলে। শ্রীমৎ অনুসারে তোমরা শ্রেষ্ঠ রাজত্বের স্থাপন করেছিলে। ওই দুনিয়াকে সুখধাম বলা হত। আর কেউই এইরকম বলতে পারবে না যে আমাদেরকে বাবা পড়ান, মানুষ থেকে দেবতা বানান। (দেবী-দেবতার) নিদর্শনও আছে। অবশ্যই তাদের রাজত্ব ছিল। ওখানে কোনো কেল্লা বা দুর্গ থাকবে না। কেল্লা বানানো হয় নিরাপত্তার জন্য। দেবী-দেবতাদের রাজত্ব কোনো কেল্লা থাকবে না। কারণ ওখানে আক্রমণ করার মতো কেউ থাকবে না। এখন তোমরা জানো যে আমরা সেই দেবী-দেবতা ধর্মেই ট্রান্সফার হচ্ছি। তার জন্য তোমরা রাজযোগের শিক্ষা গ্রহণ করছো। রাজত্ব পেতে হবে। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজাদের রাজা বানাচ্ছি। এখন আর কোনো রাজা-রানী নেই। কত লড়াই-ঝগড়া হচ্ছে। এটা হলো কলিযুগ, আয়রন এজেড ওয়ার্ল্ড। তোমরা গোল্ডেন এজ ছিলে। এখন আবার পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে এসে পৌঁছেছো। বাবা তোমাদেরকে প্রথম নম্বরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন, সকলের কল্যাণ করেন। তোমরা জানো যে আমাদেরও কল্যাণ হয়, সবার প্রথমে আমরাই সত্যযুগে আসি। বাকি যে যে ধর্ম রয়েছে, সেগুলো সব শান্তিধামে চলে যাবে। বাবা বলেন, সবাইকে পবিত্র তো হতেই হবে। তোমরা হলে পবিত্র দেশের নিবাসী, যাকে নির্বাণধাম বলা হয়। বাণীর থেকেও ওপরে কেবল অশরীরী আত্মারাই থাকে। বাবা এখন তোমাদেরকে বাণীর উর্ধ্বে নিয়ে যাচ্ছেন। কেউই এইরকম বলতে পারবে না যে আমি তোমাদেরকে শান্তিধাম বা নির্বাণধামে নিয়ে যাই। ওরা তো বলে যে আমরা ব্রহ্মে লীন হবো। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এটা হলো তমোপ্রধান দুনিয়া, এই দুনিয়াতে তোমাদের কোনো স্বাদ আসবে না, তাই নুতন দুনিয়ার স্থাপন এবং পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ করার জন্য ভগবানকে এখানে আসতে হয়। শিব জয়ন্তীও এখানেই পালন করা হয়। কিন্তু তিনি এসে কোন্ কর্তব্য করেন? কেউ তো বলুক? যেহেতু জয়ন্তী পালন করা হয়, সুতরাং তিনি অবশ্যই আসেন। রথের ওপর বিরাজমান হন। দুনিয়াতে তো ঘোড়ার গাড়ির রথ দেখানো হয়। বাবা এই রথে বসে বোঝাচ্ছেন যে তিনি আসলে কোন্ রথের ওপর বসেন। বাচ্চাদেরকেই সে'কথা বলি। এরপর এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। এনার ৮৪ জন্মের অন্তিম জন্মে বাবাকে আসতে হয়। ইনি কোনো জ্ঞান দিতে পারবেন না। জ্ঞান হলো দিন আর ভক্তি হলো রাত্রি। ক্রমশ নীচে নামতে থাকে। ভক্তির কতো শো রয়েছে। কুস্ত্র মেলা থেকে শুরু করে কত রকমের মেলা হয়। কিন্তু এইরকম তো কেউই বলে না যে এখন তোমাদেরকে পবিত্র হয়ে নুতন দুনিয়াতে যেতে হবে। বাবা এসেই বলছেন যে এটা হলো সঙ্গমযুগ। আগের কল্পে যে শিক্ষা গ্রহণ করে তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়েছিলে, এখন পুনরায় সেই শিক্ষাই গ্রহণ করছো। মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার গায়নও আছে। নিশ্চয়ই বাবা-ই ওই রকম বানাবেন। তোমরা জানো যে আমরা অপবিত্র গৃহস্থ ধর্মের ছিলাম, এখন বাবা এসে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের বানাচ্ছেন। তোমরা খুব উঁচু পদ প্রাপ্ত করে থাকো। উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা তোমাদেরকে কতই না শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছেন। বাবার দেওয়া মত হলো শ্রী শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ-র থেকেও শ্রেষ্ঠ মত। আমরা এখন শ্রেষ্ঠ হচ্ছি। কেউই এই শ্রী শ্রী কথা'র অর্থ বোঝে না। এই টাইটেল তো কেবল শিববাবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু অনেকে তো নিজেকেই শ্রী শ্রী বলে দেয়। মালা জপ করা হয়। ১০৮ রত্নের মালা হয়। কিন্তু ওরা তো ১৬ হাজার ১০৮ এর মালা বানিয়ে দিয়েছে। অষ্টরত্ন তো এর মধ্যেই রয়েছে। চারটে যুগল দানা এবং শিববাবা। আটটা রত্ন এবং নবম হলো আমি। তাদেরকে রত্ন বলা হয়। ওদেরকে বাবা ঐরকম বানায়। বাবার দ্বারা-ই তোমরা পরশ বুদ্ধি সম্পন্ন হচ্ছো। রেঙ্গুনে একটা জলাশয় আছে। কথিত আছে যে ওতে স্নান করলে পরী হয়ে যাবে। বাস্তবে এটাই হলো সেই জ্ঞানস্নান যার দ্বারা তোমরা দেবতা হয়ে যাও। ওগুলো তো হলো সব ভক্তিমাৰ্গের কাহিনী। এটা তো হতেই পারে না যে জলে স্নান করলেই পরী হয়ে যাবে। ও'সব হলো ভক্তিমাৰ্গ। কতরকমের কাহিনী বানিয়ে দিয়েছে। কিছুই

বোঝে না। তোমরা এখন বুঝতে পারো যে এই দিলওয়াড়া কিংবা গুরুশিখর আসলে তোমাদেরই স্মৃতিচিহ্ন। বাবা তো অনেক উঁচুতে থাকেন তাই না। তোমরা জানো যে বাবা এবং আমরা আত্মারা যেখানে থাকি, সেটা হলো মূলবতন। সুক্ষবতন তো কেবল সাক্ষাৎকারের জন্য, ওটা কোনো দুনিয়া নয়। সুক্ষবতন কিংবা মূলবতনের ক্ষেত্রে বলা যাবে না যে ওয়ার্ল্ডের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। ওয়ার্ল্ড তো কেবল একটাই। এই ওয়ার্ল্ডের জন্যই বলা যাবে যে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি রিপিট হয়।

মানুষ চায় যাতে ওয়ার্ল্ড পীস হয়। ওরা এটা জানে না যে আত্মার স্ব-ধর্মই হলো শান্তি। জঙ্গলে গিয়ে তো কখনো শান্তি পাওয়া যাবে? তোমরা বাচ্চারা সুখ প্রাপ্ত করো, আর বাকি সবাই শান্তি প্রাপ্ত করে। যারা আসবে, তারা সকলেই আগে শান্তিধামে যাবে, তারপর সুখধামে আসবে। কেউ কেউ বলে যে আমি জ্ঞান নিতে চাইনা, পরের দিকে আসবো তাহলে অনেকটা সময় মুক্তিধামে থাকতে পারবো। এটা তো ভালো যে অনেকটা সময় মুক্তিধামে থাকতে পারবো। এখানে দু-এক জন্ম পদ পাবো। কিন্তু এটা কি কোনো কাজের কথা হলো? যেমন মশা জন্ম নিলো আর মরে গেলো। সেইরকম একটা জন্মের জন্য এখানে এসে কি কোনো সুখ পাওয়া যাবে? সেটা তো কোনো কাজেরই হলো না, যেন কোনো পার্টই নেই। তোমাদের পার্ট তো অনেক উচ্চ। তোমাদের মতো সুখ তো কেউ দেখতেও পারে না, সেইজন্য পুরুষার্থ করা উচিত। অনেকে করছেও। আগের কল্পেও তোমরা পুরুষার্থ করেছিলে। নিজের পুরুষার্থ অনুসারে ফল পেয়েছিলে। পুরুষার্থ না করলে তো কোনো ফল পাবে না। পুরুষার্থ তো অবশ্যই করতে হবে। বাবা বলছেন, এও ড্রামা বানানো রয়েছে। তোমরাও পুরুষার্থ করতে শুরু করবে। এমনি এমনি কিছুই হবে না। তোমাদেরকে অবশ্যই পুরুষার্থ করতে হবে। পুরুষার্থ ছাড়া কিছুই হবে না। কাশি হলে কি আপনা আপনি ভালো হয়ে যায়? ওষুধ খাওয়ার পুরুষার্থ তো করতেই হয়। অনেকে তো ড্রামার ওপর সবকিছু ছেড়ে দেয়। যা ড্রামাতে আছে সেটাই হবে। বুদ্ধিতে এইরকম উল্টোপাল্টা জ্ঞান বসানো উচিত নয়। এটাও হলো মায়াবী বিদ্যা। অনেক বাচ্চা পড়াশুনাও ছেড়ে দেয়। এটাকে বলা হয় - মায়ার কাছে পরাজয়। এটা তো যুদ্ধ তাই না। মায়াও খুব শক্তিশালী। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শ্রেষ্ঠ রাজস্ব স্থাপন করার জন্য শ্রীমৎ অনুসারে চলে বাবার সহযোগী হতে হবে। দেবতার যা যেমন নির্বিকারী, সেইরকম ঘর-গৃহস্থে থেকে নির্বিকারী হতে হবে। পবিত্র প্রবৃত্তি বানাতে হবে।

২) ড্রামার পয়েন্টকে উল্টো ভাবে ইউজ করা উচিত নয়। ড্রামা বলে বসে গেলে চলবে না। পড়াশুনাতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। পুরুষার্থের দ্বারা নিজের শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ বানাতে হবে।

বরদান:- কমল পুষ্পের সিংস্বল (চিহ্ন) বুদ্ধিতে রেখে, নিজেকে স্যাম্পল (উদাহরণস্বরূপ) মনে করা ডিট্যাচ এবং প্রিয় ভব প্রবৃত্তিতে থাকার সিংস্বল হলো “কমল পুষ্প”। তো কমল হও আর অমল (বাস্তবায়িত) করে দেখাও। যদি বাস্তবায়িত না করতে পারো তাহলে কমল হতে পারবে না। তো কমল পুষ্পের সিংস্বল বুদ্ধিতে রেখে নিজেকে স্যাম্পল মনে করে চলো। সেবা করার সময় নিজে সবকিছুর থেকে ডিট্যাচ থাকো আর প্রভুর প্রিয় হও। শুধু প্রিয় হবে না, সবকিছুর থেকে ডিট্যাচ হয়ে প্রভুর প্রিয় হও, কেননা প্রেম কখনও কখনও বন্ধনের রূপে পরিবর্তন হয়ে যায়। সেইজন্য যেকোনও সেবা করার সময় ডিট্যাচ এবং প্রিয় হও।

স্লোগান:- স্নেহের ছত্রছায়ায় অন্দরে মায়া আসতে পারে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"নির্মাণ আর নির্মানের ব্যালেন্স দ্বারা আশীর্বাদের খাতা জমা করো"

আজ বাপদাদা তাঁর নিজের হোলি হ্যাপি হংসদের সভাতে এসেছেন। চতুর্দিকে হোলি হংস দেখা যাচ্ছে। হোলিহংসদের বিশেষত্বকে সবাই খুব ভালো ভাবে জানো তোমরা। সদা হোলি হ্যাপি হংস অর্থাৎ স্বচ্ছ এবং নির্মল হৃদয়। এমন হোলি হংসদের স্বচ্ছ আর নির্মল হৃদয় হওয়ার কারণে প্রতিটা শুভ আশা পূর্ণ হয়। সদা তুষ্ট আত্মা। শ্রেষ্ঠ সঞ্চল্ল করার সাথে সাথে পূর্ণ হয়েছে। পরিশ্রম করতে হয় না। কেন? বাপদাদার সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে সমীপ যারা, তারা নির্মল হৃদয় হয়। নির্মল হৃদয় সদা বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনাসীন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সংকল্প পূর্ণ হওয়ার কারণে বৃত্তিতে, দৃষ্টিতে, বোলে, সম্বন্ধ - সম্পর্কে সরল আর স্পষ্ট এক সমান প্রতীয়মান হয়। সরলতার লক্ষণ হলো - হৃদয়, বুদ্ধি, বোল এক সমান। মনে এক, মুখে আরেক - এটা সরলতার লক্ষণ নয়। যারা সরল স্বভাবের তারা সদা নির্মাণচিত্ত, নিরহংকারী, নিঃস্বার্থ হয়। হোলিহংসের বিশেষত্ব হলো - সরল-চিত্ত, সরল বাণী, সরল বৃত্তি, সরল দৃষ্টি।

বাপদাদা এই বছরে সব বাচ্চার মধ্যে দুটো বিশেষত্ব 'আচরণ আর চেহারা' দেখতে চান। সবাই তো জিজ্ঞাসা করে না যে - এরপর কী করতে হবে? এই সিজনের বিশেষ সমাপ্তির পরে কী করতে হবে? সবাই ভাবে তো না যে - ভবিষ্যতে কী হবে! ভবিষ্যতে কী করতে হবে! সেবার ক্ষেত্রে তো মেজরিটি যথাশক্তি খুব ভালো প্রগতি করেছে, সামনে এগিয়েছে। বাপদাদা এই উল্লতির জন্য অভিনন্দনও জানান - খুব ভালো, খুব ভালো, খুব ভালো। সেই সঙ্গে রেজাল্টে একটা বিষয় দেখা গেছে, কী সেটা শোনাবো? টিচার্স শোনাবো, ডবল ফরেনার্স শোনাবো? পান্ডব শোনাবো? হাত তোলো তবেই শোনাবো, নয়তো শোনাবো না। (সবাই হাত তুলেছে) খুব ভালো। একটা বিষয় কি দেখেছি? কেননা, আজ বতনে বাপদাদার নিজেদের মধ্যে অধ্যাত্ম বার্তালাপ চলছিল, কিভাবে অধ্যাত্ম বার্তালাপ করবেন? উভয়ে কীভাবে পরস্পরের মধ্যে অধ্যাত্ম বার্তালাপ করবেন? যেভাবে এখানে এই দুনিয়ায় তোমরা 'মনোঅ্যাক্টিং' করে থাকো না! খুব ভালো ভালো করে থাকো। তো তোমাদের সাকারী দুনিয়ায় তো এক আত্মা দুটো পার্ট প্লে করে আর বাপদাদা তো দুই আত্মা এক শরীর। ব্যবধান হলো তো না! তো খুব মজার ব্যাপার হয়।

তো আজ বতনে বাপদাদার অধ্যাত্ম বার্তালাপ হয়েছে - কোন বিষয়ে? তোমরা সবাই জানো যে ব্রহ্মাবাবার মহৎ আকাঙ্ক্ষা কি। জানো তো না ভালো করে? ব্রহ্মা বাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল শীঘ্রাতিশীঘ্র হোক। তো শিববাবা বলেছেন ব্রহ্মাবাবাকে - বিনাশ বা পরিবর্তন করা তো এক তালিও নয়, এক চুটকি বাজানোর ব্যাপার। কিন্তু তোমরা প্রথমে ১০৮-এর মালা নয়, অর্ধেক মালা বানিয়ে দাও। তো ব্রহ্মাবাবা কী উত্তর দিয়ে থাকবেন? বোলো। (প্রস্তুত হচ্ছে) আচ্ছা - অর্ধ-মালাও তৈরি হয়নি? সম্পূর্ণ মালার ব্যাপার ছাড়ো, অর্ধ-মালা তৈরি হয়েছে? (সবাই হাসছে) হাসছো মানে কিছু আছে! যারা বলে অর্ধেক মালা তৈরি আছে তারা এক হাত তোলো। তৈরি হয়েছে? খুব কম। যারা মনে করো যে হচ্ছে, তারা হাত তোলো। মেজরিটি বলছে হচ্ছে আর মাইনরিটি বলছে হয়ে গেছে। যারা হাত তুলেছে যে তৈরি হয়েছে, তাদেরকে বাপদাদা বলেন তোমরা নাম লিখে দিও। এটা ভালো ব্যাপার হবে, তাই না! বাপদাদাই দেখবেন, আর কেউ দেখবে না, সিলমোহর (seal) লেগে যাবে। বাপদাদা দেখবেন যে এমন ভালো পদপ্রার্থী রত্ন কে কে আছে। বাপদাদাও বোঝেন হওয়া উচিত। তো এদের থেকে নাম নিও, এদের ফটো তোলো।

তো ব্রহ্মাবাবা কী উত্তর দিয়েছেন? তোমরা সবাই তো ভালো ভালো উত্তর দিয়েছো। ব্রহ্মা বাবা বলেছেন, ব্যস্ শুধু এইটুকুই যা দেরি, আপনি চুটকি বাজাবেন, তারা তৈরি হয়ে যাবে। তো এটা ভালো ব্যাপার হলো, তাই না! তো শিববাবা বলেছেন - আচ্ছা, মালা সম্পূর্ণ তৈরি হয়েছে? অর্ধ-মালার জন্য উত্তর তো পাওয়া গেছে, তিনি সম্পূর্ণ মালার জন্য জিজ্ঞাসা করেছেন। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে আর কিছু টাইম চাই। এই অধ্যাত্ম বার্তালাপ হয়েছে। অধ্যাত্ম আলোচনায় প্রশ্ন - উত্তরই চলে তো না! কেন খানিক টাইম চাই? কোন্ বিশেষ ঘটতি আছে যার কারণে অর্ধ-মালা থেমে আছে? তো চতুর্দিকের প্রতিটি এরিয়ার বাচ্চারা ইমার্জ হতে শুরু করে, তোমাদের যেমন জোন আছে না, ঠিক তেমনই, প্রতিটা জোন থেকে নয়, কেননা জোন অনেক অনেক বড় তো না! তো তিনি প্রতিটি বিশেষ শহরকে ইমার্জ করতে থাকেন এবং প্রত্যেকের মুখ দেখেন, দেখতে দেখতে ব্রহ্মাবাবা বলেন - সব বাচ্চা যদি এক বিশেষত্ব শীঘ্রাতিশীঘ্র ধারণ করে নেয় তাহলে মালা তৈরি হয়ে যাবে। কোন্ বিশেষত্ব? তো তিনি এটাই বলেন যে, সার্ভিসে তোমরা উল্লতি করেছে এবং সার্ভিস করতে করতে

এগিয়ে গেছো। ভালো মতন এগিয়ে গেছো। যতই হোক, একটা বিষয়ের ব্যালেন্স কম। সেটা এই বিষয়ের যে, নির্মাণ করার ক্ষেত্রে তো এগিয়ে গেছো, কিন্তু নির্মাণের সাথে নির্মান থাকতে হবে। একটা বিষয় নির্মাণ, আরেকটা হলো নির্মান। একটা অক্ষরের প্রভেদ। যেমনই হোক, নির্মাণ আর নির্মান দুইয়ের ব্যালেন্সে ব্যবধান আছে। সেবার উল্লতিতে নির্মান হওয়ার ব্যালেন্সে কোথাও কোথাও, কখনো কখনো স্ব - অভিমানও মিশ্র হয়ে যায়। সেবাতে যতই এগিয়ে যাও, ততখানিই বৃত্তিতে, দৃষ্টিতে, বোলে, আচার-আচরণে নির্মান হওয়া যেন দেখা যায়, এই ব্যালেন্সের এখন অত্যন্ত আবশ্যিকতা রয়েছে। এখনও পর্যন্ত যে সব সম্বন্ধ-সম্পর্কের দ্বারা রেসিং প্রাপ্ত হওয়া উচিত ছিল সেই রেসিং প্রাপ্ত হয়নি। তাছাড়া, পুরুষার্থ যে যতই ভালো করুক কিন্তু পুরুষার্থের সাথে সাথে যদি আশীর্বাদের খাতা জমা না হয় তবে দাতা-ভাবের স্টেজ, করুণাময় হওয়ার স্টেজের অনুভূতি হবে না। আবশ্যিক হলো স্ব পুরুষার্থের এবং সেইসঙ্গে বাপদাদা আর পরিবারের ছোট-বড়'র শুভ কামনা ও শুভ ভাবনা। এই যে আশীর্বাদ - এটাই হলো পুণ্যের খাতা জমা করা। এটা মার্কসের সাথে অ্যাডিশন হয়। যতই সার্ভিস করো, নিজের সার্ভিসের ধারায় অগ্রচালিত হও, কিন্তু বাপদাদা সব বাচ্চার মধ্যে এই বিশেষত্ব দেখতে চান যে সেবার সাথে সাথে নির্মান হওয়া, মৈত্রীপূর্ণ সহমত - এই পুণ্যের খাতা জমা হওয়া খুব খুব আবশ্যিক। এরপরে বোলো না যে আমি তো অনেক সার্ভিস করেছি, আমি তো এটা করেছি, আমি তো এটা করেছি, কিন্তু নম্বর কেন পিছনে? সেইজন্য বাপদাদা প্রথম থেকেই ইশারা দেন যে বর্তমান সময় এই পুণ্যের খাতা অনেক অনেক সঞ্চয় করো। এমন ভেবো না - এ' তো এইরকমই, এ' তো বদলাবেই না। যখন প্রকৃতিকে বদলাতে পারো, প্রকৃতির সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করবে তো না? তাহলে ব্রাহ্মণ আত্মাকে

অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না? এগেনস্টকে অ্যাডজাস্ট করো, এটা হলো - নির্মাণ আর নির্মানের ব্যালেন্স। শুনেছ!

লাস্টে হোম ওয়ার্ক দেবেন তো না! কিছু তো হোম ওয়ার্ক পাবে, তাই না! তো বাপদাদা আগামী সিজনে আসবেন কিন্তু... কন্ডিশন দেবেন। দেখো, সাকার রূপের পার্টও চলেছে, অব্যক্ত পার্টও চলেছে, এত সময় ধরে অব্যক্ত পার্ট চলবে স্বপ্নেও ছিল না। তো দুটো পার্ট ড্রামানুসারে চলেছে। এবারে তো কিছু

কন্ডিশন দিতে হবে, নাকি না! তোমাদের পরামর্শ কী? এমনভাবেই চলতে থাকবে কী? কেন? আজ বতনেও বাবা প্রোগ্রামের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছেন। বাপদাদার অধ্যাত্ম বার্তালাপে এটাও আলোচনা হয়েছে যে এই ড্রামার পার্ট কত সময় পর্যন্ত চলবে! কোনো কী ডেট আছে? (দেবদুর্গার প্রেম বোনকে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন) জন্ম-পত্রিকা বলো, কত সময় পর্যন্ত? এখন এই কোশ্চেন উঠেছে, কত সময় পর্যন্ত। কিন্তু... এটার জন্য ৬ মাস তো আছেই না! ৬ মাস পরেই পরবর্তী সিজন শুরু হবে। তো বাপদাদা রেজাল্ট দেখতে চান। নির্মল হৃদয়, হৃদয়ে কোনও পুরানো সংস্কারের, অভিমান-অপমানের অনুভবের দাগ যেন না থাকে।

বাপদাদার কাছেও হৃদয়ের চিত্র তোলার মেশিনারি আছে। এখানে এক্ষরে-তে এই স্থূল হৃদয় দেখা যায়, তাই না। তো বতনে হৃদয়ের চিত্র খুব স্পষ্ট দেখা যায়। অনেক রকমের ছোট-বড় দাগ, কিছু দাগ বিবর্ণ, কিছু স্পষ্টরূপে দেখা যায়।

আজ হোলি উদযাপন করতে এসেছো তো না! লাস্ট টার্ন হওয়ার কারণে বাবা প্রথমে হোম ওয়ার্ক বলে দিয়েছেন, কিন্তু হোলির অর্থ অন্যদেরও শুনিয়ে থাকো যে হোলি উদযাপন অর্থাৎ যা অতীত হয়েছে তাকে অতীত করে দেওয়া। হোলি উদযাপন অর্থাৎ হৃদয়ে কোনও ছোট বড় দাগ না থাকা, সম্পূর্ণ নির্মল হৃদয়, সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন। বাপদাদা আগেও বলেছেন যে বাপদাদার বাচ্চাদের সাথে ভালোবাসা হওয়ার কারণে একটা ব্যাপার ভালো লাগে না। তা' হলো - তারা অনেক পরিশ্রম করে। যদি হৃদয় নির্মল হয় তবে পরিশ্রম নয়, দিলারাম হৃদয়ে সমাহিত থাকবেন এবং তোমরা দিলারামের হৃদয়ে সমাহিত হয়ে থাকবে। হৃদয়ে বাবা সমাহিত হয়ে আছেন। যে কোনও রূপের মায়া, তা' সূক্ষ্ম রূপে হোক বা রম্যাল রূপে, কিংবা মোটা রূপে, কোনও রূপেই মায়া আসতে পারে না। স্বপ্নে অথবা সঙ্কল্পেও পর্যন্ত মায়া আসতে পারে না। তাহলে তো পরিশ্রম মুক্ত হয়ে যাবে, যাবে তো না! বাপদাদা মন্মাতেও পরিশ্রম মুক্ত দেখতে চান। পরিশ্রম মুক্তই জীবনমুক্ত অনুভব করতে পারে। হোলি উদযাপন করা মানে পরিশ্রম মুক্ত, জীবনমুক্ত অনুভূতিতে থাকা। এখন বাপদাদা মন্মা শক্তি দ্বারা সেবাকে শক্তিশালী বানাতে চান। বাণী দ্বারা সেবা চলছে, চলতে থাকবে, কিন্তু এতে সময় লাগে। সময় কম, সেবা এখনও অনেক বাকি আছে। তোমরা সবাই রেজাল্ট শুনিয়েছো। এখনও পর্যন্ত ১০৮-এর মালাও বের করতে পারোনি। ১৬ হাজার, ৯ লক্ষ এ' তো অনেক দূরের। এর জন্য ফাস্ট বিধি চাই। প্রথমে নিজের মন্মা শ্রেষ্ঠ, স্বচ্ছ বানাও, এক সেকেন্ডও যেন ব্যর্থ না যায়। এখনও পর্যন্ত মেজরিটির ওয়েস্ট সংকল্পের পার্সেন্টেজ থেকে গেছে। অশুদ্ধ নয় কিন্তু ওয়েস্ট, সেইজন্য মন্মা সেবা

ফাস্ট গতিতে হতে পারবে না। এখন হোলি উদযাপন করা অর্থাৎ মন্মাকেও ব্যর্থ থেকে হোলি বানানো।

হোলি উদযাপন করেছে? উদযাপন অর্থাৎ হওয়া। দুনিয়ায় তো ভিন্ন ভিন্ন রঙ দিয়ে হোলি উদযাপন করে। কিন্তু বাপদাদা সব বাচ্চার উপরে দিব্য গুণের, দিব্য শক্তির, জ্ঞান গোলাপের রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

আজ বতনে আরও সমাচার ছিল। একটা তো বাবা বলেছেন - অধ্যাত্ম বার্তালাপের। আরেকটা এটা যে তোমাদের সেবা সাথীদের মধ্যে ভালো ভালো যারাই অ্যাডভান্স পার্টিতে গেছে, বতনে আজ তাদের হোলি উদযাপনের দিন ছিল। তোমাদের সবারও যখন কোনো সুযোগ হয় তখন স্মরণ আসে তো না! নিজেদের দাদীরা, সখীরা, পান্ডবরা স্মরণে তো আসে, তাই না! অনেক বড় গ্রুপ হয়ে গেছে অ্যাডভান্স পার্টির। যদি নাম বের করো তো অনেকে রয়েছে। তো বতনে আজ সব ধরনের আত্মারা হোলি উদযাপন করতে এসেছিল। সবাই নিজের নিজের পুরুষার্থের প্রালব্ধ অনুযায়ী পার্ট প্লে করেছে। অ্যাডভান্স পার্টির পার্ট এখনো পর্যন্ত গুপ্ত রয়েছে। তোমরা ভাবো তো না - তারা কী করছে? তারা তোমাদের আহ্বান করছে, সম্পূর্ণ হয়ে দিব্য জন্ম দ্বারা নতুন সৃষ্টির নিমিত্ত হও। সবাই নিজের পার্টে খুশি। এই স্মৃতি নেই যে আমি সঙ্গম যুগ থেকে এসেছি। দিব্যতা আছে, পবিত্রতা আছে, পরমাত্ম মগ্নতা আছে, কিন্তু ক্লিয়ারলি ইমার্জ নেই। ডিট্যাচড ভাব আছে, কিন্তু যদি জ্ঞান ইমার্জ হয়ে যায় তবে সবাই দৌড়ে মধুবনে এসে যাবে তো না! কিন্তু এদের পার্ট স্বতন্ত্র, জ্ঞানের শক্তি আছে। শক্তি কম হয়নি। নিরন্তর মর্যাদা পূর্বক তাদের ঘরের বাতাবরণ, তাদের মা-বাবা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাদের স্থূল সাধনও প্রাপ্ত হয়েছে। মর্যাদায় তারা খুব অভিজ্ঞ। নম্বরক্রম তো আছে কিন্তু বিশেষ আত্মারা অভিজ্ঞ। তারা অনুভব করে যে তাদের পূর্ব জন্ম মহান ছিল আর পরবর্তী জন্মও মহান হবে। তাদের মেজরিটিতে ফিচার্সও এক রয়্যাল ফ্যামিলির তৃপ্ত আত্মা, পরিপূর্ণ আত্মা, আনন্দিত আত্মা এবং দিব্য গুণ সম্পন্ন আত্মা রূপে প্রতীয়মান হয়। এটা তো হলো তাদের হিস্ট্রি, কিন্তু বতনে কী হয়েছে? হোলি কীভাবে উদযাপন করেছে? তোমরা হয়তো দেখে থাকবে যে হোলিতে বিভিন্ন শুকনো রঙ থালায় থালায় ভরে রাখে। তো বতনেও শুকনো রঙ যেমন হয় তেমনই খুব সূক্ষ্ম ঝলমলে হিরে ছিল, কিন্তু ভারী ছিল না, যেমন রঙ যদি হাতে নাও তবে তা হালকা হয় তো না, ঠিক তেমনই বিভিন্ন রঙের হিরে ভরা থালা ছিল। যখন সবাই এসে গেছে, তো বতনে কেমন স্বরূপ হয়, জানো তোমরা? লাইটেরই হয় তো না! দেখেছো তো, তাই না! তো লাইটের প্রকাশময় কায়া প্রথম থেকেই ঝলমল করতে থাকে। তো বাপদাদা সবাইকে নিজের সঙ্গমযুগী শরীরে ইমার্জ করেছেন। যখন সঙ্গমযুগী শরীরে ইমার্জ হয় তো একে অন্যের সাথে খুব মিলন উদযাপন করতে থাকে। অ্যাডভান্স পার্টির জন্মের সবকিছু ভুলে গেছে আর সঙ্গমের বিষয় ইমার্জ হয়ে গেছে। তো তোমরা বুঝতেই পারো যে পরস্পরের সাথে যখন সঙ্গমযুগের বিষয়ে বলে তখন তারা কত খুশিতে ভরে ওঠে। খুব খুশিতে তারা একে অন্যের সাথে লেন-দেন করছিল। বাপদাদাও দেখেছেন - এরা নিজেদের মধ্যে খুব আনন্দ করছে, আর তাই তিনি ভেবেছেন - এদেরকে মিলন উদযাপন করতে দেওয়া যাক! নিজেদের মধ্যে তারা নিজের জীবনের অনেক কাহিনী একে অন্যকে শোনাচ্ছিল, বাবা এইরকম বলেছেন, বাবা আমাকে এমন করে ভালোবেসেছেন, এই সব শিক্ষা দিয়েছেন। বাবা এইভাবে বলেন, শুধু বাবা-বাবা, বাবা-বাবাই ছিল। কিছু সময় পরে কী হলো? সবার সংস্কার তো তোমরা জানোই। তো এই গ্রুপে সবচাইতে রমণীয় কে ছিল? (দিদি আর চন্দ্রমণি দাদি) তো দিদি প্রথমে উঠেছেন। চন্দ্রমণি দাদির হাত ধরলেন আর রাস শুরু করে দিলেন। আর দিদি এখানে যেমন নেশায় ট্রান্সে চলে যেতেন, তেমনই নেশায় খুব রাস করেছেন। মাঝামাঝি মাঝখানে দাঁড় করিয়ে সার্কেল বানিয়ে ঘুরছে, একে অন্যের চোখ বন্ধ করে পরস্পরের সাথে লুকোচুরি খেলেছে, অনেক খেলেছে আর বাপদাদাও দেখতে দেখতে নিরন্তর মৃদু মৃদু হাসছিলেন। তারা হোলি উদযাপন করতে এসেছে তো খেলাও করেছে। কিছু সময় পরে সবাই বাপদাদার বাহুতে সমাহিত হয়ে গেছে আর সবাই একেবারে লাভলীন হয়ে গেছে এবং এরপরে বাপদাদা সবার উপরে ভিন্ন ভিন্ন রঙের যে হিরে ছিল, খুব সূক্ষ্ম ছিল, যেমন কোনো জিনিসের চূর্ণ হয় না, সেরকম ছিল। কিন্তু ঝলকানি ছিল অনেক, তো বাপদাদা সবার উপরে ছড়িয়ে দেন। ঝলমলে বডি তো ছিল, তাই না, তো তার উপরে ওই ভিন্ন ভিন্ন রঙের হিরে পড়ায় সবাই যেন খুব সেজে উঠেছে। লাল, হলুদ, সবুজ... যে সাত রঙের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে, তো সাত রঙই বিদ্যমান ছিল। সবাই এমনভাবে খুব সেজে উঠেছে যে সত্য যুগেও এমন ড্রেস হবে না। সবাই আনন্দানুভবে তো ছিলই, আবার একে অপরকেও ছড়িয়ে দিতে থাকে। আনন্দ করার মতো বোনেরাও তো অনেকে ছিল তাই না। খুব খুব মজা করেছে। মজার পরে কী হয়? বাপদাদা ইন অ্যাডভান্স সবাইকে ভোগ খাইয়েছেন, তোমরা কাল তো ভোগ দেবে, তাই না, কিন্তু বাপদাদা মধুবনের, সঙ্গমযুগের ভিন্ন ভিন্ন ভোগ সবাইকে খাইয়েছেন আর তার মধ্যে হোলির বিশেষ ভোগ কী? ঘেবর-জিলিপি (ঘেবর = আটা আর ঘি দিয়ে তৈরি চাকতির মতো ভাজা মিষ্টি) তোমরা গোলাপ ফুলও তো ভাজো, তাই না। তো সঙ্গম যুগেরই ভ্যারাইটি ভোগ খাইয়েছি। তোমাদের আগে তারা ভোগ নিয়ে নিয়েছে, তোমরা কাল পাবে। আচ্ছা। মূলতঃ তারা উদযাপন করেছে, নেচেছে, গেয়েছে। সবাই মিলে বাঃ বাবা, আমার বাবা, মিষ্টি বাবার গীত

গেয়েছে। তো নেচেছে, গেয়েছে, খেয়েছে আর লাষ্টে কী হয়? অভিনন্দন আর বিদায়। তো তোমরাও উদযাপন করেছ, নাকি শুধু শুনেছো? কিন্তু প্রথমে এখন ফরিস্তা হয়ে প্রকাশময় কায়া রূপ হয়ে যাও। হতে পারো নাকি না? স্থূল শরীর আছে? না। সেকেন্ডে ঝলমলে ডবল লাইট স্বরূপ হয়ে যাও। হতে পারো? একদম ফরিস্তা! (বাপদাদা সবাইকে ড্রিল করিয়েছেন)।

এখন নিজের সূক্ষ্ম শরীরের উপরে ভিন্ন ভিন্ন রঙের ঝলমলে হিরে লাগাও আর সদা এমন দিব্য গুণের রঙ, শক্তির রঙ, জ্ঞানের রঙ দ্বারা স্বয়ংকে নিরন্তর রাঙাতে থাকো। আর সবচাইতে বড় রঙ বাপদাদার সঙ্গের রঙে সদা রঞ্জিত হয়ে থাকো। এইভাবে অমর ভব। আচ্ছা।

দেশ-বিদেশের এই রকম ফরিস্তা স্বরূপ বাচ্চাদের, সদা নির্মল হৃদয়, প্রাপ্তি সম্পন্ন বাচ্চাদের, প্রকৃত হোলি উদযাপন অর্থাৎ অর্থ সহ চিত্র প্রত্যক্ষ রূপে নিয়ে আসা বাচ্চাদের, সদা নির্মাণ আর নির্মানের ব্যালেন্স রাখা বাচ্চাদের, সদা আশীর্বাদের পুণ্যের খাতা সঞ্চয়কারী বাচ্চাদের অনেক অনেক পদ্মগুন স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- মধুরতা দ্বারা বাবার সমীপতার সাক্ষাৎকার করিয়ে মহান আত্মা ভব
যে বাচ্চাদের সংকল্পেও মধুরতা, বোলেও মধুরতা এবং কর্মেও মধুরতা থাকে তারাই বাবার সমীপে থাকে।
সেইজন্য বাবাও তাদেরকে রোজ বলেন মিষ্টি বাচ্চা আর বাচ্চারাও রেসপন্ড দেয় - মিষ্টি মিষ্টি বাবা। তো
প্রতিদিনের এই মধুর বোল মধুরতা সম্পন্ন বানিয়ে দেয়। এমন মধুরতা প্রত্যক্ষ করানো শ্রেষ্ঠ আত্মারাই
মহান হয়। মধুরতাতেই মহত্ব। মধুরতা না থাকলে মহত্বের অনুভব হয় না।

স্নোগান:- যে কোনো কাজ ডবল লাইট হয়ে যদি করো তবে মনোরঞ্জনের অনুভব করবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"পবিত্রতা রূপী গুণকে ধারণ করে ডায়রেক্টরের ডায়রেকশনে চলতে থাকো, তাহলে দেবতাদের কিংডমে (রাজধানীতে) চলে আসবে"

(প্রাতঃ ক্লাসে শোনানোর জন্য জগদম্বা মায়ের মধুর মহাবাক্য)

ওম্ শান্তি । এই দুনিয়াকে নাটকও বলা হয়, ড্রামাই বলা, নাটকই বলা আর খেলাই বলা, কথা তো একই। নাটক যা হয় তা একই কাহিনী হয় । তাতে অনেক বাইপ্লটস্ মাঝে দেখানো হয়, কিন্তু গল্প তো একই হয় । ঠিক তেমনই এও হলো অসীম জগতের এই ওয়ার্ল্ডের ড্রামা, একে নাটকও বলা হয়, যাতে আমরা সবাই হলাম অ্যাক্টরস্ । আমরা এখন অ্যাক্টর্স, তাই অ্যাক্টরদের এই নাটককে সম্পূর্ণ জানা উচিত যে, কোন্ স্টোরিতে এই নাটক শুরু হয়, আমাদের এই পার্ট কোথা থেকে শুরু হয় আর কোথায় তা সম্পূর্ণ হয় আর তাতে সময় সময় কোন্ কোন্ অ্যাক্টরের কেমন পার্ট হয় আর তার ডায়রেক্টর - ক্রিয়েটর কে আর এই নাটকে হিরো - হিরোইনের পার্ট কাদের, এইসব বিষয়ের নলেজ থাকা চাই। কেবল নাটক বললে তো আর কাজ চলবে না । নাটক যেমন আছে, তেমনই আমাদের মতো নাটকের অ্যাক্টররাও আছে । কেউ যদি ড্রামার অ্যাক্টর হয় আর আমরা যদি তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, এর স্টোরি কি, এ কোথা থেকে শুরু হয়, কোথায় গিয়ে সম্পূর্ণ হয় ! সে যদি বলে যে, আমি জানি না, তাহলে একে কি বলা হবে? তখন বলবে, এ এটাও জানে না, অথচ বলে যে, আমি অ্যাক্টর। অ্যাক্টরের তো সব বিষয়ই জানা উচিত, তাই না । নাটক যখন শুরু হয়েছে, তখন তার অন্ত ও অবশ্যই হবে । এমন নয় যে, শুরু হয়েছে আর তা চলতেই থাকবে । তাই এইসব কথা হলো বোঝার মতো । অসীম জগতের এই নাটকের যিনি রচয়িতা, তিনি জানেন যে, কিভাবে এই নাটকের শুরু হয়েছে, এতে মুখ্য মুখ্য অ্যাক্টর কে কে আর সব অ্যাক্টরদের মধ্যে হিরো - হিরোইনের পার্ট কাদের, এইসব কথা বাবা বোঝাচ্ছেন।

এইসব নলেজ যারা ক্লাসে এসে শোনে আর বোঝে, তারাই জানে যে, এর প্রথম ডায়রেক্টর এবং ক্রিয়েটর কে? ক্রিয়েটর বলা হবে সুপ্রীম সোলকে (পরমপিতা পরমাত্মা), কিন্তু তিনিও অ্যাক্টর, তাঁর অ্যাক্টিং কোনটি? ডায়রেকশান দেওয়ার। তিনি একবারই এসে অ্যাক্টর হন। এখন তিনি ডায়রেক্টর হয়ে অ্যাক্ট করছেন। তিনি বলেন, এই নাটকের শুরু আমি করি, তা কিভাবে? যে পিউরিফাইড (পবিত্র) সত্যযুগী দুনিয়া, যাকে নতুন দুনিয়া বলা হয়, সেই নিউ ওয়ার্ল্ড আমি ক্রিয়েট করি । এখন তোমরা সবাই, যারাই পবিত্রতাকে ধারণ করে ডায়রেক্টরের ডায়রেকশান অনুযায়ী চলছো, সেই সমস্ত অ্যাক্টর এখন পিউরিফাইড (পবিত্র) তৈরী হচ্ছে, এরপর এই অ্যাক্টরদের দ্বারা এই অনেক জন্মের চক্র চলবে । একথা বাবাই বোঝান যে, এখন পবিত্র হওয়া মানুষরা পরবর্তী জন্মে দেবতাদের কিংডমে যাবে । সেই কিংডম দুই যুগ অর্থাৎ সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রূপে চলতে থাকে, তারপর সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী অ্যাক্টরদের পার্ট যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তারা অল্প নীচে নেমে যায় বা বাম মার্গে চলে যায় । এরপর অন্য ধর্মের টার্ন (সময়) আসে, ইব্রাহিম, বুদ্ধ তারপর খ্রীষ্টান, এইসব ধর্মের ধর্মস্থাপকরা নশ্বরের ক্রমানুসারে এসে তাঁদের নিজের - নিজের ধর্ম স্থাপন করে।

তাই দেখো, এই নাটকের স্টোরি কোথা থেকে শুরু হয়েছিলো, কোথায় গিয়ে সম্পূর্ণ হয় । এর মাঝে অন্য - অন্য বাইপ্লটস্ কিভাবে চলে, এইসব বৃত্তান্ত বাবা বসে বোঝান। এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, ওই নাটক তো তিন ঘন্টায় শেষ হয়, এই নাটক শেষ হতে পাঁচ হাজার বছর লাগে । এখন এই নাটকের অল্প বছর বাকি আছে, ব্যস্, এখন তার প্রস্তুতি চলছে । এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয়ে আবারও রিপিট হবে । তাই এই সমস্ত বৃত্তান্ত বুদ্ধিতে থাকা উচিত, একেই জ্ঞান বলা হয় । এখন দেখো, বাবা এসে নতুন ভারত, নতুন দুনিয়া তৈরী করছেন। ভারত যখন নতুন ছিলো তখন এতো বড় দুনিয়া ছিলো না । এখন ভারত পুরানো তাই দুনিয়াও পুরানো । এখন বাবা এসে এই ভারতকে তৈরী করেন, যা আমাদের প্রাচীন দেশের অবিনাশী খণ্ড। এখন একে দেশ বলা হয়, কেননা অন্যান্য দেশের মতো এও এক টুকরো হয়ে গেছে, কিন্তু বাস্তবে সম্পূর্ণ ওয়ার্ল্ডে, সারা পৃথিবীতে এক ভারতের রাজ্য ছিলো, যাকে বলা হতো প্রাচীন ভারত। সেই সময়ের ভারতের গায়ন আছে -- সোনার চড়ুই পাখি । সম্পূর্ণ পৃথিবীতে কেবল ভারতেরই কন্ট্রোল ছিলো, এক রাজ্য ছিলো, এক ধর্ম ছিলো । সেই সময়ে সুখ ছিলো, এখন আর কোথায় ! তাই বাবা বলেন, এর ডিসট্রাকশন (ধংস) করে আবার এক রাজ্য, এক ধর্ম আর প্রাচীন সেই নতুন ভারত, নতুন দুনিয়া বানাই। বৃদ্ধিতে পেরেছো । ওই দুনিয়াতে কোনো দুঃখ নেই, কোনো রোগ নেই, কখনো কোনো অকালমৃত্যু নেই। তাই এমন জীবন পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো । বিনামূল্যে তো পাওয়াই যাবে না । কিছু তো পরিশ্রম করতে হবে । বীজ বপন করলে তবেই প্রাপ্ত করবে । বপন না করলে কিভাবে পাবে? তাই এ হলো

কর্মক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রে কর্মের দ্বারা বপন করতে হবে। আমরা যে কর্মের বীজ বপন করি, সেই ফলই প্রাপ্ত করি। বাবা কর্মের বীজ বপন করতে শেখাচ্ছেন। চাষবাস করা যেমন শেখানো হয়, তাই না, কিভাবে বীজ বপন করবে, কিভাবে তার দেখাশোনা করবে, তার ট্রেনিংও দেওয়া হয়। তাই বাবা এসে আমাদের কর্মের ক্ষেত্রের জন্য, কর্মের বীজ কিভাবে বপন করা হবে তার ট্রেনিং দিচ্ছেন যে, নিজের কর্মকে উচ্চ বানাও, ভালো বীজ বপন করো তাহলে ভালো ফল প্রাপ্ত করবে। কর্ম যখন ভালো হবে তখন যা বপন করবে তার ফলও ভালো প্রাপ্ত করবে। কর্ম রূপী বীজে যদি শক্তি না থাকে, মন্দ কর্মের বীজ যদি বপন করো তাহলে ফল কি প্রাপ্ত করবে? এই যা খাচ্ছো তাতেই তোমরা কান্নাকাটি করছো। যা খাও তাতেই তোমাদের দুঃখ রয়েছে, দুঃখ আর অশান্তি। কিছু না কিছু রোগ ইত্যাদি খিটমিট চলতেই থাকে। সমস্ত বিষয়ই মানুষকে দুঃখী করে, তাই বাবা বলেন, এখন তোমাদের কর্মকে আমি উচ্চ কোয়ালিটির বানাই, যাতে বীজও সেই কোয়ালিটির হবে, তাহলে সেই কোয়ালিটির বপন করবে, তাহলে তার থেকে ভালো ফল আসবে। বীজ যদি ভালো কোয়ালিটির না হয়, তাহলে ভালো কোয়ালিটির ফল প্রাপ্ত করা যাবে না। তাহলে আমাদের কর্মও ভালো কোয়ালিটির হওয়া চাই, তাই না। তাই বাবা এখন আমাদের কর্ম রূপী বীজকে ভালো কোয়ালিটির বানান। তাহলে সেই শ্রেষ্ঠ কোয়ালিটির বীজ যদি বপন করো তাহলে শ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত করবে। তাই নিজের কর্মের যে বীজ আছে, তা ভালো বানাও, আর তারপর ভালো বপন করতে শেখো। তাই এই সব জিনিস বুঝে এখন নিজের পুরুষার্থ করো।

আচ্ছা, এখন দুই মিনিট সাইলেন্স। সাইলেন্সের অর্থ হলো, আই এম সোল, প্রথমে সাইলেন্স তারপর টকিতে আসে। বাবা এখন বলছেন, এরপর সাইলেন্স ওয়ার্ডে চলো, যেখানে সাইলেন্স, শান্তি, শান্তি হলো তোমাদের স্বধর্ম। সেই সাইলেন্সে যাওয়ার জন্য বলা হয় - এই দেহের আর দেহ সহ দেহের সম্বন্ধের অ্যাটাচমেন্ট এখন ত্যাগ করো, এর থেকে ডিটাচ হয়ে যাও। সন অফ সুপ্রীম সোল, এখন আমাকে স্মরণ করো আর আমার ধামে চলে এসো। তাই এখন এমন চলার খেয়াল রাখো, এখন আসার কথা ভেবো না। অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি। এখন কারোর প্রতি কোনো অ্যাটাচমেন্ট নেই। এখন তো শরীরের অ্যাটাচমেন্টও ত্যাগ করো। বুঝেছো। এমন ধারণা তৈরী করতে হবে, আচ্ছা, এখন সাইলেন্সে বসো। চলতে - ফিরতেও সাইলেন্স, বলার সময়ও সাইলেন্স। বলার সময় কিভাবে সাইলেন্স হবে? জানো কি? বলার সময় আমাদের বুদ্ধিযোগ আমাদের সেই 'আই এম সোল' ফার্স্ট পিওর সোল অথবা সাইলেন্স সোল, এই কথা স্মরণে রেখো। বলার সময় আমাদের মধ্যে এই নলেজ থাকা চাই যে, আই এম সোল, এই অর্গ্যান্সের দ্বারা বলি। তাই আমাদের এমন প্র্যাকটিস হওয়া চাই, যেন আমি এর আধার নিয়ে বলছি। চলো, এখন চোখের আধার নিই, দেখি। যার প্রয়োজন তার আধার নিয়ে কাজ করো। এমন আধার নিয়ে কাজ করলে খুব খুশীতে থাকবে, তখন কোনো মন্দ কাজও আর হবে না। আচ্ছা।

বাপদাদা আর মায়ের এমন মিষ্টি - মিষ্টি খুব সুন্দর, সদা সাইলেন্সের অনুভূতিকারী বাচ্চাদের প্রতি স্মরণের স্নেহ-সুমন সুমন আর সুপ্রভাত। আচ্ছা।

সন্দেশীর তন দ্বারা অলমাইটি পিতার উচ্চারিত মহাবাক্য (মাতেশ্বরী জীর প্রতি) :-

হে শিরোমণি রাধে বেটি, তুমি নিশিদিন আমার সমান দিব্য কার্যে তৎপর অর্থাৎ বৈষ্ণব শুদ্ধ স্বরূপ, শুদ্ধ সেবা করো, তাই তুমি হলে সাফা আমার স্বরূপ। যে বাচ্চারা নিজের পিতার ফুটস্টেপে চলে না, তাদের থেকে আমি সম্পূর্ণ দূরে, কেননা বাচ্চা তো পিতার সমান অবশ্যই হওয়া চাই। এই নিয়ম এখন স্থাপন হয়, যা সত্যযুগ এবং ত্রেতা পর্যন্ত চলতে থাকে, ওখানে বাবা যেমন, ছেলেও তেমন। দ্বাপর এবং কলিযুগে কিন্তু বাবা যেমন ছেলে তেমন হয় না। এখন বাচ্চাদের বাবার সমান হওয়ার পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু ওখানে তো ন্যাচারাল এমন নিয়ম তৈরী আছে, বাবা যেমন, ছেলেও তেমন। যে অনাদি নিয়ম এই সঙ্গম যুগে ঈশ্বর পিতা প্রত্যক্ষ হয়ে স্থাপন করছেন।

২) মধুর মালির মধুর মিষ্টি দিব্য পুরুষার্থী বেটি, এখন তোমাকে অনেক রমণীয় সুইটনেস হতে হবে আর অন্যদেরও তৈরী করতে হবে। এখন ওয়ার্ডের সার্বভৌমত্বের চাবি সেকেন্ডে প্রাপ্ত করা আর করানো তোমার হাতে। অলমাইটি, যিনি প্রত্যেক জীব - প্রাণীর মালিক, তিনি এখন প্র্যাকটিক্যাল এই কর্মক্ষেত্রে এসেছেন তাই এখন সম্পূর্ণ সৃষ্টি হ্যাপি হাউস হয়ে যায়। এই সময় সেইসব জীব - প্রাণীদের মালিক অব্যক্ত রীতিতে এই সৃষ্টিকে চালাচ্ছেন। কিন্তু যখন তিনি প্রত্যক্ষ রূপে দেহধারী হয়ে মালিক ভাবের দ্বারা কর্মক্ষেত্রে আসেন, তখন সত্যযুগ এবং ত্রেতার সময় সমস্ত প্রাণী সুখী হয়ে যায়। ওখানে সত্যের দরবার খোলা থাকে। যারা ঈশ্বরীয় সুখ প্রাপ্ত করার কারণে পুরুষার্থ করেছেন, তারা সেখানে সর্বদার জন্য সুখ প্রাপ্ত করেন। এই সময় সমস্ত জীব - প্রাণীরা সুখের দান প্রাপ্ত করে না, পুরুষার্থই প্রালব্ধকে আকর্ষণ করে। যাদের ঈশ্বরের

সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ আছে, তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সুখের দান প্রাপ্ত করে।

৩) আহা ! তোমরা হলে সেই শক্তি, যারা নিজেদের ঈশ্বরীয় শক্তির রং দেখিয়ে এই আসুরী দুনিয়ার বিনাশ করে দৈবী দুনিয়ার স্থাপনা করছে, এরপর ভবিষ্যতে সমস্ত শক্তিদেব মহিমা নির্গত হয়। এখন তোমরা সেই শক্তিতে ভরপুর হচ্ছে। তোমরা সদা তোমাদের ঈশ্বরীয় শক্তিতে এবং বিজয়ীর পদে থাকো, তাহলে সদা অপার খুশীতে থাকবে। নিত্য হর্ষিত মুখ। তোমাদের নেশা থাকা উচিত যে, আমি কে? আমি কার? আমার কতখানি সৌভাগ্য? আমার কতো বড় পদ? এখন তোমরা প্রথমে নিজস্ব স্বরাজ্য প্রাপ্ত করো তারপর সত্যযুগে যুবরাজ হবে। তাহলে কতো নেশা থাকার প্রয়োজন। নিজের এই ভাগ্যকে দেখে খুশীতে থাকো, নিজের লাক্-কে দেখো, এর থেকে কতো লটারী প্রাপ্ত হয়। আহা ! কতো শ্রেষ্ঠ তোমার ভাগ্য, যে ভাগ্যের দ্বারা বৈকুণ্ঠের লটারী প্রাপ্ত হয়। বুঝেছো, লাকিয়েস্ট দৈবী ফুল বাচ্চি।

৪) এই সুন্দর সঙ্গম সময়ে স্বয়ং নিরাকার পরমাত্মা সাকারে এসে এই ঈশ্বরীয় ফ্যাক্টরি খুলেছেন, যেখান থেকে যে কোনো মনুষ্য নিজের বিনাশী খড়্‌কুটো দিয়ে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন নিতে পারে। এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের কেনাকাটা অতি সূক্ষ্ম, যাকে বুদ্ধির দ্বারা ক্রয় করতে হয়। এ কোনো স্থূল বস্তু নয় যা এই নয়নের দ্বারা দৃশ্যমান হবে, কিন্তু অতি সূক্ষ্ম গুপ্ত লুকানো হওয়ার কারণে একে কেউই লুণ্ঠন করতে পারে না। এমন সর্বোত্তম জ্ঞান সম্পদ প্রাপ্ত করলে অতি নিঃসঙ্কল্প, সুখদায়ক অবস্থা হয়ে থাকে। যতক্ষণ না কেউ এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ক্রয় করছে, ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত, নিঃসঙ্কল্প থাকতে পারবে না, তাই এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন উপার্জন করে নিজের বুদ্ধি রূপী সূক্ষ্ম সিন্দুকে ধারণ করে নিত্য নিশ্চিন্ত থাকতে হবে। বিনাশী ধনে তো দুঃখ লুকিয়ে থাকে আর অবিনাশী জ্ঞান ধনে সুখ নিহিত থাকে।

৫) সূর্য যেমন সাগরের জলে টানে, যা আবার পাহাড়ের উপর বর্ষণ করে, তেমনই এও ডায়রেক্ট ঈশ্বরের দ্বারা বর্ষণ হচ্ছে। বলা হয়, শিবের জটা থেকে গঙ্গা নির্গত হয়। এখন এনার মুখ কমল দ্বারা জ্ঞানের অমৃতধারার বর্ষণ হচ্ছে, যাকে অবিনাশী ঈশ্বরীয় ধারা বলা হয়, যাতে তোমরা ভগীরথ পুত্ররা পাবন হচ্ছে, অমর হয়ে যাচ্ছে। এ হলো মুকুটধারী বানানোর ওয়ান্ডারফুল মন্ডলী, এখানে যে নর - নারীই আসবে, তারা মুকুটধারী হয়ে যাবে। দুনিয়াকেও মন্ডলী বলা হয়। মন্ডল অর্থাৎ স্থান, এখন এই মন্ডলী কোথায় টিকে আছে? 'ওম' আকারে অর্থাৎ অহম স্বধর্মে আর সম্পূর্ণ দুনিয়া স্বধর্মকে ভুলে প্রকৃতির ধর্মে টিকে আছে। তোমরা শক্তির আবার প্রকৃতিকে ভুলে নিজের স্বধর্মে টিকে আছে।

৬) এই দুনিয়াতে সমস্ত মনুষ্য নিরাকার ঈশ্বরকে স্মরণ করে, যাকে কখনো নয়নের দ্বারা দর্শনও করেনি, সেই নিরাকারের প্রতি তাদের এতো প্রেম থাকে যে বলে, হে ঈশ্বর, তোমার মধ্যে আমাকে লীন করে দাও, কিন্তু কেমন ওয়ান্ডার, ঈশ্বর যখন সাকারে প্রত্যক্ষ হয়েছেন তখন তাঁকে চিনতে পারে না। ঈশ্বরের খুব প্রিয় ভক্ত এমন বলে থাকে যে, যেখানেই দেখি, সেখানেই তুমি আর তুমি, যদিও সে দেখে না কিন্তু বুদ্ধিযোগের দ্বারা অনুভব করে যে, ঈশ্বর সর্বত্র। তোমরা কিন্তু অনুভবের দ্বারা বলতে পারো যে, স্বয়ং নিরাকার ঈশ্বর প্রাকৃতিকাল সাকার রূপে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এখন তোমরা সহজেই আমার সঙ্গে এসে মিলিত হতে পারো, কিন্তু আমার কোনো বাচ্চাও সাকারে প্রভু পিতাকে চিনতে পারে না। তাদের নিরাকার অতি মিষ্টি লাগে, কিন্তু সেই নিরাকার, যিনি এখন সাকারে প্রত্যক্ষ, তাঁকে যদি চিনে নিতে পারে তাহলে কতো না প্রাপ্তি করতে পারবে, কেননা প্রাপ্তি তো সেই সাকার থেকেই হবে। বাকি যারা ঈশ্বরকে দূরে এবং নিরাকার মনে করে আর দেখেও, যাদের কিছু প্রাপ্তি নেই, তারা হলো ভক্ত, তাদের কোনো জ্ঞান নেই। এখন সাকার প্রভু পিতাকে জানতে পারা জ্ঞানী বাচ্চারা, সর্ব দৈবী গুণের সুগন্ধে ভরপুর সুইট ফ্লাওয়ার, নিজের প্রভু পিতার কাছে নিজের জীবনই উৎসর্গ করে দেয়, যাতে তারা জন্ম - জন্মান্তর দেবতাদের সম্পূর্ণ দিব্য শোভনীয় তন প্রাপ্ত করে।

৭) সেক্ষে-কে (নিজেকে) জানার কারণেই তোমাদের রাইট - রং, সত্য - অসত্যের প্রভেদ বুঝতে পারার শক্তি (পরখ) এসে গেছে। এই ঈশ্বরীয় জ্ঞানের দ্বারা মুখের বাণী টুথ (সত্য) হয়ে যায়, তখন তাতে কোনো সঙ্গদোষ চড়তে পারে না। সঙ্গদোষের ছায়া তার উপর পড়ে, যে নিজে অজ্ঞানতার বশীভূত হয়ে আছে। এই সময় সত্যের দুনিয়া আর নেই, তাই কারোর মুখের কথার উপর ভরসা না করে মানুষ তাদের দিয়ে লিখিয়ে নেয়। এখন মানুষের বাণী আনটুথ (অসত্য), যদি টুথ হতো তাহলে তাদের মহাবাক্যের পূজন হতো। যেমন দেখো, ডিভাইন ফাদার এর টুথ মহাবাক্যের শাস্ত্র তৈরী হয়েছে, যার গায়ন এবং পূজন চলতে থাকে। তার টুথ (সত্য) মহাবাক্য গুলির ধারণা করার ফলে ঈশ্বরীয় কোয়ালিটি এসে যায়। কেবল এটাই নয়, কেউ তো পড়তে - পড়তে শ্রীকৃষ্ণের, ব্রহ্মার সাক্ষাৎকারও করে ফেলে।

৮) আহা ! হোলি হৃদয় কমল, হোলি হস্ত কমল, হোলি নয়ন কমল বেটি রাধে, তোমার সম্পূর্ণ কায়া পরিবর্তন হয়ে

কমলফুল সমান কোমল কাঞ্চন হয়ে গেছে কিন্তু প্রথমে যখন সোল কাঞ্চন হয়, তখন সম্পূর্ণ তন কাঞ্চন পিওর হয়ে যায় এবং সেই হোলি কোমল তনই গভীর আকর্ষণে ভরপুর। তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর পিতার দ্বারা অজ্ঞানতার তাপকে নিভিয়ে জ্ঞান তেজকে প্রজ্জ্বলিত করে অতি শীতল রূপ হয়ে গেছো। তোমাদের জড় চিত্রের দ্বারাও সম্পূর্ণ দুনিয়া শীতলতা আর শান্তির দান প্রাপ্ত করতে থাকে। এখন তোমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে পরিগ্রাণ করে অস্ত্রে নিজের দিব্য তেজ প্রত্যক্ষ করিয়ে নতুন বৈকুণ্ঠের গোল্ডেন ফুলের বাগানে গিয়ে বিশ্রাম করবে। আচ্ছা!

বরদান:- "বাবা" শব্দের চাবির দ্বারা সর্ব সম্পদ প্রাপ্ত কারী ভাগ্যবান আত্মা ভব জ্ঞানের বিস্তারকে যদি এতটুকুও জানতে নাও পারো বা শোনাতেও না পারো, কিন্তু এক শব্দ "বাবা" হৃদয় থেকে মানা আর হৃদয় থেকে অন্যদের শুনিয়ে বিশেষ আত্মা হয়ে গেছো, দুনিয়ার সামনে মহান আত্মার স্বরূপে মহিমা যোগ্য হয়ে গেছো কেননা এক "বাবা" শব্দ সর্ব সম্পদের বা ভাগ্যের চাবিকাঠি। চাবি লাগানোর বিধি হলো, হৃদয় থেকে জানা এবং মানা। হৃদয় থেকে বলো "বাবা", তো সম্পদ সदा হাজির।

স্লোগান:- বাপদাদার প্রতি স্নেহ থাকলে সেই স্নেহতে পুরানো দুনিয়াকে বলিদান দিয়ে দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করো যে, আমরা হলাম আত্মা, আত্মা মনে করে প্রতিটা কাজ শুরু করো তাহলে বাবা স্মরণে আসবে, তখন পাপ হবে না"

*প্রশ্নঃ - কর্মাভীত স্থিতিকে প্রাপ্ত করার জন্য কোন্ পরিশ্রম প্রত্যেকেই করতে হবে? কর্মাভীত স্থিতির সমীপতার নিদর্শন কি?

*উত্তরঃ - কর্মাভীত হওয়ার জন্য স্মরণের বল এর দ্বারা নিজের কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে বশে করার পরিশ্রম করো । এই অভ্যাস করো যে, আমি হলাম নিরাকার আত্মা, নিরাকার বাবার সন্তান । সব কর্মেন্দ্রিয় নিরাকারী হয়ে যাবে - এটাই হলো জবরদস্ত পরিশ্রম । কর্মাভীত অবস্থার যত সমীপে আসতে থাকবে, ততই প্রতিটি অঙ্গ শীতল, সুগন্ধিত হতে থাকবে । তার থেকে বিকারী দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে । অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব হতে থাকবে ।

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ । এ তো বাচ্চারা বলবে না যে কার প্রতি । বাচ্চারা তো জানেই - শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ । তাহলে অবশ্যই তিনি আত্মাদের সাথে কথা বলেন । বাচ্চারা জানে যে, শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । "বাবা" শব্দ থেকে বুঝতে পারে যে, পরমাত্মাকেই বাবা বলা হয় । সমস্ত মনুষ্য মাত্রই শিববাবাকেই বাবা বলে । বাবা পরমধামে থাকেন । সবার প্রথমে এই কথা পাকা করতে হবে । নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে আর এই কথা পাক্সা নিশ্চিত করতে হবে । বাবা যা শোনান, তা আত্মাই ধারণ করে । যে জ্ঞান পরমাত্মার মধ্যে আছে, তা আত্মার মধ্যেও আসা চাই । যা আবার মুখ দিয়ে বর্ণনা করতে হয় । যা কিছু ঐশ্বরীয় পার্ট পড়ানো হয়, তা আত্মাই পড়ে । আত্মা যদি নির্গত হয়ে যায়, তাহলে এই পড়া ইত্যাদি কিছুই মনে থাকে না । আত্মা সংস্কার নিয়ে যায়, তারপর অন্য শরীরে অবস্থান করে । তাই প্রথমে নিজেকে নিশ্চিতভাবে আত্মা মনে করতে হবে । এখন দেহ - অভিমান ত্যাগ করতে হবে । আত্মা শোনে, আত্মাই ধারণ করে । আত্মা যদি শরীরে না থাকে তাহলে শরীর নড়তেও পারে না । বাচ্চারা, এখন তোমাদের একথা পাক্সা নিশ্চিত করতে হবে যে - পরমাত্মা, আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের জ্ঞান প্রদান করছেন । আমরা আত্মারা এই শরীরের দ্বারা শুনি আর পরমাত্মা এই শরীরের দ্বারা শোনাচ্ছেন - এ কথাই প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায় । দেহ স্মরণে এসে যায় । এও তোমরা জানো যে, ভালো বা খারাপ সংস্কার আত্মার মধ্যেই থাকে । মদ্যপান করা, খারাপ কথা বলা - এও আত্মাই করে শরীরের দ্বারা । আত্মাই এই শরীরের দ্বারা পার্ট প্লে পালন করে । সবার প্রথমে আত্ম - অভিমানী অবশ্যই হতে হবে । বাবা আত্মাদেরই পড়ান । আত্মাই এরপর এই জ্ঞান সঙ্গে করে নিয়ে যাবে । যেমন ওখানে পরমাত্মা জ্ঞান সহ থাকেন, তেমনই তোমরা আত্মারাও আবার এই জ্ঞান সঙ্গে করে নিয়ে যাবে । বাচ্চারা, আমি তোমাদের এই জ্ঞানের সঙ্গেই নিয়ে যাই । তারপর আত্মারা, তোমাদের আবার পার্টে আসতে হবে, তোমাদের পার্ট হলো নতুন দুনিয়ায় প্রালব্ধ ভোগ করা । জ্ঞান ভুলে যায় । এ সমস্তই খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে । সবার প্রথমে এ কথা খুব ভালোভাবে পাকা করতে হবে যে, আমি আত্মা, অনেকেই আছে যারা এই কথা ভুলে যায় । নিজেকে খুবই পরিশ্রম করতে হবে । বিশ্বের মালিক হতে হলে পরিশ্রম ছাড়া হবেই না । প্রতি মুহূর্তে এই পয়েন্টসই ভুলে যায়, কেননা এ হলো নতুন নলেজ । যখন নিজেকে আত্মা ভুলে গিয়ে দেহ - অভিমানে চলে আসে, তখন কিছু না কিছু পাপ হয়েই যায় । দেহী - অভিমানী হলে কখনোই পাপ হবে না । তখন পাপ মুক্ত হবে । এরপর অর্ধেক কল্প কোনো পাপ হবে না । তাই এ কথা নিশ্চিত রাখতে হবে যে, দেহ নয়, আমি আত্মাই পড়ি । পূর্বে এই দেহের মানুষের মত পাওয়া যেত এখন বাবা শ্রীমৎ দিচ্ছেন । এ হলো নতুন দুনিয়ার সম্পূর্ণ নতুন নলেজ । তোমরা সকলেই নতুন হয়ে যাবে, এতে দ্বিধার কোনো কথা নেই । অনেকবার তোমরা পুরানো থেকে নতুন আর নতুন থেকে পুরানো হয়ে এসেছো, তাই খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে ।

আমরা আত্মারা কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা এই কাজ করি । অফিস ইত্যাদিতেও নিজেকে আত্মা মনে করে কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা যদি কাজ করো তাহলে শিক্ষক বাবাকে অবশ্যই স্মরণে আসবে । আত্মাই বাবাকে স্মরণ করে । যদিও তোমরা আগেও বলতে যে, আমরা ভগবানকে স্মরণ করি কিন্তু নিজেকে সাকার মনে করে নিরাকারকে স্মরণ করতে । নিজেকে নিরাকার মনে করে কখনোই নিরাকারকে স্মরণ করতে না । এখন তোমাদের নিজেকে নিরাকার আত্মা মনে করে নিরাকার বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এ অত্যন্ত বিচার সাগর মন্থন করার মতো কথা । যদিও কেউ কেউ লেখে যে - আমি দুই ঘন্টা স্মরণে

থাকি । কেউ আবার বলে - আমি সর্বদা শিববাবাকে স্মরণ করি কিন্তু সর্বদা কেউই স্মরণ করতে পারে না । যদি স্মরণ করে তাহলে প্রথম থেকেই কর্মাতীত অবস্থায় এসে যাবে । এই কর্মাতীত অবস্থা তো খুবই পরিশ্রমের ফলে হয় । এতে সব বিকারী কর্মেন্দ্রিয় বশ হয়ে যায় । সত্যযুগে সব কর্মেন্দ্রিয় নির্বিকারী হয়ে যায় । অঙ্গ - অঙ্গ সুগন্ধিত হয়ে যায় । এখন হলো বাসি দুর্গন্ধময় ছিঃ - ছিঃ অঙ্গ । সত্যযুগের মহিমা তো খুবই সুন্দর । তাকে বলা হয় হেভেন, নতুন দুনিয়া, বৈকুন্ঠ । সেখানকার ফিচার্স, রাজমুকুট ইত্যাদি এখানে কেউই বানাতে পারবে না । যদিও তোমরা তা দেখেও আসো কিন্তু এখানে তা কেউই বানাতে পারবে না । সেখানে তো ন্যাচারাল শোভা থাকে । তাই বাচ্চারা, তোমাদের স্মরণের দ্বারাই পবিত্র হতে হবে । এই স্মরণের যাত্রা অনেক অনেক বেশী করে করতে হবে । এতেই অনেক পরিশ্রম । এই স্মরণ করতে করতে যখন কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে, তখন সমস্ত কর্মেন্দ্রিয় শীতল হয়ে যাবে । অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ সুগন্ধিত হয়ে যাবে, কোনো দুর্গন্ধ থাকবে না । এখন তো সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়তেই দুর্গন্ধ । এই শরীর কোনো কাজের নয় । তোমাদের আত্মা এখন পবিত্র হচ্ছে । শরীর তো পবিত্র হতে পারবে না । শরীর তখনই পবিত্র হবে, যখন তোমরা নতুন শরীর পাবে । অঙ্গ - অঙ্গ সুগন্ধিত - এমন মহিমা দেবতাদের । বাচ্চারা, তোমাদের অতীব খুশী হওয়া উচিত । বাবা এসেছেন, তাই তোমাদের খুশীর পারদ চড়তে থাকা উচিত ।

বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । গীতার শব্দ কতো পরিষ্কার । বাবা এও বলেছেন - আমার যারা ভক্ত, যারা গীতা পাঠক হবে, তারা অবশ্যই কৃষ্ণের পূজারী হবে । তাইতো বাবা বলেন, দেবতাদের পূজারীদেরও তোমরা শোনাও । মানুষ শিবের পূজা করে, তারপর বলে দেয়, ঈশ্বর সর্বব্যাপী । গ্লানি করেও তারা রোজ মন্দিরে যায় । শিবের মন্দিরে অনেক - অনেক মানুষ যায় । তারা অনেক উঁচু সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে যায় কারণ শিবের মন্দির উপরে বানানো হয় । শিববাবাও এসে সিঁড়ি বানান, তাই না । তাঁর নামও উঁচু আর তাঁর ধামও উঁচু । মানুষ কতো উপরে যায় । বদ্রীনাথ, অমরনাথ, ওখানেও শিবের মন্দির আছে । যিনি উপরে নিয়ে যান, তো তাঁর মন্দিরও অনেক উপরেই বানানো হয় । এখানে গুরু শিখরের মন্দিরও অনেক উপরে পাহাড়ের উপরে বানানো হয়েছে । উচ্চ বাবা তোমাদের বসে পড়ান । এই দুনিয়াতে আর কেউই জানে না যে, শিববাবা এসে পড়ান । ওরা তো সর্বব্যাপী বলে দেয় । এখন তোমাদের সামনে এইম অবজেক্টও আছে । বাবা ছাড়া আর কেই বা বলবেন - এই হলো তোমাদের এইম অবজেক্ট । বাচ্চারা, এ কথা বাবাই তোমাদের বলেন । তোমরা সত্য নারায়ণের কথাই শোনো । অতীতে যা ঘটে গেছে, ওরা তো সেই কথাই বলে যে, আগে কি কি ঘটেছিলো । যাকে কাহিনী বলা হয় । এই উঁচুর থেকে উঁচু বাবা বড়র থেকেও বড় কাহিনী শোনান । এই কাহিনী তোমাদের অনেক উঁচুতে তুলে দেবে । এইকথা সর্বদা তোমাদের মনে রাখা উচিত আর অনেককে শোনানো উচিত । এই কাহিনী শোনানোর জন্যই তোমরা প্রদর্শনী বা মিউজিয়াম তৈরী করো । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই ভারতই ছিলো যেখানে দেবতারা রাজত্ব করতো । এই হলো প্রকৃত কাহিনী, যা অন্য কেউই বলতে পারে না । এই হলো আসল কাহিনী যা বৃক্ষপতি বাবা বসে বোঝান, যার দ্বারা তোমরা দেবতা হও । এখানে পবিত্রতাই হলো মুখ্য । পবিত্র না হলে ধারণা হবে না । বাঘিনীর দুধের জন্য সোনার বাসনই প্রয়োজন, তখনই ধারণা হতে পারবে । এই কান তো হলো বাসনের মতো । এ সোনার বাসন হওয়া চাই । এখন এ হলো পাথরের । সোনার হতে পারলেই ধারণা হতে পারবে । খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে আর ধারণা করতে হবে । এই কাহিনী তো খুবই সহজ, যা গীতায় লেখা আছে । ওরা তো কাহিনী শুনিয়ে রোজগার করে । যারা শ্রোতা, তাদের থেকে ওদের রোজগার হয় । এখানেও তোমাদের রোজগার আছে । দুই রোজগারই চলতে থাকে । দুইই ব্যবসা । তিনি পড়ান । তিনি বলেন "মনমনাভব", "পবিত্র হও" । এমন আর কেউই বলে না, না তারা মনমনাভব থাকে । কোনো মানুষই এখানে পবিত্র থাকতে পারে না কারণ ব্রষ্টাচারের দ্বারা জন্ম । কলিযুগের অন্তিম সময় পর্যন্ত রাবণ রাজ্য চলেবে, এই সময়ই পবিত্র হতে হবে । পবিত্র তো দেবতাদের বলা হয়, না কি মনুষ্যকে । সন্ন্যাসীরাও মানুষ, তাদের হলো নিবৃত্তি মার্গের ধর্ম । বাবা বলেন যে, আমাকে যদি তোমরা স্মরণ করো, তাহলে পবিত্র হয়ে যাবে । ভারতে প্রবৃত্তি মার্গের রাজ্যই চলে এসেছে । নিবৃত্তি মার্গের লোকেদের সঙ্গে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই । এখানে তো স্ত্রী - পুরুষ উভয়কেই পবিত্র হতে হবে । গাড়ির দুটি চাকাই যদি চলে তাহলে ঠিক, নাহলে ঝগড়া লেগে যায় । এই পবিত্রতা নিয়েই ঝগড়া চলতে থাকে । আর কোনো সংসঙ্গে পবিত্রতা নিয়ে ঝগড়া হয়, এমন কখনো শোনা যায়নি । এই একবারই যখন বাবা আসেন, তখন ঝগড়া লাগে । সাধু - সন্ত প্রমুখ কখনো কি বলে যে, অবলাদের উপরে অত্যাচার হবে! এখানে বাচ্চারা ডাকতে থাকে যে, বাবা আমাদের বাঁচাও । বাবাও জিজ্ঞেস করেন, তোমরা বিবস্ত্র হও না তো? কেননা কাম তো মহাশত্রু । একদম নীচে নেমে যায় । এই কাম বিকারই সবাইকে কানাকড়িও নয় এমন মূল্যহীন করে দিয়েছে । বাবা বলেন যে, ৬৩ জন্ম তোমরা বেশ্যালয়ে থাকো, এখন তোমাদের পবিত্র হয়ে শিবালয়ে যেতে হবে । এই এক জন্ম তোমরা পবিত্র হও । শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমরা শিবালয় স্বর্গে যেতে পারবে । তাও কাম বিকার কতো জোরদার । এ কতো সমস্যায় ফেলে, এর আকর্ষণ কতো বেশী । এই আকর্ষণকে দূর করতে হবে । কেননা

ঘরে ফিরে যেতে হলে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। টিচার বসে থাকবে কি? এই ঈশ্বরীয় পঠন - পাঠন তো অল্প সময়ের জন্য চলবে। বাবা বলে দেন, এই হলো আমাদের রথ। রথের আয়ু বলবেন। বাবা বলেন যে, আমি তো সর্বদা অমর, আমার নামই হলো অমরনাথ। আমি পুনর্জন্ম নিই না, তাই আমাকে অমরনাথ বলা হয়। আমি তোমাদের অর্ধেক কল্পের জন্য অমর বানিয়ে দিই। এরপর তোমরা পুনর্জন্ম নাও। তাই বাচ্চারা, এখন তোমাদের উপরে যেতে হবে। মুখ এইদিকে আর পা ওইদিকে করতে হবে। তাহলে আবার ওইদিকে মুখ কেন ঘোরাও। তখন বলে, বাবা ভুল হয়ে গেছে, মুক্ত এইদিকে হয়ে গেছে। তখন বিপরীত হয়ে যায়।

তোমরা বাবাকে ভুলে দেহ - অভিমানী হয়ে যাও, ফলে বিপরীত হয়ে যাও। বাবা তোমাদের সবকিছুই বলে দেন। বাবার কাছে কিছুই চাইবে না যে - বল দাও, শক্তি দাও। বাবা তো তোমাদের পথ বলে দেন যে, যোগবলের দ্বারা তোমাদের এমন হতে হবে। তোমরা যোগবলের দ্বারা এতটাই বিত্তবান হয়ে যাও যে, তোমাদের ২১ জন্ম কখনোই কারোর থেকে চাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তোমরা বাবার থেকে এতটাই গ্রহণ করো। তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবা তো অথৈ কামাই করান, তিনি বলেন, তোমরা যা চাও, তাই নিয়ে নাও। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ হলো সর্বোচ্চ। তাই যা চাও তোমরা, তাই পেতে পারো। সম্পূর্ণ পাঠ না করলে কিন্তু প্রজাতে চলে আসবে। প্রজাও অবশ্যই হতে হবে। ভবিষ্যতে তোমাদের মিউজিয়াম অনেক হয়ে যাবে, তোমরা অনেক হল পাবে, কলেজ পাবে, যেখানে তোমরা সার্ভিস করবে। এই যে বিয়ের জন্য হল বানানো হয়, এও তোমরা অবশ্যই পাবে। তোমরা বোঝাবে - শিব ভগবান উবাচঃ, আমি তোমাদের এমন পবিত্র বানাই - এই কথা শুনে ট্রাস্টি হ'ল দিয়ে দেবে। তোমরা বলো, ভগবানুবাচ - কাম হলো মহাশত্রু, যাতে তোমরা দুঃখ পেয়ে এসেছো। এখন তোমাদের পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হবে। তোমরা হল পেতেই থাকবে, তখন বলবে - অনেক দেবী হয়ে গেলো। বাবা বলেন, আমি কি এমনিতে কিছু নেবো, এর পরিবর্তে আমাকেও তোমাদের ভরপুর করে দিতে হবে। বাচ্চাদের এক এক পয়সায় পুকুর তৈরী হয়। বাকি তো সকলেরই মাটিতে মিশে যাবে। বাবা হলেন সবথেকে বড় বন্ধকী মহাজনও। সোনার ব্যবসায়ী, ধোপা আবার কারিগরও। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবা যে সত্যিকারের কাহিনী শোনান, তা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে এবং ধারণ করতে হবে, বাবার থেকে কিছুই চাইবে না। ২১ জন্মের জন্য নিজের উপার্জন জমা করতে হবে।

২) এখন ঘরে যেতে হবে তাই যোগবলের দ্বারা শরীরের টানকে সমাপ্ত করতে হবে। কর্মেন্দ্রিয়কে শীতল করতে হবে। এই দেহের ভাব ত্যাগ করার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ:- এক স্থানে স্থিত হয়ে অনেক আত্মাদের সেবা করা লাইট-মাইট সম্পন্ন ভব
যেরকম লাইট হাউস এক স্থানে স্থিত থেকে দূর-দূরান্তের সেবা করে, এইরকম তোমরা সবাই এক স্থানে থেকে অনেকের সেবার জন্য নিমিত্ত হতে পারো, এতে কেবল লাইট-মাইটের দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার আবশ্যিকতা আছে। মন-বুদ্ধিকে সদা ব্যর্থ চিন্তা করা থেকে মুক্ত রাখো, মন্বনা ভব-র মন্ত্রের সহজ স্বরূপ হলো - মন্সা শুভ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ কামনা, শ্রেষ্ঠ বৃত্তি আর শ্রেষ্ঠ ভাইরেশনের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া। তাহলে এই সেবা সহজেই করতে পারবে। এটাই হলো মন্সা সেবা।

স্নোগানঃ:- এখন তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা লাইট হও আর অন্য আত্মাদেরকে মাইক বানাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা এই নেশায় থাকো, আমাদের পদমাপদম্ (লক্ষ-কোটি গুণ) ভাগ্য যে, আমরা পতিত-পাবন বাবার সন্তান হয়েছি, ঔঁনার থেকে আমরা অসীম জগতের উত্তরাধীকার প্রাপ্ত করি"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের কোনো ধর্মের প্রতিই ঘৃণা বা বিদ্বেষ হতে পারে না - কেন?

*উত্তরঃ - কারণ তোমরা যে বীজ আর বৃক্ষকে জানো। তোমাদের জানা আছে এটি হলো মনুষ্য সৃষ্টি রূপী অসীম জগতের বৃক্ষ, এতে প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট রয়েছে। নাটকে কখনোই অ্যাক্টররা একে অপরকে ঘৃণা করে না। তোমরা জানো যে আমরা এই নাটকে হিরো-হিরোইনের পার্ট করেছি। আমরা যে সুখ দেখি, সেটা আর কেউ দেখতে পারে না। তোমাদের অসীম খুশী থাকে যে সমগ্র বিশ্বে রাজত্ব করার মতো আমরাই আছি।

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তি বলা মাত্রই বাচ্চাদের যা কিছু নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ ভাবে বুদ্ধিতে এসে যায়। কোন্ নলেজ বাবার বুদ্ধিতেও আছে? এটি হলো মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ, যাকে কল্প বৃক্ষও বলা হয়, তার উৎপত্তি, পালন আবার বিনাশ কি ভাবে হয়, সমস্ত বুদ্ধিতে আসা চাই। যেমন সেই বৃক্ষ হলো জড়, এটি হলো চৈতন্য বৃক্ষ। বীজও চৈতন্য। তাঁর মহিমাও সুখ্যাত, তিনি হলেন সত্য, চৈতন্য অর্থাৎ বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন। কেউই তাঁর অক্যুপেশন (কর্ম-কর্তব্য) কি, তা জানে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অক্যুপেশনও তো জানা চাই। ব্রহ্মাকে কেউ স্বরণ করে না, জানেই না। আজমীরে ব্রহ্মার মন্দির আছে। ত্রিমূর্তি চিত্র ছাপানো হয়, ওতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর আছে। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ বলা হয়। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে - এই সময় ব্রহ্মাকে দেবতা বলা যায় না। যখন সম্পূর্ণ হবেন তখন দেবতা বলা যায়। সম্পূর্ণ হয়ে চলে যান সূক্ষ্ম লোকে।

বাবা বলেন তোমাদের বাবার নাম কি? কাকে জিজ্ঞাসা করেন? আত্মাকে। আত্মা বলে আমার বাবা। যাদের জানা নেই যে কে বলেছে, সে তো জিজ্ঞাসা করতে পারে না। এখন তো বাচ্চারা বুঝে গেছে যে - প্রথম থেকেই সকলেরই দুইজন পিতা রয়েছেন। জ্ঞান তো একজন বাবা-ই দেন। এখন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা বুঝতে পারো এটি হলো শিববাবার রথ। বাবা এই রথের দ্বারা আমাদের জ্ঞান শোনান। এক তো এ হলো শারীরিক ব্রহ্মা বাবার রথ। দ্বিতীয়তঃ আবার আত্মাদের বাবার অর্থাৎ শিববাবারও রথ। সেই আত্মাদের পিতার মহিমার সুখ্যাতি আছে সুখের সাগর, শান্তির সাগর...। প্রথমে তো এটা বুদ্ধিতে থাকবে ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা যার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি হয়। পবিত্র দুনিয়ার মালিক হই। নিরাকারকে ডাকা হয় পতিত-পাবন এসো। আত্মাই ডাকে। যখন পবিত্র আত্মা থাকে তখন ডাকে না। পতিত হলে তবে ডাকে। এখন তোমরা অর্থাৎ আত্মারা জানো সেই পতিত-পাবন বাবা এই দেহে এসেছেন। এটা ভুলো না যে আমরা ঔঁনার হয়েছি। এটা শুধু সৌভাগ্য নয়, লক্ষ কোটি গুণ সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে এই বাবাকে ভুলবো কেন। এই সময় বাবা এসেছেন - এটি হলো নতুন কথা। প্রতি বছর শিবজয়ন্তীও পালন করা হয়। তাই অবশ্যই তিনি একবারই আসেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগে ছিল। এই সময় নেই। তাই বুঝতে হবে ওনারা হয়তো পুনর্জন্ম নিয়েছেন। ১৬ কলা থেকে ১২-১৪ কলায় এসে পড়েছে। এটা তোমরা ব্যাভীত আর কেউ জানে না। সত্যযুগ বলা হয় নতুন দুনিয়াকে। সেখানে সব কিছু নতুন আর নতুন। দেবতা ধর্ম নামও মহিমাম্বিত হয়। সেই দেবতারাই যখন বাম-মার্গে বা বিপথে যায় তো আবার তাদের নতুনও বলার নয়, আর দেবতাও বলা যায় না। কেউই এরকম বলবে না যে আমি তাদের রাজবংশোদ্ভূত। যদি নিজেকে সেই রাজবংশোদ্ভূতই মনে করো তো তাদেরই মহিমা আর নিজের নিন্দা কেন করো? যখন মহিমা করো তো অবশ্যই তাদের পবিত্র আর নিজেকে অপবিত্র পতিত মনে করো। পবিত্র থেকে পতিত হয়, পুনর্জন্ম নেয়। প্রথম দিকে যারা পবিত্র ছিলো তারাই আবার পতিত হয়েছে। তোমরা স্কুলে পড়ো, সেখানে নম্বর অনুযায়ী ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড ক্লাস তো হয়েই থাকে।

এখন বাচ্চারা বুঝতে পারে বাবা আমাদের পড়ান, সেই কারণেই না তিনি আসেন। তা না হলে এখানে আসার দরকার কি। এখানে কোনো গুরু, মহাত্মা, মহাপুরুষ ইত্যাদি কিছু নেই। এখানে তো সাধারণ মনুষ্য দেহ, তাও অনেক পুরানো বা বৃদ্ধ। অনেক জন্মের শেষে আমি প্রবেশ করি। এনার অর্থাৎ এই ব্রহ্মাবাবার তো আর কোনই মহিমা নেই, শুধু মাত্র ওনার মধ্যে প্রবেশ করি, তখন এনার নাম মহিমাম্বিত হয়। তা না হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মা কোথা থেকে এল। মানুষ তো অবশ্যই হতবাক

হয়। বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন, তবে তোমরা আর সকলকে বোঝাতে পারো। ব্রহ্মার পিতা কে? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর - ওনাদের রচয়িতা হলেন এই শিববাবা। তাই তো তোমাদের বুদ্ধি উর্ধ্বগামী হয়। পরমপিতা পরমাত্মা যিনি পরমধামে থাকেন, এই রচনা তাঁর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের অকু্যপেশন আলাদা। কেউ নিজেদের মধ্যে ৩-৪ জন একসাথে থাকলে, সকলের অকু্যপেশন যার যার নিজস্ব হয়। প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট হয়। এতো কোটি আত্মারা আছে- একজনের পার্ট দ্বিতীয় জনের সাথে মেলে না। এই ওয়ান্ডারফুল ব্যাপার বুঝতে পারা গেছে। কতো বেশী সংখ্যক মানুষ আছে। শেষ সময় যে। সকলে ফিরে যাবে পরমধাম গৃহে, আবার চক্র রিপিট হবে। বাবা এই সব কথা বিভিন্ন ভাবে বোঝাতে থাকেন, নতুন ব্যাপার না। বলেন পূর্ব-কল্পেও বোঝানো হয়েছিল। খুব লাভলী বাবা, এরকম বাবাকে তো খুবই ভালোবাসার সাথে স্মরণ করা উচিত। তোমরাও যে বাবার লাভলী বাচ্চারা। বাবাকে স্মরণ করে চলেছো। প্রথমে সবাই একজনকেই পূজা করতো। ভেদাভেদের ব্যাপার ছিল না। এখন তো কতো ভেদাভেদ। এখানে রামের ভক্ত, এখানে কৃষ্ণের ভক্ত। রামের ভক্ত ধূপ জ্বালালে, কৃষ্ণ ভক্তরা নাক বন্ধ করে রাখে। এরকমও কিছু কথা শান্ত্রে আছে। ওরা বলে আমাদের ভগবান বড় তো অন্যরা বলে আমাদের বড়, দুইজন ভগবান মনে করে নেয়। তাই ভুল হওয়ার কারণে সকলের আনরাইটিয়াস (অধর্মীয়) কাজই হয়।

বাবা বোঝান - বাচ্চারা ভক্তি হলো ভক্তি, জ্ঞান হলো জ্ঞান। জ্ঞানের সাগর হলেন এক - বাবা। এছাড়া তারা সকলেই হলো ভক্তির সাগর। জ্ঞানের দ্বারা সঙ্গতি হয়। বাচ্চারা, তোমরা এখন জ্ঞানবান হয়েছো। বাবা তোমাদেরকে নিজের আর সমগ্র চক্রেরও পরিচয় দিয়েছেন, যা আর কেউ দিতে পারে না, সেইজন্য বাবা বলেন তোমরা বাচ্চারা হলে স্বদর্শন চক্রধারী। পরমপিতা পরমাত্মা তো একই। এছাড়া সকলেই হলো বাচ্চা আর বাচ্চা। আর কেউই নিজেকে পরমপিতা বলতে পারে না। যারা ভালো বিচক্ষণ মানুষ, বুঝতে পারে এটা কতো বড় ড্রামা। এখানে সব অ্যাক্টরস অবিনাশী ভূমিকা পালন করে। ওটা তো ছোটো বিনাশী নাটক, এটা হলো অনাদি অবিনাশী। কখনো বন্ধ হওয়ার নয়। এতো ছোটো আত্মা, এতো বড় পার্ট পেয়েছে- শরীর ধারণ করার আর ত্যাগ করার আর পার্ট প্লে করার। এই কথা কোনো শান্ত্রে নেই। যদি এটি কোনো গুরু শুনিয়ে থাকে তবে তার আরো ফলোয়ার্স থাকবে, শুধু মাত্র একজন ফলোয়ার কোন কাজের নয়। ফলোয়ার তো সে, যে সম্পূর্ণ ফলো করবে। এনার ড্রেস ইত্যাদির সে সব ব্যাপার তো নেই। তাহলে শিষ্য কি করে বলবে? এখানে তো বাবা বসে পড়ান। বাবাকেই ফলো করতে হবে, যেরকম বরযাত্রী হয় না? শিববাবারও বরযাত্রী বলা হয়। বাবা বলেন এ হল আমার বরযাত্রী। তোমরা সকলে হলে উপাসকমন্ডলী (ভক্ত), আমি হলাম ভগবান। তোমরা সকলে হলে সজনী, বাবা তোমাদেরকে শৃঙ্গার করিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। কতো খুশী হওয়া উচিত। এখন তোমরা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে করতে পবিত্র হয়ে যাও বলে পবিত্র রাজ্য প্রাপ্ত করো। বাবা বোঝান আমি শেষ সময়ে আসি। আমাকে যে আহ্বানই করে পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা আর পতিত দুনিয়ার বিনাশ করাতে এসো, সেইজন্য মহাকালও বলা হয়। মহাকালেরও মন্দির হয়। মৃত্যুর মন্দির তো দেখেছো। শিবকে কাল বা মৃত্যুও তো বলে। আহ্বান করে, এসে পবিত্র করো। আত্মাদের নিয়ে যান। অসীম জগতের বাবা কতো বড় সংখ্যক আত্মাদের নিয়ে যেতে আসেন। কাল-কাল মহাকাল, সব আত্মাদেরকে পবিত্র সুগন্ধি ফুল করে তুলে ফিরিয়ে নিয়ে যান। সুগন্ধি ফুল হয়ে গেলে আবার বাবাও কোলে তুলে নিয়ে যান। যদি পবিত্র না হও তবে শাস্তি পেতে হবে, পার্থক্য তো আছে। পাপ থেকে গেলে শাস্তি পেতে হবে। পদও সেরকমই প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য বাবা বোঝান- মিষ্টি বাচ্চারা খুবই মধুর হও। সকলেরই কৃষ্ণকে মধুর লাগে। কতো প্রেমপূর্বক কৃষ্ণকে দোলায়, ধ্যানে কৃষ্ণকে ছোটো দেখে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে ভালোবাসায় ভরিয়ে তোলে। বৈকুণ্ঠে চলে যায়। সেখানে কৃষ্ণকে চেতন্য রূপে দেখে। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে সত্যিই বৈকুণ্ঠ আসতে চলেছে। আমরা ভবিষ্যতে এরকম হবো। শ্রীকৃষ্ণকে কলঙ্কিত করে। এসব হলো ভুল। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের প্রথমে নেশা তুঙ্গে ওঠা চাই। শুরুতে অনেক সাক্ষাৎকার হয়েছিল, আবার শেষে অনেক হবে, জ্ঞান হলো কতো রমণীয় কতো মনোরম। কতো খুশী থাকে। ভক্তিতে তো কোনোই খুশী থাকে না। যারা ভক্তি করে তাদের কি আর এটা জানা আছে যে জ্ঞানে কতো সুখ, তুলনা করতে পারে না। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের প্রথমে এই নেশা চড়া চাই। বাবা ব্যাভীত এই জ্ঞান কোনো মুনি ঋষি ইত্যাদি দিতে পারে না। লৌকিক গুরু তো কাউকেই মুক্তি-জীবন্মুক্তির পথ বলতে পারে না। তোমরা মনে করো কোন মানুষই গুরু হতে পারে না, যে বলবে হে আত্মারা, বাচ্চারা, আমি তোমাদের বোঝাচ্ছি। বাবার তো বাচ্চারা-বাচ্চারা বলাই অভ্যাস। জানেন যে এই হলো আমার রচনা। এটি বাবাও বলেন আমি হলাম সকলের রচয়িতা। তোমরা সকলে পরস্পর ভাই হও। ওদের পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে, কি ভাবে প্রাপ্ত হয়েছে সেটা বসে বোঝান। আত্মাতেই সমস্ত পার্ট ভরা হয়ে আছে। যে মানুষই আসুক, ৮৪ জন্মের মধ্যে একরকম ফিচার্স (চেহারা চরিত্র) পেতে পারে না। কিছু কিছু চেঞ্জ অবশ্যই হয়ে থাকে। তন্ত্রও সতঃ, রজঃ, তমঃ হতে থাকে। প্রত্যেক জন্মের ফিচার্সের, একটার সাথে দ্বিতীয়টার সাদৃশ্য থাকে না। এটাও বোঝার মতো ব্যাপার। বাবা রোজ বোঝাতে থাকেন - মিষ্টি বাচ্চারা, বাবার উপরে কোনো সংশয় এনো না।

সংশয় আর নিশ্চয় - দুটি শব্দ রয়েছে। বাবা মানে বাবা। এতে তো সংশয় হতে পারে না। বাচ্চা বলতে পারে না যে আমি বাবাকে স্মরণ করতে পারি না। তোমরা বারংবার বলো যোগ লাগে না। যোগ শব্দটি ঠিক নয়। তোমরা তো হলে রাজাশ্বশি। "ঋষি" শব্দটি পবিত্রতার। তোমরা রাজাশ্বশি হলে তো অবশ্যই পবিত্র হবে। অল্প কথায় ফেল করলে তো আবার রাজ্য প্রাপ্ত করতে পারবে না। প্রজার পদ হবে। কতো লোকসান হয়ে যাবে। নম্বর অনুযায়ী পদ হয়। একজনের পদ দ্বিতীয় জনের সাথে একরকম হবে না। এটা হলো অসীম জগতের পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। বাবা ব্যাভীত কেউই বোঝাতে পারে না। বাচ্চারা, তাই তোমরা কতো খুশী হও। যেরকম বাবার বুদ্ধিতে সমগ্র জ্ঞান আছে সেইরকম তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে। বীজ আর বৃক্ষকে বুঝতে হবে। মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষ, এর সাথে বেনিয়ান ট্রি (বোটানিক্যাল গার্ডেন)-র উদাহরণ হলো একদম অ্যাক্যুরেট। বুদ্ধিতেও বলে আমাদের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের যে প্রধান স্তম্ভটি ছিল সেটা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। এছাড়া সব ধর্মের শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি সব উপস্থিত রয়েছে। ড্রামা অনুসারে এই সব হতেই হবে, এতে ঘৃণা আসার কথা নয়। নাটকে কি কখনো অ্যাক্টরদের প্রতি ঘৃণা আসে! বাবা বলেন তোমরা পতিত হয়ে গেছো আবার পবিত্র হতে হবে। তোমরা যত সুখ দেখো আর কেউ দেখে না। তোমরা হলে হিরো-হিরোইন, সমগ্র বিশ্বের রাজ্য পেতে চলেছো, অপার খুশী হওয়া উচিত। ভগবান পড়াচ্ছেন! কতো রেগুলার পড়া উচিত, এতো খুশী হওয়া উচিত। অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়াচ্ছেন। রাজযোগও বাবা-ই শেখাচ্ছেন, আত্মাই ধারণ করে। বাবা তাঁর পার্ট করতে একবারই আসেন। আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় ধারণ করে পার্ট করে। আত্মাদের বাবা পড়ান। দেবতাদের পড়াবেন না। সেখানে তো দেবতারাই পড়াবে। সঙ্গমযুগে বাবা-ই পার্ট পড়ান পুরুষোত্তম করার জন্য। তোমরাই পড়াশুনা করো। এই সঙ্গম যুগ হলো একটাই, যখন তোমরা পুরুষোত্তম হয়ে উঠছো। সত্য করে তোলার, সত্যযুগের স্থাপনা করার একজনই হলেন সত্য বাবা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সঙ্গমযুগে ডায়রেক্ট পড়াশোনা করে, জ্ঞানবান আস্তিক হতে হবে আর অন্যদেরও বানাতে হবে। কখনই বাবা বা পড়াশুনার প্রতি সংশয় আনবে না।

২) বাবার সমান লাভলী হতে হবে। ভগবান আমাদের শৃঙ্গার করছেন, এই খুশীতে থাকা উচিত। কোনো অ্যাক্টরের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ করতে নেই। প্রত্যেকেরই এই ড্রামায় অ্যাক্যুরেট পার্ট আছে।

বরদানঃ:- সেবার প্রবৃত্তিতে থেকে মাঝে-মাঝেই একান্তবাসী হওয়া অন্তর্মুখী ভব সাইলেন্সের শক্তি প্রয়োগ করার জন্য অন্তর্মুখী আর একান্তবাসী হওয়া প্রয়োজন। কিছু বাচ্চা বলে অন্তর্মুখী স্থিতির অনুভব করার বা একান্তবাসী হওয়ার জন্য সময় নেই, কেননা সেবার প্রবৃত্তি, বাণীর শক্তির প্রবৃত্তি অনেক বৃদ্ধি হয়ে গেছে। তাহলে এর জন্য টানা আধঘন্টা বা এক ঘন্টা সময় বের করার পরিবর্তে মাঝে-মাঝে একটু করে সময় বের করো, তাহলেই শক্তিশালী স্থিতি তৈরী হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ:- ব্রাহ্মণ জীবনে যুদ্ধ করার পরিবর্তে আনন্দে থাকো তো কঠিন জিনিসও সহজ হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের শরীর থেকে আলাদা হয়ে বাবার কাছে যেতে হবে, শরীর সহ বাবা নিয়ে যাবেন না, সুতরাং শরীরকে ভুলে গিয়ে আত্মাকে দেখো"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা নিজেদের আয়ু যোগবলের দ্বারা বৃদ্ধি করার পুরুষার্থ কেন করছো?

*উত্তরঃ - কেননা তোমাদের এটাই ইচ্ছে যে এই জন্মেই আমরা বাবার কাছ থেকে সব কিছু শিখবো, সব কিছু জানবো, সেইজন্যই তোমরা যোগবলের দ্বারা নিজেদের আয়ু বৃদ্ধি করার পুরুষার্থ করছো। শুধুমাত্র এই সময়ই তোমরা বাবার কাছ থেকে স্নেহ পাও। এমন স্নেহ সারা কল্পেও আর প্রাপ্ত হবে না। যারা শরীর ত্যাগ করে চলে গেছে, তাদের জন্য বলা হবে ড্রামা, তাদের পার্ট এইটুকুই ছিল।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জন্ম-জন্মান্তর ধরে অন্যান্য সংসঙ্গে গেছো এখন এখানেও এসেছো, বাস্তবে একেই বলা হয় প্রকৃত সংসঙ্গ। এই সংসঙ্গই তোমাদের পার করবে (বিষয় সাগর থেকে)। বাচ্চাদের অন্তরে আসে - আমরা ভক্তি মার্গেও সংসঙ্গে গিয়েছিলাম আবার এখানেও বসে আছি। এর মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য অনুভব করতে পারে। এখানে সর্বপ্রথম তো বাবার স্নেহ প্রাপ্ত হয়, তারপর বাবাও বাচ্চাদের ভালোবাসা পান। এখন এই জন্মে তোমরা পরিবর্তন হচ্ছে। এখন তোমরা বাচ্চারা বৃদ্ধিতে পেরেছো আমরা আত্মা, শরীর নই। শরীর বলতে পারে না যে, আমার আত্মা, আত্মা বলতে পারে আমার শরীর। এখন বাচ্চারা বুঝেছে যে - জন্ম-জন্মান্তর সাধু, সন্ত, মহাত্মা ইত্যাদিদের সঙ্গ করে এসেছি। আজকাল তো ফ্যাশন হয়ে গেছে - সাঁই বাবা, মেহর বাবা...ওরা তো সব শরীরধারী। শরীরধারীর ভালোবাসায় কোনও সুখ প্রাপ্তি হয় না। এখ বাচ্চারা তোমাদের হলো আত্মিক, ভালোবাসা। রাত-দিনের পার্থক্য। এখানে তোমরা বৃদ্ধিতে পারছো, যেখানে ভক্তি মার্গে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা ছিল। তোমরা এখন বৃদ্ধিতে পেরেছি যে, বাবা এসে আমাদেরকে ঈশ্বরীয় পার্ট) পড়াচ্ছেন। উনি হলেন সকলের পিতা। তোমরা সব নারী এবং পুরুষ নিজেদের আত্মা বলে স্বীকার করেছো। বাবা ডেকে বলেন - ওহে বাচ্চারা, বাচ্চারাও প্রত্যুত্তর করে। এ হলো বাবা আর আর তাঁর বাচ্চাদের মিলন। বাচ্চারা জানে বাবা আর বাচ্চাদের, আত্মা আর পরমাত্মার মিলন একবারই হয়ে থাকে। বাচ্চারা বাবা-বাবা করতে থাকে। "বাবা" শব্দটি খুব মিষ্টি। বাবা বলার সাথে সাথেই অবিনাশী উত্তরাধিকারের কথা স্মরণে আসে। তোমরা তো ছোট নও। বাচ্চারা তাদের বাবাকে দ্রুত বৃদ্ধিতে পারে, বাবার কাছ থেকে কোন্ অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। সেটা তো ছোট বাচ্চারা বৃদ্ধিতে পারবে না। এখানে তোমরা জানো যে আমরা বাবার কাছে এসেছি। বাবা ডেকে বলেন - ওহে বাচ্চারা, সুতরাং এর মধ্যে সব বাচ্চারাই এসে যায়। সব আত্মারাই পরমধাম গৃহ থেকে এখানে আসে পার্ট প্লে করতে। কে কখন পার্ট প্লে করতে আসে তাও বৃদ্ধিতে আছে। সবার সেকশন (বিভাগ) আলাদা-আলাদা, যেখান থেকে আত্মারা আসে। তারপর একদম অন্ধিমে সবাই নিজ নিজ সেকশনে চলে যায়। এটাও ড্রামাতে নির্ধারিত। বাবা কাউকে পাঠান না। স্বয়ংক্রিয় ভাবেই এই ড্রামা তৈরি হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধর্মে প্রবেশ করতে থাকে। বুদ্ধের ধর্ম স্থাপনা না হওয়া পর্যন্ত কেউ ঐ ধর্মে প্রবেশ করতে পারবে না। সর্বপ্রথম সূর্য বংশী-চন্দ্রবংশীরাই আসে। যারা বাবার কাছ থেকে ভালোভাবে ঈশ্বরীয় পড়াশোনা রপ্ত করতে পারবে, তারাই নন্দরানুসারে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশীতে শরীর ধারণ করবে। ওখানে বিকারের কোনও প্রশ্নই নেই। যোগবল দ্বারা আত্মা এসে গর্ভে প্রবেশ করে। যোগ দ্বারাই বৃদ্ধিতে পারবে যে আমার আত্মা ঐ শরীরে প্রবেশ করবে। বৃদ্ধরাও বৃদ্ধিতে পারবে - আমার আত্মা যোগবলের দ্বারা এই শরীর ধারণ করবে, আমার আত্মা এখন পুনর্জন্ম নেবে। সেই পিতাও বৃদ্ধিতে পারেন - আমাদের কাছে সন্তান এসেছে। বাচ্চার আত্মা আসছে, যার সাক্ষাৎকারও হয়। আত্মা বৃদ্ধিতে পারে এবার সে অন্য শরীরে প্রবেশ করবে। এই চিন্তন মনে জাগে, তাইনা! নিশ্চয়ই ওখানকার নিয়মানুযায়ী হবে যে সন্তান কোন্ বয়সে তাদের জীবনে আসবে। ওখানে সবকিছুই নিয়মানুসারে চলে। তোমরাও যেমন-যেমন অগ্রসর হবে, সেভাবেই সবকিছু অনুভব হতে থাকবে। সব বৃদ্ধিতে পারবে, এমন নয় যে ১৫-২০ বছর বয়সেই সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, যেমনটা এখানে হয়ে থাকে। তা নয়, ওখানে আয়ু হয় ১৫০ বছরের, সুতরাং জীবনের অর্ধেক পথ অতিক্রম করার কিছু সময় আগে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে। ঐ সময়ই পুত্র সন্তান আসে কেননা ওখানে আয়ু দীর্ঘ হয়। একটি পুত্র সন্তানই জন্ম গ্রহণ করে, তারপর কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, এটাই নিয়ম। প্রথমে পুত্রের আত্মা আসে তারপর কন্যার আত্মা আসে। বিবেক বলে প্রথম সন্তান আসা উচিত। প্রথমে মেল, তারপর ফিমেল, ১০-১২ বছর পরে (কন্যা সন্তান) আসবে। তোমরা বাচ্চারা যেমন-যেমন অগ্রসর হবে তেমনই সব সাক্ষাৎকার হবে। ওখানে নিয়ম-কানুন কেমন, সব বিষয়ই নতুন দুনিয়ার স্থাপনাকারী বাবা বসে সব ব্যাখ্যা করে থাকেন। বাবা-ই নতুন দুনিয়া স্থাপন করে থাকেন, নিয়ম-কানুনও

নিশ্চয়ই শোনাবেন, যে নতুন জগতের রীতিনীতি কেমন হবে। তোমাদের অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে তিনি আরও অনেক কিছু শোনাবেন আর তোমাদেরও সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। সন্তান কিভাবে জন্ম গ্রহণ করে, এ কোনও নতুন বিষয় নয়।

তোমরা তো এমনই জায়গায় যাও যেখানে কল্পে-কল্পে যেতে হয়। বৈকুণ্ঠ তো এখন সামনেই অপেক্ষা করছে। তোমরা তার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছো। যোগবল দ্বারা যত শক্তি অর্জন করবে ততই প্রতিটি বিষয় খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। অনেক বার তোমরা তোমাদের রোল প্লে করেছো, এখন তোমরা বুঝতে পারছো, যা তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। ওখানকার রীতিনীতি কেমন হবে, সব জানতে পারবে। প্রারম্ভিক অবস্থায় তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হয়েছিল। ঐ সময় তোমরা অল্ক আর বে (আল্লাহ-বাদশাহী = পরমপিতা আর উত্তরাধিকার) বিষয়েই পড়তে। শেষ অবস্থায় তোমাদের অবশ্যই সাক্ষাত্কার হওয়া উচিত। সুতরাং বাবা বসে সব শোনান। ঐ সব প্রত্যক্ষ করার বাসনা তোমাদের এখানেই হবে। অন্তর্মনে এই অনুভব হবে যে, শরীর ত্যাগ করার আগেই সব কিছু দেখে যেতে হবে। আয়ু বৃদ্ধি করার জন্যই প্রয়োজন যোগবল। যার দ্বারা তোমরা বাবার কাছ থেকে সব কিছু শুনতে এবং সাক্ষাত্কার করতে পারবে। যারা ইতিমধ্যে চলে গেছে সে সম্পর্কে মনন করা উচিত নয়। এটাও ড্রামার অংশ যেখানে তাদের এটুকুই পার্ট ছিল। ভাগ্যে ছিল না - বাবার কাছে স্নেহ পাওয়ার কারণ যত তোমরা সেবাধারী হয়ে উঠবে ততই বাবার স্নেহশীল হয়ে উঠবে। তোমরা বাচ্চারা যত বেশি সেবা করবে, যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই স্মরণে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তোমরা সেই আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবে। এখনই তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হও। বাবা বলেন, তোমরা আত্মারা আমার কাছেই ছিলে, তাই না! ভক্তি মার্গে মুক্তির জন্য অনেক প্রচেষ্টা করে। জীবনমুক্তি তো জানেই না। এই নলেজ অতি রমণীয়। এর প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকে। তিনি একাধারে পিতা, শিক্ষক এবং সঙ্গুরু। তিনিই প্রকৃত সত্য সুপ্রিম পিতা যিনি আমাদের ২১ জন্মের জন্য সুখধামে নিয়ে যান। আত্মাই দুঃখী হয়। দুঃখ, সুখ আত্মাই ভোগ করে থাকে। বলাও হয়ে থাকে পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা। এখন বাবা এসেছেন আমাদের সর্ব দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে। এখন তোমরা বাচ্চাদের অসীম জগতে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে সবাই সুখী হবে। সম্পূর্ণ দুনিয়া সুখে ভরে উঠবে। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ ড্রামায় প্রত্যেকের পার্ট আছে। তোমরা এখন কত খুশি অনুভব কর। বাবা এসেছেন আমাদের স্বর্গে নিয়ে যেতে। আমাদের সব আত্মাদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন। বাবা তোমাদের ধৈর্য্য দেন - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা আমি তোমাদের সব দুঃখ দূর করতে এসেছি। এমন বাবার প্রতি কতখানি ভালোবাসা থাকা উচিত। সমস্ত সম্পর্ক তোমাদের দুঃখ দিয়েছে। সন্তানরা এখানে সমসময়ই দুঃখের কারণ। তোমরা দুঃখী হয়েছো, দুঃখের কথাই শুনে এসেছো। এখন বাবা সবকিছুই বুঝিয়ে বলছেন। অনেক বার বুঝিয়েছেন আর চক্রবর্তী রাজা বানিয়েছেন। সুতরাং যে বাবা আমাদের এমন স্বর্গের মালিক করে তুলছেন, তাঁর প্রতি কতখানি ভালোবাসা থাকা উচিত। একমাত্র বাবাকেই তোমরা স্মরণ করো। বাবা ছাড়া আর কোনও সম্পর্ক নয়। আত্মাকেই বোঝান হয়। আমরা সুপ্রিম পিতার সন্তান। এখন ঠিক যেভাবে আমরা পথের হদিশ পেয়েছি, ঠিক সেভাবেই অন্যদেরও সুখের পথ বলে দিতে হবে। তোমাদের সুখ শুধুমাত্র অর্ধকল্পের জন্য নয়। কল্পের তিন চতুর্থাংশ সময়কালের জন্য। তোমাদের কাছেও কেউ কেউ আত্ম সমর্পণ করবে, কেননা তোমরা তাদের কাছে বাবার বার্তা পৌঁছে দিয়ে তাদের দুঃখ দূর করে থাক। তোমরা বুঝতে পেরেছ ব্রহ্মা বাবাও এই নলেজ সুপ্রিম পিতার কাছ থেকেই প্রাপ্ত করেছেন। তারপর ব্রহ্মা বাবাই আমাদের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দিয়ে থাকেন, আমরাও তারপর অন্যদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিই। বাবার পরিচয় দিয়ে সব বাচ্চাদের অজ্ঞানতার নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলি। ভক্তিকেই অজ্ঞানতা বলা হয়। জ্ঞান আর ভক্তি আলাদা-আলাদা। জ্ঞানের সাগর বাবা এখন তোমরা বাচ্চাদের জ্ঞান প্রদান করছেন। তোমাদের অন্তর্মনে অনুভব হয়, বাবা প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এসে আমাদের জাগান। আমাদের দীপ (আত্মা) যার মধ্যে সামান্য ঘৃত এখনও অবশিষ্ট আছে, বাবা এসে পুনরায় তার মধ্যে জ্ঞানের ঘৃত অর্পণ করে তাকে আবার প্রজ্জ্বলিত করে তোলেন। যখন বাবাকে স্মরণ করো তখনই সেই দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। আত্মার মধ্যে যে মরচে পড়েছে, তা বাবাকে স্মরণের মাধ্যমেই মিটবে। এর মধ্যেও মায়া লড়াই চলে (বিঘ্ন দেখা দেয়)। মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুল করিয়ে দেয়, যার ফলে মরচে সরে যাওয়ার পরিবর্তে আরও চেপে বসে। যতটুকু মরচে যাওয়া মিটেছিল মায়ায় প্রভাবে আরও চেপে বসে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করলে মরচে কেটে যাবে। এতেই পরিশ্রম আছে। শরীরের প্রতি আকর্ষণ যেন না থাকে, দেহী-অভিমানী হও। আমরা আত্মা, বাবার কাছে শরীর সমেত তো যেতে পারব না। শরীর থেকে আলাদা হয়েই যেতে হবে। আত্মাকে দেখলেই মরচে সরে যাবে, শরীর দেখলে মরচে জমবে। কখনও উত্তরণ, কখনও বা অবতরণ - এই চলতে থাকে। কখনও নীচে, কখনও উপরে - পথ বড় সূক্ষ্ম। এমনই উপর-নীচে হতে হতে অন্তিমে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্তি হবে। প্রধান হল এই চোখ, যা তোমাদের সাথে প্রতারণা করে, সুতরাং এই শরীরকে দেখ না। আমাদের বুদ্ধি শান্তিধাম, সুখধামে যুক্ত হয়ে আছে এবং আমাদের দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে। শুদ্ধ আহার গ্রহণ করতে হবে। দেবতাদের আহার পবিত্র হয়। বৈষ্ণব শব্দটি বিষ্ণু থেকেই এসেছে। দেবতারা কখনও অপবিত্র জিনিস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না। বিষ্ণু মন্দির আছে -- যাকে নর -

নারায়ণও বলা হয়। এখন লক্ষ্মী-নারায়ণ তো দেহধারী মানুষ, তাদের ৪ বাহু হওয়া উচিত নয়, কিন্তু ভক্তি মার্গে তাদের ৪ বাহু দেখানো হয়েছে। একেই বলে সীমাহীন অঙ্গুতা। এটাও জানে না যে, কোনও মানুষের ৪ বাহু হতে পারে না। সত্যযুগেও প্রত্যেকের ২টিই বাহু। ব্রহ্মারও ২ বাহু। ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী, দু'জনের মিলিতভাবে ৪ বাহু দেখানো হয়েছে। সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী নন, ইনি তো প্রজাপিতা ব্রহ্মার কন্যা। যত সংখ্যক বাচ্চা দত্তক নেওয়া হয় বাহু তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্রহ্মার ১০৮ বাহু বলা হয়ে থাকে। বিশ্ব বা শঙ্করের জন্য একথা বলা হয় না। ব্রহ্মার অসংখ্য বাহু। ভক্তি মার্গে তো কিছুই বোঝে না। বাবা এসেই বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন। তোমরাও বলে থাকো, বাবা এসেই আমাদের বিচ্ছিন্ন বানিয়ে তোলেন। মানুষ বলে থাকে- আমরা শিব ভক্ত। আচ্ছা, তোমরা শিবকে কি মনে কর? এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ শিববাবা সমস্ত আত্মার পিতা, সেইজন্যই ওঁনার পূজা করে। প্রধান বিষয় বাবাই বলে থাকেন - মামেকম্ স্মরণ কর। তোমরাও আহ্বান করে বলেছ - হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র করে তোল। সবাই অবিরত বলে থাকে - পতিত-পাবন সীতারাম। গীতও গায়।

ব্রহ্মা বাবা তো জানতেন-ই না যে, বাবা স্বয়ং এসে তার মধ্যে প্রবেশ করবেন। কি আশ্চর্যের বিষয়! কখনও কল্পনাও করেননি আগে। প্রথমে তিনি অবাক হয়ে ভাবতেন এটা তার সাথে কি ঘটছে! আমি যখন কাউকে দেখতাম সে আকৃষ্ট হতো। এসব কি ঘটছে! শিববাবাই আকৃষ্ট করতেন। তার সামনে এসে কেউ বসলেই ধ্যানে চলে যেত। তিনি অবাক হয়ে ভাবতেন এসব কি হচ্ছে? এইসব বিষয় বোঝার জন্য নির্জনতা প্রয়োজন আর তখন থেকেই বৈরাগ্য আসে। তিনি ভাবতে লাগলেন কোথায় যাব? ঠিক আছে, বেনারস যাবো।

এটা ছিল সেই আকর্ষণ যা তাকে দিয়ে সব করিয়ে নিতে তৈরি করে তুলছিল। এত বিশাল ব্যাবসা সব ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সেই মানুষগুলো কী করে বুঝবে কেন তিনি বেনারস চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে একটা বড়ো বাগিচায় বসলেন। হাতে একটা পেনসিল নিয়ে দেওয়ালের উপর চক্র আঁকতে লাগলেন। বাবা কি করাতে চান কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। রাতে ঘুমিয়ে পড়লে মনে হতো কোথায় উড়ে চলেছেন, তারপর আবার যেন নীচে নেমে আসতেন। কিছুই বুঝতে পারতেন না কেন এমন হচ্ছে। প্রথম দিকে এইরকম অনেক সাক্ষাৎকার হতো। বাচ্চারাও বসে বসে ধ্যানে চলে যেতো। তোমরা অনেক কিছু দেখেছো। তোমরা বলতে পারো আমরা যা দেখেছি তা তোমরা দেখোনি। অন্তিমে বাবা অনেক সাক্ষাৎকার করাবেন। কেননা তোমরা ক্রমশঃ অনেক নিকটে চলে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সন্দেশ (বার্তা) শুনিয়ে সবার দুঃখ দূর করতে হবে। সবাইকে সুখের পথ বলে দিতে হবে। সীমিত থেকে বেরিয়ে অসীমে (হৃদ থেকে বেরিয়ে বেহুদে) যেতে হবে।

২) অন্তিমে সব সাক্ষাৎকার করার জন্য তথা বাবার স্নেহে লালিত হওয়ার জন্য জ্ঞান-যোগে শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে। অন্যদের কথা চিন্তন না করে যোগবলের দ্বারা নিজের আয়ু বৃদ্ধি করতে হবে।

বরদানঃ:- অমনোযোগিতা আর ইগো-কে (অভিমানকে) ছাড়ার প্রতি অ্যাটেনশান দিয়ে বাবার সাহায্যের পাত্র হওয়া সহজ পুরুষার্থী ভব

কিছু বাচ্চা সাহস রাখার পরিবর্তে অমনোযোগিতার কারণে ইগো-তে (অভিমানে) এসে যায় যে আমি তো সর্বদাই যোগ্য পাত্র। বাবা আমাকে সাহায্য করবেন না তো আর কাকে করবেন! এই অহমিকার কারণে সাহস রাখার বিধিকে ভুলে যায়। কিছু বাচ্চার মধ্যে তো আবার অ্যাটেনশান পাওয়ার অহমিকাও থাকে, যা কিনা বাবার সহায়তা থেকে বঞ্চিত করে দেয়। মনে করে - আমি তো অনেক যোগ করেছি, জ্ঞানী-যোগী আত্মা হয়ে গেছি, সেবার রাজধানী হয়ে গেছি... এই প্রকারের অহমিকাকে (অভিমান) ছেড়ে সাহসিকতার আধারে বাবার সহায়তা প্রাপ্ত করার পাত্র হও তাহলে সহজ পুরুষার্থী হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- যে ওয়েস্ট (ব্যর্থ) আর নেগেটিভ সংকল্প চলছে তাকে পরিবর্তন করে বিশ্ব কল্যাণের কাজে লাগাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অন্তর্মুখী হও অর্থাৎ চুপ করে থাকো, মুখে কিছু বোলো না, প্রতিটি কাজ শান্তিতে করো, কখনও অশান্তি সৃষ্টি কোরো না"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমাদেরকে যে কাঙাল করেছে সেই সবচেয়ে বড় শত্রুটি কে?

*উত্তরঃ - ক্রোধ । বলা হয় যেখানে ক্রোধ আছে সেখানে জল ভরা কলসিও শুকিয়ে যায়। ভারত রূপী কলস যে হীরে জহরত দিয়ে ভরা ছিল, সেসব এই ক্রোধ রূপী ভূতের জন্য খালি হয়েছে। এই বিকার রূপী ভূতেরাই তোমাদের কাঙাল করেছে। ক্রোধী মানুষ নিজেও পোড়ে অন্যদেরও পোড়ায়, তাই এখন এই ভূতকে অন্তর্মুখী হয়ে বাইরে বের করো।

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, অন্তর্মুখী হও। অন্তর্মুখী অর্থাৎ কোনো কিছু বোলো না। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা বসে এই শিক্ষা দেন বাচ্চাদের। অন্য কিছুই বলার নেই এইখানে। শুধু বোঝানো হয়। গৃহস্থে এমন ভাবে থাকতে হবে। এই হলো মন্মানাভব। আমাকে স্মরণ করো, এটি হলো প্রথম মুখ্য পয়েন্ট। বাচ্চারা, তোমাদের ঘরে কখনও ক্রোধ করা উচিত নয়। ক্রোধ এমন যার প্রভাবে জল ভরা কলসিও শুকিয়ে যায়। ক্রোধ যুক্ত মানুষ অশান্তি সৃষ্টি করে, তাই গৃহস্থে থেকে শান্তিতে থাকতে হবে। খাবার খাও আর নিজের কাজে ব্যবসা অথবা অফিস ইত্যাদিতে চলে যাও, সেখানেও সাইলেন্সে থাকা ভালো। সবাই বলে আমাদের শান্তি চাই। এই কথা তো বাচ্চাদের বলা হয়েছে যে, শান্তির সাগর হলেন একমাত্র বাবা। বাবা নিজেই নির্দেশ দেন আমাকে স্মরণ করো। এতে মুখে কিছু বলার নেই। অন্তর্মুখী হয়ে থাকতে হবে। অফিস ইত্যাদিতে নিজের কাজও করতে হবে তো তাতেও বেশি কথা বলতে হয় না, খুব মধুর হতে হবে। কাউকেও দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। ঝগড়া ঝাঁটি ইত্যাদি করা এই সবই হলো ক্রোধ, সবচেয়ে বড় শত্রু হলো কাম। দ্বিতীয় নম্বরে হলো ক্রোধ। একে অপরকে দুঃখ দেয়। ক্রোধ বশতঃ কত লড়াই হয়ে যায়। বাচ্চারা জানে সত্যযুগে লড়াই হয় না। এ হলো রাবণের বশীভূত হওয়ার লক্ষণ। ক্রোধী মানুষকে আসুরী সম্প্রদায় বলা হয়। ভূতের প্রবেশ করে রয়েছে যে। এতে কিছুই বলতে হবে না, কারণ সেই মানুষের তো জ্ঞান নেই। তারা তো ক্রোধ করবে, ক্রোধ যে করে তার সঙ্গে ক্রোধ করলে ঝগড়া লেগে যায়। বাবা বোঝান - এই ভূত খুব কঠিন, যাকে যুক্তি যুক্ত হয়ে নিষ্কাশিত করতে হয়। মুখে কোনো কটু কথা বলা উচিত নয়। কটু কথা বলা অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিনাশও ক্রোধের বশে-ই হয়, তাইনা। যে ঘরে ক্রোধের বাস, সেখানে অনেক অশান্তি হয়। ক্রোধ করলে তোমরা বাবার নাম বদনাম করবে। এই ভূত গুলিকে দূর করতে হবে। একবার তাড়িয়ে দিলে অর্ধকল্পের জন্য সেই ভূত আর থাকবে না। এই পাঁচ বিকার এখন ফুল ফোর্সে রয়েছে। এমন সময়েই বাবা আসেন, যখন বিকার ফুল ফোর্সে থাকে। এই দৃষ্টি খুব ক্রিমিনাল। মুখও খুব ক্রিমিনাল। জোরে কথা বললে মানুষ আগুনের মতো জ্বলে ওঠে আর ঘরেও ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। কাম ও ক্রোধ এই দুটি হলো বড় শত্রু। ক্রোধী মানুষ স্মরণ করতে পারে না। যে স্মরণ করবে সদা শান্তিতে থাকবে। নিজের মনকে প্রশ্ন করা উচিত - আমার মধ্যে কোনও ভূত নেই তো? মোহের, লোভের ভূত থাকে। লোভের ভূতও কম নয়। এসবই হলো ভূত, কেননা এরা হলো রাবণ সেনা।

বাবা বাচ্চাদের স্মরণের যাত্রা শেখান। কিন্তু বাচ্চারা এতেই কনফিউসড হয়ে পড়ে। বুঝতে পারেনা, কারণ অনেক কাল ভক্তি করেছে যে। ভক্তি অর্থাৎ দেহ-অভিমান। অর্ধকল্প দেহ-অভিমান রয়েছে। বাহ্যমুখী হওয়ার দরুন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে পারে না। বাবা খুব জোর দিয়ে বলেন - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। কিন্তু তারা পারেই না। অন্য সব কথা বিশ্বাসও করে। তারপরে বলে স্মরণ করবো কিভাবে, কোনো কিছু তো দেখা যাচ্ছে না। তাদেরকে বোঝানো হয় - তোমরা নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করো। এই কথাও জানো তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা। মুখে শিব শিব বলার দরকার নেই। অন্তরে জ্ঞান আছে তাইনা, আমি হলাম আত্মা। মানুষ শান্তি চায়, শান্তির সাগর তিনিই হলেন পরমাত্মা। অবশ্যই অবিনাশী স্বর্গের অধিকারও তিনি-ই দেবেন। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলে শান্তি হয়ে যাবে এবং জন্ম জন্মান্তরের বিকর্ম বিনাশ হবে। অন্য কোনও কিছু নেই। কোনও বিশাল লিঙ্গ রূপ নেই। আত্মা সূক্ষ্ম, বাবাও হলেন সূক্ষ্ম। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন মন্মানাভব। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, অন্তর্মুখী হয়ে থাকো। এই যা কিছু চোখে দেখাচ্ছে সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আত্মা শান্তিতে বাস করে। আত্মাকে শান্তিধামে যেতে হবে। যতক্ষণ আত্মা পবিত্র না হয় ততক্ষণ শান্তিধামে যেতে পারে না। ঋষি মুনিরা বলে শান্তি কিভাবে প্রাপ্ত হবে। বাবা তো সহজ যুক্তি

বলে দেন। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা শান্তিতে বাস করে না। বাবা জানেন ঘর সংসারে থাকে, একদম শান্ত হয়ে থাকে না। কিছুক্ষণের জন্য সেন্টারে যায়, মন শান্ত করে বাবাকে স্মরণ করবে, তা করে না। সারা দিন বাড়িতে হাস্যমাস করত থাকে, তো সেন্টারে এসে শান্তিতে থাকতে পারে না। কারো দৈহিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে প্রেম হয়ে গেলে তো কখনও শান্তিই হতে পারে না। শুধু তারই কথা স্মরণে আসবে। বাবা বোঝান - মানুষের মধ্যে রয়েছে ৫-টি ভূত। বলা হয় এর মধ্যে ভূত প্রবেশ করেছে। এই ভূত গুলিই তোমাদের কাঙাল করেছে। সে তো হলো এক প্রকারের ভূতের প্রবেশ। বাবা বলেন এই পাঁচটি বিকার রূপী ভূত তো সকলের মধ্যেই প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে। এই ভূত গুলিকে তাড়ানোর জন্যই বাবাকে আহ্বান করে। বাবা, এসে আমাদের শান্তি দাও, এই ভূত গুলিকে তাড়ানোর যুক্তি বলে দাও। এই বিকার রূপী ভূত তো সবার মধ্যে আছে। এ যে হলো রাবণ রাজ্য। সবচেয়ে বড় ভূত হলো কাম-ক্রোধ। বাবা এসে ভূত ভাগিয়ে দেন তার পরিবর্তে বাবার কিছু পাওনা হওয়া উচিত তাইনা। তিনি ভূত-প্রেত ভাগিয়ে দেন, প্রাপ্তি কিছুই হয় না। এই কথা তো বাচ্চারা জানে বাবা আসেন সম্পূর্ণ বিশ্বের ভূত তাড়াতে। এখন সম্পূর্ণ বিশ্বে সবার মধ্যে ভূতের প্রবেশ রয়েছে। দেবতাদের মধ্যে কোনও ভূত থাকে না, না দেহ-অভিমানের, না কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ কিছুই থাকে না। লোভ রূপী ভূতও কম নয়। এই খাই, সেই খাই.... অনেকের মধ্যে এই ভূত থাকে। তারা নিজের মনে বুঝতে পারে - যথার্থই আমাদের মধ্যে কাম রূপী ভূত আছে, ক্রোধ রূপী ভূত আছে। তাই এই বিকার রূপী ভূত তাড়াতে বাবাকে এত মাথা খাটাতে হয়। দেহ-অভিমানে এলে ইচ্ছে হয় এমন করি বা আলিঙ্গন করি। তখন সম্পূর্ণ উপার্জন শেষ হয়ে যায়। ক্রোধের অবস্থাও একই রকম। ক্রুদ্ধ হয়ে পিতা সন্তানকে মারে, সন্তান পিতাকে, স্ত্রী নিজের স্বামীকে। জেলে গিয়ে তোমরা দেখা বিভিন্ন রকম কেস থাকে। এই বিকার রূপী ভূতের প্রবেশ ঘটে বলেই ভারতের এমন দুরবস্থা হয়েছে! ভারত রূপী বিশাল কলসটি যে হীরে জহরত দিয়ে ভরা ছিল, সেসব এখন নিঃস্ব হয়েছে। কথায় বলে - ক্রোধের প্রভাবে জল ভরা কলসিও শুকিয়ে যায়। অতএব ভারতের অবস্থাও তেমন হয়েছে। এই কথা কেউ জানে না। বাবা স্বয়ং আসেন ভূত নিষ্কাশন করতে। যে কর্ম কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই পাঁচটি ভূত খুব সাংঘাতিক। অর্ধকল্প এই ভূতের প্রবেশ থাকে। এই সময় তো কোনও কথাই নেই। কেউ যতই পবিত্র থাকুক কিন্তু জন্ম তো বিকার দ্বারা হয়েছে। ভূত তো আছে, তাইনা। ৫ টি ভূত ভারতকে একেবারে কাঙাল করেছে। ড্রামা কিরকম তৈরি করা হয়েছে, যা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। ভারত কাঙাল হয়েছে, বিদেশ থেকে ঋণ নিতে হচ্ছে। ভারতের জন্যই বাবা বোঝান, এখন বাচ্চারা তোমরা এই পড়াশোনা করে কত ধন প্রাপ্ত কর। এ হলো অবিনাশী পাঠ যা অবিনাশী বাবা পড়ান। ভক্তিমার্গে কত সামগ্রী আছে। ব্রহ্মাবাবা শৈশব থেকে গীতা পাঠ করতেন এবং নারায়ণের পূজা করতেন। যদিও কিছু বুঝতেন না। আমি আত্মা, তিনি আমাদের পিতা, এই সব কথার বোধ ছিল না, তাই প্রশ্ন করে কিভাবে স্মরণ করবো? আরে, তোমরা তো ভক্তি মার্গে স্মরণ করেছে - হে ভগবান, এসো, উদ্ধার করো, আমাদের গাইড হও। গাইডেন্স লাভ হয় মুক্তি-জীবনমুক্তির জন্য। বাবা এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা ধরিয়ে দেন। এই সময় সবার আত্মা কালিমা যুক্ত বা অসুন্দর হয়ে আছে, তাহলে তাদের সুন্দর দেহ প্রাপ্ত হবে কিভাবে। যতই গায়ের রঙ ফর্সা হোক, কিন্তু আত্মা তো কালো, তাইনা। যাদের সুন্দর ফর্সা শরীর থাকে, তাদের নিজের সৌন্দর্যের অনেক নেশা থাকে। মানুষ এই কথা জানতে পারে না যে আত্মা সুন্দর কিভাবে হয়? তাই তাদের বলা হয় নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। যারা নিজের পিতা রচয়িতা এবং রচনার কথা জানে না তারা হল ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, যারা জানে তারা হল ঈশ্বরে বিশ্বাসী। বাচ্চারা, বাবা বসে কত ভালো ভাবে তোমাদের বোঝান। প্রত্যেকে নিজেকে প্রশ্ন করো - আমাদের মধ্যে কতখানি পরিচ্ছন্নতা আছে? কতখানি আমরা নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করি? স্মরণের শক্তির দ্বারা-ই রাবণকে জয় করতে হবে। এর জন্য শরীরের শক্তিশালী হওয়ার ব্যাপার নেই। এই সময় সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হলো আমেরিকা, কারণ তাদের কাছে ধন-সম্পদ, বারুদ ইত্যাদি অনেক আছে অর্থাৎ শক্তি হয়ে গেল পার্থিব। মৃত্যুর জন্য জড়ো করা। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে রয়েছে আমরা বিজয়ী হবো। তোমাদের তো হলো রহনী শক্তি (আধ্যাত্মিক শক্তি), তোমরা জয় লাভ কর রাবণের উপরে। যার দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হও। তোমাদের উপরে কেউ জয় লাভ করতে পারে না। অর্ধকল্পের জন্যে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না এবং অন্য কেউ বাবার অবিনাশী উত্তরাধীকার প্রাপ্ত করতে পারে না। তোমরা কি স্বরূপ ধারণ করো, সেই নিয়ে একটু বিচার করো। বাবাকে তো খুব ভালোবাসে স্মরণ করতে হবে এবং স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। তারা ভাবে স্বদর্শন চক্র দিয়ে বিষ্ণু সকলের মাথা কেটে ছিলেন। কিন্তু এখানে হিংসার কোনও কথাই নেই।

সুতরাং মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা কি ছিলে, এখন নিজের অবস্থা তো দেখো! তোমরা যতই ভক্তি ইত্যাদি করে ছিলে কিন্তু ভূত তাড়াতে পারোনি। এখন অন্তর্মুখী হয়ে দেখো আমাদের মধ্যে কোনও ভূত আছে কি? কারো প্রতি মোহ রাখলে বা আঁকড়ে থাকো, তাহলে বুঝে নিও যা কিছু উপার্জন জমা হয়েছিল সব শূন্য হয়ে গেল। তাদের মুখ দর্শন করতেও বাবার ভালো লাগবে না। তারা তো যেন অস্পৃশ্য হয়ে গেল, স্বচ্ছ নয়। তারা বিবেকের দংশন

হতে থাকবে যথার্থই আমি অস্পৃশ্য। বাবা বলেন দেহ সহ সবকিছু ভুলে যাও, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, এই অবস্থায় স্থির হয়ে থাকলে তোমরা দেবতা হবে। সুতরাং কোনও ভূতের আগমন হওয়া উচিত নয়। বাবা বোঝাতে থাকেন- নিজের চেকিং করো। অনেকের মধ্যেই ক্রোধের বিকার আছে, গালাগালি না করে থাকতে পারে না, তারপরে ঝগড়া চলতে থাকে। ক্রোধ তো খুব খারাপ। ভূত তাড়িয়ে একদম ক্লিয়ার হতে হবে। শরীরের কথা যেন স্মরণে না আসে, তবেই উঁচু পদের অধিকারী হতে পারবে। তাই ৮ রত্নের কথা প্রসিদ্ধ আছে। তোমরা জ্ঞান রত্ন প্রাপ্ত কর রত্নে পরিণত হওয়ার জন্য। বলা হয় ভারতে ৩৩ কোটি দেবতারা বাস করতেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে ৮ রত্ন পাস উইথ অনার হবে। তাঁদেরই পুরস্কার দেওয়া হবে। যেরকম স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। তোমরা জানো লক্ষ্য খুব কঠিন। চলতে চলতে পড়ে যায়, ভূতের প্রবেশ ঘটে। স্বর্গে বিকার থাকে না। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ড্রামার চক্র আবর্তিত হওয়া উচিত।

তোমরা জানো ৫ হাজার বছরে কত মাস, কত ঘন্টা, কত সেকেন্ড হয়। কেউ হিসেব করলে বের হতে পারে। তারপরে এই বৃক্ষের যে চিত্রটি আছে, তাতেও লিখে দেবে যে কল্পে এত মাস, এত দিন, এত ঘন্টা, এত সেকেন্ড হয়। মানুষ বলবে এরা তো একেবারে সঠিক বলে দেয়। ৮৪ জন্মের হিসেব বলে দেয়। তাহলে কল্পের আয়ু কেন বলবে না! বাচ্চাদেরকে মুখ্য কথা তো বলা হয়েছে যে যেমন করে হোক ভূত তাড়াতে হবে। এই বিকার রূপী ভূতগুলি তোমাদের সম্পূর্ণ সর্বনাশ করেছে। সব মানুষ মাত্রেই ভূত অবশ্যই আছে। তাদের হয়েই থাকে ব্রষ্টাচারের দ্বারা জন্ম। স্বর্গে ব্রষ্টাচার হয় না। রাবণ-ই নেই। রাবণ কে, তার কথাও কেউ বোঝে না। তোমরা রাবণের উপরে জয় লাভ কর। পরে রাবণের অস্তিত্ব থাকবে না। এখন পুরুষার্থ করো। বাবা এসেছেন, তাই বাবার কাছে স্বর্গের অবিনাশী অধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া উচিত। তোমরা কত বার দেবতায় পরিণত হও। কত বার অসুরে পরিণত হও, তার হিসেব করতে পারবে না। অসংখ্য বার হয়েছে হয়তো। আচ্ছা, বাচ্চারা শান্তিতে থাকলে কখনও ক্রোধ আসবে না। বাবা যে শিক্ষা গুলি দেন, সেই অনুযায়ী চলা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করতে হবে - আমার মধ্যে কোনও ভূত নেই তো? দৃষ্টি ক্রিমিনাল হয় না তো? জোরে কথা বলার বা অশান্তি সৃষ্টি করার সংস্কার নেই তো? লোভ-মোহ রূপী বিকার বিরক্ত করে না তো?

২) কোনও দেহধারীর প্রতি মোহ রাখবে না। দেহ সহ সবকিছু ভুলে স্মরণের যাত্রার দ্বারা নিজের মধ্যে আত্মিক বল (রুহানী শক্তি) ভরতে হবে। এক বার ভূত তাড়িয়ে অর্ধকল্পের জন্য মুক্তি পেতে হবে।

বরদান:- ঈশ্বরীয় বিধানকে বুঝে নিয়ে বিধির দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্তকারী ফার্স্ট ডিভিশনের অধিকারী ভব এক কদম সাহস তো পদ্মগুণ কদমের সহায়তা, ড্রামাতে এই বিধানের বিধি নির্ধারিত রয়েছে। যদি এই বিধি, বিধানে না থাকতো তাহলে সবাই নতুন দুনিয়াতে প্রথমেই রাজা হয়ে যেতো। নম্বর অনুসারে হওয়ার বিধান এই বিধির কারণেই হয়। তো যতখানি চাও সাহস রাখো আর বাবার সহায়তা নাও। সমর্পিত বাচ্চা হও বা প্রবৃত্তিতে থাকা বাচ্চা - অধিকার সকলের জন্য সমান, কিন্তু বিধির দ্বারাই সিদ্ধি প্রাপ্ত হবে। এই ঈশ্বরীয় বিধানকে বুঝে অমনোযোগিতার লীলাকে সমাপ্ত করো, তাহলে ফার্স্ট ডিভিশনের অধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- সংকল্পের খাজানার প্রতি ইকনোমির অবতার হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শরীর সহ যা কিছু দেখছো, এ'সবই বিনাশ হবে, তোমরা আত্মাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেইজন্যই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাও"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা কোন্ শব্দে সবাইকে বাবার মেসেজ (বার্তা) শোনাতে পারো?

*উত্তরঃ - সবাইকে বলো যে অসীম জগতের বাবা উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। এখন সীমিত জগতের উত্তরাধিকারের সময় সম্পূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ ভক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন রাবণ রাজ্য সমাপ্ত হতে চলেছে। বাবা এসেছেন তোমাদের রাবণের ৫ বিকারের জেল থেকে মুক্ত করতে। এখন হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, এখানে তোমাদের পুরুষার্থ করে দৈবী গুণ ধারণকারী হতে হবে। শুধুমাত্র পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগকে বুঝতে পারলেই স্থিতি শ্রেষ্ঠ হতে পারে।

ওম্ শান্তি । এখন আত্মিক বাচ্চারা কি করছে? অব্যভিচারী স্মরণে বসেছে। এক হয়ে থাকে অব্যভিচারী স্মরণ, দ্বিতীয় হলো ব্যভিচারী স্মরণ। অব্যভিচারী স্মরণ বা অব্যভিচারী ভক্তি যখন প্রথম শুরু হয় তখন সবাই শিবের পূজা করে। উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন ভগবান, তিনি বাবাও শিক্ষকও। তিনিই পড়ান। কি পড়ান? উনি মনুষ্য থেকে দেবতা করে তোলেন। দেবতা থেকে মনুষ্য হতে বাচ্চারা তোমাদের ৮৪ জন্ম লেগেছে। মনুষ্য থেকে দেবতা হতে এক সেকেন্ড লাগে। এটা তো বাচ্চারাও জানে যে - আমরা বাবার স্মরণে বসেছি। তিনি আমাদের টিচার এবং সঙ্গুরুও। তিনি যোগ শেখান যে - এক এরর স্মরণে থাকো। তিনি স্বয়ং বলেন - হে আত্মারা, হে বাচ্চারা, দেহের সব সম্বন্ধকে ত্যাগ করো, এখন ফিরে যেতে হবে। এই পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। এখন এখানে আর থাকার নয়। পুরানো দুনিয়ার বিনাশের জন্যই এই বারুদ ইত্যাদি তৈরি করেছে। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজও সহযোগ দেয়। বিনাশ তো অবশ্যই হবে। তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে রয়েছে। আত্মারা এটা জানে। আমরা এখন ফিরতে চলেছি সেইজন্যই বাবা বলেন এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীরকেও ছাড়তে হবে। দেহ সহ যা কিছু এই দুনিয়াতে দেখা যায়, এ'সবই বিনাশ হয়ে যাবে। শরীরও শেষ হয়ে যাবে। এখন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত নতুন দুনিয়াতে আসতে পারবে না। এখন তোমরা পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। পুরুষোত্তম হলো দেবতারা। সবচেয়ে উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন নিরাকার বাবা। এরপর মনুষ্য সৃষ্টিতে এলে তখন হবে উচ্চ দেবতা। তারাও মানব কিন্তু দৈবীগুণ সম্পন্ন। এরপর তারাই আসুরি গুণ সম্পন্ন হয়ে যায়। এখন পুনরায় আসুরি গুণ থেকে দৈবীগুণ সম্পন্ন হতে হবে। সত্যযুগে যেতে হবে। কাদের? বাচ্চারা তোমাদের। তোমরা বাচ্চারা পড়াশোনা করে অন্যদেরও পড়াশোনা করাচ্ছে। শুধুমাত্র বাবার মেসেজ দিতে হবে। অসীম জগতের বাবা এসেছেন স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে। এখন সীমিত উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ হতে চলেছে।

বাবা বুঝিয়েছেন - ৫ বিকার রূপী রাবণের জেলে সমস্ত মানুষ রয়েছে। সবাই দুঃখই পেয়ে চলেছে। শুনকো রুটি জুটছে। বাবা এসে সবাইকে রাবণের জেল থেকে ছাড়িয়ে আনেন, সদা সুখী করে তোলেন। বাবা ছাড়া মানবকে আর কেউ-ই দেবতা করে তুলতে পারবে না। তোমরা এখানে বসেছো, মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার জন্য। এখন হলো কলিযুগ। অনেক ধর্ম হয়ে গেছে। বাচ্চারা তোমাদের রচয়িতা আর রচনার পরিচয় স্বয়ং বাবা বসে দিয়ে থাকেন। তোমরা শুধু ঈশ্বর, পরমাত্মা বলতে। তোমাদের এটা জানাই ছিল না যে, তিনিই হলেন বাবা, এবং টিচার ও গুরু। ওঁনাকে বলা হয় সঙ্গুরু। অকালমূর্তও বলা হয়। তোমাদের আত্মা আর জীব বলা হয়। সেই অকালমূর্ত এই শরীর রূপী আসনে বসে আছেন। উনি জন্ম গ্রহণ করেন না। সুতরাং অকালমূর্ত বাবা বাচ্চাদের বসে বোঝান - আমার নিজের রথ (শরীর) নেই, আমি বাচ্চারা তোমাদের কিভাবে পবিত্র করে তুলব! আমার তো রথ চাই তাই না! অকালমূর্তেরও আসন তো প্রয়োজন। অকাল তখত (অবিনাশী আসন) মানুষের হয় আর কারো হয়না। তোমাদের প্রত্যেকের আসন চাই। অকালমূর্ত আত্মা এখানে বিরাজমান। উনি সবার পিতা, ওঁনাকে বলা হয় মহাকাল, উনি পুনর্জন্মে আসেন না। তোমরা আত্মারা পুনর্জন্মে আসো। আমি আসি কল্পের সঙ্গম যুগে। ভক্তি হলো রাত, জ্ঞানকে বলা হয় দিন। এটা নিশ্চিতভাবে মনে রেখো। মুখ্য হলো দুটি বিষয় - অল্ক আর বে, বাবা আর বাদশাহী। বাবা এসে বাদশাহী দেন আর বাদশাহীর জন্য উনি শিক্ষাও প্রদান করেন, সেইজন্যই একে পাঠশালাও বলে। ভগবানুবাচঃ, ভগবান হলেন নিরাকার। ওঁনারও পাট থাকা উচিত। উনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম ভগবান, সবাই ওঁনাকে স্মরণ করে। বাবা বলেন এমন কোনো মানুষ নেই যে ভক্তি মার্গে স্মরণ করে না। অন্তর থেকে সবাই ডাকে - হে ভগবান, হে লিবরেটর (মুক্তিদাতা), ও গড ফাদার! কেননা তিনি হলেন সকল আত্মাদের

ফাদার, নিশ্চয়ই অসীম জগতের সুখই দেবেন। সীমিত জগতের পিতা সীমিত সুখ দেন। এ বিষয়ে কারো জানা নেই। এখন বাবা এসেছেন, তিনি বলেন - বাচ্চারা, সব সঙ্গ ত্যাগ করে একমাত্র আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। বাবা এটাও বলেছেন তোমরা দেবী-দেবতারা নতুন দুনিয়াতে থাকো। ওখানে আছে অপার সুখ। ঐ সুখের অন্ত পাওয়া যায় না। নতুন বাড়িতে সবসময় সুখ থাকে, পুরানো বাড়িতে দুঃখ। তবেই তো বাবা বাচ্চাদের জন্য নতুন বাড়ি তৈরি করেন। বাচ্চাদের বুদ্ধিযোগ তখন নতুন বাড়ির দিকে থাকে। এ তো হলো সীমিত জগতের কথা। এখন তো অসীম জগতের পিতা নতুন দুনিয়া স্থাপন করছেন। পুরানো দুনিয়াতে যা কিছু দেখছে সেসবই কবরখানা হয়ে যাবে, এখন পরিস্থান স্থাপন হচ্ছে। তোমরা রয়েছে সঙ্গম যুগে। কলিযুগকেও দেখতে পারো, সত্যযুগকেও দেখতে পারো। তোমরা সঙ্গম যুগে সাক্ষী হয়ে দেখো। প্রদর্শনী বা মিউজিয়ামে কেউ এলে সেখানেও তোমরা সঙ্গম যুগে দাঁড় করিয়ে দাও। এদিকে আছে কলিযুগ, ওই দিকে সত্যযুগ। আমরা মাঝখানে আছি। বাবা নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। যেখানে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ থাকে। আর কোনো ধর্মাবলম্বী আসে না। শুধুমাত্র তোমরাই প্রথমে আসো। এখন তোমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। তোমরা পবিত্র হওয়ার জন্যই আমাকে ডেকে বলেছো বাবা, আমাদের পবিত্র করে পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে চলো। এমনটা বলো না যে শান্তিধামে নিয়ে চলো। পরমধামকে বলা হয় সুইট হোম। এখন আমাদের ঘরে যেতে হবে, যাকে মুক্তিধাম বলা হয়, যার জন্যই সন্ন্যাসী ইত্যাদি শিক্ষা দেন। ওরা সুখধাম সম্পর্কে জ্ঞান দিতে পারে না। ওরা হলো নিবৃত্তি মার্গের। বাচ্চারা তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে - কোন্ কোন্ ধর্ম কখন-কখন আসে। মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষে প্রথম ফাউন্ডেশন ছিল তোমাদের। বীজকে বলা হয় বৃক্ষপতি। বাবা বলেন আমি বৃক্ষপতি উপরে নিবাস করি। যখন গাছ সম্পূর্ণভাবে জড়াজীর্ণ হয়ে পড়ে, তখনই আমি আসি দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে। বেনিয়ন ট্রি (শিবপুর বোট্যানিকেল গার্ডেনের বট বৃক্ষ) বড়ই ওয়ান্ডারফুল। ফাউন্ডেশন ছাড়াই সম্পূর্ণ ঝাড় দাঁড়িয়ে আছে। অসীম জাগতিক এই বৃক্ষেও আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম নেই। বাদবাকি সব ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে।

তোমরা মূললোকের নিবাসী ছিলে। এখানে পার্ট প্লে করতে এসেছো। তোমরা বাচ্চারা অলরাউন্ডার পার্ট প্লে করে থাকো, সেইজন্যই ৮৪ জন্ম হলো ম্যাক্সিমাম। মিনিমাম

হলো এক জন্ম। মানুষ বলে থাকে ৮৪ লক্ষ জন্ম। সেটাও কাদের হবে - এটাও বুঝতে পারে না। বাবা এসে বাচ্চারা তোমাদের বোঝান - ৮৪ জন্ম তোমরা নিয়ে থাকো। সবার প্রথমে তো তোমরা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। প্রথমে সত্যযুগের দেবতারাই থাকে। যখন সেই আত্মারা এখানে পার্ট প্লে করতে আসে তখন বাকি আত্মারা কোথায় থাকে? এটাও তোমরা জানো - সেই আত্মারা তখন শান্তিধামে থাকে। সুতরাং শান্তিধাম আলাদা তাইনা। বাকি দুনিয়া তো রয়েছে এখানেই। পার্ট এখানেই প্লে করতে হয়। নতুন দুনিয়াতে সুখের পার্ট, পুরানো দুনিয়াতে দুঃখের পার্ট প্লে করতে হয়। সুখ আর দুঃখের এই খেলা। ওখানে হলো রামরাজ্য। দুনিয়াতে কোনো মানুষ এটা জানে না যে সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে। না রচয়িতাকে, না রচনার আদি মধ্য অন্তকে জানে। জ্ঞানের সাগর একমাত্র বাবাকেই বলা হয়। রচয়িতা আর রচনার আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান সম্পর্কে কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই। আমি তোমাদের শোনাই। এরপর এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকে না।

ভারতের প্রাচীন সহজ রাজযোগের সুখ্যাতি রয়েছে। গীতাতেও রাজযোগের নাম আছে। বাবা তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে রাজত্বের উত্তরাধিকার দেন। রচনার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। উত্তরাধিকার পাওয়া যায় রচয়িতা বাবার কাছ থেকে। প্রতিটি মানুষ ক্রিয়েটর, বাচ্চাদের রচনা করে (জন্ম দেওয়া)। ওরা হলো হৃদের (সীমিত জাগতিক) ব্রহ্মা, ইনি হলেন অসীম জগতের ব্রহ্মা। উনি হলেন নিরাকার আত্মাদের পিতা, ওরা হলো লৌকিক পিতা, আর ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। প্রজাপিতা কখন হওয়া উচিত? সত্যযুগে? না। পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে হওয়া উচিত। মানুষের তো এটাও জানা নেই যে সত্যযুগ কখন হয়। ওরা তো সত্যযুগ, কলিযুগকে লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। বাবা বোঝান প্রতিটি যুগ হলো ১২৫০ বছর করে। ৮৪ জন্মের হিসেব চাই তাই না! সিঁড়িরও হিসেব চাই তাই না - আমরা কিভাবে নিচে নেমে আসি। সর্বপ্রথম ফাউন্ডেশনে আসে দেবী-দেবতা। এরপর আসে ইসলাম, বৌদ্ধ। বাবা বৃক্ষের রহস্য সম্পর্কেও ব্যাখ্যা করেছেন। বাবা ছাড়া আর কেউ শেখাতে পারবে না। তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে এই চিত্র ইত্যাদি কিভাবে তৈরি করেছে? কে শিখিয়েছে? ওদের বলা, বাবা আমাদের ধ্যানে দেখিয়েছেন, তারপর আমরা তৈরি করেছি। এরপর বাবা এই রথে প্রবেশ করে কারেক্ট করে দেন যে এইভাবে-এইভাবে তৈরি করো। স্বয়ং-ই কারেক্ট করেন।

শ্রীকৃষ্ণকে শ্যাম-সুন্দর বলে থাকে, কিন্তু মানুষ এটা বুঝতে পারেনি যে কেন বলা হয়? শ্রীকৃষ্ণ যখন বৈকুণ্ঠের মালিক ছিলেন তখন ফর্সা বা সুন্দর ছিলেন এরপর যখন গায়ের বালক হলেন তখন শ্যাম হয়ে গেলেন, সেইজন্যই তাকে

শ্যাম-সুন্দর বলা হয়। ইনিই প্রথমে আসেন। তত্বম্ (তোমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য)। এই লক্ষী-নারায়ণের রাজত্ব সেখানে চলে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা কে করেন? এটাও কেউ জানে না। ভারতকে ভুলে গিয়ে হিন্দুস্তানের অধিবাসীরা নিজেদের হিন্দু বলে থাকে। আমি ভারতেই আছি। ভারতেই দেবতাদের রাজত্ব ছিল যা এখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। আমি আছি পুনরায় স্থাপন করার জন্য। সবার প্রথমে ছিলই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। ঐ বৃক্ষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন-নতুন পাতা, মঠ-পন্থ পরে আসে। সুতরাং ওরাও শোভনীয় হয়ে ওঠে। তারপর অগ্নিমে যখন সম্পূর্ণ বৃক্ষের জড়াজীর্ণ অবস্থা হয়, তখনই আমি আছি। যদা যদা হি....। আত্মা নিজেকেও জানে না, সুতরাং বাবাকেও জানে না। নিজেকেও গালি দেয়, বাবাকে আর দেবতাদেরও গালি দিতে থাকে। তমোপ্রধান, অবিবেচক হয়ে পড়ে তবেই আমি আছি। পতিত দুনিয়াতেই আসতে হয়। তোমরা মানবকে জীবন দান করো অর্থাৎ মনুষ্য থেকে দেবতা করে তোলো। সব দুঃখ থেকে দূর করে দাও, সেটাও অর্ধেক কল্পের জন্য। গায়ন আছে না যে, বন্দে মাতরম্। সেই মাতারা কারা, যাদের বন্দনা করে? তোমরা মাতারা, সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে স্বর্গ করে তোলো। যদিও পুরুষরাও আছে, কিন্তু অধিক সংখ্যক মাতারা আছে, সেইজন্যই বাবা মাতাদের মহিমা করেন। বাবা এসে তোমাদের এতো মহিমার যোগ্য করে তোলেন। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অপার সুখের দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য সঙ্গমে থাকতে হবে। সাক্ষী হয়ে সবকিছু দেখেও বুদ্ধিযোগ নতুন দুনিয়াতে যুক্ত করতে হবে। বুদ্ধিতে থাকবে এখন আমরা ঘরে ফিরে যাবি।

২) সবাইকে জীবন দান করতে হবে, মনুষ্য থেকে দেবতা করে তোলার সেবা করতে হবে। অসীম জগতের বাবার কাছে পড়াশোনা করে অন্যদেরও পড়াতে হবে। দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে এবং করাতেও হবে।

বরদান:- সদা শ্রেষ্ঠ সময় অনুসারে শ্রেষ্ঠ কর্ম করে "বাঃ-বাঃ" এর গীত গাইতে থাকা ভাগ্যবান আত্মা ভব এই শ্রেষ্ঠ সময়ে শ্রেষ্ঠ কর্ম করার সময় "বাঃ-বাঃ" এর গীত মনে মনে গাইতে থাকো। "বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ কর্ম বা শ্রেষ্ঠ কর্মের শিক্ষা প্রদানকারী বাবা"। সুতরাং সদা বাঃ-বাঃ ! এর গীত গাও। ভুলেও কখনও দুঃখের চিহ্ন নজরে পড়লেও হায় শব্দ বেরোনো উচিত নয়। বাঃ ড্রামা বাঃ! এবং বাঃ বাবা বাঃ! যা স্বপ্নেও ছিল না ঘরে বসেই তা পেয়ে গেছি। এমনই ভাগ্যের নেশায় থাকো।

স্লোগান:- মন-বুদ্ধিকে শক্তিশালী করে তুললে যে কোনো পরিস্থিতিতে অটল থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মনকে ঠিক রাখার জন্য মাঝে মাঝে অন্ততঃ ৫ সেকেন্ড বের করে মনের এক্সারসাইজ করো"

আজ দূরদেশী বাপদাদা নিজের সাকার দুনিয়ার বিভিন্ন দেশবাসী বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। বাপদাদা ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীকে এক দেশবাসী রূপে দেখছেন। যে যে স্থান থেকেই এসে থাকো না কেন, কিন্তু সবার আগে সবাই তোমরা একই দেশ থেকে এসেছো। তোমাদের নিজের অনাদি দেশ স্মরণে আছে তো না! প্রিয় লাগে, তাই না! বাবার সাথে সাথে নিজেদের অনাদি দেশও খুব প্রিয় লাগে, লাগে তো না!

বাপদাদা আজ সব বাচ্চার পাঁচ স্বরূপ দেখছেন, জানো তোমরা পাঁচ স্বরূপ কী কী? জানো তো না! ৫ মুখী ব্রহ্মারও পূজন হয়। তো বাপদাদা সব বাচ্চার ৫ স্বরূপ দেখছেন।

প্রথম - অনাদি জ্যোতিবিন্দু স্বরূপ। মনে আছে না নিজের স্বরূপ? ভুলে যাও না তো? দ্বিতীয় - আদি দেবতা স্বরূপ। পৌঁছে গেছো দেবতা স্বরূপে? তৃতীয় - মধ্য সময়ে পূজ্য স্বরূপ, সেটাও মনে আছে তোমাদের? তোমাদের সবার পূজা হয় নাকি ভারতবাসীর পূজা হয়? তোমাদের পূজা হয়? কুমার বলো তোমাদের পূজা হয়? তো তৃতীয় হলো - পূজ্য স্বরূপ। চতুর্থ - সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ স্বরূপ আর লাস্টে ফরিস্তা স্বরূপ। তাহলে, পাঁচ রূপই স্মরণে এসে গেছে? আচ্ছা এক সেকেন্ডে এই পাঁচ রূপেই নিজেকে অনুভব করতে পারো? ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর, ফাইভ ... তো করতে পারো! এই পাঁচ স্বরূপই কত প্রিয়! যখনই চাও, যে রূপে স্থিত হতে চাও, ভাবার সাথে সাথে অনুভব করলে। এটাই অধ্যাত্ম মনের এক্সারসাইজ। আজকাল সবাই তোমরা কী করো? এক্সারসাইজ করো তো না! যেমন আদিতেও তোমাদের দুনিয়ায় (সত্যযুগে) ন্যাচারালি চলাফেরার এক্সারসাইজ ছিল। দাঁড়িয়ে ওয়ান, টু, থ্রি, ..এই এক্সারসাইজ নয়। তাইতো এখন অন্তেও বাপদাদা মনের এক্সারসাইজ করান। স্থূল এক্সারসাইজে যেমন তনও ঠিক থাকে, তাই না! সূতরাং চলতে ফিরতে মনের এই এক্সারসাইজ করতে থাকো। এর জন্য টাইমের প্রয়োজন নেই। যখনই হোক পাঁচ সেকেন্ড বের করতে পারো, নাকি পারো না! এইরকম বিজি কেউ আছে যে পাঁচ সেকেন্ডও বের করতে পারো না! আছে কেউ, তো হাত তোলো। আবার বলবে না তো কী করবো টাইমই পাওয়া যায় না! এইরকম বলবেনা তো না! সময় পাও? তো এই এক্সারসাইজ মাঝে মাঝেই করো। কোনও কাজে রয়েছে, পাঁচ সেকেন্ডের জন্য এইভাবে মনের এক্সারসাইজ করো। তাহলে মন সদা সুন্দর থাকবে, ঠিক থাকবে। বাপদাদা তো বলেন - প্রতি ঘন্টায় পাঁচ সেকেন্ডের এই এক্সারসাইজ করো। হতে পারে? দেখো, সবাই বলছে - হতে পারে। মনে রেখো। ওম্ শান্তি ভবন স্মরণে রেখো, ভুলো না। তো মনের যে ভিন্ন ভিন্ন কমপ্লেক্স থাকে না যে - কী করবো মন বসে না! মনকে মগ্ন বানিয়ে দাও তোমরা। ওজন করে যেমন! আগের জামানায় পোয়া, সের আর মগ্ন ছিল, আজকাল বদলে গেছে। তো মনকে মগ্ন তথা ভারী বানিয়ে দেয়, আর এই এক্সারসাইজ যদি করতে থাকো তবে একেবারে লাইট হয়ে যাবে। অভ্যাস হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ শব্দ যদি স্মরণে আসে তবে ব্রাহ্মণ জীবনের অনুভবে এসো। ফরিস্তা শব্দ যদি বলো তো ফরিস্তা হয়ে যাও। মুশকিল সেটা? নয়? কুমার বলো একটু কী মুশকিল সেটা? তোমরা ফরিস্তা নাকি না? তোমরাই নাকি অন্য কেউ? কত বার ফরিস্তা হয়েছে? অগণিত বার হওয়ার বিষয় রিপোর্ট করা কী কঠিন হয়? কখনো কখনো হয়? এখন এই অভ্যাস করো। যেখানেই থাকো পাঁচ সেকেন্ড মনকে ঘোরাও, পরিক্রমা করো। পরিক্রমা করতে তো ভালো লাগে, তাই না! টিচার্স ঠিক আছে তো না! রাউন্ড লাগাতে তো পারবে, পারবে না? শুধু রাউন্ড লাগাও আবার কর্মে লেগে যাও। প্রতি ঘন্টায় রাউন্ড লাগাও তারপরে কাজে লেগে যাও। কেননা, কাজ ছাড়তে তো পারবে না! ডিউটি তো প্লে করতে হবে। কিন্তু পাঁচ সেকেন্ড, মিনিটও নয়, সেকেন্ড। বের করতে পারবে না? বের করতে পারবে? ইউ. এন. -এর অফিসে বের করতে পারবে? মাস্টার সর্বশক্তিমান তোমরা। সূতরাং মাস্টার সর্বশক্তিমান কী না করতে পারে!

বাচ্চাদের একটা ব্যাপার দেখে বাপদাদা মিষ্টি মিষ্টি হাসেন। কোন ব্যাপারে? তোমরা চ্যালেঞ্জ করো, প্রচার (পর্চা) পত্র ছাপাও, ভাষণ করো, কোর্স করাও। কী করাও? আমরা বিশ্বকে পরিবর্তন করবো। এটাই সবাই বলে তো না! নাকি বলে না? সবাই বলে, নাকি যারা ভাষণ দেয় তারা বলে? তাহলে, একদিকে বলো বিশ্ব পরিবর্তন করবো, মাস্টার সর্বশক্তিমান। আরেক দিকে নিজের মনকে আমার মন বলো, মনের মালিক আর মাস্টার সর্বশক্তিমান। তবুও বলো মুশকিল হয়? তাহলে হাসি আসবে না! আসবে না হাসি! সূতরাং যে সময় ভাবো, মন মানে না, সেই সময় নিজের প্রতি হেসো। তোমাদের মনে যখন কোনও কিছু প্রবেশ করে তো বাপদাদা তিন রেখা দেখেন যার গায়ন হয়েছে। এক, জলের উপরে রেখা। কখনো

দেখেন জলের উপরে রেখা, এমন রেখা টানার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ মুছে যাবে। এই রেখা টানো তো না! দুই, যে কোনও কাগজের উপর, স্লেটের উপর রেখা টানা আর সবচাইতে বড় রেখা পাথরের উপরে টানা রেখা। পাথরের রেখা মুছে ফেলা খুব কঠিন। তো বাপদাদা দেখেন যে অনেকবার বাচ্চারা নিজেরই মনের মধ্যে পাথরের রেখার মতো মজবুত রেখা টেনে দেয়। যা মুছে দিলেও মুছে যায় না। এমন রেখা ভালো? কতবার তোমরা প্রতিজ্ঞাও করো, এখন থেকে করবো না। এখন থেকে হবে না। কিন্তু বারবার পরবশ হয়ে যাও। তার জন্য বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ঘৃণা আসে না, করুণা হয়। পরবশ হয়ে যাও, তো পরবশের প্রতি করুণাই আসে। যখন বাপদাদা এমন করুণা ভাব নিয়ে বাচ্চাদের দেখেন তখন ডামার পর্দার উপরে কী আসে? কতদিন? সুতরাং এর উত্তর তোমরা দাও। কত সময় পর্যন্ত? কুমার উত্তর দিতে পারো - কবে নাগাদ এটা সমাপ্ত হবে? অনেক প্ল্যান বানাও তো না কুমার তোমরা! তাহলে কবে নাগাদ বলতে পারো? শেষ পর্যন্ত এটা কবে? বলো। উত্তর জানো তোমরা কবে? দাদিরা বলো। (যতদিন সঙ্গমযুগ রয়েছে ততদিন অল্প অল্প থাকবে) সেটাও কত পর্যন্ত? (বাবা বলবেন) ফুরিস্তা তোমাদের হতে হবে নাকি বাবাকে? সুতরাং এর উত্তর ভেবো। বাবা তো বলবেন এখন, তৈরি আছে তোমরা? অর্ধ-মালাতেও হাত তোলোনি।

বাপদাদা সদাই বাচ্চাদের সম্পন্ন স্বরূপে দেখতে চান। যখন বলেই থাকো, বাবাই আমার সংসার। এটাই তো সবাই বলে থাকো, তাই না! দ্বিতীয় কোনও সংসার আর আছে কী? যদি বাবাই সংসার হয়, তবে সংসারের বাইরে আর কী আছে? শুধু সংস্কার পরিবর্তন করার ব্যাপার। তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবনে বেশির ভাগ সময় বিঘ্ন রূপ হয় সংস্কার, হয় তা' নিজের সংস্কার অথবা অন্যের সংস্কার। জ্ঞান সবার মধ্যে আছে, শক্তিও সবার কাছে আছে। কিন্তু বিঘ্নের কারণ কী? যে শক্তি যে সময়ে কার্যে প্রয়োগ করা প্রয়োজন সেই শক্তি ইমার্জ হওয়ার পরিবর্তে কিছু পরে ইমার্জ হয়। পরে তোমরা ভাবো যে এটা না বলে এটা যদি বলতাম তো খুব ভালো হতো। কিন্তু যে সময় পাশ হওয়ার ছিল সেই পরিস্থিতি তো বেরিয়ে যায়, এমনকি তোমাদের নিজের মধ্যে যে শক্তি আছে সেই সম্বন্ধে ভাবতেও থাকো, সহন শক্তি এটা, নির্ণয় শক্তি এটা, তো সেভাবে ইউজ করা উচিত। শুধু অল্প সময়ের ব্যবধান হয়ে যায়। আরেকটা ব্যাপার কী হয়? ঠিক আছে, একবার সময়মতো শক্তি কার্যে আসেনি এবং পরে অনুভবও করেছ যে এটা না করে এটা করা উচিত ছিল। পরে উপলব্ধি করো। কিন্তু এই ভুলটা একবার অনুভব করার পরে ভবিষ্যতের জন্য অনুভাবী হয়ে ভালো করে রিইন্সাইজ করে নাও, যাতে একই ভুল দ্বিতীয়বার না হয়। তাহলেও প্রগ্রেস হতে পারে, সেই সময় তোমরা উপলব্ধি করতে পারো এটা রং, এটা রাইট। কিন্তু একই ভুল দু'বার যেন না হয়, তার জন্য নিজেকে ভালো করে নিজের রিইন্সাইজেশন করতে হবে। তা'তেও তোমাদের ফুল পার্সেন্ট পাস হয় না। তাছাড়া, মায়া খুব চতুর, মনে করো সেই একই পরিস্থিতি আর তোমাদের মধ্যে সহন শক্তি কম আছে, তো সেই পরিস্থিতিতে তোমাদের সহন শক্তি ইউজ করতে হবে, একবার তোমরা রিইন্সাইজ করে নিয়েছো, কিন্তু মায়া কী করে, দ্বিতীয়বারে সে একটুখানি রূপ বদল করে আসে। পরিস্থিতি সেই একই কিন্তু যেভাবে আজকালকার জামানায় পুরানো জিনিস অথচ এমন পালিশ করে দেয় নতুনের থেকেও নতুন মনে হয়, ঠিক একইরকমভাবে, মায়াও এমন পালিশ করে আসে যে পরিস্থিতির রহস্য একই থাকে, মনে করো তোমরা ঈর্ষান্বিত হয়ে গেলে। ঈর্ষাও ভিন্ন ভিন্ন রূপের হয়, একরূপের হয় না। সুতরাং বীজ ঈর্ষারই হবে কিন্তু আসবে আরেক রূপে। তোমরা অনেক সময়ই ভাবো, এই ব্যাপারটা আগে যেটা হয়েছিল সেরকম ছিল না, এই ব্যাপারটাই অন্যরকম তো না! কিন্তু বীজ সেই একই, শুধু রূপ পরিবর্তন হয়ে যায়। তার জন্য তোমাদের কোন শক্তি প্রয়োজন? - 'পরখ করার শক্তি।' এইজন্য বাপদাদা প্রথমেই বলেছিলেন, দু'টো বিষয়ে অ্যাটেনশন রাখো। এক- সত্য হৃদয়। সত্যতা। নিজের মধ্যে কিছু লুকিয়ে রেখো না। যখন তোমরা নিজের মধ্যে রাখো গ্যাস ভরা বেলুন হয়ে যায় আর পরিশেষে কী হবে? ফেটে যাবে তো না! অতএব, সত্য হৃদয় বজায় রাখো। ঠিক আছে, অন্য আত্মাদের সামনে হয়তো সঙ্কোচ হয়, একটু লজ্জা লাগে, চিন্তা করো, জানি না কী নজরে আমাকে দেখবে! যেমনই হোক, প্রকৃত হৃদয়ের সাথে, অনুভবের সাথে বাপদাদার সামনে রাখো। এভাবে নয় - আমি বাপদাদাকে বলে দিয়েছি, এই ভুল হয়ে গেছে। যেমন তোমরা অর্ডার ইস্যু করো না যে, হ্যাঁ, আমি এই ভুল করেছি। সেই রকম ভাবে নয়। অনুভবের শক্তির দ্বারা, সত্য হৃদয়ের সাথে, শুধু মস্তক দ্বারা নয়, বরং হৃদয় দিয়ে যদি বাপদাদার সামনে উপলব্ধি করো তবে হৃদয় সেই আর্জনা থেকে খালি হয়ে যাবে। জঞ্জাল শেষ হয়ে যাবে। পরিস্থিতি বড় হয় না, ছোটই হয়। কিন্তু যদি তোমাদের হৃদয়ে ছোট ছোট বিষয়গুলো একত্রিত হতে থাকে তাহলে সেগুলোতে হৃদয় ভরে যায়। খালি তো থাকে না, তাই না! তাহলে, হৃদয় যদি খালি নয় তবে দিলারাম কোথায় বসবেন! বসার জায়গা থাকতে হবে তো না! তো সত্য হৃদয়ে প্রভু প্রসন্ন। আমি যা, আমি সেরকম, বাবা আমি তোমার। বাপদাদা তো জানেনই যে নম্বরক্রম তো হওয়ারই আছে। সেইজন্য বাপদাদা সেই দৃষ্টিতে তোমাদের দেখবেন না। কিন্তু সত্য হৃদয় আর দ্বিতীয়তঃ বলেছিলাম - বুদ্ধির লাইন সদা ক্রিয়ার থাকতে হবে। লাইনে ডিস্টার্বেন্স যেন না হয়, কাট অফ যেন না হয়। বাপদাদা সময়মতো যে এক্সট্রা শক্তি দিতে চান, আশীর্বাদ দিতে চান, এক্সট্রা সহায়তা দিতে চান, যদি ডিস্টার্বেন্স থাকবে

তো সেসব প্রাপ্ত হবে না। লাইনই ক্লিয়ার নেই, ক্লিন নেই, কাট অফ হয়ে আছে, তাহলে এই যে প্রাপ্তি হওয়া উচিত তা হয় না। কিছু বাচ্চা বলে, না বললেও ভাবে যে - কোনো কোনো আত্মার অনেক সহযোগ প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মণদের থেকেও প্রাপ্তি হয়, বড়দের থেকেও প্রাপ্তি হয়, বাপদাদার থেকেও প্রাপ্তি হয়, শুধু আমাদেরই কম প্রাপ্তি হয়। কারণ কী? বাবা তো দাতা, সাগর, যে যত নিতে চায় নিতে পারে, তালাচাবি নেই, পাহারাদার নেই বাপদাদার ভান্ডারে। বাবা বলার সাথে সাথে জী হাজির (তিনি উপস্থিত)। বাবা বলেন - নাও। তিনি দাতা তো না! তিনি দাতাও, সাগরও। তাহলে তাঁর কী কম হতে পারে? এই দুটো ব্যাপারেই খামতি থাকে। এক হলো সত্য হৃদয়, স্বচ্ছ হৃদয় হবে, চাতুরী করবে না। তোমরা অনেক চাতুরী করে থাকো। ভিন্ন ভিন্ন রকমের চাতুরী করো।

সুতরাং, নির্মল হৃদয়, সত্য হৃদয় আর তোমাদের বুদ্ধির লাইন সদা চেক করো ক্লিয়ার এবং ক্লিন আছে কিনা। আজকালকার সায়েন্সের সাধনেও তো তোমরা দেখতে পাও যে, যদি সামান্যতম ডিস্টার্বেন্সও থাকে তবে ক্লিয়ার হতে দেয় না। অতএব, এটা অবশ্যই করো।

আরো একটা বিশেষ বিষয় হলো - এটাই তো এই সিজনের লাস্ট টার্ন তাই না, সেইজন্য বাবা তোমাদের বলছেন। এটা শুধু ডবল ফরেনারদের জন্য নয়, বরং সকলের জন্য। লাস্ট টার্নে তোমরাই বাবার সামনে বসে আছো, তাইতো তোমাদেরই বলতে হচ্ছে। বাপদাদা দেখেছেন এখনো একটা সংস্কার অথবা বলতে পারো নেচার রয়েছে। নেচার তো প্রত্যেকের নিজস্ব কিন্তু সকলের স্নেহী এবং সর্ব বিষয়ে, সম্বন্ধে সফল, মম্মাতে বিজয়ী এবং বাণীতে মধুরতা আসবে তখনই ইজি নেচার হবে। অসতর্ক মূলক নেচার নয়। অসতর্কতা আলাদা ব্যাপার। ইজি নেচার তাকেই বলা যায় - যেমন সময়, যেমন ব্যক্তি, যেমন সারকমস্ট্যান্স সেটা বুঝে পরখ করাই নিজেকে ইজি করে দেওয়া। ইজি অর্থাৎ সহজে মেনে নেওয়া। টু-মাচ অফিসিয়াল হওয়ার টাইট নেচার নয়, অফিসিয়াল থাকা ভালো কিন্তু টু-মাচ নয়। তাছাড়া তেমন সময়ে কেউ যদি অফিসিয়াল হয়ে যায় তখন সেই সময়ে সেটা তার বিশেষ গুণ বলে মনে হয় না। ছোট হও বা বড় হও নিজেকে যেন মোল্ড করতে পারো, সবকিছু সহজে মানিয়ে নিতে পারো। বড়দের সাথে তাদের মতন করে চলা উচিত আর ছোটদের সাথে ছোটদের মতন। সাথীদের সাথে সাথী হয়ে যেন চলতে পারো, বড়দের প্রতি রিগার্ড বজায় রেখে যেন চলতে পারো। যেন ইজি মোল্ড করতে পারো, কিছু লোক তাদের শরীরও ইজি রাখে তো না, যাতে যখন ইচ্ছা তখনই তারা ঘোরাতে পারে আর টাইট হলে ঘোরাতে পারে না। তোমাদের অসতর্ক হওয়াও উচিত নয়। এটা এমন নয় যে তোমরা ইজি যদি হও তো যেখানে চাইবে ইজি হয়ে যাবে, আসাবধান হয়ে যাবে। না। এটা বোলো না যে বাপদাদা বলেছেন ইজি হয়ে যাও তো ইজি হয়ে গেলে, এমন করো না। ইজি নেচার অর্থাৎ সময় অনুসারে যেন নিজের স্বরূপ বানাতে পারো। আচ্ছা - ডবল বিদেশিরা ভালো চান্স পেয়েছে।

সবার ড্রিল স্মরণে আছে নাকি ভুলে গেছো? এখনই এখনই এই ড্রিল করো। পরিক্রমা করো। আচ্ছা।

চতুর্দিকের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদের, চতুর্দিক থেকে যারা স্মরণের স্নেহ-সুমন, সমাচার পাঠিয়েছে তাদেরকে এবং যারা তাদের বিভিন্ন সম্বন্ধের খুব ভালো স্নেহপত্র এবং নিজেদের অবস্থান সম্বন্ধে লিখেছে, সেবার সমাচার, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং খুব ভালো ভালো প্ল্যান লিখেছে, তা' বাপদাদার কাছে পৌঁছে গেছে। ভালোবাসার সাথে, পরিশ্রমের সাথে যারাই লিখেছে তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের নামে বাপদাদার, দিলারামের হৃদয়ের স্মরণের স্নেহ-সুমন স্বীকার করো। বাবার প্রতি বাচ্চাদের ভালোবাসা আর তার চেয়েও পদ্মগুণ বেশি ভালোবাসা বাচ্চাদের প্রতি বাবার এবং সদা অমর। স্নেহী বাচ্চারা না বাবার থেকে আলাদা হতে পারে, না বাবা বাচ্চাদের থেকে আলাদা হতে পারেন। সাথে আছেন, আর সদা সাথেই থাকবেন।

চতুর্দিকের যারা নিজেকে সদা বাবা সমান বানায়, সদা বাবার নয়নে, হৃদয়ে এবং মস্তকে সমীপে থাকে, সদা এক বাবার সংসারে থাকে, সদা প্রতি কদমে বাপদাদাকে ফলো করে, সদা বিজয়ী ছিল, বিজয়ী আছে এবং বিজয়ী থাকবে - এমন নিশ্চয় আর নেশায় যারা থাকে, এমন অতি হারানিধি, প্রিয় থেকে প্রিয় সব বাচ্চাকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদানঃ- প্রতিটি সেকেন্ডের প্রতিটি সংকল্পের মহত্ব জেনে সঞ্চয়ের খাতা পরিপূর্ণ করে সমর্থ আত্মা ভব
সঙ্গমযুগে অবিনাশী বাবার দ্বারা সব সময় অবিনাশী প্রাপ্তি হয়। সারা কল্পে এমন ভাগ্য প্রাপ্ত করার এটাই একটা সময় - সেইজন্য তোমাদের স্লোগান হলো "এখন নয় তো কখনো নয়।" যে শ্রেষ্ঠ কার্য করতে হবে তা এখনই করতে হবে। এই স্মৃতির দ্বারা কখনো সময়, সংকল্প কিংবা কর্ম ব্যর্থতা খুইয়ে দিও না, সমর্থ

সংকল্পের দ্বারা সঞ্চয়ের খাতা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে আর আত্মা সমর্থ হয়ে যাবে।

স্লোগান:-

প্রতিটি বোল, প্রতিটি কর্মের অলৌকিকতাই হলো পবিত্রতা, সাধারণকে অলৌকিকতায় পরিবর্তন করে
দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid
2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent
1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent
1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid
2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent
1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1
Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List
Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid
1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent
3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent
4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful
Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light
Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2
Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful
Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light
Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2
Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful
Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;